জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন

অক্টোবর ২০২৫

চতুর্থ খণ্ড

CamScanner

চতুর্থ খণ্ড

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট-১১:	প্রথম পর্যায়ে যেসব রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে এককভাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে	৩
পরিশিষ্ট-১২:	রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনার সারসংক্ষেপ	৭
পরিশিষ্ট-১৩:	প্রথম পর্যায়ের আলোচনার পর স্প্রেডশিটের ওপর রাজনৈতিক দল ও জোটের সংশোধিত মতামত	৩০৪
পরিশিষ্ট-১৪:	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় যে বিষয়গুলোতে ঐকমত্য হয়েছে তার তালিকা	৭২০

পরিশিষ্ট-১১

প্রথম পর্যায়ে যেসব রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে এককভাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা	সভাপতি
অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান	সহ-সভাপতি
জনাব সফর রাজ হোসেন, পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
ড. বদিউল আলম মজুমদার সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
বিচারপতি এমদাদুল হক, সদস্য, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	সদস্য
ড. ইফতেখারুজ্জামান, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, সদস্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন	সদস্য

প্রথম পর্যায়ে যেসব রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে এককভাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ, বার ও সময়	সেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
২।	খেলাফত মজলিস	২২ মার্চ, ২০২৫ তারিখ শনিবার সকাল ৯.৩০ ঘটিকা	১	
৩।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	২২ মার্চ, ২০২৫ তারিখ শনিবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকা	১	
৪।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	২৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখ রবিবার সকাল ৯.৩০ ঘটিকা	১	
৫।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সোমবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
৬।	নাগরিক ঐক্য	৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
৭।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	১২ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ শনিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	
৮।	জাকের পার্টি	১২ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ শনিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
৯।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	১৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	
১০-১১।	বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি	১৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
১২।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি	১৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকা	২	
১৩।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	১৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ শনিবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকা	২	
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বি.এন.পি (মুলতুবি সভা)	২০ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ রবিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকা	২	
১৪।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	২১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সোমবার সকাল ১০.০ ঘটিকা	১	
১৫।	জাতীয় গণফ্রন্ট	২১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সোমবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বি.এন.পি (মুলতুবি সভা)	২২ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ ঘটিকা	২	
১৬।	আমজনতার দল	২৪ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকা	১	
১৭।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	২৬ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ শনিবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকা	২	
১৮।	গণসংহতি আন্দোলন	২৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ, বার ও সময়	সেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১৯।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	২৭ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সোমবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
২০।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	২৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	
২১।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	২৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	
২২।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	৩ মে, ২০২৫ তারিখ শনিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	
২৩।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	৩ মে, ২০২৫ তারিখ শনিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
২৪।	১২ দলীয় জোট	৪ মে, ২০২৫ তারিখ রবিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	
২৫।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি	৪ মে, ২০২৫ তারিখ রবিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) (মুলতুবি সভা)	৬ মে, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকা	২	
	নাগরিক ঐক্য (মুলতুবি সভা)	৭ মে, ২০২৫ তারিখ বুধবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	
২৬।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৭ মে, ২০২৫ তারিখ বুধবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
২৭।	ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টি	৮ মে, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	
২৮।	গণফোরাম	১০ মে, ২০২৫ তারিখ শনিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
২৯।	গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য	১২ মে, ২০২৫ তারিখ সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	
৩০।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	১২ মে, ২০২৫ তারিখ সোমবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
৩১।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	১৩ মে, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	
৩২।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	১৫ মে, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা	১	
	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (মুলতুবি সভা)	১৮ মে, ২০২৫ তারিখ রবিবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকা	২	
	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি (মুলতুবি সভা)	১৯ মে, ২০২৫ তারিখ সোমবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা	১	
		মোট সেশন সংখ্যা	৪৪	

পরিশিষ্ট-১২

রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনার সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৬ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২০ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ০৬ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২০ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : বৃহস্পতিবার, বিকাল ০৩: ০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী এলডিপির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	ড. অলি আহমেদ বীর বিক্রম	প্রেসিডেন্ট
২.	ড. রেদোয়ান আহমেদ	মহাসচিব
৩.	ড. নেয়ামূল বশির	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৪.	ড. আওরঙ্গজেব বেলাল	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৫.	অধ্যাপক কে কিউ এ সাকলায়েন	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৬.	অধ্যাপক ওমর ফারুক	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৭.	অধ্যক্ষ মো. মাহবুবুর রহমান	উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য
৮.	জনাব বিল্লাল হোসেন মিয়াজি	যুগ্ম-মহাসচিব

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. সংলাপের শুরুতে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন [এ পর্যায়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ ১ মিনিট নীরবতা পালন শেষে দোয়া করা হয়]। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয় এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক

দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রথম সংলাপটি এলডিপি-এর সঙ্গে আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সুপারিশে ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য বলে তিনি জানান। তিনি আশা করেন সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রেসিডেন্ট ড. অলি আহমেদ বীর বিক্রম ক্রান্তিকালে দেশের হাল ধরায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুক্তিসঙ্গত সবকিছুতে তাঁর দল নৈতিকভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। প্রটোকল অনুসরণপূর্বক আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিসহ সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

৯. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৫১টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ১৬টি প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে, ১টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে এবং ২টি প্রস্তাবে অস্পষ্টতা রয়েছে বলে জানায়। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৬টি প্রস্তাবে এলডিপি একমত পোষণ করে ও ১১টি প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ২২টি প্রস্তাবে একমত এবং ১টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১১টি প্রস্তাবে একমত এবং ১৫টি প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ২০টি প্রস্তাবেই এলডিপি একমত পোষণ করে।

অর্থাৎ ৫টি সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১২০টি প্রস্তাবে এলডিপি একমত পোষণ করে, ৪২টি প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে, ২টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে এবং ২টি প্রস্তাবে অস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছে।

১০. এলডিপি যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত ও অস্পষ্ট সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

গণপ্রজাতন্ত্র

এলডিপির বক্তব্য: <u>'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'-এর পরিবর্তে 'জনগণতন্ত্রী' শব্দটির ব্যবহারে ভাষাগত পরিবর্তন ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই</u> এবং এতে বিতর্কই বাড়বে। দেশের কোনো লাভও হবে না। বিভিন্ন দেশে 'গণপ্রজাতন্ত্র'ই আছে। তাছাড়া 'জনগণতন্ত্রী' শব্দটি ভারতের 'জনগণমন' গানের সঙ্গে মিল থাকায় ভবিষ্যতে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্য: 'Republic'-এর সঠিক শব্দার্থ করা হয়নি। 'প্রজা' বললে অধীনস্ত বোঝায়। রাজার প্রজা এরকম। এখান থেকে বের হওয়ার জন্যই সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বহুত্ববাদ

এলডিপির বক্তব্য: <u>'বহুত্ববাদী' শব্দটি দিয়ে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে এবং ব্যাপক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে বিধায় এ শব্দের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে দলটি। বাস্তবে কেউ ধর্মনিরপেক্ষ নয় বলেও মতামত ব্যক্ত করে এলডিপি</u>।

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'ধর্মনিপেক্ষতা' বাদ দিয়ে 'বহুত্ববাদী' প্রতিস্থাপনের চিন্তা থেকে শব্দটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

আসন সংখ্যা, বয়স

এলডিপির বক্তব্য: **প্রস্তাবিত ৪০০ আসন বাস্তবতার নিরিখে যুক্তিসঙ্গত নয়**। সংরক্ষিত আসন সংখ্যা এবং প্রার্থীর বয়স বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করাই শ্রেয়। **প্রার্থীর বয়স ২১ বছর করা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত হবে না**। বরং সামাজিক অবক্ষয় কীভাবে রোধ করা যায় সেটি নিয়ে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সংরক্ষিত আসন বাদ দিয়ে নারীদের ক্ষমতায়নে প্রতিটি দল থেকে মোট আসনের ৫-১০% নারীদেরকে নমিনেশন দেওয়ার বিধান করা যেতে পারে। হঠাৎ করে নতুন কিছু বাংলাদেশে করা ঠিক হবে না। আসন বিন্যাস জনসংখ্যার সঠিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে করার পক্ষে মত দেয় দলটি। অতীতে এ নিয়ে অনেক বৈষম্য হয়েছে জানায় এলডিপি।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নারীদের জন্য ৫-১০% আসন সংরক্ষিত করা হলে প্রতিটি দলই এর অপব্যবহার করবে। অর্থাৎ নিশ্চিত হেরে যাওয়া আসনেই নারীদেরকে মনোনয়ন দিবে। আবার বর্তমান পদ্ধতিতে নারীদেরকে পুরুষদের ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে অলংকার হিসেবে আসতে হচ্ছে বিধায় প্রকৃত নারী নেতৃত্ব উঠে আসছে না। সে কারণেই সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের জন্য ১০০টি আসনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তরুণ সমাজকে নেতৃত্বে তুলে আনার জন্য প্রার্থীর বয়স ২১ বছর বিবেচনা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৭০

এলডিপির বক্তব্য: **অনুচ্ছেদ ৭০ পুরোপুরি উঠিয়ে দেওয়ার মতো সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এখনও বাংলাদেশে হয়নি**। এটা করা হলে টাকার ছড়াছড়ি শুরু হবে। **তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পারবে না তা সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে**। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মতামতও নেওয়া যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদ ৭০-এ কোন কোন ক্ষেত্রগুলো সুনির্দিষ্ট করা যায় তা স্পষ্ট করে পরবর্তী সময়ে জানানোর জন্য এলডিপির প্রতি কমিশনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

উচ্চকক্ষ

এলডিপির বক্তব্য: **দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ করার মতো অবস্থা বাংলাদেশে এখনও সৃষ্টি হয়নি। যদিও করা হয় সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সর্বোচ্চ ৫০ সদস্যবিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিম্নকক্ষের প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সব দল থেকে উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হবে।** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা হলে সংবিধানের যে কোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশের পক্ষে মত দেয় এলডিপি। তবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীসহ অযৌক্তিক সংশোধনীগুলো বাতিল করা হলে ৮০% বা তারও বেশি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু গণভোট ও গণপরিষদ **নির্বাচনের মতো বড় পরিবর্তনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে দলটি**। **সংবিধান সংশোধন অধ্যাদেশের মাধ্যমে করা যাবে না**। তবে প্রধান বিচারপতির নির্দেশনা চাওয়া যেতে পারে। **বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ১৯৯১ সালের মতো রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনের পরে সংবিধান সংশোধন করা যেতে পারে। সকল অংশীজনের মতামত পাওয়ার পরে পর্যালোচনাপূর্বক এলডিপিও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে**।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সকল অংশীজনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধানের যে সকল সংশোধনী গৃহীত হবে সেগুলো অধ্যাদেশ বা আদালতের নির্দেশনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অথবা সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতিতে যদি সকল রাজনৈতিক দল একমত হয় সেটাও করা যেতে পারে।

সরকারের মেয়াদ

এলডিপির বক্তব্য: **রাষ্ট্রপতিসহ সরকারের মেয়াদ ৪ বছর হবে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে ৫ বছর রাখার পক্ষে মত দেয় এলডিপি। তবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যেভাবেই হোক না কেন সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে**।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচন

এলডিপির বক্তব্য: **জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হলে স্থানীয় নির্বাচনও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। তখন নির্বাচিত সরকার খুব একটা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে অনুষ্ঠিত হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে,**

ফলে অন্তবর্তী সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্কে পড়ে যাবে, যা জাতীয় নির্বাচনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়াও যে কোনো নির্বাচনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট অনুষ্ঠানের স্বার্থে এলডিপি নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করে:

- প্রত্যেককে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) দেখিয়ে ভোট দিতে হবে;
- প্রিজাইডিং অফিসারকে জাতীয় পরিচয়পত্র দেখাতে হবে;
- ব্যালট পেপারের পেছনে এনআইডি নম্বর সংযুক্ত করা;
- মাঠ প্রশাসনের ওসি এবং ইউএনওকে নিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা করা;
- কোনো দলের তথ্য অন্য কোনো দল বা ব্যক্তিকে সরবরাহ না করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের পরে হলে সরকারি দল অনেক সময় নগ্ন হস্তক্ষেপ করে থাকে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই স্থানীয় সরকার নির্বাচন পূর্বে করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, যদিও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে NID সুপারিশ করা হয়নি। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষে NID অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সীমানা নির্ধারণ

এলডিপির ব্যাখ্যা: যে আসন নিয়ে আপত্তি থাকবে শুধু সেই আসন নিয়েই কাজ করা হলে ভালো হবে। প্রতিটি নির্বাচনি এলাকা নিয়ে প্রতিবার কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এতে ঝামেলা ও খরচ দুটোই বৃদ্ধি পাবে। তারপরেও অন্যান্য দলের সঙ্গে আলোচনা করে জানানো হলে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়া হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: একটি আসনে আপত্তি থাকলে তার সঙ্গে অন্যান্য আসনও জড়িয়ে যায়। তাছাড়া জনসংখ্যার বিবেচনায়ও পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন হয়। নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য সীমানা নির্ধারণের জন্য আলাদা কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

আইনগত সহায়তা আইন

এলডিপির বক্তব্য: 'আইনগত সহায়তা আইন ২০০০'-সহ সংশ্লিষ্ট আইনগুলোকে যুগোপযোগী করার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে। এগুলো করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে। **তাই সংসদ নির্বাচনের পরে নির্বাচিত সরকারের দ্বারা করাই ভালো**। **হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের প্রতি সম্পূর্ণ একমত পোষণ করে**। এটা করা হলে দেশের জনগণ অনেক বেশি উপকৃত হবে। যদিও এরশাদ সরকারের সময় হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের বাধার কারণে সেটা আর হয়নি। এখনই উপযুক্ত সময় হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

প্রদেশ

এলডিপির বক্তব্য: প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার বিষয়ে এলডিপির সদস্যদের মধ্যেও দ্বিধাবিভক্তি রয়েছে। ফলে এ বিষয়ে পুরোপুরি একমত হওয়া যাচ্ছে না বলে এলডিপি জানায়। বর্তমান যুগে বিভাগীয় কমিশনারের কোনো প্রয়োজন নেই। যদি প্রাদেশিক সরকার করা হয়, তাহলে ওই অফিস বিলুপ্ত করে সেখানে গভর্নরের অফিস করে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করা হলে রাষ্ট্রীয় খরচ ও সময় বাঁচবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা করা না গেলেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যেতে পারে। তাতেও জনগণ অনেক উপকৃত হবে।

১১. সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা শেষে পুনরায় সংলাপের আলোচনা করা হলে দ্বিমত, আংশিক দ্বিমত বা অস্পষ্ট সুপারিশগুলোর বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে এলডিপির পক্ষ থেকে মত প্রকাশ করা হয়। পুনরায় তাদেরকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলেও কমিশনের পক্ষ থেকে আশ্বাস প্রদান করা হয়। অতঃপর ৫:৩০ ঘটিকায় **১ম** পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
খেলাফত মজলিস-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৮ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২২ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে খেলাফত মজলিস-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি
তারিখ : ০৮ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২২ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : বৃহস্পতিবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী খেলাফত মজলিসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	ড. আহমদ আবদুল কাদের	মহাসচিব
২.	মাওলানা আহমদ আলী কাসেমী	নায়েবে আমীর
৩.	এডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসাইন	সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব
৪.	জনাব মুহাম্মদ মুনতাসির আলী	যুগ্ম মহাসচিব
৫.	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সল	যুগ্ম মহাসচিব
৬.	অধ্যাপক মোঃ আবদুল জলিল	যুগ্ম মহাসচিব
৭.	এডভোকেট মোঃ মিজানুর রহমান	সাংগঠনিক সম্পাদক
৮.	অধ্যাপক কাজী মিনহাজুল আলম	সাংগঠনিক সম্পাদক
৯.	প্রকৌশলী আবদুল হাফিজ খসরু	প্রচার ও তথ্য সম্পাদক

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয় এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে খেলাফত মজলিসের সংলাপের এ আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

৭. সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ মুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. খেলাফত মজলিস নোবেল বিজয়ী মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিসহ সদস্যবৃন্দকেও শুভেচ্ছা জানান। অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশনগুলো সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসহ সকল সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে এবং জনবান্ধব করতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ করেছে। সেগুলো বাস্তবায়নে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামত নেওয়া প্রয়োজন। বিগত ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচার সরকারের সময়ে সকল প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছিল। সংবিধানকে নিজেদের সম্পত্তির মতো করে সংশোধন করেছিল এবং এমনকিছু সংশোধন করেছে যা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে তীব্রভাবে আহত করছে। কমিশন সংবিধান সংশোধনের সময় সে বিষয়গুলো বিবেচনা করবে। খেলাফত মজলিস আশা করে সকলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সকল সংস্কার কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে অন্তর্বর্তী সরকার একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন জাতিকে উপহার দিবে।

৯. বাংলাদেশ লেখাফত মজলিস সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬১টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ৩টি প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে, ৭টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ২০টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ৩টি প্রস্তাব আংশিকভাবে একমত পোষণ করে এবং ১টি প্রস্তাবে কোনো মন্তব্য প্রদান করেনি। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ২১টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে এবং ২টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ২০টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে এবং ৩টি প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে এবং ২৩টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৯টি প্রস্তাবেই একমত পোষণ করে এবং ১টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। অর্থাৎ ৫টি সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে খেলাফত মজলিস ১৪১টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ১৫টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে এবং ১টি প্রস্তাবে কোনো মন্তব্য দেয়নি।

১০. সংলাপে যে সকল প্রস্তাবে দ্বিমত ও আংশিক দ্বিমত রয়েছে সেগুলোর বিষয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কাছে মতামত জানতে চাওয়া হয়।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

বহুত্ববাদ

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: সংবিধানে 'বহুত্ববাদ' সংযোজন করা হলে ভবিষ্যতে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত (যেমন, সমকামিতাকে বৈধতা প্রদানের মতো অনৈতিক কার্যক্রমসহ) সমস্যার উদ্ভব হবে, যা দেশ ও জাতির জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে এবং ভবিষ্যতে 'বহুত্ববাদ' রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বহুত্ববাদের সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। 'ইসলাম' বা ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ভবিষ্যতে বহুত্ববাদের প্রয়োগ কোন দিকে যাবে তা চিন্তা করতে হবে। তবে বহুমত, বহুধর্ম, বহুবর্ণ, শ্রেণি, পেশা এগুলো রাখা যেতে পারে। আমেরিকাতে ধর্মনিরপেক্ষতা নেই। কিন্তু 'My God' দিয়ে তারা শুরু করে। ইংল্যান্ডের প্রোটেস্টান ও ক্যাথলিকরাও তাই করে। সেজন্য বাংলাদেশেও 'বহুত্ববাদ'-এর পরিবর্তে 'মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংযোজন করা যেতে পারে। যেটা বিএনপি তাদের মূল ভিত্তি হিসেবে সংযোজন করে এবং এরশাদের সময়েও ছিল। কিন্তু শেখ হাসিনা তা পরিবর্তন করেছে। দলটি রাষ্ট্রধর্মের খুব প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। তবে রাষ্ট্রধর্ম এরশাদের সময় করা হয়ে থাকলেও এখন পরিবর্তন করা খুবই কঠিন। এর সঙ্গে দেশের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠীর অনুভূতি কাজ করছে। ৫-৭% (খুবই নগণ্য)-এর জন্য দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন নেই।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে 'বহুত্ববাদ' সংযোজনের প্রস্তাব করার কারণ এখনও দেশে দলগত, জাতিগত, বর্ণগত ভেদাভেদ রয়েছে। সেজন্য 'বহুত্ববাদ' শব্দটি দিয়েই সব বোঝানো হয়েছে। রাষ্ট্র ধর্ম, বিসমিল্লাহ এসব বিষয় নিয়েও কিছু বিতর্ক রয়েছে।

নিম্নকক্ষে আসন সংখ্যা

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: প্রস্তাবিত ৪০০ আসনের পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে ৫০০ আসন করা হলে ভোট ব্যবস্থাপনা সুন্দর হবে। সমাজে নারীরা এখন অনেক সোচ্চার বিধায় তাদেরকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই আসতে হবে। একইসঙ্গে যে নারীরা রাজনীতি করতে চায় তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। কারণ গত সরকারের ১৫ বছরে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকারসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী থাকলেও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থ এবং আত্মীয়স্বজন পুনর্বাসনের জন্য নারীদের দৃশ্যমান তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি। প্রস্তাবিত ১০০ আসন সংরক্ষিত না করে বিকল্প হিসেবে ৬৪ জেলা থেকে ৬৪ জন নারী প্রতিনিধি সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়ে আসা যায়। সেক্ষেত্রে প্রকৃত নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য শর্তগুলো (সময় ২৫-৩০ বছরের জন্য, কাকে মনোনয়ন দিবে, দল থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি) স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে আদর্শিকভাবে খেলাফত মজলিস একমত পোষণ করে।

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: উচ্চকক্ষ-নিম্নকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সৃষ্টিতে একমত পোষণ করলেও সরকারের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর রাখার পক্ষে খেলাফত মজলিস। তা না হলে নির্বাচন সংখ্যা ও নির্বাচনি ব্যয় এবং সরকারের মধ্যে তাড়াহুড়া বৃদ্ধি পাবে, যার জন্য উন্নয়নের পরিবর্তে দুর্নীতি বেড়ে যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কিছুটা হলেও অর্ধেক জনসংখ্যা নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩:১ হারে ৪০০ আসনের মধ্যে ১০০ আসন সরাসরি নির্বাচনের জন্য নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া না হলে যেখানে জয়ের সম্ভাবনা নেই, সেখানেই রাজনৈতিক দলগুলো নারীদেরকে মনোনয়ন দিবে। এ পদ্ধতিতে প্রকৃত নারী নেতৃত্ব পাওয়া সম্ভব নয়। ইতঃপূর্বে সংরক্ষিত আসনে আত্মীয়স্বজন, তদবির, অর্থ প্রভৃতি কারণে প্রকৃত নারী নেতৃত্ব পাওয়া যায়নি। প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকারসহ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নারীর সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাছাড়া সংবিধানে সংযোজিত না হলে লক্ষ্য নির্ধারণ করা যাবে না। উচ্চকক্ষ-নিম্নকক্ষ হলে সরকারের মধ্যে ভারসাম্য রাখা সম্ভব হবে।

অনুচ্ছেদ ৭০

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: অনুচ্ছেদ ৭০ পুরোপুরি বাদ দেওয়া হলে অর্থের লেনদেন বেড়ে যাবে, যা দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। বিদেশিদের মদদ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। তবে প্রধানমন্ত্রীর একক ক্ষমতা যে কোনো পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৭০ সুনির্দিষ্ট করার পক্ষে একমত পোষণ করেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদ ৭০-এর জন্য প্রধানমন্ত্রীর সর্বময় ক্ষমতা থাকায় এক-একজন ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠা ঠেকানো। অপরপক্ষে অনুচ্ছেদ ৭০-কে সরকার হঠানোর হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হচ্ছে। কমিশন চাচ্ছে দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সরকারসহ প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে।

Judicial Appointment Council

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানসহ Judicial Appointment Council (JAC)-এর সদস্য সংখ্যা ৭ (সাত)-এর স্থলে ৯ করার পক্ষে মত দেয় দলটি। JAC-কে আরও একটু যুক্তিযুক্ত করার পক্ষে। সেক্ষেত্রে JAC-এর সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ এবং সর্বোচ্চ ১১ করার পক্ষে মত দেয় খেলাফত মজলিস।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জ্যেষ্ঠ বিচারকদের মধ্য হতে যে কাউকেই JAC-এর চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে পারে। সেক্ষেত্রে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে না রাখাই ভালো। অপরদিকে পিএসসির চেয়ারম্যানের ল' ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলে এ ধরনের কমিশনে ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না। JAC-এর সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ এবং সর্বোচ্চ ১১ প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: উচ্চকক্ষে সদস্য নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ৩%-এর পরিবর্তে ১% ভোটের ভিত্তিতে করার প্রতি জোর দেয় দলটি।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচন সংস্কার কমিশন ৩%-এর সুপারিশ করলেও সংবিধান সংস্কার কমিশন ১%-এর সুপারিশ করেছে।

দলের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা হলে শৃঙ্খলাভঙ্গসহ অর্থের লেনদেন সংঘটিত হবে এবং ছোট ছোট দলকে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে, তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হবে। অপরদিকে যে সকল দল সরকারের আনুকূল্য পাবে তাদের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলেন, সরকারি দলের সিবিএ নেতাদেরকে আইনের আওতায় আনা হয় না। 'শুধু রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়' জানার জন্য শর্তসাপেক্ষে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের পক্ষে মত দেয় দলটি।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কোন দল কোন খাত থেকে কত আয় করে, কোন খাতে কত ব্যয় করে এর সঠিক কোনো তথ্য জনগণ জানতে পারছে না। দলগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্যই তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসার সুপারিশ করা হয়েছে।

খেলাফত মজলিসের প্রস্তাব: খেলাফত মজলিস থেকে নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো সংযোজন করার জন্য বলা হয়:

- নির্বাচনের পরে গঠিত মন্ত্রিসভা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;
- মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আসলে সংসদে জবাবদিহি করতে হবে। সন্তোষজনক না হলে পদত্যাগ করতে হবে;
- নির্বাচনি ব্যয় কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকা করা অথবা ভোটার প্রতি ৫ (পাঁচ) টাকা করা;
- মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পদ্ধতি সরাসরি ও অনলাইন দুটিই চালু রাখা;
- স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার পরে শিক্ষকদেরকে চাকরি ছাড়ার বিধান করা।

কমিশনের বক্তব্য: খেলাফত মজলিসের প্রস্তাবগুলো কমিশন কর্তৃক বিবেচনা করা হবে বলে জানানো হয়।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি হলে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবেন না। তবে ভিকটিমের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। কারণ অতীতে চিহ্নিত, দাগি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকেও সরকারের আনুকূল্যে থাকায় রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন থেকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য যে বোর্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে সে বোর্ডও আমাদের দেশের কৃষ্টি-কালচার অনুযায়ী পক্ষপাতমূলক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তি হলে রাষ্টপতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: আইনের মাধ্যমে বোর্ড করা হলে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি এখনকার মতো ফাইলের মাধ্যমে না হয়ে যাচাইবাছাই করা যাবে। বড় বড় মামলাগুলো অধিকাংশ সময়েই রাষ্ট্রীয় হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সে চিন্তা থেকেই আইন ও বোর্ডের কথা এবং সে লক্ষ্যে একটি নীতিমালার কথাও বলা হয়েছে। এখানে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি এবং ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্রের যে প্রস্তাব এসেছে তাও বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: খেলাফত মজলিস থেকে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়:

> 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ'। কারণ হিসেবে দলটি জানায়, ইদানীং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তাই এ বিষয়ে একটি আইন করা জরুরি। প্রয়োজনে বিষয়টি সংবিধানে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করে দলটি।
>
> 'সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরে সাধারণ জনগণ যেন আর ক্ষতিগ্রস্ত না হয়–সে রকম একটি আইন করা'।
>
> কারণ অনেক ক্ষেত্রেই রিভিউতে মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পরেও সরকারের সদিচ্ছার অভাবে সাধারণ জনগণ নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। অপরদিকে সরকার বা ক্ষমতাধর জিতলে তা দ্রুত বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে খেলাফত মজলিস। প্রশাসন নিজস্ব দায়িত্ব পালনেই হিমশিম খাচ্ছে। প্রশাসনকে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া কোনাভাবেই উচিত হবে না। মামলা আইনগত বিষয়। তাই বিচারিক আদালতই নিষ্পন্ন হতে হবে। তা না হলে মামলা নিষ্পত্তিতে আরো একটি স্তর বৃদ্ধি পেয়ে অর্থ অপচয়সহ দীর্ঘসূত্রতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রদেশ

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: দেশের পুরাতন ৪টি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা প্রস্তাবের সঙ্গেও দ্বিমত পোষণ করে খেলাফত মজসিল। বাংলাদেশের মতো ছোট্ট একটি দেশকে প্রদেশে ভাগ করা বাস্তবসম্মত হবে না। এতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য দলের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে মতামত প্রদান করা হবে বলে জানায় দলটি।

খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: প্রতিশ্রুতিগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সকল দল থেকে লিখিত প্রস্তাব নেওয়া যাতে পরবর্তী সময়ে নির্বাচনের মধ্যেমে যে দল ক্ষমতায় আসবে তারা এগুলো বাস্তবায়ন করে। নির্বাচনের আগে করতে হলে সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্স নিয়ে অধ্যাদেশের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

সভাপতি: প্রত্যেকটি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে সকল দলের মতামত গ্রহণ করা হবে এবং সংলাপ শেষে বাস্তবায়নের জন্য ঐকমত্যের ভিত্তিতে লিখিত আকারে প্রতিটি দল থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং ঐকমত্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সকল দলের সঙ্গেই ধারাবাহিক যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাপতি ১ম পর্যায়ের সংলাপ শেষ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ লেবার পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৮ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২২ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ লেবার পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ০৮ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২২ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : শনিবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ লেবার পার্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান	চেয়ারম্যান
২.	জনাব এস এম ইউসুফ আলী	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	অ্যাডভোকেট জোহরা খাতুন জুঁই	ভাইস চেয়ারম্যান
৪.	জনাব মাহবুবুর রহমান খালেদ	সভাপতি, সিলেট মহানগর
৫.	জনাব মো. আলাউদ্দিন আলী	ভাইস চেয়ারম্যান, সভাপতি চট্টগ্রাম মহানগর
৬.	জনাব হিন্দুরত্ন রামকৃষ্ণ	ভাইস চেয়ারম্যান

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয় এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিলও

করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ লেবার পাটির সংলাপ আয়োজন করা হয়েছে।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে যে সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুক্তিসঙ্গত সবকিছুতে তাঁর দল নৈতিকভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। বাংলাদেশ লেবার পার্টি জনগণের জন্য কাজ করতে চায়। প্রতিটি কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবসম্মত হওয়ায় এটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

৯. বাংলাদেশ লেবার পার্টি যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত ও অস্পষ্টতা রয়েছে এমন সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

বহুত্ববাদ

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: 'বহুত্ববাদী' শব্দটি দিয়ে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে এবং ব্যাপক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে বিধায় দ্বিমত পোষণ করে বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করে। 'আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস' সংযোগের প্রস্তাব করে। বহু ইসলামি দল রয়েছে তারাও 'বহুত্ববাদ' বাদ দেওয়ার পক্ষে রয়েছে বলে জানায় দলটি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম-এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা রাখা যা ইতঃপূর্বে ছিল।

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'ধর্মনিপেক্ষতা' বাদ দিয়ে 'বহুত্ববাদ' প্রতিস্থাপনের চিন্তা থেকে শব্দটি প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দল 'বহুত্ববাদ' শব্দটিকে 'একত্ববাদ' শব্দের বিপরীত হিসেবে চিহ্নিত করছে। যে কারণে এক ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে উঠেছে। ইংরেজি শব্দ 'pluralism'-এ কারো আপত্তি নেই।

আইনসভা–নিম্নকক্ষ

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: উভয় কক্ষের মেয়াদ কমিশন থেকে ৪ বছরের সুপারিশ করা হয়েছে। একটি সরকার গঠন হলে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয় বিধায় ৪ বছরে সমাপ্ত করা সম্ভব নয়। উভয় কক্ষের মেয়াদ ৫ বছর রাখার পক্ষে মত দেয় দলটি। এশিয়া মহাদেশে প্রায় দেশে সরকারের ৫ বছর মেয়াদ রয়েছে বলে জানায় বাংলাদেশ লেবার পার্টি।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কর্তৃত্ববাদী হওয়া থেকে রক্ষার জন্য ৪ বছরের প্রস্তাব করা হয়েছে। ৫ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে কর্তৃত্ববাদী হওয়ার আশঙ্কা থাকে বিধায় ৪ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রার্থিতার বয়স

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: বিদ্যমান ব্যবস্থায় সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ২৫ বছর রয়েছে, সেটি বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনেক দেশেই ২১ বছর বয়সে সংসদ-সদস্য হওয়ার বিধান রয়েছে। সেই আলোকে ২৫ বছরের পরিবর্তে ২১ বছর প্রস্তাব করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৭০

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে ভোটদানের সীমারেখা নির্ধারণ করা যেতে পারে। দলনেতা, সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী এই ৩ ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসা প্রয়োজন। সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হবে কি না তা চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। পরপর ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। তবে গ্যাপ দিয়ে হতে পারবে। ধারাবাহিকভাবে হতে না পারাই পরিবর্তন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা বর্তমান সংবিধানে সম্ভব নয়। দলের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করলে সংসদ সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। ৭০ অনুচ্ছেদে সীমারেখা টানতে হবে। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে আরো ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ লেবার পার্টির প্রতি অনুরোধ করা হয়। দলনেতা প্রধানমন্ত্রী হলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। সংসদ পরিচালনা করার জন্য চিফ হুইপ ও হুইপ তদারকি করে থাকেন। সংসদ নেতা বলতে সকলের নেতা। সমগ্র সংসদের নেতা। ভারত এবং যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রী যে ব্যক্তি হবেন তিনি সংসদ নেতা হতে পারেন না। গত ৫৩ বছরের মধ্যে সংসদ নেতা, দলের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়ে এই প্রথম ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৫ বছর। একই ব্যক্তি পরপর ২ বারের বেশি রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না বলে মত দেয় দলটি।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়। তাই মেয়াদ ৪ বছরের অধিক যুক্তিযুক্ত হবে না।

অধস্তন আদালত

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: স্থানীয় আদালত শব্দের পরিবর্তে অধস্তন আদালত বহাল রাখার পক্ষে মতামত দেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'অধস্তন আদালত' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: পরপর দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার সুযোগ দিলে ক্ষমতার অপব্যবহার হবে। তিনি দলীয় নেতা, সংসদ নেতা হতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা বাস্তবসম্মত হবে।

জাতীয় নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: অস্ত্র, অর্থ ও পেশিশক্তি থেকে নির্বাচনকে মুক্ত করতে হবে। পরিবারতন্ত্র, সুবিধাভোগীমুক্ত করতে হবে। উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে স্থানীয় নির্বাচন প্রভাবমুক্ত হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করবে। দেশের বিরাজমান জাতীয় ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশ লেবার পার্টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগে হওয়ার পক্ষে মত দেয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন করবে। পরে জাতীয় নির্বাচন করবে। এতে করে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা প্রমাণ হবে। দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা থেকেই করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হতে আগ্রহী হলে দলীয় সকল পদ-পদবি থেকে পদত্যাগ করার বিষয়টি যুক্ত করার অনুরোধ করে দলটি।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্যসহ ইলেক্টোরাল কলেজকে ৬৪টি জেলা কাউন্সিল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছে। কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্যসহ স্থানীয় সরকারের সকল

নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। তাদের মতামত হচ্ছে, এতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বৃদ্ধি পাবে।

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনের নিকট থাকা বাঞ্ছনীয়। এনআইডি নির্বাচন কমিশনের কাছে থাকাই বাস্তবসম্মত। তবে এনআইডি ব্যবস্থাপনায় স্বাধীন সংস্থা গঠন হলেও আপত্তি নেই বলে জানায় দলটি।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিগত সরকারের সময়ে সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব হয়েছে। বিভিন্ন অনিয়মের কারণে সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা শ্রেয়। এনআইডি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পরিপূর্ণ স্বাধীন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। স্বাধীন সংস্থা হলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

নির্বাচনি পোস্টার ও ব্যয়

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: নির্বাচনি পোস্টার সিস্টেম থেকে বের হয়ে আসতে হবে। হ্যান্ড বিল বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশন থেকে নির্ধারিত ফি'র মাধ্যমে সকল প্রার্থীর সমন্বয়ে পোস্টার প্রস্তুত এবং ৩ দিন পূর্বে জনসমাবেশ বন্ধ করার পক্ষে মত দেয় বাংলাদেশ লেবার পার্টি। সকল প্রার্থীর সমন্বয়ে প্রচার চালানো হলে নির্বাচনি ব্যয় কমে যাবে বলে উল্লেখ করে দলটি।

কমিশনের বক্তব্য: নির্বাচনি প্রচারণার বিষয়ে মতামত সংশোধিত আকারে পাঠানোর জন্য লেবার পার্টিকে অনুরোধ জানানো হয়।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন

নামের পূর্বে বিচারপতি ব্যবহার

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: সাবেক বিচারপতিগণের নামের পূর্বে বিচারপতি ব্যবহার করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে বাংলাদেশ লেবার পার্টি। তবে সাবেক বিচারপতি হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মতামত ব্যক্ত করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ''বিচারপতি' পদবি ব্যবহার থেকে বারণ করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

জেলা পরিষদ ও প্রাদেশিক সরকার

বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য: প্রাদেশিক সরকার করার বিপক্ষে মত দেয়। কারণ ছোট একটি দেশে প্রাদেশিক সরকার গঠন যুক্তিযুক্ত হবে না। জেলা পরিষদ নির্বাচন প্রত্যক্ষ ভোটে হতে হবে। জেলা পরিষদ বহাল রাখা ও কার্যকর করা প্রয়োজন। সরকারি কর্মচারীরা অবসরের ৫ বছর পরে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

সহ-সভাপতি: দীর্ঘ সময় সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ লেবার পার্টির অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান সহ-সভাপতি। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ১ম পর্যায়ের সংলাপের মুলতুবি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৯ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৩ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ০৯ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৩ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : বৃহস্পতিবার, সকাল ৯:৩০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১।	অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম	প্রধান সমন্বয়ক
২।	সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন	মিডিয়া সমন্বয়ক
৩।	জনাব দিদারুল ভূইয়া	অর্থ সমন্বয়ক
৪।	জনাব সোহেল শিকদার	সাংগঠনিক সমন্বয়ক (ভারপ্রাপ্ত)
৫।	এডভোকেট নাসিমা রহমান	নির্বাহী কমিটির সদস্য
৬।	শেখ নাসিরউদ্দীন	জাতীয় সমন্বয়ক
৭।	সামিনা স্বপ্নীল	আহ্বায়ক

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের

উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিকদলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আজ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সংলাপ আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রতিনিধি দলের প্রধান অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. প্রফেসর ইউনূসকে এরকম একটি উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য তার দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সকল সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত ও আহতদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন রাষ্ট্র সংস্কারে সব সময় রাজপথে ছিল। দেশের মানুষের স্বাধীনতা, ভোটাধিকারসহ গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সংবিধানের অসংগতি দূর করে সংবিধান সংশোধনসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোরও সংস্কার প্রয়োজন। ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৬ বছরের সংগ্রামে অন্যান্য দলের সঙ্গে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনও একযোগে রাজপথে ছিল। তরুণদের নেতৃত্বে '৭১-পরবর্তী সবচেয়ে বড় গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে জগদ্দল পাথরকে বিতারিত করা সম্ভব হয়েছে। গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানে তরুণ-তরুণীসহ বিভিন্ন পেশা, শ্রেণি ও দলের কয়েক হাজার ছাত্র জনতা শহিদ হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন ৩০ হাজারের অধিক। অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ সফলতা যেন বৃথা না যায় সে লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। কমিশনগুলো ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সুন্দরভাবে বিস্তারিত সুপারিশ উপস্থাপন করেছে। কিছু কিছু সুপারিশে দ্বিমত বা আংশিক দ্বিমত থাকতে পারে। সেগুলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব হবে। ঐকমত্য কমিশনের সফলতা কামনা করে তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য শেষ করেন।

৯. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬১টি প্রস্তাবে একমত, ৩টি প্রস্তাবে দ্বিমত, ৬টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। ১টি প্রস্তাবে কোনো মতামত নেই এবং অতিরিক্ত ১টি প্রস্তাব দিয়েছে। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ২৩টি প্রস্তাবে একমত, ২টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং ২টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করেছে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত সবক'টি সুপারিশে একমত পোষণ করেছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ২৪টি প্রস্তাবে একমত এবং ২টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের সবক'টির সঙ্গে একমত পোষণ করে। তবে অতিরিক্ত ১টি প্রস্তাব দিয়েছে। অর্থাৎ ৫টি সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১৫১টি প্রস্তাবে একমত, ৫টি প্রস্তাবে দ্বিমত, ১০টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে এবং অতিরিক্ত ২টি প্রস্তাব দিয়েছে।

১০. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন যে সকল প্রস্তাবে একমত নয়, আংশিক একমত এবং অতিরিক্ত প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি- নাগরিকতন্ত্র, জনগণতন্ত্রী এবং বহুত্ববাদ

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: ‘প্রজাতন্ত্র’ এবং ‘গণপ্রজাতন্ত্রী’ বাদ দিয়ে ‘নাগরিকতন্ত্র’ এবং ‘জনগণতন্ত্রী’ করা হলে দেশের তেমন উপকারে আসবে না। অহেতুক বিতর্ক বাড়বে। ‘বহুত্ববাদ’ শব্দটিতে দ্বিমত পোষণ করে দলটি। এতে সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। কিছু গোষ্ঠী ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করবে। সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে ‘সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং গণতন্ত্র’ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে। ধর্মনিরপেক্ষতা না রাখার পক্ষে মত দেয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ইংরেজি ‘Republic’-এর বাংলা অর্থ ‘প্রজাতন্ত্র’ যা সঠিক নয়। প্রজাতন্ত্র বললে রাজার প্রজা বোঝায়। বর্তমান যুগে কোনো প্রজা নেই। তাই ‘নারিকতন্ত্র’ ও ‘জনগণতন্ত্র’ প্রস্তাব করা হয়েছে। কোনো সংশোধনী কেন করা হচ্ছে সংবিধান সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বাদ দেওয়ায় আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে পারে। সে লক্ষ্যে ‘বহুত্ববাদ’ শব্দটি সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

তরুণদের জন্য ১০% ও প্রার্থীর বয়স ২১ বছর

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: তরুণদের জন্য ১০% ও প্রার্থীর বয়স ২১ বছর প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে। ২১ বছর বয়সে একটি ছেলে বা মেয়ের পড়ালেখা শেষ হয় না। বাবা-মা’র মনে অনেক আশা থাকে পড়ালেখা করে তার সন্তান প্রতিষ্ঠিত হবে। এ বয়সে এমপি হওয়ার সুযোগ দিলে অনেকেই পড়ালেখায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে, যা জাতির জন্য ভালো দৃষ্টান্ত হবে না। আইন প্রণয়নে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য বয়স ২৫ বছর রাখাই যুক্তিযুক্ত। বর্তমানে সকল দলই রাজনীতিতে তরুণ-তরুণীদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে। তাই ১০% কোটা রাখার কোনো যুক্তি নেই। কোটা প্রথার বিরুদ্ধেই জুলাই আন্দোলন প্রথম শুরু হয়, যা গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। তাই কাউকে লক্ষ্য করে কোনো সংশোধন যুক্তিসঙ্গত নয়। একসঙ্গে আমূল পরিবর্তন না করে পর্যায়ক্রমে করাই ভালো।

কমিশনের ব্যাখ্যা: তরুণদের মধ্য থেকে তরুণ নেতৃত্ব তুলে আনার লক্ষ্যে ১০% কোটার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বয়স এবং বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বিবেচনা করে প্রার্থীর বয়স ২১ বছর প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি কোনো সুপারিশ নয়। এটি শুধু প্রস্তাব। তবে কাউকে উদ্দেশ্য করে করা হয়নি।

স্থানীয় সরকার জেলা সমন্বয় কাউন্সিল

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: বিগত সময়ে দেখা গেছে ক্ষমতা কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ছিল। যেখান থেকে স্বৈরাচারের উদ্ভব। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে। বিকেন্দ্রীকরণ এমনভাবে করতে হবে কেন্দ্র থেকে বা কেউ ইচ্ছা করলেও সেখানে ভাগ বসাতে পারবে না। সে লক্ষ্য থেকেই জেলা সমন্বয় কাউন্সিল সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। কারণ জেলা সমন্বয় কাউন্সিলের মাধ্যমে সে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কতটা পূরণ সম্ভব তা ধারণা করা যাচ্ছে না। বরং অনেকটা ফেডারেল পদ্ধতিতে প্রাক্তন ১৯টি জেলায় জেলা সরকার করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে ক্ষমতায় ভারসাম্য আসবে, জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজ ও সুবিধাজনক হবে। দ্বিকক্ষ আইনসভা হলে জেলা সরকার থেকে উচ্চকক্ষের সদস্য নেওয়া যাবে।

কমিশনের বক্তব্য: জেলা সমন্বয় কাউন্সিল না করে ১৯টি জেলা সরকার করার পক্ষে মত দেয়। তাতে বোঝা যায় রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন আংশিক একমত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি ঠিক বোধগম্য নয় বলে জানান। তবে নিরপেক্ষ একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হোক সেটা সকলের কাম্য। বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচন কমিশনই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। তবে বিদ্যমান পদ্ধতির মতো নয়। বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক যে কেউ রাষ্ট্রপতি পদে দাঁড়াতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংবিধান সংস্কার কমিশন জেলা সমন্বয় কাউন্সিল পর্যন্ত এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ইউপি পর্যন্ত সম্পসারণ করেছে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন দল যাকে চায় তিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে যাচ্ছেন। সেখান থেকে বের করে কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক করা দরকার। ইউপি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা গেলে অধিক গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপতি

নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ফলে সংসদের দুই কক্ষে সংখ্যারিষ্ঠ হলেও ক্ষমতাসীন দলসহ সকল দলই যাচাইবাছাই করে অধিকতর যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রার্থীকেই মনোনয়ন দিবে। দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে বলে জানানো হয়।

অনুচ্ছেদ ৭০

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ জাতীয় স্বার্থেই সংশোধন করা প্রয়োজন। অনুচ্ছেদ ৭০-রাখা হয়েছিল ফ্লোর ক্রসিং বন্ধ করতে। সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে অনুচ্ছেদ ৭০-কে সুনির্দিষ্ট করে সংশোধন করতে হবে। সেক্ষেত্রে অর্থবিল, আস্থা ভোটসহ আরো ২/১টি বিষয়ে রাখা যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার জন্মের জন্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এর বিদ্যমান অবস্থা অনেকাংশে দায়ী। কারণ সংসদ-সদস্যগণ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারেন না। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করার কোনো পন্থা বাংলাদেশ সংবিধানে বিদ্যমান নেই, যা অন্যান্য দেশের রয়েছে। পক্ষান্তরে অনুচ্ছেদ ৭০ পুরোপুরি বাদ দেওয়া হলে হর্স ট্রেডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সুনির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্র রাখা যায় কি না তা পর্যালোচনা করে জানানোর অনুরোধ করা হয়।

আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: রাষ্ট্র পরিচালনায় জরুরিভিত্তিতে কিছু চুক্তি সম্পাদন করতে হতে পারে। ফলে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সকল চুক্তিই সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার দুই কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। এতে সরকারের কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। সম্ভব হলে যে সকল চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সংসদে আলোচনা করা যায় তা করে নিবে। তা না হলে সকল চুক্তিই সম্পাদনের পরে সংসদের উভয় কক্ষেই আলোচনা করতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানে বলা থাকলেও স্বাধীনতার ৫৩ বছরে এখন পর্যন্ত বৈদেশিক কোনো চুক্তিই সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে সংসদ বা জনগণ এ বিষয়ে অন্ধকারে থেকে যায়। সেজন্যই চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সংসদকে জানানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। তারপরেও যেহেতু বিষয়টি আলোচনার টেবিলে এসেছে সেক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বা পরে যখনই হোক না কেন সংসদকে অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন একমত হওয়ায় কমিশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

সংবিধান সংস্কার–গণভোট

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: সংবিধানের যে কোনো সংশোধনীতে গণভোট আয়োজনে দ্বিমত পোষণ করেন। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা হলে ২ কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনে সংবিধান সংশোধন করাই যথেষ্ট। তবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ও মৌলিক অধিকারের সুনির্দিষ্ট তালিকা করে সেগুলো পরিবর্তনে গণভোটের আয়োজন করা যেতে পারে এবং গণভোট কীভাবে হবে তাও সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে তারা সুইজারল্যান্ডের উদাহরণ দেন। সুনির্দিষ্ট করার পরে পরবর্তী আলোচনা করা যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিগত ক্ষমতাসীন কয়েকটি দলের ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৩০, ৩৫ বা ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে এবং যেভাবে খুশি সেভাবে সংবিধান সংশোধন করেছে। সেখানে ৬০% বা ততোধিক ভোটারের মতামত প্রতিফলিত হয়নি। সেজন্যই গণভোটের প্রস্তাব করা হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর মতামত হচ্ছে, মৌলিক কাঠামোর সুনির্দিষ্ট তালিকা করে সেগুলো সংশোধনী শেষে গণভোট আয়োজন করা যাবে। সুইজারল্যান্ডের দৃষ্টান্তসহ গণভোট সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রগুলো পর্যালোচনাপূর্বক মতামত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

উচ্চকক্ষ: আসন সংখ্যা ও নির্বাচন পদ্ধতি

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা ১০৫ জনে একমত পোষণ করে দলটি। উচ্চকক্ষের সদস্যদের নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে এবং জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ১% ভোটে পিআর নির্ধারণ করতে হবে। নির্বাচন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুন্দর হলে পর্যায়ক্রমে শতাংশ বাড়ানো যেতে পারে।

যে কোনো নির্বাচনে অর্থের প্রভাব বন্ধ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেটা দৃশ্যমান হোক আর অদৃশ্য হোক। এতে শুধু রাজনীতিবিদরা নয় পর্যবেক্ষক, আমলাসহ অনেকেই জড়িয়ে যাচ্ছে। বন্ধ না করতে পারলে অর্থের বাইরে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের বিষয়টি চিন্তা করতে হবে। রাজনীতি রাজনীতিবিদরাই করবে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিটি উচ্চকক্ষে ১০৫ জন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উচ্চকক্ষে ১০০ জন সদস্যের সুপারিশ করেছে। উভয় কমিটি জাতীয় ভোটে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে (১% অথবা ৩%) নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। যাতে করে কোনো দল ১% বা ৩% ভোট পেলে অন্তত ১ জন সদস্য উচ্চকক্ষে দিতে পারে। এতে উচ্চকক্ষে ভারসাম্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। দেশের জনগণ শিক্ষাগত যোগ্যতা চায় বিধায় সুপারিশটি করা হয়েছে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কোনো ধরনের অবৈধ অর্থের প্রভাব বন্ধে সুপারিশ করা হয়েছে। তবে অদৃশ্য অর্থকে কী উপায়ে চিহ্নিত করা যাবে সে বিষয়ে সকলের মতামত প্রয়োজন।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের বেশ কিছু সুপারিশ সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনার সময় আলোচনা হওয়ায় সেগুলো আর আলোচনা করা প্রয়োজন হয়নি।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন দল নিবন্ধনের যে সুপারিশ করেছে তা যুক্তিযুক্ত নয়। দল নিবন্ধন প্রক্রিয়া আরো সহজ করতে হবে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠায় দ্বিমত পোষণ করে। বেশিরভাগ আইনজীবীদের মতামত এতে করে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হবে। স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস না করে আইন ও বিধি বিধানের আওতায় অ্যাটর্নিদেরকে নিয়োগ দেওয়া এবং সম্মানিসহ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে জনগণ বেশি সেবা পাবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান আইনে কতজনকে পিপি/জিপি নিয়োগ দেওয়া হবে বা তদের সুযোগ-সুবিধা কী, terms and conditions কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি। যা দেওয়া হয় তাতে survive করতে না পেরে বিকল্প পদ ব্যবহার করে থাকে। ফলে একটি জগাখিচুড়ি অবস্থা বিরাজ করছে। সরকার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা যে কোনো কারণে যে কোনো সময় পিপি/জিপি পরিবর্তন হওয়ায় মামলা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এর থেকে উত্তরণের জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের সুপারিশ করছে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেখানে এই সার্ভিসকে জেলা ইউনিট এবং সুপ্রিমকোর্ট ইউনিট ২টি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এই সার্ভিস থেকে সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে সর্বোচ্চ পদ হবে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পর্যন্ত। কারণ অ্যাটর্নি জেনারেল সাংবিধানিক পদ। সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পদের সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা ইউনিটে সিভিল ও ক্রিমিনাল কোনো বিভাজন না করে সবাইকে বিভিন্ন পদ মর্যাদার অ্যাটনি রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার প্রধান হবেন জেলা অ্যাটর্নি।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো না থাকায় আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে পুলিশের ভূমিকা দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে। পুলিশ হবে জনগণের রক্ষক, জনগণের বন্ধু। অপরাধীকে ধরে আইনের আওতায় নিয়ে আসবে। তা না করে একটি দলের হয়ে পুলিশ দানবীয় আচরণ করেছে। মানবিক পুলিশ এবং পুলিশের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে হলে পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণসহ সকল স্তরে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যে, সরকার বা কোনো দলের নয় তারা বুঝবে তারা জনগণের সেবক। তাদের কাজ হচ্ছে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রায় সব সুপারিশই নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়নযোগ্য। সে জন্য পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো দেওয়া হয়নি। তবে যে কেউ বা যে কোনো দল চাইলে পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা ও মতামত দিতে পারে।

সংস্কার বাস্তবায়নের উপায়

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য: কমিশনগুলোর সংস্কার সম্পর্কিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একইসঙ্গে জাতীয় নির্বাচন এবং গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যায়। গণপরিষদের সময় বেধে দিতে হবে। যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় সনদ রচিত হবে গণপরিষদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সেগুলো পাশ করবে এবং গণপরিষদ ভেঙে যাবে। অর্থাৎ গণপরিষদের দায়িত্ব শেষ। এতে কারো কোনো আপত্তি থাকবে না। প্রয়োজনে সকল দলকে এক টেবিলে বসিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। দলীয় সরকারের অধীনে হলে বাস্তবায়নে জটিলতা হতে পারে। অধ্যাদেশের মাধ্যমে করলে আইনগত বৈধতার প্রশ্ন দাঁড়াবে।

কমিশনের বক্তব্য: ৫টি কমিশনের সুপারিশ নিয়ে বিভিন্ন দলের সঙ্গে মাত্র আলোচনা শুরু হয়েছে। অধিকাংশ সুপারিশে অধিকাংশ দলগুলো একমত হয়েছে। যে সকল সুপারিশে দ্বিমত বা আংশিক দ্বিমত বা নতুন প্রস্তাব এসেছে সেগুলো নিয়েই মূলত আলোচনা হচ্ছে। এ পর্যন্ত আলোচনায় কমিশনের ব্যাখ্যায় বেশ কিছু সুপারিশে দলগুলো একমত হয়েছে। কমিশনও কিছু সুপারিশ দলের পরামর্শে একটু পরিবর্তন, সংশোধন বা নতুন প্রস্তাব হিসেবে যোগ করছে। আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায় বা শেষের দিকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হবে। কমিশন বাস্তবায়নের ৩টি উপায় বিবেচনা করছে: ১. বিচার বিভাগের মতামত অনুযায়ী অধ্যাদেশের মাধ্যমে ২. গণপরিষদ নির্বাচন করে গণভোটের মাধ্যমে এবং ৩. সকল দল থেকে সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি আদায়। অর্থাৎ আগামী জাতীয় নির্বাচনে যে দল বা দলগুলো সংসদে যাবে তারা ঐকমত্যের মাধ্যমে গৃহীত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর বাইরে কোনো প্রক্রিয়া থাকলে জানানোর অনুরোধ করা হয়। সকল দলকে এক টেবিলে বসিয়ে আলোচনা করার সুবিধার চেয়ে অসুবিধা বেশি হতে পারে। তবে এগুলো কমিশনের বিবেচনায় রয়েছে। জনগণই সকল কিছুর অধিকারী। যা কিছু হচ্ছে জনগণকে ব্যাপকভাবে জানাতে হবে।

সহ-সভাপতি: রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ সময় সংলাপে অংশগ্রহণ করে সুচিন্তিত মতামত দেওয়ায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পরবর্তী সময়ে ২য় পর্যায়ের সংলাপের তারিখ নির্ধারণ করে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ১ম পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সংলাপ

২৪ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ২৪ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : সোমবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	ডা. আব্দুল ওহাব মিনার	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
২.	লে. কর্নেল দিদারুল আলম (অব.)	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
৪.	অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল মামুন (রানা)	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
৫.	ব্যারিস্টার নাসরিন সুলতানা মিলি	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
৬.	শাহাদাতুল্লাহ টুটুল	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
৭.	ব্যারিস্টার আব্বাস ইসলাম খান	দলের শ্যাডোবিষয়ক কমিটির প্রধান
৮.	ফারাহ নাজ সাত্তার	নারীবিষয়ক সম্পাদক
৯.	ব্যারিস্টার আসাদুল্লাহ ফুয়াদ	
১০.	ব্যারিস্টার সানি আব্দুল হক	

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

০৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সুষ্ঠু রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে গঠিত ৬টি সংস্কার কমিশন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশ দাখিল করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো থেকে প্রাপ্ত মতামত নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংলাপের আয়োজন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সঙ্গে সংলাপ হচ্ছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

০৭. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। তিনি বলেন ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক মত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। তিনি আরও বলেন, ২৯টি রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন অংশীজনের মতামত নিয়ে ৫টি সংস্কার কমিশন যে সুপারিশ দিয়েছিল, তারই আলোকে ঐকমত্য তৈরির জন্য কাজ করছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এরই মধ্যে ৪টি দলের সঙ্গে কমিশনের সংলাপ হয়েছে। ঈদের পর এবি পার্টিকে দিয়ে প্রথম সংলাপ শুরু হলো। সংলাপ, আলোচনা-পর্যালোচনাপূর্বক যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাগুলোকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের লক্ষ্য। তিনি আশা করেন যে, সবার সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্য কমিশনের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।

০৮. জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরিত মোট ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে আমার বাংলাদেশ পার্টি মোট ১০৮টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ৩২টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং ২৬টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। এরমধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৪২টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ১৬টি প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে এবং ১২টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১২টিতে একমত, ৮টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং ৭টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ২১টিতে একমত, ১টিতে দ্বিমত এবং ১টিতে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৫টি প্রস্তাবে একমত, ৭টিতে দ্বিমত এবং ৪টিতে আংশিক একমত পোষণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৮টি প্রস্তাবে একমত এবং ২টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করেন।

৯. জাতীয় ঐক্য ও একটি গ্রহণযোগ্য সংস্কার প্রস্তাবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি নমনীয় অবস্থানে থাকবে মর্মে জানায়। তবে সংবিধানের মূলনীতি, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, নির্বাচনে প্রার্থীদের বয়সসীমা, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য এবং মেয়াদ, সংবিধান সংশোধনের নিয়ম, একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী ও দলীয়প্রধান পদে বহাল থাকাসহ দলের পক্ষ থেকে এর আগে যে ৩২টি প্রস্তাবে দ্বিমত ও ২৬টি বিষয়ে আংশিক একমত পোষণ করা হয়েছিল, তার ব্যাখ্যাসহ দলের মতামত দলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে তুলে ধরেন।

১০. সংলাপে দুদক-সংক্রান্ত আলোচনা সূত্রপাত করেন এ-সংক্রান্ত কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি ন্যায়পালবিষয়ক প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দিলে এবি পার্টি তাতে সম্মতি জানায়। বিচার বিভাগ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগে এবি পার্টির যে মতামত ছিল, তা বিশ্লেষণ করে কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন কমিশন প্রধান। পুলিশ সংস্কার কমিশন কেন রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত না নিয়ে সরাসরি ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত নাগরিকের মতামত ও পুলিশের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মতামত নিয়েছে, তা ব্যাখ্যা করেন সাবেক সচিব সফর রাজ হোসেন। ড. আলী রিয়াজ সংবিধান ও নির্বাচন সংস্কারবিষয়ক প্রস্তাবগুলো নিয়ে ধারাবাহিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন।

১১. সার্বিক আলোচনার পর দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের ব্যাপারে এবি পার্টির যে ভিন্নমত ছিল, তা প্রত্যাহার করে নেয়। এ ছাড়া সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বা এনসিসিতে প্রধান বিচারপতির অন্তর্ভুক্তিসহ বেশ কিছু বিষয়ে এবি

পার্টি একমত হওয়ার কথা জানায়। তবে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, প্রাদেশিক ব্যবস্থা না রাখাসহ কয়েকটি বিষয়ে দলের আগের অবস্থান দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরে।

১২. সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা শেষে পুনরায় সংলাপের আলোচনা করা হলে দ্বিমত, আংশিক দ্বিমত বা অস্পষ্ট সুপারিশগুলোর বিষয় ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি মত প্রকাশ করে। আলোচনা অনুযায়ী যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে তাসহ আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টিকে পুনরায় একটি প্রস্তাব কমিশনে দাখিলের বিষয়ে অনুরোধ করা হয়।

১৩. অতঃপর ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিকাল ৫.৩০ ঘটিকায় বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে নাগরিক ঐক্যের সংলাপ

২৫ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

০৮ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে নাগরিক ঐক্যের সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি
তারিখ : ২৫ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৮ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : মঙ্গলবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. **উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ**

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. **সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী নাগরিক ঐক্যের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১।	জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার	সাধারণ সম্পাদক
২।	জনাব মঞ্জুর কাদির	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
৩।	জনাব মোফাখ্খারুল ইসলাম নবাব	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৪।	জনাব জিন্নুর চৌধুরী দিপু	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৫।	জনাব সাকিব আনোয়ার	সাংগঠনিক সম্পাদক
৬।	কবির হাসান	সাংগঠনিক সম্পাদক
৭।	শাহনাজ রানু	অর্থ সম্পাদক
৮।	ফেরদৌসী আক্তার	নাগরিক নারী গ্রুপের সদস্য সচিব

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪ এর বিশাল গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয় এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো

ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

৭. সংলাপের সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ মুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরিত মোট ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে নাগরিক ঐক্য মোট ১০৪টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ৪৯টি প্রস্তাবে দ্বিমত, ১১টি প্রস্তাবে আংশিক একমত এবং ২টি প্রস্তাবে কোনো মন্তব্য করেনি। এরমধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৪২টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ২০টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং ৮টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১২টিতে একমত, ১৪টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং ১টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৯টিতে একমত ও ৪টিতে দ্বিমত পোষণ করে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৪টি প্রস্তাবে একমত, ৯টিতে দ্বিমত, ২টিতে আংশিক একমত এবং ১টিতে কোনো মতামত পোষণ করেনি। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৭টি প্রস্তাবে একমত, ২টি প্রস্তাবে আংশিক একমত এবং ১টিতে কোনো মতামত পোষণ করেনি।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন

নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য: ৮ মাস আগেও এ মুহূর্তের কথা চিন্তা করা যায়নি। স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা কেবল মুখের কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের উদ্যোগকে নাগরিক ঐক্য সমর্থন জানায়। এ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। সম্মিলিতভাবে কাজ করলে গণতন্ত্র এবং যে কোনো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। মানুষের মধ্যে বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। বর্তমান পদ্ধতি ঠিক রেখে শুধু নিয়োগ প্রক্রিয়া ও রিভিউ দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে স্বচ্ছতা ফিরে আসবে না। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি, সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দুর্নীতি দমন কমিশনকে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এনজিওসহ বিদেশি সংস্থাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনে কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হচ্ছে না। দুর্নীতি দমনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় না। যোগ্য ও বিভিন্ন পেশা থেকে কমিশনার নিয়োগ করা হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। দুদকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে একটি কমিটির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম রিভিউ করার সুপারিশ করা হয়েছে। দুদক কার্যক্রম নিয়ে উক্ত কমিটি প্রতি ৬ মাস অন্তর গণশুনানি করবে, যাতে জনগণ দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় রয়েছে। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল না বিধায় সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশন যেন দুর্নীতি নির্মূলে কাজ করে, যাতে সরকারের আজ্ঞাবহ না হয় সে জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কাজ করেছে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেছে।

সংবিধান সংস্কার কমিশন

আইনসভা

নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য: বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। এখানে দ্বিকক্ষ সংসদ প্রয়োজন নেই। অন্যান্য দেশ বিশাল আকৃতির হওয়ায় দ্বিকক্ষ প্রয়োজন। যে কোনো দলেরই উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষে বেশি সদস্য থাকলে সবকিছু করাই সম্ভব। ফলে চেক এন্ড ব্যালেন্স হবে না।

আবার উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে অনেক ভালো বিষয়ও সংশোধন করা যাবে না। আবার দ্বিকক্ষ সংসদ অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়বহুল হবে। উচ্চকক্ষে মনোনয়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে স্পষ্ট যে, দেশের রেওয়াজ অনুযায়ী মনোনয়ন বাণিজ্য শুরু হবে। তারপরেও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ হলে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের পরে গণভোটের প্রয়োজন নেই। কারণ উচ্চকক্ষে সকলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। তবে যদি গণভোট রাখতেই হয় সেক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে রাখা যেতে পারে।

নিম্নকক্ষে পুরুষদের জন্য ৩০০ এবং নারীদের জন্য ১০০ আসন খুবই ঝামেলা সৃষ্টি করবে। দেশে মোট জনগণের ৫০ শতাংশ নারী। সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষে নারীদের জন্য কমপক্ষে ২৫ শতাংশ আসন দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অতীতের কতগুলো সংসদ নির্বাচন পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোট ভোটের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এককক্ষ হলে সরকারি দল যা খুশি তাই করতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানে মাত্র ২টি সংশোধনী ব্যতীত সরকারি দল নিজের ইচ্ছামতো সংবিধান সংশোধন করেছে। সেক্ষেত্রে ভালো প্রস্তাব হলে বিরোধী দল সহযোগিতা করবে। উচ্চকক্ষ থাকলে দলের মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে উচ্চকক্ষ আসন বণ্টন হবে। উচ্চকক্ষে শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি থাকলে সংবিধানে যা খুশি তা করা সম্ভব হবে না। যে কোনো বিষয় নিম্নকক্ষ পাশ করলে উচ্চকক্ষ পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে ফেরত পাঠাতে পারবে। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ আইন প্রণয়ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকলে একটি ভারসাম্য ফিরে আসবে। চেক এন্ড ব্যালেন্স সৃষ্টির জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশন সকলের সহযোগিতা কামনা করে।

নিম্নকক্ষে ৪০০টি আসনের সুপারিশ করা হয়েছে যার মধ্যে ১০০টি আসনে নারী প্রতিনিধি সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কারণ বিদ্যমান পদ্ধতিতে নারী সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে ২ জন পুরুষ সংসদ-সদস্যের সমর্থন নিতে হয়, যা একজন নারীর জন্য বিব্রতকর। এর থেকে বের হওয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীনেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয়স্বজন বা অর্থের বিনিময়ে অনেকটা অলংকারের মতো নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়, যা যোগ্য নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি করে না।

উচ্চকক্ষ

নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সদস্য সংখ্যা ১০৫-এর পরিবর্তে উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০০ জনের প্রস্তাব করে এবং উচ্চকক্ষের সদস্যগণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশা থেকেই আসবে। উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে দ্বিমত পোষণ করে নাগরিক ঐক্য। কারণ হিসেবে বলে, সাধারণ বিল পাশে তেমন সমস্যা না হলেও সংবিধান সংশোধন আটকে যাবে। ফলে চেক এন্ড ব্যালেন্স অকার্যকর হবে। তাছাড়া উচ্চকক্ষে অনুচ্ছেদ ৭০ প্রয়োগ না হওয়ায় সদস্যদের স্বাধীনতা থাকবে। সরকারের মেয়াদ উভয় ক্ষেত্রেই ৪ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর করার পক্ষে মত দেয় দলটি।

কমিশনের ব্যাখ্যা: উচ্চকক্ষ সৃষ্টির প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে ভারসাম্য আনয়ন। এজন্যই একটি ব্যালেন্স উচ্চকক্ষের জন্য পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কারণ হচ্ছে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তার জনসমর্থন থাকে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ এবং জোটবদ্ধভাবে হলে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন না হলে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ জনগণের কোনো জনপ্রতিনিধি উচ্চকক্ষে থাকবে না। উচ্চকক্ষ যদি নিম্নকক্ষের কপি হয় তাহলে উচ্চকক্ষ করার যৌক্তিকতা নেই। কমিশন এ সুপারিশটি নিয়ে নাগরিক ঐক্যকে পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করে।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য: স্থায়ী কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের সদস্য সভাপতি নির্বাচিত হলে সরকারি দল বা মন্ত্রী বা মন্ত্রণালয় কোনো পাত্তা দিবে না। তবে বিরোধী দল থেকে স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। সেক্ষেত্রে অনুপাতিক বা কোনো কোনো মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত/সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে হবে তা নির্ধারিত করে দেওয়া যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে বিরোধী দলের সদস্য নির্বাচিত হলে মন্ত্রণালয়ের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফিরে আসবে। অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিরোধী দল থেকে সভাপতি নির্বাচনের বিধান রয়েছে। FOC-সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত করা গেলে জবাবদিহিতা ফিরে আসবে। বিরোধী দল থেকে সভাপতি নির্বাচনের সামঞ্জস্য

রক্ষায় অনেক দলই সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে। যদি তাই হয় তাহলে অনুপাত কী হবে ও কোন কোন মন্ত্রণালয় থাকবে, তা সংবিধানে সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

গণভোট

নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য: গণভোট ব্যয়বহুল বিধায় এতে দ্বিমত পোষণ করে নাগরিক ঐক্য। সংসদ এককক্ষবিশিষ্ট হলে গণভোট থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্বিকক্ষ হলে গণভোটের প্রয়োজন নেই।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য: নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষের বাইরে মেয়রসহ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ বোধগম্য নয়। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত রেখেছে। সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়টি পরবর্তী সময়ে পুনর্বিবেচনা করে জানানোর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সিটি করপোরেশের জনপ্রতিনিধি, পৌরসভার জনপ্রতিনিধি, উপজেলার জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইলেক্টোরাল কলেজের মধ্যেমে ভোট প্রদান করবে। এতে করে রাষ্ট্রপতি নির্দলীয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল

নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য: জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতিকে রাখার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়। এনসিসি গঠিত হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে এনসিসি থেকে মতামত নেওয়া সমীচীন হবে না। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সত্যিকার অর্থেই অন্তর্বর্তী সরকার।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জাতীয় নির্বাচনসহ অন্যান্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যই এনসিসি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বেই এনসিসি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টাদের নাম প্রস্তাব করবে। এনসিসি একটি রাজনীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকবে। এখানে কেউ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ৭০

নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য: অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন করে যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা কমিশন থেকে বলা হয়েছে সেটা অন্যভাবে করা যেতে পারে। সেজন্য উক্ত প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ প্রধানমন্ত্রীকে নয়, সরকার বা দলকে টিকিয়ে রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে আস্থা ভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিল বাদে অনুচ্ছেদ ৭০-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হলে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা যাবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদ ৭০-এর জন্যই একজন প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরাচার হয়ে ওঠে। অর্থ বিল বাদে অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন করা হলে প্রধানমন্ত্রী দলের মধ্যেও একটি চাপে থাকবে। অর্থাৎ চেক এন্ড ব্যালেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

ন্যায়পাল

নাগরিক ঐক্যের ব্যাখ্যা: ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা হলে অনেকক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। শুধু ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা নয়, ন্যায়পালকে ক্ষমতায়িত করতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ন্যায়পাল কার্যকর হলে প্রধানমন্ত্রীর ওপর নজরদারি করতে পারবে। বিগত সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

সভাপতি: সংলাপ বা আলোচনার মাধ্যমে ভিন্নমতের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। আজকের সংলাপে যেগুলোতে একমত হওয়া সম্ভব সেগুলো চিহ্নিত করে পুনরায় কমিশনে জমা দেওয়ার জন্য বলেন। যেগুলোতে একমত হওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলো নিয়ে পুনরায় সংলাপ আয়োজনের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গেও আলোচনা করা যেতে পারে। জনগণের স্বার্থেই যেন সকল সংস্কার হয় তাতে সকলেই একমত। অতঃপর সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে সংলাপের সভাপতি **১ম** পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে নাগরিক ঐক্যের (মুলতুবি) সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৭ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয়	:	**জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে নাগরিক ঐক্যের সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি	:	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ	:	২৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৭ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	বুধবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান	:	এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইউব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী নাগরিক ঐক্যের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার	সাধারণ সম্পাদক
২.	জনাব মঞ্জুর কাদির	যুগ্ম সম্পাদক
৩.	জনাব মোফাখ্খারুল ইসলাম নবাব	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৪.	জনাব সাকিব আনোয়ার	সাংগঠনিক সম্পাদক
৫.	শাহনাজ রানু	নাগরিক ঐক্য কেন্দ্রীয় কমিটি
৬.	ফেরদৌসী আক্তার	নাগরিক নারী গ্রুপের সদস্য সচিব

৪. **সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, গত ৮ই এপ্রিল নাগরিক ঐক্যের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংলাপে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে অধিক আলোচনা হওয়ায় নির্বাচন সংস্কার কমিশনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর হয়নি। ফলে আজকের দ্বিতীয় সংলাপে বাকি সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কমিশন জানায়, ৩৫টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং উক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে প্রথম পর্বের আলোচনা শেষ হবে। ২০২৫ সালে ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কমিশনের লক্ষ্য হচ্ছে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা। ঐকমত্য কমিশনের প্রধান এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের পক্ষ থেকে নাগরিক ঐক্যের নেতৃবৃন্দকে

সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। আরও বলা হয়, রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্য ধরে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর একীভূত সুপারিশ চূড়ান্ত করার পাশাপাশি এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরির জন্য কাজ করছে কমিশন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থাকতে পারে, কিন্তু কিছু মৌলিক বিষয়ে আমাদের ঐকমত্যে আসা দরকার। এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ছাড় দেবেন, তাদের কাছ থেকে কমিশন এটাই প্রত্যাশা করে। খুব শিগগিরই দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু করে যেসব বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে, তা বিষয়ভিত্তিকভাবে আলোচনা করে দ্রুত জাতীয় সনদ তৈরিতে কমিশন অগ্রসর হতে পারবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

নাগরিক ঐক্যের পক্ষ থেকে শুরুতেই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জীবনদানকারী শহিদগণ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে যে সকল অকুতোভয় ছাত্র, তরুণ, কিশোর, সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে দেশকে ভয়ংকর ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করেছেন; সে সকল বীর শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রথম বৈঠকে ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর ১১৮টি প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়। ৩৮টি বিষয়ে তাঁদের দ্বিমত থাকলেও মতপার্থক্য অনেকখানি নিরসন হয়েছে। আর বাকি ১০টির বিষয়ে দলটি আংশিক একমত।

নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ নিয়ে আলোচনা

৭. কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাচন সংস্কার কমিশনের ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১২টিতে একমত, ১৪টিতে একমত নয় এবং ১টিতে আংশিকভাবে একমত মর্মে নাগরিক ঐক্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। যে সকল বিষয় নিয়ে নাগরিক ঐক্যের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের দ্বিমত এবং আংশিক একমত রয়েছে; সে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে বলা হয়, বর্তমানে সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন আছে ৫০টি। তবে এই আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচন হয় না। সংসদ নির্বাচনে অর্জিত আসন সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সংখ্যক নারী প্রার্থীকে আসন প্রদান করে রাজনৈতিক দলগুলো। এ ক্ষেত্রে জনসমর্থনের বদলে নিজের রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুকূল্যের ওপর একজন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ভর করে। ফলে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ-সদস্যরা প্রকৃত ক্ষমতায়ন থেকে বঞ্চিত হন এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রতীকী হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ৪০০ আসনের মধ্যে লটারি অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ১০০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এসব আসনে রাজনৈতিক দলগুলোকে কেবল নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে। চাইলে যে কোনো নারী স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারবেন। এ ছাড়া পুরুষদের সঙ্গে সাধারণ আসনে নির্বাচন করতে পারবেন নারীরা। পরের নির্বাচনে ওই ১০০ আসন বাদে বাকি ৩০০ আসনের মধ্য থেকে নতুন করে ১০০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত ঘোষণা করা হবে। এভাবে চার মেয়াদে দেশের সব আসনে নারী সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবেন। কমিশন মনে করে, এভাবে চলতে থাকলে একসময় নারীরা পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হয়ে উঠবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন দুই মাসের মধ্যে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, এক মাসের মধ্যে দেশের সকল পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব। বাকি সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে দলীয় সরকারের অধীন স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে নির্বাচন কমিশন যতই শক্তিশালী হোক না কেন, নির্বাচনে দলীয় প্রভাবে বাইরে রাখা কঠিনতর হবে। নাগরিক ঐক্যকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন শুধু জাতীয় নির্বাচনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

৮. কমিশনের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর নাগরিক ঐক্যের পক্ষ থেকে বলা হয়, তাঁদের অবস্থান হলো, ছাড় দিয়ে হলেও যত বেশি প্রস্তাবে ঐকমত্যে আসা যায়। <u>দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের ১০০ প্রতিনিধির মধ্যে ৫০ শতাংশ নাগরিক সমাজ ও বাকিটা রাজনৈতিক দল থেকে নির্ধারণের বিষয়ে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে তারা দ্বিমত পোষণ করে</u>। যেহেতু এটা (উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্ব) রাজনৈতিক মনোনয়ন থেকেই আসবে, ফলে আলাদা করে ৫০ শতাংশ সিভিল সোসাইটির জন্য বরাদ্দ করলে বাংলাদেশ একটা শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি হারাবে। তখন সিভিল সোসাইটির সদস্যরাও চিন্তা করবেন, কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে পরবর্তী সময়ে নির্বাচনের পর উচ্চকক্ষে যাওয়া যাবে। এ কারণে তাঁরা বাংলাদেশের একটি স্ট্রং সিভিল সোসাইটি, যারা নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করবে, সেটা চান। <u>সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব মোতাবেক কোনো দল এক শতাংশ ভোট পেলে তারা উচ্চকক্ষে আসন পাবে, এটির সঙ্গে তারা একমত</u>। উচ্চকক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচনে একটি দলের ন্যূনতম ৩ শতাংশ ভোট পেতে হবে; নাগরিক ঐক্য এমন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। সংবিধান সংস্কার কমিশন এ ক্ষেত্রে ১ শতাংশ ভোটের কথা বলেছে। দলটি এটা সমর্থন করে। দলের নেতারা বলেছেন, কোনো একটা দল যদি ১ শতাংশ ভোটও পায়, তাদের একজন প্রতিনিধি উচ্চকক্ষে থাকবেন। তবে <u>দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, সংসদের নিম্নকক্ষে ৪০০ প্রতিনিধি, নারীদের জন্য প্রস্তাবিত ১০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলটি একমত পোষণ করে। উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স</u>

কমপক্ষে ৩৫ বছর নির্ধারণ করার প্রস্তাবে নাগরিক ঐক্য একমত পোষণ করলেও শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনও মানদণ্ড থাকা উচিত নয় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে। বিরোধীদল থেকে উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দলটি কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে। সংসদ নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ১০০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করে সরাসরি ভোটের পক্ষে একমত হলেও ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারী প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পক্ষে দ্বিমত পোষণ করে দলটি। ইলেকটোরাল কলেজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তাবের সঙ্গে দলটি দ্বিমত পোষণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন শুধু জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দলটি নিজেদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে। নাগরিক ঐক্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে শুধু প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদানের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও আইন ও বিধিবিধানের সংস্কারের বিপক্ষে দ্বিমত পোষণ করে। প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিষয়ে দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোর্টে চার্জ গঠন করা হলে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না–এ ধরনের বিধানের সঙ্গে দলটি একমত পোষণ করে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহ নিয়ে আলোচনা

৯. কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে নাগরিক ঐক্য কর্তৃক ১৪টি প্রস্তাবের সঙ্গে একমত, ৯টি প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত, দুইটি প্রস্তাবের সঙ্গে আংশিকভাবে একমত এবং একটি প্রস্তাবের ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কমিশন কর্তৃক দ্বিমত, আংশিকভাবে একমত এবং মন্তব্য না করা প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১০. কমিশনের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর নাগরিক ঐক্যের পক্ষ থেকে বলা হয়, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩ সংশোধনের বিষয়ে বিস্তারিত কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়নি। তবে এই আইনে জনসাধারণকে হয়রানি করার কোনো ধারা থাকলে, সেগুলো অবশ্যই বাতিল করা উচিত। এছাড়া দেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় থাকলে তারা সেগুলো বাতিলের পক্ষে। অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট সংশোধনের প্রস্তাবসমূহ নিয়ে দলীয় ফোরামে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়নের বিপক্ষে মতামত উপস্থাপন করা হয়। পৌরসভা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে–কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে শুরুতে একমত থাকলেও পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত পাল্টে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পক্ষে দলটি মত দেয়। উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটির বিলুপ্ত চায় না দলটি। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদে সদস্য হওয়ার প্রস্তাবের সঙ্গে আংশিকভাবে একমত হয় দলটি। ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হলেও প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজন পুরুষ ও একজন নারীর স্থলে একজন সদস্য নির্বাচনের বিধান করার পক্ষে মতামত প্রদান করে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহের ওপর আলোচনা

১১. কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের ২৩টি প্রস্তাবের সঙ্গে নাগরিক ঐক্য ১৯টি প্রস্তাবের সঙ্গে একমত, একমত নয় ৯টি প্রস্তাবে, ২টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত এবং একটি প্রস্তাবে কোনও সিদ্ধান্ত দেয়নি। যে সকল প্রস্তাব নিয়ে দ্বিমত, আংশিক একমত রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১২. কমিশনের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর নাগরিক ঐক্যের পক্ষ থেকে বলা হয়, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ, একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ ও প্রয়োগের প্রস্তাবের সঙ্গে দলটি একমত। সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লংঘনের ফল (৩য় অধ্যায়), সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা (৫ম অধ্যায়), আইনগত সহায়তা (অধ্যায়-১৮) ছাড়াও বিচার বিভাগ সংস্কারের অন্যান্য প্রস্তাবগুলোতে দলটি নিজের অপরিবর্তিত সিদ্ধান্তসমূহে কমিশনকে অবহিত করে। দলটির নেতৃবৃন্দ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কারের বিপক্ষে নন। আস্থা ভোট ও অর্থবিল এ দুটো ছাড়া সংসদ-সদস্যরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। এভাবে ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কারের কথা বলছে দলটি।

১৩. কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সব সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে সকল দলের মতামত গ্রহণ করা হবে। দেশের বৃহৎ স্বার্থ এবং জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য সকল দলের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কমিশনের অনেক বিষয়ের সঙ্গে আজকের সংলাপে একমত পোষণ করায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে নাগরিক ঐক্যের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানানো হয়। অতঃপর বেলা ১২:৪৫ ঘটিকায় সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৯ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১২ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ২৯ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১২ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : শনিবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ জাসদ-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১।	জনাব নাজমুল হক প্রধান	সাধারণ সম্পাদক
২।	জনাব ইন্দু নন্দন দত্ত	কার্যকরী সভাপতি
৩।	ড. মুশতাক হোসেন	সদস্য, স্থায়ী কমিটি
৪।	জনাব এ টি এম মহব্বত আলী	সদস্য, স্থায়ী কমিটি
৫।	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম বাবু	সদস্য, স্থায়ী কমিটি
৬।	জনাব করিম সিকদার	সদস্য, স্থায়ী কমিটি
৭।	জনাব রোকনুজ্জামান	কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য
৮।	জনাব শাহজাহান আলী সাজু	সাংগঠনিক সম্পাদক
৯।	জনাব এ এফ এম ইসমাইল হোসেন	তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো

ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আজ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদের সংলাপের এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহবান জানান।

৭. প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন, সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব নাজমুল হক প্রধান বলেন, ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের চালিকা শক্তি ছিল ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা ও বৈষম্য বিলোপের আকাঙ্ক্ষা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ এ লক্ষ্যে লড়াই করে আসছে। জনমতের প্রতিফলন ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা ও বৈষম্য বিলোপের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্দেশ্যে কার্যকর কর্মকৌশল প্রণয়নের জন্য বেশ কয়েকটি বিষয়ে সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। কমিশনসমূহ ইতোমধ্যে ছয়টি বিষয়ে খসড়া প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছে। প্রস্তাবনাগুলো তৈরি করতে সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে বাংলাদেশ জাসদের পক্ষ থেকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান, প্রস্তাবনা তৈরির আগে তাদের দলের পক্ষ থেকে কয়েকটি বিষয়ে লিখিত প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। ছয়টি বিষয়ে কমিশনসমূহ বিস্তারিত প্রতিবেদন ও পাঁচটি বিষয়ে ছক আকারে সার-সংক্ষেপ তাদের দলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাসদ নেতৃবৃন্দ ও আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞগণ সেগুলো পর্যালোচনা করে দলের মতামত লিখিতভাবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সমীপে পেশ করেছেন। সে বিষয়গুলোতে মুখোমুখি আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের পরিসর বাড়ানোর জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ জাসদের নেতৃবৃন্দ আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাসহ এই কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

৯. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৫৫টি প্রস্তাবে একমত, ৬টি প্রস্তাবে দ্বিমত, ৯টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৯টি প্রস্তাবে একমত, ২টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং ৬টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ২২টি প্রস্তাবে একমত এবং ১টি প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ২০টি প্রস্তাবে একমত এবং ৩টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং ৩টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৮টি প্রস্তাবে একমত, ১টি প্রস্তাবে দ্বিমত ও ১টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করে। অর্থাৎ ৫টি সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে বাংলাদেশ জাসদ ১৩৪টি প্রস্তাবে একমত, ১৩টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং ১৯টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে।

১০। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ একমত নয়, আংশিক একমত ও অস্পষ্ট সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

এনসিসি গঠন

বাংলাদেশ জাসদ-এর বক্তব্য: এনসিসি করা হলে দেশ ও জাতি কীভাবে উপকৃত হবে তা বাংলাদেশ-জাসদ-এর পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গের ভারসাম্য সৃষ্টি, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাহ্রাস, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার দায়িত্ব কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এনসিসি সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বিদ্যমান ব্যবস্থার মতো একজনের হাতে

একক ক্ষমতা না থেকে ক্ষমতায়ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর হাতে একক ক্ষমতা থাকায় দেশে ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার সৃষ্টি হয়ে জনগণ নিস্পেষিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জাসদ-এর বক্তব্য: জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ব্যাখ্যায় বাংলাদেশ-জাসদ এনসিসি গঠনে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তবে পক্ষপাতিত্ব যেন না হয় সে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

বাংলাদেশ জাসদ-এর বক্তব্য: দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি খুব কার্যকর হবে না। কারণ হিসেবে বলেন, ছোট ছোট দল অনেক সময় নিম্নকক্ষের সব আসনে প্রার্থী দিবে না। অথচ সব আসনেই তাদের ভোট রয়েছে। ফলে যে আসনগুলোতে প্রার্থী দিবে না সে আসনের ভোট ঐ দলের পক্ষে কাউন্টও হবে না। তাই সঠিক পিআর পদ্ধতি অনুসৃত হবে না। যদি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা করা হয় তাহলে নিম্নকক্ষ কোনো অবস্থাতেই না ভাঙার পক্ষে মত দেন। উচ্চকক্ষে ২ বছর পরপর নির্বাচনের মাধ্যমে ধারাবাহিক রাখতে হবে এবং কয়েক টার্ম নির্বাচনের পর দলীয় সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ নিবার্চন করবে। উচ্চকক্ষে পেশাজীবী থেকে ৫০ জন সদস্য রাখা হলে অর্থবহ উচ্চকক্ষ হবে বলে মত দেন। উচ্চকক্ষ এবং পেশাজীবী বিষয়ে বিভিন্ন দল ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গ মতামত দেওয়া হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: উচ্চকক্ষ সরাসরি নির্বাচন এবং প্রতি ২ বছর পরপর পরিবর্তন করা হলে প্রতি ৬ বছরে প্রায় ৪টি নির্বাচন করতে হবে, যা খুবই ব্যয়বহুল। অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমান কমিশন আগামী ২৫-৫০ বছরকে সামনে রেখে কাজ করছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে উচ্চকক্ষে ১০৫ জন সদস্যের মধ্যে যে ৫ জনকে রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত গাইডলাইনের (দলের বিবেচনায় নয়, বরং দলিত, চা শ্রমিক, গার্মেন্টস কর্মী এদের মধ্য থেকে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি) মাধ্যমে নির্বাচিত করবেন। ১০০ জন পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচিত হলে সকল দল ও অংশীজনের জন্য সুবিধা হয়। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে উচ্চকক্ষে ১৫০ জনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০০ জন দলীয় এবং ৫০ জন নির্দলীয় হবে। দলীয় ১০০ জনের মধ্যে ৩০% নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বাংলাদেশ-জাসদ-এর বক্তব্যে দেখা যায়, উচ্চকক্ষে সদস্য নির্বাচনে দ্বিমত পোষণ করলেও উচ্চকক্ষ গঠনে দলটি একমত পোষণ করে। তাই উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচন কীভাবে করা যায় বিষয়টি বিবেচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

গণভোট

বাংলাদেশ জাসদ-এর বক্তব্য: আমাদের দেশে গণভোটের অতীত অভিজ্ঞতা মোটেও ভালো নয়; বরং রাজনৈতিক সংস্কৃতি ভালো হলে অনেক কিছুই সহজ ও সুন্দর হবে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও স্বাধীন বিচার বিভাগ এখনও সৃজন করা সম্ভব হয়নি। জনবলের অভাবে একটি ভোট আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এতটা সংস্কারের ভার প্রতিষ্ঠানগুলো বহন করতে পারবে কি না সেদিকেও নজর দিতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: এ পর্যন্ত কয়েকটি নির্বাচনের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৩৫-৪০% ভোট পেয়েই একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করছে এবং সে দল তাদের মতো করে সংবিধান সংস্কার করছে। অবশিষ্ট ৬০-৬৫% জনগণের মতামত প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলেই হবে না, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করার উদ্দ্যেশ্যেই গণভোটের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্ততপক্ষে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান রাখা সমীচীন।

অনুচ্ছেদ ৭০

বাংলাদেশ জাসদ-এর বক্তব্য: ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক শাসন এবং এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থার অবসানও হয়েছে। horse trading বন্ধে অনাস্থা প্রস্তাবকে restriction-সহ অনুচ্ছেদ ৭০-এ কিছু সংশোধনী আনয়নপূর্বক সংশোধনের পক্ষে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনাস্থা প্রস্তাব অর্থ এই নয় যে, কোনো দলকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া। বরং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে এবং দুর্নীতি রোধে শুধু প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়া। এতে করে প্রধানমন্ত্রী অনেকটা চাপে থাকবেন। ফলে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করবেন। এ বিষয়ে কী পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় সে বিষয়ে সকলকে সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার আহ্বান জানান।

অনুচ্ছেদ ৭(ক)

বাংলাদেশ-জাসদ-এর বক্তব্য: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক)-এর ফলে জোরপূর্বক সংবিধান স্থগিত করা বা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকে রোধ করেছে। তাই অনুচ্ছেদ ৭(ক) বহাল রাখা প্রয়োজন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) পাঠ করে বলেন, এ অনুচ্ছেদের ফলে জনগণের অধিকারকে পুরোপুরি খর্ব করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭(ক) বহাল থাকলে যে কাউকেই উস্কানিদাতা বা অন্য কোনো কারণে দোষী সাব্যস্ত করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাসহ যে কোনো মামলা ঠুকে দেওয়া যাবে। তাছাড়া সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কোর্ট থেকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করায় অনুচ্ছেদ ৭(ক) ও (খ) বাতিল হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে এটা বহাল রাখতে হলে জনগণের মতামত গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে আরো চিন্তাভাবনা করার জন্য বলা হয়।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

বাংলাদেশ-জাসদ-এর বক্তব্য: সংবিধান প্রণয়নের সময় স্বাধীনতাবিরোধী দল ব্যতীত সকল দলের মতামতের ভিত্তিতে ৪টি মূলনীতি সংবিধানে সংযোজন করা হয়। ৪টি মূলনীতির কেউ বিপক্ষে ছিল না। ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট রক্ষায় এখন যেমন ১৪ দলকে ডাকা হচ্ছে না, ঠিক স্বাধীনতা বিরোধীদেরকেও তখন সংবিধান প্রণয়নে ডাকা হয়নি। তাছাড়া যেখানে 'রাষ্ট্রধর্ম', 'বিসমিল্লাহ' বাতিল করা যাচ্ছে না সেখানে মূলনীতি পরিবর্তন করার কোনো যুক্তি নেই। ৪টি মূলনীতিকে ভিত্তি ধরে ভাষাগত পরিবর্তন করা যায়। রাষ্ট্রধর্ম ও বিসমিল্লাহ বাতিল করার পরে মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সরকারে থাকার পরেও কেন রাষ্ট্রধর্ম ও বিসমিল্লাহ সংযোজনের বিরোধিতা করা হয়নি জানতে চাইলে দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, রাষ্ট্রধর্ম ও বিসমিল্লাহ সংযোজনের সময় বিরোধিতা করা হয়েছে এবং নোট অব ডিসেন্টও দেওয়া হয়েছে।

কমিশনের বক্তব্য: কোনো দেশে রাষ্ট্রধর্ম নেই কথাটি সঠিক নয়। PIU-এর গবেষণায় দেখানো হয়েছে ৪২% দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রধর্ম আছে। বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাজ্যেও ব্লাসফেমি আইন রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে রাষ্ট্রধর্ম ও বিসমিল্লাহ থাকা তেমন দোষের কিছু নয়। বরং সংবিধানের মূল নীতি নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে, যার অবসান হওয়া প্রয়োজন। বিষয়টি নিয়ে আরো চিন্তাভাবনা করার অনুরোধ করা হয়।

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

বাংলাদেশ-জাসদ-এর বক্তব্য: প্রধান বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবের সঙ্গে পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করা হয়নি। ব্যতিক্রমী কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে রাষ্ট্রপতিকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদানের বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

কমিশনের বক্তব্য: প্রধান বিচারপতি নিয়োগে অনেকবার অনেক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যার জন্য জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী ২য় জন অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও তার জন্য প্রধান বিচারপতি হওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে করণীয় কী তা বিবেচ্য বিষয়।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ-জাসদ-এর বক্তব্য: প্রস্তাবিত এটর্নি সার্ভিস ক্যাডার সার্ভিসের মতো সরকারি চাকরিজীবী হয়ে যাবে। ফলে তাদের থেকে স্বাধীন মতামত পাওয়া এবং সাধারণ জনগণকে তাদের কাছে পৌঁছানো কষ্ট হবে। স্বাধীন এটর্নি সার্ভিস করতে হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া, নিয়োগ বিধি, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নির্ধারণ করতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমান পদ্ধতিতে কতজন এটর্নি নিয়োগ দিবে, যোগ্যতা কী হবে সবকিছুতেই সরকারি দলের প্রতিফলন ঘটে। জনগণের খুব উপকারে আসে না। তাছাড়া সুযোগসুবিধা খুবই নগণ্য। যত মামলা আছে এর বৃহৎ অংশ সরকারের স্বার্থ জড়িত বিধায় মামলাগুলো দেখাশোনা করার জন্য সুসংগঠিত জনবল প্রয়োজন। তাছাড়া সরকার পরিবর্তন হলে এটর্নি পরিবর্তন হওয়ায় মামলার পূর্বের রেকর্ডপত্র পাওয়া দুরূহ হয়ে যায়, যা বিচার কার্যকে বিঘ্নিত করে। এসব বিবেচনায় নিয়েই একটি স্বাধীন স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যান্য প্রায় সব দলই স্বাধীন স্থায়ী এটর্নি সার্ভিসে একমত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

নির্বাচন কমিশনারদের শপথ ভঙ্গ

বাংলাদেশ-জাসদ-এর বক্তব্য: দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করানো হলে নির্বাচন কমিশনারদের কার্যেও স্বাধীনতা বিঘ্নিত হবে। যদি করা হয় তাহলে কমিশনার থাকা অবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে তেমন ফলপ্রসূ হবে না। বিগত ৩টি নির্বাচন জঘন্য হলেও কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে তদন্ত সুপিরিয়ার কমিশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিগত ৩টি নির্বাচন করে সকলেই পার পেয়ে গেছে। কোনো ধরনের জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায়নি। নুরুল হুদা কমিশনের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পরেও কোনো আলোর মুখ দেখিনি। কমিশনাররা আইনের উর্ধ্বে নয়। তাদেরকে দায়বদ্ধতার আওতায় আনতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

বাংলাদেশ-জাসদ-এর বক্তব্য: দুর্নীতি দমন কমিশনকে নিজস্ব জনবল দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন কমিশন করতে হবে। যদি কোনো নাগরিক দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক অহেতুক হয়রানির শিকার হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে রিসোর্স পার্শনের ক্ষেত্রে আমলাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। এ বিষয়গুলো দেখার জন্য বলা হয়।

কমিশনের বক্তব্য: কোনো নাগরিক দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সুপারিশটি বাস্তবায়নে আইন বা বিধিমালা সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে।

জনাব নাজমুল হক প্রধান: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক তাদের দলের পক্ষ থেকে দাখিলকৃত লিখিত প্রস্তাবটি সুবিবেচনায় নেওয়ার অনুরোধ করেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ আলোচনার সুযোগ দেওয়ায় সবাইকে বাংলাদেশ-জাসদ-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সভাপতি: সংলাপ বা আলোচনার মাধ্যমে ভিন্নমতের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে। আজকের সংলাপে যেগুলোতে একমত হওয়া সম্ভব সেগুলো চিহ্নিত করে পুনরায় কমিশনে জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। যেগুলোতে একমত হওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলো নিয়ে পুনরায় সংলাপ আয়োজনের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গেও আলোচনা করা যেতে পারে। জনগণের স্বার্থেই যেন সকল সংস্কার হয় তাতে সকলেই একমত। অতঃপর সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে **১ম** পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
জাকের পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৯ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১২ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে জাকের পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ।**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

তারিখ : ২৯ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১২ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

সময় : শনিবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা।

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা।

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী জাকের পার্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব শামীম হায়দার	মহাসচিব
২.	আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম ভুইয়া	ভাইস চেয়ারম্যান
৩.	জনাব এজাজুর রসুল	রাজনৈতিক উপদেষ্টা, জাকের পার্টি
৪.	হাজী আতাউর রহমান	অতিরিক্ত মহাসচিব, জাকের পার্টি
৫.	জনাব মুরাদ হোসেন জামাল	অতিরিক্ত মহাসচিব, জাকের পার্টি
৬.	জনাব রবিউল ইসলাম রবি	সদস্য, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, জাকের পার্টি
৭.	জনাব সেলিম কবির	সদস্য, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, জাকের পাটি
৮.	হাজী মহিদুল ইসলাম	সদস্য, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, জাকের পাটি
৯.	কামরুন্নেছা জামাল রেনু	কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জাকের পাটি মহিলা ফ্রন্ট
১০.	জনাব কায়ছার হামিদ	সদস্য, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, জাকের পার্টি

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম.এম.ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-

এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে যে সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন, সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. জাকের পার্টি সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৩০টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ৪টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং ২৫টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। ১১টি প্রস্তাবের বিষয়ে কোনো মতামত দেয়নি। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৫টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ১০টি প্রস্তাব আংশিকভাবে একমত এবং ২টি প্রস্তাবে একমত নয় মর্মে জানায়। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৮টি প্রস্তাবে একমত, ৪টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত এবং ১টি প্রস্তাবের বিষয়ে কোনো মতামত দেয়নি। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৭টি প্রস্তাবে একমত, ৬টি প্রস্তাব আংশিকভাবে একমত এবং ২টি প্রস্তাবে একমত নয় মর্মে জানায়। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৭টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ২টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত এবং ১টি প্রস্তাবে কোনো মতামত দেয়নি। অর্থাৎ ৫টি সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ৯৮টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ৪৭টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত, ৮টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ১৩টি প্রস্তাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্তকরণ

জাকের পার্টির বক্তব্য: সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং ৭(খ) বিলুপ্ত করার প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করে। সংস্কার কমিশনের পক্ষ হতে প্রস্তাবের পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হলে জাকের পার্টি জানায় যে, সকল রাজনৈতিক দল একমত হতে পারলে তারাও কমিশনের সুপারিশে একমত হতে নমনীয় থাকবে।

সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা; বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা।

জাকের পার্টির বক্তব্য: সংবিধানের মূলনীতির বিষয়ে বৃহত্তর পরিসরে গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভালো। হঠাৎ করে কোনো কিছু না করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

কমিশনের প্রস্তাব: বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নামে একটি ভাগ হিসেবে একীভূতকরণ; এবং খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা।

জাকের পার্টির বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশনের উক্ত সুপারিশটিতে আংশিকভাবে একমত পোষণ করলেও সুপারিশের পক্ষে কমিশন বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরলে সুপারিশটিতে একমত পোষণ করে।

আইনসভা-নিম্নকক্ষে তরুণ-তরুণীদের ১০% আসন সংরক্ষণ এবং বয়স ২১ করা।

জাকের পার্টির বক্তব্য: ১০% সংরক্ষণ এবং বয়স ২১ করা সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। প্রার্থী মনোনীত করার মুখ্য বিষয় হবে যোগ্যতা এবং মেধা। এখানে অনুপাত গ্রহণযোগ্য নয়।

উচ্চকক্ষ: সদস্য সংখ্যা ও নির্বাচন

জাকের পার্টির বক্তব্য: উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশত পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৫ জন মনোনীত করার সুপারিশে একমত পোষণ করে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাত অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে দ্বিমত পোষণ করে।

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

জাকের পার্টির বক্তব্য: রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রস্তাবটি নিম্নকক্ষে পাসের পর উচ্চকক্ষে যাবে এবং সেখানে শুনানির মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সংক্রান্ত সুপারিশে আংশিক একমত পোষণ করে।

নির্বাহী বিভাগ

কমিশনের প্রস্তাব: আইনসভার নিম্নকক্ষে যে দলের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে সে দল সরকার গঠন করবে এবং 'প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব'-এর পরিবর্তে 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে' মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করার সুপারিশে জাকের পার্টি আংশিক একমত পোষণ করলেও কমিশনের পক্ষ থেকে এ সকল বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হলে সম্পূর্ণ সুপারিশটিতে একমত পোষণ করে।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)

কমিশনের ব্যাখ্যা: সাংবিধানিক সংস্থায় নিয়োগ, ৩ বাহিনী প্রধান নিয়োগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগ, অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে এনসিসি সুপারিশ করবে এবং রাষ্ট্রপতি সে অনুযায়ী নিয়োগ দিবে। এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর একক ক্ষমতায় এগুলো হয়ে থাকে। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে না, যোগ্য লোকও নিয়োগ পায় না। মূলত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্যই এনসিসি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাসহ সকল সংস্থায় ক্ষমতার ভারসাম্য ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাকের পার্টির বক্তব্য: জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠনের বিষয়ে জাকের পার্টি আংশিক একমত পোষণ করলেও কমিশনের ব্যাখ্যায় সুপারিশটিতে একমত পোষণ করে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যসহ স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সুপারিশ করেছে, যা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এতে দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সুপারিশটি করা হয়েছে।

জাকের পার্টির বক্তব্য: নির্বাচনে যদি কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব থাকে তাহলে তথাকথিত বড় দলগুলো প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। প্রশাসনও বিক্রি হয়ে যায় এবং নিরপেক্ষ থাকে না। সেক্ষেত্রে যেভাবেই নির্বাচন আয়োজন করা হোক সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে না–অর্থহীন নির্বাচন হবে। নির্বাচনে কালো টাকা বন্ধ করা গেলে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। সকল নির্বাচন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার জন্য যা যা করার প্রয়োজন তাতে তারা সম্পূর্ণ একমত। সুপারিশটির সঙ্গে তারা আংশিক একমত পোষণ করেন।

এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ, প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ,সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকা ও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কার্যক্রম বিন্যাস, স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহের বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হলে এসব বিষয়ে জাকের পার্টি আংশিক একমত পোষণ করে। আংশিক একমত সুপারিশগুলোতে যদি

সকল রাজনৈতিক দল একমত হয় এবং কমিশন যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করা হয়, সেক্ষেত্রে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সে সকল প্রস্তাবে জাকের পার্টি নমনীয় হতে রাজি রয়েছে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

সহ-সভাপতি: কিছু কিছু সুপারিশ সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোচনার সময় আলোচিত হওয়ায় সেগুলো পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।

নিম্নকক্ষে নারী প্রতিনিধিত্ব

জাকের পার্টির বক্তব্য: সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত করার প্রস্তাব করে। নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে জাকের পার্টি দ্বিমত পোষণ করে না। তবে তারা নারীদের জন্য কোটা না রেখে উন্মুক্ত রাখার পক্ষে মত দেয়।

কমিশনের বক্তব্য: বাংলাদেশে নারীরা এখনও অনেক পিছিয়ে। নারীকে ক্ষমতায়িত করা না গেলে তাদের অগ্রগতি আসবে না। সেজন্য ১০০টি আসন নারীর জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছে।

জাকের পার্টির বক্তব্য: বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহের বিষয়ে জানানো হয় যে, যে সকল জায়গায় আংশিকভাবে একমত রয়েছে, সে সকল বিষয়ে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার সুযোগ রয়েছে, যাতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়। জাকের পার্টি চায় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম যেন পরবর্তী সময়ে বাতিল হয়ে না যায়। সংস্কার কমিশনের যে সকল প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হবে সেগুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হওয়া উচিত।

সহ-সভাপতি: দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করার জন্য জাকের পার্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। জাকের পার্টির নমনীয়তায় কমিশন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আলোচনা অনুযায়ী যে সকল বিষয়ে আংশিক একমত এবং এখনও একমত হওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলো পুনরায় পর্যালোচনা করে একটি লিখিত প্রস্তাব খুব অল্প সময়ে পেশ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। পরিশেষে আবারও সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

০২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৫ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ০২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী এনডিএম-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব ববি হাজ্জাজ	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মোমিনুল আমিন	মহাসচিব
৩.	জনাব হুমায়ুন পারভেজ খান	উচ্চ পরিষদ সদস্য
৪.	জনাব মো. ফারুক-উজ-জামান চৌধুরী	ভাইস চেয়ারম্যান
৫.	সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম	সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব
৬.	ব্যারিস্টার শাহেদুল আজম	সাংগঠনিক সম্পাদক
৭.	জনাব ফজলে এলাহি তুষার	চেয়ারম্যানের বিশেষ সহকারী
৮.	জনাব সাকিব আহমেদ	আহবায়ক, ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক উপ-কমিটি

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের

উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)-এর চেয়ারম্যান জনাব ববি হাজ্জাজ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনূসকে এরকম একটি উন্মুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য তার দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সকল সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের চালিকাশক্তি ছিল ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা ও বৈষম্য বিলোপের আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যতে যেন আর কোনো ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচারের জন্ম এ দেশে না হয়। সে লক্ষ্যে এনডিএম সকল যৌক্তিক সংস্কারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাবে। ৫টি সংস্কার কমিশনের যেসব সুপারিশ পাঠানো হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একমত পোষণ করা হয়েছে। যেগুলোয় দ্বিমত বা আংশিক একমত রয়েছে সেগুলোও আলাপ-আলোচনা বা সংলাপের মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব হবে।

৯. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে **৩১**টি প্রস্তাবে একমত, **১৪**টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং **২২**টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে **১১**টি প্রস্তাবে একমত, ৪টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং **১২**টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত **২৩**টি প্রস্তাবের মধ্যে **১৯**টি প্রস্তাবে একমত এবং ৪টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট **২৬**টি প্রস্তাবের মধ্যে **১৫**টি প্রস্তাবে একমত এবং ৭টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং ৪টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে **১৮**টি প্রস্তাবে একমত ও ২টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করে।

অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ৫টি সংস্কার কমিশন কর্তৃক গৃহীত মোট **১৬৬**টি প্রস্তাবের মধ্যে ৯৪টি প্রস্তাবে একমত, ২৫টি প্রস্তাবে দ্বিমত, ৪৪টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে এবং ৩টি প্রস্তাবে কোনো মতামত দেয়নি।

১০। একমত নয়, আংশিক একমত ও অস্পষ্ট সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

'নাগরিকতন্ত্র, জনগণতন্ত্রী এবং বহুত্ববাদ'

এনডিএম-এর বক্তব্য: এনডিএম-নাগরিকতন্ত্রে একমত পোষণ করলেও জনগণতন্ত্রী নিয়ে একমত পোষণ করেনি। 'বহুত্ববাদ' শব্দটিতে দ্বিমত পোষণ করে। এতে ভবিষ্যতে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। ইংরেজি 'pluralism'-এর সঙ্গে একমত পোষণ করে। তারপরেও পরিবর্তনের কারণ সুস্পষ্ট থাকলে সকলে পড়ে বুঝতে সহজ হতো। সকল দলের কোনো আপত্তি না থাকলে তাদেরও কোনো আপত্তি থাকবে না।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ইংরেজি ‘Republic’-এর বাংলা অর্থ ‘প্রজাতন্ত্র’ যা সঠিক নয়। প্রজাতন্ত্র বললে রাজার প্রজা বোঝায়। বর্তমান যুগে কোনো প্রজা নেই। তাই ‘নাগরিকতন্ত্র’ ও ‘জনগণতন্ত্র’ প্রস্তাব করা হয়েছে। কোন সংশোধনী কেন করা হচ্ছে সংবিধান সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিকক্ষ (উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ) বিশিষ্ট আইনসভা ও সংসদে আসন সংখ্যা

এনডিএম-এর বক্তব্য: দ্বিকক্ষ (উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ) বিশিষ্ট আইনসভা সৃষ্টিতে পূর্ণ একমত পোষণ করে। কিন্তু সরকারের মেয়াদ ৪ বছরে দ্বিমত পোষণ করে ৫ বছরে রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। সংসদ আসন সংখ্যা ৩০০ এবং সংরক্ষিত আসন ৫০ রাখার পক্ষে। সংরক্ষিত ৫০টি আসন রোটেশন পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করে। ৩০০ আসনে কোনো কোটা না রাখার পক্ষে। তরুণ নেতৃত্বের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত রাখার বিষয়ে পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করে। প্রার্থীর বয়স ২১ বছর করার প্রস্তাব কোন যুক্তিতে করা হয়েছে তা বোধগম্য নয় বিধায় দ্বিমত পোষণ করে। ভোটদানের বয়স ১৮-ই যুক্তিযুক্ত। উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০৫ সমর্থন করলেও ৫ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি এবং জাতীয় নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% কে সমর্থন করে। ভগ্নাংশের কোন পর্যন্ত ১% ধরা হবে তাও নির্ধারণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে ৩০০ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত এবং ১০০ আসন নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাখা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে তরুণ ও নারীদের সুযোগ দেওয়া এবং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বিবেচনায় নারীদের জন্য ১০০ আসন, তরুণদের জন্য ১০% সংরক্ষণ এবং বয়স ২১ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অন্যান্যের সঙ্গেও আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়ার জন্য বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

এনডিএম-এর বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী, দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতার বিষয়ে কোন কোনটি পৃথকীকরণ করা হবে ব্যাখ্যাসহ কাঠামোগতভাবে দাঁড় করে দেওয়া হলে আলোচনা করা যেতে পারে। বড় বড় দলের জন্য সমস্যা না হলেও ছোট ছোট দলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। প্রথমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিতে হবে তারপরে দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করাই যুক্তিযুক্ত।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা ও দলীয় প্রধান ভিন্ন ভিন্ন হলে কিছুটা হলেও ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। বর্তমান পদ্ধতিতে ৩টি পদই একই ব্যক্তি হওয়ায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার হয়ে উঠছে। ভারত ও যুক্তরাজ্যে আলাদা আলাদা রয়েছে। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্যই প্রস্তাবটি করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৭০

এনডিএম-এর বক্তব্য: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ জাতীয় স্বার্থেই পরিষ্কারভাবে দেখাতে হবে। অনুচ্ছেদ ৭০-এর নৈতিক দিক হলো ফ্লোর ক্রসিং। অনুচ্ছেদ ৭০কেও কাঠামোগতভাবে দাঁড় করানো হলে কথা বলা বা ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এর বিদ্যমান অবস্থার জন্য সংসদ-সদস্যগণ তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে না পারায় একজন প্রধানমন্ত্রী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন, যেখান থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করার কোনো পন্থা বাংলাদেশ সংবিধানে বিদ্যমান নাই, যা অন্যান্য দেশে রয়েছে। পক্ষান্তরে অনুচ্ছেদ ৭০ পুরোপুরি বাদ দেওয়া হলে হর্স ট্রেডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাই অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যগণ যাতে তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারেন সেজন্য এ সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

এনডিএম-এর বক্তব্য: Financial Oversight Committee (FOC)-এর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচনের বিধান রাখতে হবে। অন্যান্য কমিটিতে ২ জন সভাপতি মনোনীত হবেন, যার একজন সরকারি দলের এবং অন্যজন বিরোধী দলের। দায়বদ্ধতা বাড়াতেই এ প্রস্তাব এবং উভয়ের সম্মতিতেই কমিটি কার্যক্রম পরিচালিত হবে। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য পরবর্তী সময়ে লিখিত প্রস্তাব জমা দেওয়ার কথা বলেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: Financial Oversight Committee (FOC)-তে অবশ্যই বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্য হতে সভাপতি মনোনীত হবে। এছাড়াও কমিশন কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতিও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত করার পক্ষে। এ বিষয়ে এনডিএম-কে পরবর্তী সময়ে লিখিত প্রস্তাব মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।

গণভোট ও গণপরিষদ

এনডিএম-এর বক্তব্য: গণভোট ও গণপরিষদে দ্বিমত পোষণ করে দলটি বলে, এটা করা অনেক রিস্ক হয়ে যাবে। প্রস্তাবিত প্রস্তাবে ২ কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনে সংবিধান সংশোধন করা যাবে এবং উচ্চকক্ষের সদস্যগণ পিআর পদ্ধতিতে আসায় চেক এন্ড ব্যালেন্স হয়ে যাবে। বেশি চেক এন্ড ব্যালেন্সে কার্যকর ফলাফল নাও আসতে পারে। তবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ও মৌলিক অধিকারের সুনির্দিষ্ট তালিকা করে সেগুলো পরিবর্তনে গণভোটের আয়োজন করা যেতে পারে এবং গণভোট কীভাবে হবে তাও সুনির্দিষ্ট করতে হবে। সুনির্দিষ্ট করার পরে পরবর্তী আলোচনা করা যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিগত ক্ষমতাসীন কয়েকটি দলের ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৩০, ৩৫ বা ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে এবং যেভাবে খুশি সেভাবে সংবিধান সংশোধন করেছে। সেখানে ৬০ বা ততোধিক ভোটারের মতামত প্রতিফলিত হয়নি। সেজন্যই গণভোটের প্রস্তাব করা হয়েছে। এনডিএম-এর মতামত হচ্ছে, মৌলিক কাঠামোর সুনির্দিষ্ট তালিকা করে সেগুলো সংশোধনীতে গণভোট আয়োজন করা যাবে। গণভোট সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে এনডিএমকেও পর্যালোচনা করে মতামত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)

এনডিএম-এর বক্তব্য: এনসিসি-এর গঠন প্রক্রিয়া, দায়িত্ব ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে বিধায় দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। যে কার্যক্রম ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে বেশিরভাগই রাষ্ট্রপতির। এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থা রয়েছে। এত বড় পরিসরে কেন করবে এর ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এনডিএম ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতায়িত করার পক্ষে। এখানেও ভোটিং হবে এবং দলীয় প্রভাবের আশঙ্কা রয়েছে। আবার একমত না হতে পারলে বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে এনসিসি নিয়ে মতামত দেওয়া হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গের ভারসাম্য সৃষ্টি, এক আলোচনার টেবিলে বসানো, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করার উদ্দ্যেশেই এনসিসি সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে করে এখনকার মতো কারো কাছে একক ক্ষমতা না থেকে ক্ষমতায়ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থার স্বচ্ছতার জন্য এনসিসি-এর মাধ্যমে নিয়োগ সুপারিশ করা হয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর হাতে একক ক্ষমতা থাকায় দেশে ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার সৃষ্টি হয়ে জনগণ নিষ্পেষিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির কথা বলা হলেও মূলত সকল নিয়োগ প্রধানমন্ত্রীই দিয়ে থাকেন। এনডিএম নীতিগতভাবে একমত পোষণ করলেও গঠন প্রক্রিয়ায় পোষণ করেছে। এনসিসি নিয়ে পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

রাষ্ট্রপাতি ও সরকারের মেয়াদ

এনডিএম-এর বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি ও সরকারের মেয়াদ ৪ বছরে দ্বিমত পোষণ করে ৫ বছর রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

ইলেক্টোরাল কলেজ

এনডিএম-এর বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ইলেক্টোরাল কলেজের ভোটারের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশ করায় দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। কারণ ২টি সুপারিশের সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। তবে নীতিগতভাবে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ইলেক্টোরাল কলেজ ফর্ম করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: এনডিএম ইলেক্টোরাল কলেজে নীতিগতভাবে সম্মতি দিয়েছে। দুই কমিশনের ২টি প্রস্তাবেই ইলেক্টোরাল কলেজে নির্বাচিত সকল স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। কেউ অনির্বাচিত নয়।

প্রধানমন্ত্রীর টার্ম

এনডিএম-এর বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রীর টার্ম পরপর বা যে কোনো ভাবে ২ বারে দ্বিমত পোষণ করে। তবে বাংলাদেশ যেহেতু ওয়েস্ট মিনিস্টার ধরন অনুসরণ করে সে ক্ষেত্রে ২ বারের যুক্তিকতা কী তা জানতে চায়। গত ১৬ বছরের চিন্তা করে একটি সংশোধনী করা যুক্তিযুক্ত হবে না। থাইল্যান্ডে এরকম বিধান করে সুবিধা করতে পারেনি। করা হলে হিতে বিপরীত হতে পারে এবং বড় বড় দলগুলো এ জায়গাতে ক্রিটিক্যাল পরিবর্তন করার সম্ভাবনা রয়েছে। বরং আগামী ৩/৪টি মেয়াদ তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচন হয় তাহলে সকলের মধ্যে কালচারাল পরিবর্তন আসবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: একজন ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিগত ১৬ বছরের অপশাসন। ভবিষ্যতে যাতে এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, দেশে গণতন্ত্রের জন্য আর রক্তপাত না হয় সে বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর টার্ম ২ বারের বেশি না রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। ওয়েস্ট মিনিস্টারের কথা বলা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা অনুসরণ করা হয় না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়েও অনেক বিতর্ক অতীতে হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার

এনডিএম-এর বক্তব্য: এনসিসি গঠনের সুপারিশে যেহেতু দ্বিমত রয়েছে সেজন্য অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুপারিশেও দ্বিমত পোষণ করে। কারণ এনসিসি গঠিত হলে অন্তর্বর্তী সরকার সুপারিশের ৪.২ কার্যকর হবে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব করেছে সেখানে পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। সিএ অথবা সিজি-তে বিচার বিভাগকে না জড়ানো ভালো। সম্পূণ বিষয়টি আগামী নির্বাচনের পরে আলাপ-আলোচনার মধ্যেমে সিএ অথবা সিজি চূড়ান্ত করাই ভালো।

কমিশনের ব্যাখ্যা: তত্ত্বাবধায়ক সরকরের প্রধান নিয়োগে পূর্বে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কীভাবে পছন্দের লোককে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করা যায় সে রকম প্রক্রিয়াও গ্রহণ করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে সেরকম ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য সিএ বা সিজি প্রধান নিয়োগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার পক্ষে।

স্থানীয় সরকার-এলজিআই ও জেলা সমন্বয় কাউন্সিল

এনডিএম-এর বক্তব্য: স্থানীয় সরকারে কার্যকরী স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো কী, আর্থিক ক্ষমতা কী, এর জন্য নীতিমালা কী হবে, মানদণ্ড কী হবে এবং কী কী কাজ করতে পারবে তা দেখা দরকার। ফলে নীতিমালা ব্যতীত এলজিআই-এ একমত হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু এলজিআই-এ দ্বিমত রয়েছে সেজন্য জেলা সমন্বয় কাউন্সিলেও দ্বিমত পোষণ করেন। এ সকল বিষয় নির্বাচনের পরে সংবিধান সংস্কারের মাধ্যমে করাই ভালো।

কমিশনের ব্যাখ্যা: যে বিষয়গুলোর জন্য দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে সেগুলোকে এড়িয়ে কীভাবে এলজিআই ও জেলা সমন্বয় কাউন্সিল গঠন করা যায় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাপূর্বক প্রস্তাব দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

জরুরি অবস্থা

এনডিএম-এর বক্তব্য: যেহেতু এনসিসি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে সেজন্য জরুরি অবস্থা জারি সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া যাচ্ছে না। শর্ত সাপেক্ষে একমত।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

এনডিএম-এর বক্তব্য: দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের ২টি সুপারিশে আংশিক একমত হলেও কমিশনের ব্যাখ্যায় সেটিসহ সব সুপারিশের সঙ্গেই এনডিএম একমত প্রকাশ করে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের বেশ কিছু সুপারিশ সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনার সময় আলোচনা হওয়ায় সেগুলো আর আলোচনা করা প্রয়োজন হয়নি।

উচ্চকক্ষে প্রার্থীর যোগ্যতা

এনডিএম-এর বক্তব্য: সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছরে একমত। কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি দিতেই হয় তাহলে স্নাতকের পরিবর্তে মাস্টার্স অথবা অন্য কোনো যোগ্যতা যা খুবই সম্মানজনক এভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া। কিন্তু নিম্নকক্ষে কোনো যোগ্যতা না রাখার পক্ষে। সম্মানিত ব্যক্তিদেরই উচ্চকক্ষে যাওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে ক্রাইটেরিয়া না রেখে দলের কাছে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উচ্চকক্ষের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সুপারিশ করেছে। কিন্তু সবকিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। তাই শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ না করাই শ্রেয়। তবে সম্মানিত ব্যক্তিরা যেন উচ্চকক্ষে যায় সেটা দলের বিবেচনা করা উচিত হবে।

জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন

এনডিএম-এর বক্তব্য: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তী সরকার যে সরকারই হোক না কেন জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা উচিত হবে না। কারণ স্থানীয় সরকারে কোনো জটিলতা হলে নিরপেক্ষ সরকারের ভাবমূর্তি জনগণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হবে। পরে জাতীয় নির্বাচন করা কঠিন হয়ে পড়বে। সেজন্য নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান এবং একমাত্র কাজই হবে সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন উপহার দেওয়া। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের উসিলায় নিরপেক্ষ সরকার দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতায় থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে। দলগুলোর ক্ষোভ বৃদ্ধি পাবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে খুব সুন্দর নির্বাচন হবে এবং যোগ্য ও নিরপেক্ষ প্রার্থীরা নির্বাচিত হবে। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইলেক্টোরাল কলেজের সুপারিশ করায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে করাই ভালো। সে বিবেচনায় সুপারিশ করা হয়েছে।

সীমানা নির্ধারণ

এনডিএম-এর বক্তব্য: তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেহেতু গঠিত হবে সেহেতু নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী হবে। তখন তাদের ক্ষমতাও থাকবে। সেজন্য কোনো দলই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নতুন একটি কর্তৃপক্ষের পক্ষে সীমানা নির্ধারণের মতো জটিল কাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। হস্তক্ষেপের যে প্রশ্ন উঠেছে কর্তৃপক্ষকেও হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হবে। সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে ইসির ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা উচিত।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অতীতে নির্বাচন কমিশনের অধীনে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে অনেক বিতর্কিত কাজ হয়েছে। সরকারি দল সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে নিয়েছেও। সেজন্য নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে শুধু নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়ার পক্ষে। জনসংখ্যা বিবেচনায় জাতীয় নির্বাচনের সময় সীমানা নির্ধারণ জরুরি হয়ে পড়ে। সেজন্য একটি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে। ইসির জবাবদিহিতার জায়গাও নির্ধারণ করা উচিত। কারণ বিগত ৩টি নির্বাচনে দেখা গেছে, কমিশনাররা নিরপেক্ষতা বজায় রাখেনি। ফলে কেউ জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয়।

নির্বাচিত দলকে তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত করা

এনডিএম-এর বক্তব্য: প্রতিটি দলের আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাবে স্বচ্ছতা থাকা দরকার। সেজন্য তথ্য অধিকার আইনে নেওয়া ঠিক হবে না। এতে আইনের অপব্যবহার হবে। ছোট ছোট দল বা বিরোধী দলগুলো বিপদের সম্মুখীন হবে। তাছাড়া আরপিও-তে বা ইসিও আর্থিক বিষয়টি পরিষ্কার করেনি। এ সুপারিশের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রতিটি দলের আয়-ব্যয়ের হিসাবে স্বচ্ছতা থাকা দরকার। জনগণের স্বার্থে এটি প্রয়োজন। দল কত টাকা আয় করে, কোথায় কত টাকা ব্যয় করে তা জানার অধিকার জনগণের রয়েছে। বর্তমানে জনগণ দলের আয়-ব্যয় সম্পর্কে পুরো অন্ধকারে। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা হলে দলের আর্থিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বিলুপ্ত

কমিশনের ব্যাখ্যা: এনডিএম জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের মধ্যে প্রদেশে ভাগ করা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়া সুপারিশে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করে। তবে ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ থেকে ১১-তে উন্নীতকরণে একমত পোষণ করে। এগুলো নিয়ে প্রায় সব দলেরই কাছাকাছি বক্তব্য। ফলে এ সুপারিশগুলো কমিশন পর্যালোচনা করে দেখবে। কিন্তু উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্তকরণ সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে একমত হওয়া বোধগম্য নয়। কারণ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্তকরণ সম্পর্কিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশন সম্পূর্ণ একমত নয়। বিদ্যমান পদ্ধতিতে প্রতিটি উপজেলায় ১ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদ রয়েছে। এতে করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে নারী নেতৃত্ব সৃষ্টিতে বড় অবদান রাখছে। ইউনিয়ন পরিষদেও সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার রয়েছে, যারা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকে।

এনডিএম-এর বক্তব্য: উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটির বাস্তব অর্থে সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যক্রম নেই। অনেকটা অলংকার হিসেবে এ পদটি বিদ্যমান। সুপারিশে ২টি পদের কথাই বলা হয়েছে। সে কারণেই একমত পোষণ করা হয়েছে। নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস

এনডিএম-এর বক্তব্য: অ্যাটর্নি হিসেবে বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল রেখে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও আর্থিকসহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা নির্ধারণ করা যেতে পারে। পৃথক ক্যাডার সার্ভিস করা হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বাড়তে পারে। এতে জনগণ সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। সেজন্য স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান আইনে সরকার পিপি/জিপি নিয়োগ দিয়ে থাকে। তাতে কতজন, সুযোগসুবিধা কী, টার্মস ও কন্ডিশন কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি। যা দেওয়া হয় তাতে সারভাইভ করতে না পেরে বিকল্প পদ ব্যবহার করে থাকে। ফলে একটি জগাখিচুড়ি অবস্থা বিরাজ করছে। সরকার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা যে কোনো কারণে যে কোনো সময় পিপি/জিপি পরিবর্তন হওয়ায় মামলা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এর থেকে উত্তরণের জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের সুপারিশ করছে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেখানে এই সার্ভিসকে জেলা ইউনিট এবং সুপ্রিমকোর্ট ইউনিট ২টি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এই সার্ভিস থেকে সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে সর্বোচ্চ পদ হবে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পর্যন্ত। কারণ অ্যাটর্নি জেনারেল সাংবিধানিক পদ। সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পদের সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা ইউনিটে সিভিল ও ক্রিমিনাল কোনো বিভাজন না করে সবাইকে বিভিন্ন পদ মর্যাদার অ্যাটনি রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার প্রধান হবেন জেলা অ্যাটর্নি।

সভাপতি: এনডিএম অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ সময় সংলাপে অংশগ্রহণ করে সুচিন্তিত মতামত দেওয়ায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পরবর্তী সময়ে ২য় পর্যায়ের সংলাপে তারিখ নির্ধারণ করে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ১ম পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ

০২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৫ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ০২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : মঙ্গলবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব ইকবাল কবির জাহিদ	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
২.	অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার	সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
৩.	জনাব মোশারফ হোসেন নান্নু	সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
৪.	জনাব নজরুল ইসলাম	সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
৫.	জনাব শামিম ইমাম	সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
৬.	জনাব তুষার কান্তি দাস	সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
৭.	মিসেস মোশরেফা মিশু	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পাটি
৮.	জনাব শহিদুল ইসলাম সবুজ	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পাটি
৯.	জনাব মমিনুর রহমান মমিন	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পাটি

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন, সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন থেকে যে স্প্রেডশিট রাজনৈতিক দলসমূহকে দেওয়া হয়েছে সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিষয়সমূহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ধারণা বা ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কমিশন যে বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেছেন সেসব রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রদানে তারা আগ্রহী। বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির পক্ষ থেকে একই রকম লিখিত মতামত প্রদান করা হয়। উক্ত লিখিত মতামতে তারা জানায় যে, তারা মনে করে বিগত ৫৩ বছরে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে যে পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে তাতে কোনো সাধারণ সংস্কারের মধ্য দিয়ে খুব বেশি কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। এজন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনীতি ও অর্থনীতির কাঠামোগত এবং মৌলিক পরিবর্তন অপরিহার্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তথা শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও মেহনতি জনগণকে যুক্ত করেই তা করা যেতে পারে। যে ধরনের মৌলিক সংস্কার আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ আপামর জনগণই তার প্রকৃত কারিগর হতে পারে। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা যথাযথভাবে কার্যকর করার ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা সম্পর্কে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ২০২৪-এর ছাত্র জনতার গণ-অভ্যুত্থানকে সমগুরুত্ব দিয়ে সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবনায় যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–তা যথার্থ হয়নি। নিঃসন্দেহে শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থান একটি মাইলফলক। এই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা '৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। এছাড়াও প্রথম অধ্যায়ে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা সংবিধানের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন নেই বলে তারা মনে করেন।

১০. নাগরিকতন্ত্র বিষয়ে তারা বলেছেন যে, 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো পরিবর্তন করে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহারের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তারা এর পরিবর্তে 'জনগণতন্ত্র' ও 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' যুক্ত করা যৌক্তিক বলে তারা মনে করেন।

১১. রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কিত রাষ্ট্রের মূলনীতি সংক্রান্ত বিধানে, 'বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে'–বলা হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখার বিধান বহাল রাখা পরস্পরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই তারা এই বিধান বহাল রাখা যৌক্তিক নয় বলে মনে করেন। উল্লেখ্য যে, এরশাদ তার সামরিক স্বৈরশাসনকে বৈধতা ও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার অপকৌশল হিসেবে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম যুক্ত করেছিলেন। সেই সময়ে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ, সিপিবি, বাসদসহ প্রায় সকল রাজনৈতিক দল-এর বিরোধিতা করেছিল। দুর্ভাগ্য যে, পরবর্তী সময়ে যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন তারা আর এই বিষয়ে হাত দেননি। বিদ্যমান পরিবর্তিত বাস্তবতায়

রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কিত অধ্যায়টি বাদ দেয়া উচিত। এছাড়াও সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম/আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু' না বলে 'মহান সৃষ্টিকর্তার নামে' অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে তারা মত দিয়েছেন।

১২. রাষ্ট্রের মূলনীতি সংক্রান্ত বিধানে 'সমাধিকার' শব্দটি যুক্ত করা অর্থাৎ 'বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান, সমধিকার ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে' মর্মে প্রতিস্থাপনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। কমিশন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র নিয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা জাতীয় ও বৈশ্বিক বাস্তবতার উল্টো চিত্র বলা যেতে পারে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ তার নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্বব্যবস্থাকে যে পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন বলে তারা মনে করে। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর উত্থানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। তাই সংবিধানের মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দেয়া উচিত নয় বলে তারা মনে করেন।

১৩. মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে কমিশন 'বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নামে একটি ভাগ হিসেবে একীভূতকরণ'-এর প্রস্তাব করেছেন। সেখানে তারা মূলনীতি অধ্যায়ের ১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ১৮(ক), ১৯, ২০, ২৩(ক) এবং ২৪ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। এর বেশিরভাগই বিভিন্ন রূপে কমিশনের প্রস্তাবিত 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু অধিকার, যা বর্তমান সংবিধানের মূলনীতি অংশে উল্লেখ করা ছিল, তা প্রস্তাবিত 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' অধ্যায়ে নেই। সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারের ক্ষেত্রে বর্তমান সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুসারে অন্যান্যের সঙ্গে 'বিধবা ও পঙ্গুরা' এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিধানটি কমিশন প্রস্তাাবিত 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' অধ্যায়ের ২৪ নং পয়েন্টে উলেখ করা হয়েছে, কিন্তু বিধবা ও পঙ্গু এতে অন্তর্ভুক্ত নেই। এদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ২৯ নম্বর পয়েন্টে টিকা প্রদানকেও রাষ্ট্রের সামর্থ্য সাপেক্ষে দেওয়া অধিকারের মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র সামর্থ্য থাকলে দেবে, না থাকলে নয়। টিকা প্রদান জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। এটা সামর্থ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। 'প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionalit) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।' এই প্রস্তাবনার ব্যাখ্যায় সীমা নির্ধারণের জন্য পরিমাপগুলো এমনভাবে ঠিক করা হয়েছে, তাতে যারা ক্ষমতায় থাকবে, তাদের তা অপব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তারা মনে করে প্রতিটি মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক সুরক্ষা ও আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা দরকার। 'যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।' মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে সব জায়গায় সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আবার এই প্রাপ্যতা কতদিনে নিশ্চিত হবে, সেটা সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। মৌলিক অধিকারগুলোর (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ও কাজ) আইনি বাধ্যবাধকতা ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. আইনসভার বিষয়ে কমিশন দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার যে প্রস্তাব করেছে, যার প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করছে না। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাবে কমিশন যে যুক্তিগুলো তুলে ধরেছেন তা যথার্থ নয় বলে তারা মনে করেন। বরং প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় বাড়বে। পূর্বের মতো ৩৫০ সদস্যের জাতীয় সংসদই ঠিক আছে বলে তারা মনে করেন। এর মধ্যে ৫০ জন নারী সংসদও সংসদ-সদস্যদের ভোটে নয়, সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। তারা মনে করে, সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও জনস্বার্থ নিশ্চিত করতে হলে–

- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধিসহ সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- জাতীয় সংসদ ও সংসদ-সদস্যসহ স্থানীয় সংস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেয়াদ ৪ বছর নয়, ৫ বছর রাখা উচিত। সেই হিসেবে রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিনিধিদের মেয়াদও ৫ বছর হবে।
- নির্বাচনে কালো টাকা, পেশিশক্তি, ধর্মের ব্যবহার আইন করে বন্ধ করতে হবে।
- ঋণখেলাপি, কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিবাজদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- জনগণের কাছে সাংসদদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ও সাংসদ হিসেবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যাতে ঠিকভাবে পালন করেন তার জন্য 'Right to Recall' অর্থাৎ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ভোটারদের হাতে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার অধিকার দিতে হবে।

- রাজনৈতিক দলগুলোর মোট আসনের ১০% আসনে তরুণ তরুণীদের মনোনয়ন দেওয়ার প্রস্তাবের সঙ্গে তারা একমত নন।
- নির্বাচনে প্রার্থিতার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর নয়, ২৫ বছর রাখতে হবে।
- দুইজন ডেপুটি স্পিকার রাখার প্রয়োজন নেই। খুব কাজে আসবে না। অপ্রয়োজনীয় অর্থব্যয় বাড়বে।
- ৭০-এর অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। নতুন কোনো শর্ত সাপেক্ষে রাখার প্রয়োজন নেই।

১৫. নির্বাহী বিভাগ বিষয়ে তারা মতামত দিয়েছেন যে–

- আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনের ভিত্তিতে সরকার গঠন, রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা প্রস্তাবগুলোর আরো সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- কমিশন জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)-এর যে প্রস্তাব দিয়েছে তার সঙ্গে একমত। এই কমিশনের কাঠামো রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে।
- রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুইবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে, সংসদেই অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে–এসব বক্তব্যের সঙ্গে আমরা সাধারণভাবে একমত। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হওয়া, রাষ্ট্রপতির আইনসভা ভেঙে দেয়া, একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুইবার দায়িত্ব পালন করার বিধানের সঙ্গে আমরা একমত। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় কেউ কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না–এ ব্যাপারে আমরা একমত। তবে এবিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

১৬. নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে তারা জানিয়েছেন যে, কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে অবৈধভাবে ক্ষমতা ধরে রাখার পরিকল্পনা, বিগত তিনটি জাতীয় নির্বাচন, জনগণের ম্যান্ডেটবিহীন ক্ষমতার ভয়াবহতা ও সীমাহীন দলীয়করণ নিয়ে আলোচনা আছে। এছাড়াও সংস্কারের অপরিহার্যতা ও নির্বাচনি ব্যবস্থা সংস্কারের বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ করার পরিকল্পনা প্রতিবেদনের ভূমিকায় আছে। আমরা নির্দিষ্টভাবে বলতে চাই যে, শুধু গত তিনটি নির্বাচন নয়, বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই, অর্থাৎ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে প্রথম নির্বাচন থেকেই প্রতিটি সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে যে চারটি নির্বাচন হয়েছে, সেগুলোই আপেক্ষিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। প্রতিবেদনে একথার স্বীকৃতি আছে। কেন এরকম হলো। আমরা লক্ষ করেছি যে, এই উপমহাদেশের প্রায় সবক'টি দেশেই নির্বাচনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ভোটারদের হুমকি ও জোর-জুলুম, বিপুল পরিমাণে কালো টাকা ও ধর্মের ব্যবহার এসবই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন পার্লামেন্টারি দলগুলির নৈতিক ইচ্ছার কাছে বারবার আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। বাস্তবে বিদ্যমান ব্যবস্থায় জোর করে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসার প্রচেষ্টা স্বাভাবিক। সমগ্র বিষয়টির কার্যকরণ অনুসন্ধান না করে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ করার সদিচ্ছা কমিশনের থাকতেই পারে, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। ব্যবস্থাটাকে আড়াল করে সত্যের খোঁজ পাওয়া যাবে না। তাই এই সমগ্র বিষয়টি নিয়ে সকল রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা, পর্যালোচনা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

১৬. প্রতিবেদনে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত শিথিল করা হয়েছে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথা জনগণের মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তারা মনে করেন, বহুদলীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে শুধু বড় দলগুলো নয়, ছোট রাজনৈতিক দল ও নতুন রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে নিবন্ধনের বাধ্যতামূলক শর্ত তুলে দেয়া উচিত। কমিশনের প্রস্তাবের ফলে কোনো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ও আঞ্চলিকভাবে কোনো জনগোষ্ঠীর দল গঠন ও নির্বাচনের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয়	:	**জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী (বিএনপি)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি	:	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি
তারিখ	:	০৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান	:	এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিএনপির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ	স্থায়ী কমিটির সদস্য
২.	জনাব নজরুল ইসলাম খান	স্থায়ী কমিটির সদস্য
৩.	জনাব মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ	চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা
৪.	ব্যরিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল	নির্বাহী কমিটির সদস্য
৫.	জনাব আবু মো. মনিরুজ্জামান খান	সাবেক সচিব

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার পর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শাহাদতবরণকারী এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ও আহতদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, গত ১৬ বছর বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। ব্যক্তিপুজা, পরিবার পুজা এমনকি গোষ্ঠী পূজা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল সংবিধান, গণতন্ত্র কোনো কিছুর গ্রহণযোগ্যতা এ দেশে ছিল না। জুলাই-আগস্ট ২০২৪ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের এক জগদ্দল পাথর অপসারণ করা সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে গণতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন করে বিন্যাস করতে হবে বলে মানুষ উপলব্ধি করে। তার ধারাবাহিকতায় অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনের কতিপয় সুপারিশ সংবিধানের

সঙ্গে জড়িত বিধায় রাজনৈতিক দল ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন সম্ভব। তার প্রেক্ষিতে দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আজকে প্রথম আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশের প্রতিক্রিয়া অতুলনীয়।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) স্বাগত ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আন্দোলনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্র সংস্কারের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে দাবি উত্থাপনের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়েছে। একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি রাষ্ট্র সংস্কারের তাগিদ দিয়েছে। ৫টি কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত সুপারিশের কিছু সারাংশ এবং যে সকল বিষয় আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য তৈরি করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব সেগুলোর সমন্বয়ে একটি ব্রডশিট তৈরি করে বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট পাঠানো হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বিএনপি তাদের সুচিন্তিত মতামত জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি সংবিধান সংস্কার কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করায় ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আলোচনার মাধ্যমে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করে বাংলাদেশে একটি স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। বারবার গণতন্ত্র হোঁচট খেয়েছে তাই নয়; একটি পেশিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র এ দেশে তৈরি হয়েছিল। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিকভাবে এমন ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব হবে যার ফলে বাংলাদেশ একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্দেশনা রচনা করবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ঐকমত্য সুস্পষ্ট, কিছু বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে, সেগুলো আলোচনা করে এক জায়গায় আসা সম্ভব হবে। টেবিলের দুই পাশে বসা মানেই দুটি পক্ষ নয়। সকলে মিলে জাতির আকাঙ্ক্ষা একটি ঐকমত্য তৈরি করা এবং গণতন্ত্রকে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তি দেওয়া। লড়াই সংগ্রামে সকলের ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ জানে আন্দোলন সংগ্রামে বিএনপি কী ভূমিকা পালন করেছে। বিএনপি সংগ্রামের কারণে অত্যাচারিত হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আলোচনা।

৮. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব নজরুল ইসলাম খান উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশের জনগণ ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে যে লড়াই সংগ্রাম করেছে তা অন্য কোনো দেশে নজির নেই। '৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, '৭৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে বলে তিনি জানান। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যারা জীবনদান করেছেন ও আহত হয়েছেন তাদেরকে দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। জুলাই-আগস্ট ২০২৪ সালের আন্দোলনে শহিদ ও আহতদের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে যথাযথ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। সকলেই পরিবর্তনের প্রত্যাশা করেন। অনেক লড়াই সংগ্রামে বিজয়ী হওয়া সম্ভব হয়েছে কিন্তু বিজয় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। '৭০-এর নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের সকল জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ সম্ভব হয়নি। ফলে দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করতে হয়েছিল। স্বাধীনতার সাড়ে ৩ বছরে সকল স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। মানুষের ওপর দুর্ভিক্ষ, নিপীড়ন এবং একদলীয় স্বৈরশাসন চেপে বসেছিল। মানুষের গণতন্ত্র ছিল না। একজন গণতন্ত্রকামী শহিদ জিয়ার হাত ধরে গণতন্ত্র ফিরে এসেছিল। আবার ১৯৮২ সালে একজন স্বৈরশাসকের হাতে গণতন্ত্র হারিয়ে যায়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ বছর লড়াই সংগ্রামের পর আবার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। ১/১১ সরকারের হাতে আবার গণতন্ত্র হারিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ২০০৯ সাল থেকে এক ব্যক্তির স্বৈরশাসনের আবির্ভাব হয়। দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের কারণে জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ১৭০০ মানুষ গুম হয়েছে, সহস্রাধিক মানুষ খুন হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ নিপীড়নের শিকার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তরুণ প্রজন্মের সাহসী ভূমিকা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ফলে জুলাই-আগস্ট লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়া সম্ভব হয়েছে। একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি এ সুযোগকে কাজে লাগানোর ইচ্ছা পোষণ করেন। বাংলাদেশের মানুষকে বারবার নিচের দিকে নামানো হয়েছে। এ ব্যবস্থা থেকে মুক্তি কামনা করেন। সকলেই ভালো কামনা করেন। কিন্তু খুব ভালো করার ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ না করি যাতে মানুষের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত না হয়ে যায়। সব সময় ভালো করার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা করেন। সংস্কার একটি চলমান ও অনিবার্য প্রক্রিয়া, এটি হতেই হবে। সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়। সংস্কারের বিষয়ে বারবার স্থায়ী কমিটিতে বৈঠক হয়েছে। বিএনপি গণতন্ত্র, বহুদলীয় গণতন্ত্র, তত্ত্বাবধায়ক শাসনব্যবস্থাসহ বিভিন্ন সংস্কার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি, দুদক, ভ্যাট পদ্ধতি চালুসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বিএনপি করেছে। অর্থনীতির মূল স্তম্ভ পোশাকশিল্প, কৃষ্টি উন্নয়ন, পল্লী বিদ্যুৎ, ক্ষুদ্রশিল্প বিএনপির হাতে গড়ে উঠেছে। ৩১ দফা রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে যে সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে আরো ভালো সংস্কার থাকলে বিএনপি তা গ্রহণ করবে। ঐকমত্য কমিশনের সনদ যদি নাও হয়, বিএনপির জন্য সংস্কারের সনদ রয়েছে। সবকিছুর মূলে জনগণ। জনগণের সম্মতিতে সব হয়।

৯. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংস্কার কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত বা অস্পষ্ট রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

প্রস্তাবনা

বিএনপির বক্তব্য: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ জাতির গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধকে একটি ফ্যাসিবাদী সরকারকে তাড়ানোর সঙ্গে এক করে ফেলা কোনোক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারকে তাড়ানোর জন্য ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান অবশ্যই তাৎপর্যের অধিকার রাখে। ২৪-এর গণ-আন্দোলনের বিষয়গুলো প্রস্তাবনায় না রেখে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধানের কোনো জায়গায় রাখা যায় কি না তা বিবেচনা করা যেতে পারে। ৪র্থ তপশিল সংশোধন করার সময় বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। পঞ্চম সংশোধনীর পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলে সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে।

সংবিধানের মূলনীতি

বিএনপির বক্তব্য: দেশে গণতন্ত্র চর্চা হলে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' এগুলো সংবিধানে রাখার প্রয়োজন আছে কি না তা ভেবে দেখা দরকার। 'বহুত্ববাদ' শব্দটি নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী, ধর্মীয় ভাবাবেগ এমনকি সাধারণ জনগণের মধ্যেও আপত্তি রয়েছে। 'বহুত্ববাদ' শব্দটির বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে এটি না রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পঞ্চম সংশোধনীতে (অনুচ্ছেদ ৮, ৯, ১০ ও ১২ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা) ফিরে যাওয়া হলে তখন পঞ্চম সংশোধনীর সঙ্গে সমন্বয় করে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র' এ ৪টি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার বিষয় দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

'বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ভাষী, ও বহু-সংস্কৃতির দেশ...'

'বহুত্ববাদী'-এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে এবং জাতি হিসেবে সবাই বাংলাদেশি বিধায় 'বহু-জাতি' শব্দটি সঠিক নয়। হতে পারে 'বহু-জাতিগোষ্ঠী'। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮ এবং ৪১ একসঙ্গে বিবেচনা করলে ধর্মের ভিত্তিতে আর কোনো বৈষম্য থাকে না। উক্ত প্রস্তাব কাভারের জন্য সংবিধানে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ বিদ্যমান রয়েছে, যেখানে সবরকমের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এরপরে সংবিধানের মূলনীতিতে 'বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ...' সংযোজন করা অনাবশ্যক। তারপরেও বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অংশীজনের সকলেরই দাবি 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র' ৪টি বিষয় যেন আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সেজন্য সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থাকায় 'ধর্মনিপেক্ষতা' বাদ দিয়ে 'বহুত্ববাদী' প্রতিস্থাপনের চিন্তা থেকে শব্দটি প্রস্তাব করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ভাষী, ও বহু-সংস্কৃতির দেশ...' এভাবেও যদি রাখা যায় তাহলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাদ দেওয়ার কারণটি স্পষ্ট হবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। 'বহুত্ববাদী' শব্দটি বাদে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা যায় কি না দলীয়ভাবে পর্যালোচনা করে জানানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়।

'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী'

বিএনপির বক্তব্য: স্বাধীনতার ৫৪ বছর ধরে 'প্রজাতন্ত্রী' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেছে। সংবিধান প্রণয়নের সময় যদি 'The Republic of Bangldesh'-এর সঠিক বাংলা করা হতো তাহলে স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরে এ প্রস্তাব প্রয়োজন হতো না। 'প্রজা' শব্দটিকে শুধু আক্ষরিক অর্থে নিয়ে আসা ঠিক হবে না, বর্তমান যুগে এর ব্যবহার অনেক ব্যাপক। তাছাড়া 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী' প্রস্তাব থেকে জনগণ বা রাষ্ট্রের কিছু অর্জিত হবে না বিধায় প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'Republic'-এর সঠিক শব্দার্থ করা হয়নি। সঠিক বাংলা অর্থ প্রণয়ন করার দায়িত্ব বাংলাদেশেরই। 'প্রজা' বললে অধীনস্ত বোঝায়। রাজার প্রজা এরকম। ফ্যাসিবাদী ধারণা যাদের রয়েছে তারা জনগণকে এখনও প্রজা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এখান থেকে বের হওয়ার জন্যই সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যদিও এটি মূল বিষয় নয়। তবে ঐকমত্য হলে করা যেতে পারে।

‘মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা’

বিএনপির বক্তব্য: ‘মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা’ নামে সংবিধানে একটি ‘ভাগ’ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে। পঞ্চম সংশোধনীর পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলে অনেক কিছু আর সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। প্রস্তাবে যে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর প্রায় সবই অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে ৪৭-এ বর্ণিত রয়েছে। এর বাইরেও যদি কিছু থাকে সেগুলোকে অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে ৪৭-এর মধ্যে সংযোজন-বিয়োজন করা সম্ভব হবে। প্রস্তাবটি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার এবং যেভাবে enforce-এর কথা বলা হয়েছে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিবেচনায় সেটা afford করা অসম্ভব। রাষ্ট্রের সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য অনুযায়ী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এ প্রস্তাবের আলোকে বিএনপির দেওয়া মন্তব্যগুলো কমিশন কর্তৃক ভালোভাবে পর্যালোচনা করে প্রস্তাবটিকে পুনরায় প্রস্তুতপূর্বক (কোনটা সংযোজন করা যায় কোনটা যায় না) মার্কিং করে দেওয়ার জন্য বলা হয়। তখন আলোচনা করা হলে ফলপ্রসূ হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময়ে মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের সামর্থ্য না থাকার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। ৫৪ বছর পরে রাষ্ট্রের সেই অবস্থা নেই। অর্থনৈতিক মৌলিক অধিকারগুলো সামর্থ্য অনুযায়ী রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, রাষ্ট্র করছে না। সেজন্য রাষ্ট্রকে কারণ ও যুক্তিসহ প্রমাণ করতে হবে যে, বাস্তবায়নের সামর্থ্য নেই। কিছু কিছ মূলনীতি থেকে বের করে শর্তসাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট করে enforceable করার প্রস্তাব করা যেতে পারে। যেহেতু বিএনপির পক্ষ থেকে বিদ্যমান অনুচ্ছেদ (২৬ থেকে ৪৭) সংযোজন-বিয়োজন করার পক্ষে মত দিয়েছেন তাই এগুলো পুনঃপ্রস্তুত করে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আইনসভা

বিএনপির বক্তব্য: দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সৃজনে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে।

উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ

বিএনপির বক্তব্য: ‘নিম্নকক্ষ’ নামটি শুনতে তেমন সুন্দর নয় বিধায় সুন্দর একটি নাম দেওয়া প্রয়োজন। নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা ৪০০ তে নীতিগতভাবে আংশিক একমত পোষণ করে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে ৩০০ আসন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে এবং ১০০ নারী আসন বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে। তবে ১০০ আসন ১০ না ১৫ বছরের জন্য এরকম নির্ধারিত কোনো সময় থাকবে না। যেহেতু ৩০০ আসন নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য উন্মুক্ত তাই ১০০ নারী আসনে সরাসরি বা ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। অপরদিকে ৩টি আসনের সমন্বয়ে ১টি নারী আসন করা হলে নির্বাচনি ব্যয় বেড়ে যাবে, যা বহন করা প্রায় অসম্ভব। সংসদে নারী প্রতিনিধি সংখ্যা, নির্বাচন প্রক্রিয়াসহ এ সংক্রান্ত বিষয় পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের পরে সংসদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উত্তম।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ১০০ নারী আসনে একমত হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বিএনপি একমত নয়। ১০০ নারী আসন সম্পর্কিত প্রস্তাবে সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ১০০ নারী আসন ঘূর্ণায়মান (rotation) পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাব করেছে। সংবিধান সংস্কারসহ বিভিন্ন সংস্কার করার এখনই একটি উত্তম সময় বিধায় এ সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোর বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য বলেন।

তরুণদের জন্য ১০% ও প্রার্থীর বয়স ২১ বছর

বিএনপির বক্তব্য: তরুণদের জন্য ১০% ও প্রার্থীর বয়স ২১ বছর প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। তাই কাউকে লক্ষ্য করে কোনো সংশোধন যুক্তিসঙ্গত নয়। হঠাৎ করে ২১ বছর করা হলে প্রশ্ন উঠবে ১৮ বছর, ২০ বছর বা ২২ বছর নয় কেন। তরুণ বলতে কাকে, কত বছর পর্যন্ত এ নিয়ে সমস্যা হবে। তাই বিতর্কে যাওয়া কোনোভাবেই সমীচীন হবে না।

কমিশনের ব্যাখ্যা: তরুণদের মধ্য থেকে তরুণ নেতৃত্ব তুলে আনার লক্ষ্যে ১০% কোটার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বয়স এবং বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বিবেচনা করে প্রার্থীর বয়স ২১ বছর প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যমান সংবিধানে ভোটদানের বয়স ১৮ বছর, প্রার্থীর বয়স ২৫ বছর, রাষ্ট্রপতির বয়স ৩৫ বছর বিদ্যমান–এগুলোও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। কোনো গোষ্ঠী বা দলকে সুযোগ দেওয়ার জন্য কোনো প্রস্তাব কমিশন থেকে দেওয়া হয়নি।

‘অনুচ্ছেদ ৭০’

বিএনপির বক্তব্য: আস্থা ভোটে হেরে যাওয়ার অর্থ সরকার থেকে বিদায় নেওয়া। আস্থা ভোট রাখা হলেই ট্রেডিং শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কেউ সৎসাহসের পরিচয় দিলে বিদ্যমান ব্যবস্থাতেও রিস্ক নিয়ে দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারেন। কমিশন থেকে ক্ষমতার ভারসাম্যের যে কথা বলা হয়েছে সেটা অন্যভাবে করা যেতে পারে। সেজন্য আস্থা ভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিল বাদে অনুচ্ছেদ ৭০-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হলে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা যাবে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার চেক এন্ড ব্যালেন্স করার লক্ষ্যে বিএনপির প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কমিশন থেকে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করার জন্য বলেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদ ৭০-এর জন্যই একজন প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরাচার হয়ে ওঠে। অর্থ বিল বাদে অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন করা হলে প্রধানমন্ত্রী দলের মধ্যেও একটি চাপে থাকবে। অর্থাৎ চেক এন্ড ব্যালেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় সে বিষয়ে বিএনপির সুচিন্তিত মতামত পরবর্তী সময়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

সংবিধান সংশোধন

বিএনপির বক্তব্য: সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে যে কোনো সদস্য পক্ষে বা বিপক্ষে বক্তব্য প্রদান করতে পারবে। কিন্তু ভোটদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোট দিতে হবে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা হলে উভয় কক্ষের দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধান সংশোধন হবে। সংবিধানের সকল সংশোধনী গণভোটে দেওয়া বাস্তবসম্মত হবে না। সেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৪২কে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হলেই অনেক উদ্দেশ্য সফল হবে। এর বাইরেও আর কোন কোন বিষয় গণভোটে দেওয়া যায় সুনির্দিষ্ট করে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা যাবে। আগামী সংসদে সংবিধান সংশোধনের সময় সংসদেও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা যাবে। পূর্বে তো সংসদ-সদস্যগণ দলের বিপক্ষে কিছু করতে পারত না। বিএনপির বর্তমান প্রস্তাবে সংসদ-সদস্যগণ অনেক কিছুতে স্বাধীনতা ভোগ করবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অধিকতর স্বচ্ছতা ও জনগণকে অবহিত করার জন্য সংবিধান সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হওয়ার পরে গণভোটের প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৪২-কে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হলে পরবর্তী সংসদে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য আরো কী কী বিষয় গণভোটে দেওয়া যেতে পারে তা সুনিদিষ্ট করে উত্থাপন করার জন্য বিএনপির প্রতিনিধি দলকে আহ্বান জানানো হয়।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

বিএনপির বক্তব্য: স্থায়ী কমিটির সভাপতি সবসময় বিরোধী দল থেকে থাকবে এরকম সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। Financial Oversight Committee-গুলো বিরোধীদল থেকে দেওয়া যেতে পারে। ঢালাওভাবে সংবিধানে সংযোজন না করে আরো কোন কোন স্থায়ী কমিটি দেওয়া যায় তা সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে। দলীয়ভাবে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। এভাবে চর্চা করা হলে গণতন্ত্র আরো সুসংহত হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমান পদ্ধতিতে সরকারি দল না চাইলে বিরোধী দল থেকে স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য কমিশন থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে Financial Oversight Committee-সহ আর কোন কোন কমিটি বিরোধীদলকে দেওয়া যায় পর্যালোচনা করে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী: সংসদ নেতা ও দলীয় নেতা

বিএনপির বক্তব্য: কে দলীয় প্রধান হবেন, কে সংসদ-নেতা হবেন এটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে সংসদ-নেতা বা দলীয় প্রধান নাও করতে পারে। বিষয়টি সম্পূর্ণ দলের সিদ্ধান্ত। এটাকে সংবিধানে বাধ্যবাধকতা করে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রধানমন্ত্রী সংসদ-নেতা না হলে কী ঘটতে পারে সে দিকটিও চিন্তা করতে হবে। সংসদ-নেতা শুধু সংসদের ভিতরেই কাজ করে থাকে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই। তারপরেও সংসদ-নেতা এবং দলীয় নেতা প্রধানমন্ত্রী হবেন না অন্য এমপি হবেন কার্যপ্রণালি-বিধির আলোকে দলীয়ভাবে পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: একজন সংসদ-সদস্য প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা, দলের প্রধান হওয়া সমস্ত ক্ষমতা এককেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। ভারসাম্য সৃষ্টির লক্ষ্যে এককেন্দ্রিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণের জন্যই একজন সংসদ-সদস্যের একাধিক পদ গ্রহণে বিধিনিষেধ আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিষয়টি পর্যালোচনা করে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

উচ্চকক্ষ

বিএনপির বক্তব্য: উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০০ জন এবং পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন না হয়ে বর্তমানে যে পদ্ধতিতে সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচনের মতো নির্বাচন করার পক্ষে মত দেয়। সরকারের মেয়াদ উভয় ক্ষেত্রেই ৫ বছর করার পক্ষে মত দেন। সরকারের মেয়াদ ৪ বছর করা হলে সময় স্বল্পতার জন্য কার্যক্রম ব্যাহত হবে। ডেপুটি স্পিকার দুই কক্ষেই বিরোধী দল থেকে হতে পারে।

উচ্চকক্ষের দায়িত্ব

বিএনপির বক্তব্য: নিম্নকক্ষে কোনো বিল পাশ হলে উচ্চকক্ষে যাওয়ার পরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (সর্বোচ্চ ১ মাস) উচ্চকক্ষ বিলটি পাশ করবে অথবা দ্বিমত পোষণ করলে সুপারিশসহ বা সুপারিশ ছাড়া নিম্নকক্ষে ফেরত পাঠাবে। বিলটি নিম্নকক্ষে পুনরায় পাশ হলে উচ্চকক্ষে যাওয়ার আর প্রয়োজন নেই। সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে চলে যাবে। এতে দীর্ঘসূত্রতা পরিহার হবে। ৩টি রিডিং শেষে একটি বিল পাশ হয়ে থাকে। এতে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। সংসদ বিলের গুরুত্ব বিবেচনায় যে অধিবেশনে পাশ করার ইচ্ছা পোষণ করবে সেই অধিবেশনেই পাশ করতে পারবে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশনাসহ একবার বিল ফেরত পাঠানোর ক্ষমতা [৪৮(৩) সংশোধন করে] দেওয়া যেতে পারে, যা বর্তমানে পারেন না। বিষয়টি পরবর্তী সময়ে আলোচনা করে জানানো হবে। পরবর্তী নির্বাচিত সংসদে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ সৃজনের সময়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে উচ্চকক্ষের দায়িত্বের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই উত্তম।

কমিশনের ব্যাখ্যা: একটি বিল যদি উচ্চকক্ষ ফেরত পাঠায় তাহলে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে। সেজন্য বিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন উপায়ে জনগণকে অবহিত করার জন্য এবং জনমত তৈরির জন্য একই অধিবেশনে পাশ না করে পরের যে কোনো অধিবেশনে পাশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ তাড়াহুড়ো না করা। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়নে অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধনের প্রস্তাবটি দেওয়ার জন্য বলেন।

আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন

বিএনপির বক্তব্য: দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক যে চুক্তিই হোক না কেন তা যদি দুই কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নিতে হয় তবে কোনো চুক্তিই সঠিক সময়ে করা যাবে না, যা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বাস্তবসম্মত নয়। তাছাড়া সুপারিশটি তেমন বোধগম্যও নয়। তবে কোনো চুক্তি সম্পাদনের পরে অবশ্যই সংসদকে জানাতে হবে এরকম বিধান করা যেতে পারে। সংসদে আলোচনা করা হলে ভুল করলে ব্যাপক সমালোচনা হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা থাকবে তারা ভবিষ্যতে আরো সতর্কতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করবে। একইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা হলে অনেক কিছুই শক্তিশালী হবে, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বাড়বে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্বাধীনতার ৫৪ বছরে এখন পর্যন্ত বৈদেশিক কোনো চুক্তিই সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে সংসদ বা জনগণ এ বিষয়ে অন্ধকারে থেকে যায়। সেজন্যই চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সংসদকে জানানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হয়।

ন্যায়পাল নিয়োগ

বিএনপির বক্তব্য: ন্যায়পাল নিয়োগে বিএনপি নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। ন্যায়পালের কর্মপরিধি, ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র কী হবে তা আইন দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। অন্যদিকে আবার 'কর ন্যায়পাল ' করা হয়েছে। একাধিক ন্যায়পাল দরকার আছে কি না বা দরকার হলে কার, কী কর্মপরিধি, ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র হবে তা পর্যালোচনা করে দেখার দরকার আছে। তবে ন্যায়পালের কর্মপরিধি, ক্ষমতা ও

অধিক্ষেত্র আইন দ্বারা নির্ধারণের পক্ষে একমত পোষণ করে। এজন্য পরবর্তী সংলাপের সময় বাংলাদেশের ন্যায়পাল ও কর ন্যায়পাল সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিসহ অন্যান্য ২/১টি দেশে ন্যায়পালের তথ্য সরবরাহ করার জন্য বলে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানে ন্যায়পাল থাকলেও আজ পর্যন্ত ন্যায়পাল নিয়োগ দেওয়া হয়নি। সেজন্য ন্যায়পালে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কারণ ন্যায়পাল রাষ্ট্রের ওয়াচডগ হিসেবে কাজ করবে। কমিশন একাধিক ন্যায়পাল রাখার পক্ষে নয়। ন্যায়পাল সম্পর্কিত যত আইন ও বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলো আগামী সংলাপের পূর্বে সরবরাহের জন্য বলা হয়। যদি ন্যায়পালকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায় তাহলে কার্যকরী হবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য অনেক কাজে আসবে। ন্যায়পালের কর্মপরিধি, ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র আইন দ্বারা নির্ধারণের পক্ষে একমত পোষণ করে। কমিশন অবহিত করে যে, ইতোমধ্যে ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল আইন পাশ করা হয়েছে। আইনটি এখনও বলবৎ আছে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

বিএনপির বক্তব্য: প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে একজনে সীমাবদ্ধ রাখা হলে ভবিষ্যতে বহুবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ তিনজন বিচারকের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিধান করা যেতে পারে। অতীতে অনেক সময় দেখা গেছে জ্যেষ্ঠজনকে নিয়োগ দেওয়া ঠিক হয়নি। Doctrine of Necessity হয়ে দাঁড়ালে তার জন্য একটি পথ খোলা রাখতে হবে। তাছাড়া সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হয়ে কাজ করলে রাষ্ট্রপতিও তখন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সংখ্যায় একমত পোষণ করে। অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯৫ সংশোধনের পূর্বে Judicial Appointment Commission করা সংবিধান সম্মত হয়নি। কারণ কমিশন একটি স্বাধীন বডি। Judicial Appointment Commission-এ এবং বিচারপতি নিয়োগের যোগ্যতা ও প্রক্রিয়ায় বিএনপি আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। তবে সবই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে সংবিধান সংশোধনের সময় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৮ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ রাষ্ট্রপতির একক এখতিয়ার। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেওয়ার বিধান না থাকলেও এখন পর্যন্ত কোনো প্রধান বিচারপতিকেই প্রধানমন্ত্রীর মতামত ব্যতীত নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এজন্য দলীয় পছন্দের কারণে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ অনেক জ্যেষ্ঠ বিচারপতিও প্রধান বিচারপতি হতে পারেনি। পক্ষান্তরে প্রশ্নবিদ্ধ বা অনেক কম দক্ষ, যোগ্য অভিজ্ঞ বিচারপতিকে প্রধান বিচপারপতি করা হয়েছে। সেজন্য জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। তা না হলে বিচার বিভাগে অস্থিরতা ও বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রশ্ন উঠেছে জ্যেষ্ঠ বিচারপতি যদি বিতর্কিত হয় তাহলে করণীয় কী। জ্যেষ্ঠ বিচারপতি বিতর্কিত হলে তাকে আপিল বিভাগে রাখারই কোনো যুক্তি নেই। তাছাড়া সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমেও বিষয়টি তদন্ত করে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। ভারত, পাকিস্তানেও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে।

সভাপতি: দীর্ঘ সময় সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপির অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পরবর্তী সংলাপ আগামী ২০-০৪-২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সংলাপের মুলতুবি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মুলতুবি সংলাপের সারসংক্ষেপ

৭ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী (বিএনপি)-এর মুলতুবি সংলাপের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ০৭ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : রবিবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিএনপির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ	স্থায়ী কমিটির সদস্য
২.	জনাব নাজরুল ইসলাম খান	স্থায়ী কমিটির সদস্য
৩.	জনাব মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ	চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা
৪.	ব্যরিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল	নির্বাহী কমিটির সদস্য
৫.	জনাব আবু মো. মনিরুজ্জামান খান	সাবেক সচিব

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংস্কার কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত, অস্পষ্ট রয়েছে এবং ১ম সংলাপে যেগুলো বিবেচনাধীন রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

প্রস্তাবনা

বিএনপির বক্তব্য: ৫ম সংশোধনী পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' ৫টির মধ্যে 'বহুত্ববাদ' শব্দটিতে কোনোভাবেই একমত নন। বাকি ৪টির মধ্যে ৫ম সংশোধনীতে 'গণতন্ত্র' বিদ্যমান রয়েছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনের পরে সংবিধান সংশোধনের সময় 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার' এই ৩টি প্রস্তাবনায় এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মর্যাদাকে সংবিধানের ৪র্থ তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামতের ভিত্তিতেই হবে। বিএনপি থেকে স্পষ্ট করা হয়, ১৯৭২ এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই।

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' এই ৫টির মধ্যে 'বহুত্ববাদ' শব্দে অনেক ডানপন্থি দল একমত নন। বাকিগুলোতে একমত পোষণ করেছে। সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে 'গণতন্ত্র' রয়েছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনের পরে সংবিধান সংশোধনের সময় 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার' এই ৩টি প্রস্তাবনায় এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মর্যাদাকে সংবিধানের ৪র্থ তপশিলে সংযোজনে বিএনপি একমত পোষণ করেছে।

'বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ভাষী, ও বহু-সংস্কৃতির দেশ...'

বিএনপির বক্তব্য: 'বহুত্ববাদী'-এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাদ দিতে হবে। জাতি হিসেবে সবাই বাংলাদেশি বিধায় 'বহু-জাতি' শব্দটির পরিবর্তে 'বহু-জাতিগোষ্ঠী' প্রতিস্থাপন করতে হবে। 'বহুত্ববাদ' বাদ দিয়ে বাকিগুলো সংবিধানের সুবিধাজনক জায়গায় সংযোজন করার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করে।

'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী'

বিএনপির বক্তব্য: স্বাধীনতার ৫৪ বছর ধরে 'প্রজাতন্ত্রী' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেছে। 'প্রজা' শব্দটিকে শুধু আক্ষরিক অর্থে নিয়ে আসা ঠিক হবে না, বর্তমান যুগে এর ব্যবহার অনেক ব্যাপক। তাছাড়া 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী' প্রস্তাব থেকে জনগণ বা রাষ্ট্রের কিছু অর্জিত হবে না। ফলে 'গণপ্রজাতন্ত্রী' রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা'

কমিশনের বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত মৌলিক অধিকারগুলো সম্পর্কে ১৭.০৪.২০২৫ তারিখের সংলাপে বিএনপির পক্ষ থেকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে ৪৭-এর মধ্যে সংযোজন-বিয়োজন করা সম্ভব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয়ভাগের কোথায় কোথায় সংযোজন করা যায় তা জানতে চাওয়া হয়।

বিএনপির বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত মৌলিক অধিকারগুলো বিএনপির প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধানের ৩য় ভাগে সংযোজন করার পরে তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। মৌলিক অধিকারগুলো enforceable করা হলে রাষ্ট্র তা afford করতে পারবে না। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়বে। রাষ্ট্রের ওপর ছেড়ে দিতে হবে যাতে রাষ্ট্র পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে পারে। এজন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে। যেমন অনুচ্ছেদ ১৭-এ বর্ণিত অধিকারগুলো রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং বিএনপি সবসময়েই এগুলো করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বাস্তবায়নও করে যাচ্ছে। যেগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে রয়েছে সেগুলো ৩য় ভাগে আনার প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করে। তবে বাধ্যতামূলক করা হলে রাষ্ট্রের জন্য কঠিন হয়ে যাবে। যে কেউ মামলাও ঠুকে দিতে পারে। কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত নতুন মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানের ৩য় ভাগের কোন কোন অনুচ্ছেদে কীভাবে সংযোজন করা যায় তার ড্রাফট ও রেডমার্ক চিহ্নিত করে পাঠানো হলে পরবর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হবে এবং কোনটা enforceable করা যায় কোনটা যায় না তাও পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভূত উন্নয়ন হলেও স্বাধীনতার ৫৪ বছরে রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়নে তেমন উদ্যোগী হয়নি। সেজন্য কমিশন থেকে 'নিশ্চিত করতে হবে' প্রস্তাব করা হয়েছে। যদি মামলা হয় সেক্ষেত্রে কেন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় তা রাষ্ট্র তথ্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ করবে। সব মৌলিক অধিকার enforceable করা না গেলেও কিছু কিছু মৌলিক অধিকার enforceable করা যায়–এ বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে বিবেচনা করার জন্য বলা হয়।

আইনসভা

বিএনপির বক্তব্য: দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সৃজনে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে।

নিম্নকক্ষ

বিএনপির বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত নিম্নকক্ষে ১০০ নারী আসনে বিএনপি একমত পোষণ করে। আগামী জাতীয় নির্বাচনের পরে ৫০টি নারী আসনে বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে। তারপরে সংবিধান সংশোধনের সময় নারী আসন ১০০ তে উন্নীত করার প্রস্তাবের সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং আসন নিয়ে আলোচনা করে সংসদেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। নারীদের আসন সংখ্যা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন দলের যেমন ভিন্ন মত রয়েছে তেমনি নারীদের মধ্যেও ভিন্ন মতামত রয়েছে। তাই এটা আগামী সংসদেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শ্রেয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী নারী আসন ১০০-তে উন্নীত করতে একমত হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বিএনপি একমত নয়।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

বিএনপির বক্তব্য: Financial Oversight Committee, বিশেষাধিকার কমিটিসহ আর কোন কোন কমিটি বিরোধীদলকে দেওয়া যায় কমিশন থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব করা হলে বিএনপি দলীয় পর্যায়ে বিবেচনা করবে। তবে তা সংবিধানে সংযুক্ত না করে জাতীয় সনদে এবং কার্যপ্রণালি-বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান ব্যবস্থায় সরকারি দল না চাইলে বিরোধীদল থেকে স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়া সম্ভব নয়। Financial Oversight Committee, বিশেষাধিকার কমিটিসহ আরো কিছু কমিটি বিরোধীদলকে দেওয়ার বিষয়ে বিএনপি বিবেচনা করায় তা প্রশংসাযোগ্য। বিএনপির প্রস্তাবটি বিবেচনা করে জানানো হবে।

প্রধানমন্ত্রী–সংসদ নেতা ও দলীয় নেতা

বিএনপির বক্তব্য: কে দলীয় প্রধান হবেন, কে সংসদ-নেতা হবেন সেটা সংবিধানে বাধ্যবাধকতা করে দেওয়া হলে দলের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা ব্যাহত হবে। তাই প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা, দলীয় নেতা নির্বাচন সংসদ-সদস্য ও দলের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সুষ্ঠু ও ন্যায্য নির্বাচন হলে সকলেই সতর্ক হবে এবং দায়বদ্ধও হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্র ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা, দলের প্রধান আলাদা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ symbolic balance সৃষ্টি করে এককেন্দ্রিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা।

উচ্চকক্ষ

বিএনপির বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সদস্য সংখ্যা ১০৫-এর পরিবর্তে উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০০ জনের প্রস্তাব করে এবং উচ্চকক্ষের সদস্যগণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা থেকেই আসবে। উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ হিসেবে বলা হয়, সাধারণ বিল পাশে তেমন সমস্যা না হলেও সংবিধান সংশোধন আটকে যাবে। ফলে এ ধরনের চেক এন্ড ব্যালেন্স অকার্যকর হবে। তাছাড়া উচ্চকক্ষে অনুচ্ছেদ ৭০ প্রয়োগ হবে কি না সে বিষয়েও আলোচনা হবে। উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা, নির্বাচন প্রক্রিয়া সবকিছুই পরবর্তী নির্বাচনের পর সংবিধান সংশোধনের সময় সংসদে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সরকারের মেয়াদ উভয় ক্ষেত্রেই ৪ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর করার পক্ষে মত দেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: উচ্চকক্ষ সৃষ্টির প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে ভারসাম্য আনয়ন। এজন্যই একটি ব্যালেন্স উচ্চকক্ষের জন্য পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কারণ হচ্ছে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে তার জনসমর্থন থাকে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ এবং জোটবদ্ধভাবে হলে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন না হলে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ জনগণের কোনো জনপ্রতিনিধি উচ্চকক্ষে থাকবে না। উচ্চকক্ষ যদি কপিই হয় তাহলে উচ্চকক্ষ করার যৌক্তিকতা নেই। উচ্চকক্ষের বিষয়ে পরবর্তী সময়ে পুনরায় আলোচনা করা হবে।

গণভোট ও গণপরিষদ

বিএনপির বক্তব্য: গণভোট ও গণপরিষদ নির্বাচনে বিএনপি পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন

বিএনপির বক্তব্য: যে কোনো ধরনের যে কোনো বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদনের পরে সংসদে পেশ করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি 'Close Session'-এ উত্থাপন ও আলোচনা হতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্বাধীনতার ৫৪ বছরে এখন পর্যন্ত বৈদেশিক কোনো চুক্তিই সংসদে উপস্থাপিত না হওয়ায় কমিশন থেকে এ প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে বিএনপি চুক্তি সম্পাদনের পরে সংসদে উত্থাপনে একমত হয়েছে। সেক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি 'Close Session'-এ উত্থাপন ও আলোচনায় একমত হয়েছে।

ন্যায়পাল নিয়োগ

বিএনপির বক্তব্য: ন্যায়পাল নিয়োগে বিএনপি নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। সেক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত যে আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে তা সরবরাহ করা হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যাবে। সে অনুযায়ী পরবর্তী সংসদে প্রয়োজনীয় সংশোধনী গ্রহণ করে ন্যায়পালের কর্মপরিধি, ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করা সহজ হবে। গত সংলাপের সময়েও এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

কমিশনের বক্তব্য: সংবিধানে ন্যায়পাল থাকলেও এখন পর্যন্ত ন্যায়পাল নিয়োগ হয়নি। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য কমিশন থেকে ন্যায়পাল নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। যদিও ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনটি প্রয়োজনীয় সংশোধনী করে যুগোপযোগী করার বিষয়ে বিএনপি একমত পোষণ করে।

নির্বাহী বিভাগ: সরকারের প্রকৃতি-প্রধানমন্ত্রীর কর্তত্বে/নেতৃত্বে

বিএনপির বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে' সংযোজনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫(২) বহাল রাখার পক্ষে মত দেয়। কী প্রক্রিয়ায় কর্তৃত্বে প্রয়োগ হবে সে বিষয়গুলো অনুচ্ছেদ ৫৫ ও ৫৬ এবং রুলস অব বিজনিসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ 'প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে...' রাখার পক্ষে। কমিশন অনুযায়ী সংশোধন করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বই থাকবে না এবং কর্তৃত্ব না থাকলে সরকার চালানো কঠিন হবে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়ন বা চেক এন্ড ব্যালেন্সের জন্য অন্য অনেক জায়গায় সংশোধনী আনা যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে থাকায় প্রধানমন্ত্রী সুপার পাওয়ার হয়ে যাচ্ছে। সুপার পাওয়ার রদধ করার জন্যই কমিশন থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে।

সরকারের প্রকৃতি–রাষ্ট্রপতির কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব

বিএনপির বক্তব্য: কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে কী কী দায়িত্ব দেওয়া যায় তা অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এর পরে নতুন আরেকটি উপদফা সংযুক্ত করে রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন বিষয়ে সংসদ আইনের দ্বারা ক্ষমতায়ন করা যেতে পারে, যেগুলো রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা না করেই করতে পারবে। তবে এ বিষয়ে পরবর্তী সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই শ্রেয়। বিএনপিও ক্ষমতার ভারসাম্য বিশ্বাস করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে, অনুচ্ছেদ ৪৮-এর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া। বিএনপির প্রস্তাব হচ্ছে অনুচ্ছে ৪৮-এ নতুন উপদফা সংযুক্ত করে আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতায়িত করা।

সরকারের প্রকৃতি–এনসিসি গঠন

বিএনপির বক্তব্য: এনসিসি গঠনের ক্ষেত্রে বিএনপি দ্বিমত পোষণ করে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে দেশে গণতন্ত্র চর্চা হবে, সরকারের দায়বদ্ধতা বাড়বে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। সেজন্য জনগণের দাবিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোনো একটি দল তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য সেটা বাতিল করে। কোর্টের রায়ে তত্ত্বধায়ক সরকার পুনরায় ফিরে এসেছে। এনসিসি করা হলে সেটা একটি সুপার বডি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং কাউকে মানবে না। অথচ এনসিসির কর্মের ভার সরকারি দলকেই বহন করতে হবে। বরং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতায়ন করাসহ সাংবিধানিক

প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিস্তৃত করে ক্ষমতায়িত করা যেতে পারে। তাছাড়া এরকম কোনো দৃষ্টান্তও নেই এবং দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও সে পর্যায়ে পৌঁছেনি। সাংবিধানিক সংস্থার নিয়োগ, বিভিন্ন কমিশনের নিয়োগ, ৩ বাহিনী প্রধান নিয়োগ, এটর্নি জেনারেলসহ এধরনের নিয়োগ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সার্চ কমিটির মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব হবে। কোনো একটি ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচারী দলের দৃষ্টান্ত দিয়ে হঠাৎ করে নতুন কিছু করা সমীচীন হবে না।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রের ৩টি অর্গানকে, সরকারি দল ও বিরোধী দলকে এক জায়গায় করার লক্ষ্যেই কমিশন থেকে এনসিসি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌঁছানো যাবে। সাংবিধানিক সংস্থায় প্রধানমন্ত্রীর একক কর্তৃত্বে নিয়োগ না হয়ে এনসিসি-এর মাধ্যমে ঐকমত্যে নিয়োগ দেওয়া হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দৃষ্টান্তও ছিল না। তারপরেও জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে। ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান একটি বড় শিক্ষা দেশ, জাতি, রাজনীতিবিদসহ সকলকে দিয়েছে। সেরকম দীর্ঘ ও অনেক অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ২০২৪ যেন আবার দেশে সৃষ্টি না হয় সে চিন্তা থেকে আগামী বহুযুগের চিন্তা করেই সকলের স্বার্থে এনসিসি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় বিগত সরকার সব সংস্থাকে ব্যবহার করে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠেছিল। তাই ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে সরকারি দলের বাইরে খুব একটা যেতে পারে না। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতায়ন করেও খুব ফলপ্রসূ হবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে শ্রীলংকায় এরকম প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। এনসিসি গঠনের বিষয়টি কোনোভাবে নিষ্পত্তি করা যায় কি না বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এ বিষয়ের আলোচনা মুলতুবি (pending) রাখা হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও মেয়াদ

বিএনপির বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রস্তাবের সঙ্গে বিএনপি দ্বিমত পোষণ করে। ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন যেটা Federal Government-এর আদলে করা হয়েছে, বাংলাদেশে Federal Government বিদ্যমান নেই। রাজ্য সরকার হলে এমএলএ-কে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংযুক্ত করা যেত। বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা হলে তখন উভয় কক্ষের সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারে। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৫ বছরই থাকবে এবং সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

কমিশনের ব্যাখ্যা: একজন সর্বজনগ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ইলেক্টোরাল কলেজের প্রস্তাব করা হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও মেয়াদ পরবর্তী সংলাপে আলোচনার জন্য মুলতুবি (pending) রাখা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর টার্ম

বিএনপির বক্তব্য: একজন ব্যক্তি যে কোনো উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না এ প্রস্তাবের সঙ্গে বিএনপি দ্বিমত পোষণ করে। বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে 'কোনো ব্যক্তি একাদিক্রমে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না'–এই প্রস্তাব করে। এতে একই ব্যক্তি ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচার হওয়ার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হবেন। বিগত ১৬ বছরে যেটা হয়েছে তা একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার না থাকার কারণে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরে আসলে সঠিক গণতন্ত্র চর্চা ও জনগণের জন্য কাজ না করলে কোনো দলের একাধিকবার ক্ষমতায় যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। বিষয়টি অন্যকোনোভাবে নিষ্পত্তি করা যায় কি না পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ জানানো হলে 'একজন ব্যক্তি যে কোনো উপায়ে ৩ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না' প্রস্তাবে কমিশন একমত হলে দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সংলাপে জানানো যাবে।

কমিশনের বক্তব্য: ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচারী হওয়া রোধ করতে একজন ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না এরকম প্রস্তাব করা হয়েছে। বিএনপির প্রস্তাব হচ্ছে পরপর ২ বার তারপরে গ্যাপ দিয়ে আবার একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। কিন্তু কমিশন চাচ্ছে, যে কোনো উপায়ে ২ বারের বেশি নয় এরকম একটি বার দেওয়া। প্রধানমন্ত্রীর টার্মের বিষয় দলীয়ভাবে পর্যালোচনা করে আগামী সংলাপে জানানোর জন্য বলেন।

মন্ত্রীগণের দায়বদ্ধতা

বিএনপির বক্তব্য: মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগত এবং মন্ত্রিসভা যৌথভাবে আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়বদ্ধ হবেন– কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫(৩) অনুযায়ী মন্ত্রিসভার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হবে।

আইনসভার সদস্যদের স্থানীয় সরকারে এখতিয়ার

বিএনপির বক্তব্য: 'কোনো আইনসভার সদস্য স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারাধীন সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি দায়িত্ব ব্যাতিরেকে আইনসভা সদস্যের কোনো ভূমিকা থাকবে না' কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। কমিশনের প্রস্তাবের 'কোনো আইনসভার সদস্য স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারাধীন সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না' অংশে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করে। এতটুকুতেই বেশিরভাগ কাভার হয়ে যাবে। কোনো পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে করাই ভালো। একসঙ্গে করা হলে বিপরীতও হতে পারে। সঠিকভাবে গণতন্ত্র চর্চা হলে আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। তারপরেও এ ধরনের নতুন সিদ্ধান্তের জন্য সংসদে আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে এমপিদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সংসদ-সদস্যগণ স্থানীয় সরকারে ব্যাপকভাবে সংযুক্ত থাকায় আইন প্রণয়নে মনোযোগী হচ্ছে না। যদিও এমপিদের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে আইন প্রণয়ন।

প্রধান উপদেষ্টা

বিএনপির বক্তব্য: এনসিসি-এর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ সম্পর্কিত বিধায় প্রধান উপদেষ্টার প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ এতে দীর্ঘসূত্রতা ও সাংবিধানিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল হলে সেখানে 'প্রধান উপদেষ্টা' সংযুক্ত করা যাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায়ের আলোকে অনুচ্ছেদ ৫৮-এ কোনো মাধ্যমে আনা যায় কি না তা বিবেচনা করা যেতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় কী কী সংশোধন করা যায় কমিশন থেকে তা উপস্থাপন করা হলে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা যাবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগে অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য কমিশন এনসিসি-এর মাধ্যমে নিয়োগের প্রস্তাব করেছে। যেহেতু কমিশন একটি জাতীয় সনদ প্রস্তুত করবে সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা খুবই পরিষ্কার হতে হবে এবং একমতও হতে হবে। ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে ক্ষমতা হস্তান্তরের শান্তিপূর্ণ উপায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তী ফলাফল সবারই জানা। একই ধারায় ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপিকে নির্বাচনে যেতে বাধ্য করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় কী কী প্রতিস্থাপন করা যায় তা বিএনপিকে দেওয়ার জন্য বলা হয়।

স্থানীয় সরকার

বিএনপির বক্তব্য: স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। বিএনপি সবসময়েই স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার পক্ষে। সেগুলো স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে করা সম্ভব এবং সমীচীন। এতে করে প্রায়োগিক জটিলতা দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করা যাবে। বাস্তবায়নে অসুবিধা দূর করতে সবকিছু সংবিধানে না আনাই ভালো। আধুনিক যুগে জেলা পরিষদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। যে কোনো পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে হওয়াই ভালো।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কমিশন স্থানীয় সরকারে কার্যকরি স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় সরকারের কয়েকটি অনুচ্ছেদের প্রস্তাব করেছে এবং এগুলো জাতীয় সনদে সংযুক্ত করতে হবে। স্থানীয় সরকারে কার্যকরি স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকল্পে সংবিধানে সুস্পষ্ট করতে অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রয়োজন হতে পারে। এমপিদেরকে কমিটিতে না রাখলেও তারা স্থানীয় সরকারে ভূমিকা রাখতে পারে। সেজন্য স্থানীয় সরকারের কোনো কমিটি বা অর্থনৈতিক কোনো জায়গায়ই এমপিরা থাকবে না। তবে সংসদ-সদস্যরা নির্বাচনি এলাকার জন্য সংসদে অর্থ বরাদ্দের জন্য দাবি তুলতে পারবে। স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও স্থানীয় সরকারের কার্যকরি স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা যায়নি। বর্তমান সুযোগ কাজে না লাগালে পর্যায়ক্রমে কত বছর প্রয়োজন হবে তা বোধগম্য নয়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

বিএনপির বক্তব্য: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করলেও সংবিধানে সংযোজনের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। ভবিষ্যৎ জটিলতা এড়ানো এবং উদ্ভূত জটিলতা দ্রুততার সঙ্গে সমাধানের জন্য স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। এ সম্পর্কিত আইন সংশোধন করাসহ সকল আইনকে সমন্বিত করে একটি আইনের মধ্যে নিয়ে আসায় একমত প্রকাশ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ অনেক ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা আইন থাকার পরেও সংবিধানে সংযোজন করা হলে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। জটিলতা এড়ানোর জন্য সকল আইনগুলোকে সমন্বিত করে একটি আইন করার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

জেলা সমন্বয় কাউন্সিল

বিএনপির বক্তব্য: ভবিষ্যৎ জটিলতা এড়ানো এবং উদ্ভূত জটিলতা দ্রুততার সঙ্গে সমাধানের জন্য জেলা সমন্বয় কাউন্সিল সংবিধানে সংযোজন না করে স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। জেলা সমন্বয় কাউন্সিল সম্পর্কিত কমিশনের প্রস্তাবে 'দুজন ডেপুটি মেয়র'-এর কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে জেলা কাউন্সিলে ডেপুটি মেয়রের পদ নেই। জেলা সমন্বয় কাউন্সিলের প্রধান কে হবেন সেটাও বিবেচনার বিষয়। বর্তমান যুগে জেলা পরিষদের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তাও বিবেচনা করতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'ইলেক্টোরাল কলেজ' বিবেচনায় সংবিধানে সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ কোনোটাকেই কোনো প্যারালাল করা হয়নি। বিভিন্ন কারণে এ ধরনের স্তর বা বডি থাকা প্রয়োজন। এ সম্পর্কিত আইন করা হলে কে সাচিবিক সহায়তা করবে তা নির্ধারিত থাকবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

বিএনপির বক্তব্য: স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রতীক বরাদ্দ না করা সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে সংবিধানে সংযোজন না করে এ সংক্রান্ত নির্বাচনি আইনের মাধ্যমে করা যুক্তিসঙ্গত। 'এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠান' সম্পর্কিত সুপারিশের অংশটি বাস্তবায়নে পরবর্তী সংসদে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে। তারপরও বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে পুনরায় আলোচনা করে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমান পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকার নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আয়োজন করে থাকে। নিজস্ব উদ্যোগে পারে না। তাই স্থানীয় সরকার নির্বাচনকেও নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসার জন্য সংবিধানে সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এজন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯-এ স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান, প্রতীক বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী নিয়ে আসা যায়। বিদ্যমান আইনের জন্যই বিগত সরকার দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সুযোগ নিয়েছে।

স্থানীয় সরকার কমিশন

বিএনপির বক্তব্য: স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা সংবিধানের মাধ্যমে না করে প্রায়োগিক জটিলতা ও উদ্ভূত সমস্যা দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে করাই যুক্তিযুক্ত। সবকিছু সংবিধানে সংযোজন করা সমীচীন হবে না। কোর্টের রায় ছাড়া কোনো জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা যাব না, এটি বিএনপি বিশ্বাস করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা এবং বিকেন্দ্রীকরণ করাই সুপারিশের মূল লক্ষ্য। সেজন্য সাংবিধানিক বডি করাই উত্তম। এখন হরহামেশাই দেখা যায়, অন্যায়ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে মন্ত্রণালয়ের একটি জিও-এর মাধ্যমে বরখাস্ত করা হয়।

প্রতিরক্ষা: সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মৌলিক মানবাধিকার

বিএনপির বক্তব্য: সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মৌলিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি দেখার ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতায়িত করা যায়। অথবা সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সদস্যদের মৌলিক ও মানবাধিকার রক্ষায় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫-এ ' তবে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর নিজস্ব আইনে' এরকম একটি শর্ত সংযোজন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মানদণ্ড কী হবে এবং pendulum ওপেন করা হলে কী কী সমস্যা হতে পারে সেদিকগুলোও বিবেচনায় নিতে হবে। এ বিষয়টি বিএনপি দলীয়ভাবে আলাপ-আলোচনা করবে এবং কমিশনকেও বিষয়টি নিয়ে আরো চিন্তা করার জন্য বলেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫-এর বার থাকায় সামরিক বাহিনীর মধ্যে মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। এতে করে অনেকের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বিশেষ করে বিগত ১৬ বছরে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের

ব্যাপক মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। সেজন্য অংশীজনদেরও একটি দাবি অনুচ্ছেদ ৪৫-এ মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি সংযুক্ত করা। মানদণ্ড সংশ্লিষ্ট বাহিনী নির্ধারণ করবে।

প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা এবং যুদ্ধ ঘোষণা

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা এবং যুদ্ধ ঘোষণা এ সম্পর্কিত বিএনপি-এর ব্যাখ্যার সঙ্গে কমিশন একমত পোষণ করে।

সভাপতি: দীর্ঘ সময় সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপির অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পরবর্তী সংলাপ আগামী ২২-০৪-২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ ঘটিকায় শুরু করা হবে। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সংলাপের মুলতুবি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মুলতুবি (৩য়) সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৯ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২২ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী (বিএনপি)-এর মুলতুবি সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ০৯ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২২ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : মঙ্গলবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিএনপির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ	স্থায়ী কমিটির সদস্য
২.	জনাব মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ	চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা
৩.	ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল	নির্বাহী কমিটির সদস্য
৪.	জনাব আবু মো. মনিরুজ্জামান খান	সাবেক সচিব

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে বড় ধরনের কোনো সংস্কার হয়নি। জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এ সংস্কার একটি মৌলিক সংস্কার। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সংস্কার প্রক্রিয়া বা আলোচনায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন বলে তিনি জানান। বিএনপি প্রত্যেকটি কমিশনের মূল প্রতিবেদনের ওপর বিস্তারিত মতামত দিয়েছে যা অন্য কোনো দল দেয়নি। ফলে সংস্কারে বিএনপির আগ্রহ ও অংশগ্রহণ ব্যাপক হওয়ায় সময় বেশি লাগছে।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে তৃতীয় দিনের মতো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে স্বাগত ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ৩৯টি দলকে সংস্কারের বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৫টি দলের

নিকট থেকে মতামত পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত বিএনপিসহ ১৫টি দলের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। যে সকল দলের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে তা প্রতিনিয়ত প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। কমিশনের পক্ষ থেকে যে সকল সুপারিশ দেওয়া হয়েছে তাতে বিএনপির সঙ্গে বেশ কিছু সামঞ্জস্য আছে, বেশ কিছু মতভিন্নতা আছে। মতভিন্নতার বিষয়ে নীতিনির্ধারকের সঙ্গে আলোচনা করে জানাবেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুধু বৈঠকে বসে সমাধান সম্ভব নয় কারণ সংশ্লিষ্ট দলগুলো তাদের নীতিনির্ধারকরা নিঃসন্দেহে অংশগ্রহণ করবেন। শীঘ্রই নীতিনির্ধারকের মতামত জানা যাবে। সংবিধান সংস্কার, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অন্য তিনটি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলোতে আলোচনার মাধ্যমে এক জায়গায় উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা মে মাসের মাঝামাঝিতে শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করেন।

৮. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ আজকে প্রাথমিক আলোচনা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে জানান। দ্রুততার সঙ্গে আলোচনা সম্পন্ন করা হচ্ছে না কারণ এটি রাষ্ট্রের বিষয়, এটি রিপাবলিকের বিষয়, এটি সংবিধানের বিষয়। তাড়াহুড়ার কোনো বিষয় নয়। আলোচনার মাধ্যমে একটি বৃহত্তর ঐকমত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে এবং জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তি ও ধোঁয়াশা সৃষ্টি হওয়ায় ঐকমত্য কমিশনের স্প্রিডশিটের ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি। তিনি বিস্তারিত প্রতিবেদনের দফাওয়ারি আলোচনা সমাপ্ত করার আশা করেন। বিএনপি বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং এ ব্যাপারে বিএনপির অঙ্গীকার রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট উদ্যোগকে যাতে জাতীয়, আইনানুগ এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় করা যায়, সেটির আহ্বান জানান। কোনোভাবেই বিচার বিভাগ কর্তৃক সংবিধানের কোনো কার্যক্রম যাতে অসাংবিধানিক না হয় সেদিকে যেন দৃষ্টি রাখা হয়।

৯. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংস্কার কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত, অস্পষ্ট রয়েছে এবং ১ম সংলাপে যেগুলো বিবেচনাধীন রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

বিএনপির বক্তব্য: স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিএনপি নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। কতজন অ্যাটর্নি প্রয়োজন, নিয়োগ পদ্ধতি, চাকরিবিধি প্রভৃতি বিষয় বাস্তবায়ন হবে আইনি প্রক্রিয়ায় এবং পাইলটিং হিসেবে পর্যায়ক্রমে। হঠাৎ করে নতুন একটি পদ্ধতি চালু করা হলে কতটা ফলপ্রসূ হবে এবং প্রতিক্রিয়া কী হবে তা দেখার বিষয় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মোট পদের ১০ থেকে ২০ শতাংশ নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব করে। তবে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনটি করার মত ব্যক্ত করেন। আইন হলে বিশদভাবে পর্যালোচনা করা যাবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা:বিচার বিভাগে সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেখানে এই সার্ভিসকে জেলা ইউনিট এবং সুপ্রিমকোর্ট ইউনিট ২টি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এই সার্ভিস থেকে সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে সর্বোচ্চ পদ হবে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পর্যন্ত। কারণ অ্যাটর্নি জেনারেল সাংবিধানিক পদ। সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পদের সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা ইউনিটে সিভিল ও ক্রিমিনাল কোনো বিভাজন না করে সবাইকে বিভিন্ন পদমর্যাদার অ্যাটর্নি রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার প্রধান হবেন জেলা অ্যাটর্নি। বিদ্যমান আইনে সরকার পিপি/জিপি নিয়োগ দিবে। কিন্তু কতজন, সুযোগসুবিধা কী, terms and conditions কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি। যা দেওয়া হয় তাতে survive করতে না পেরে বিকল্প পদ ব্যবহার করে থাকে। ফলে একটি জগাখিচুড়ি অবস্থা বিরাজ করছে। বিদ্যমান সংবিধানের ৯৫(২)(গ) কখনোই বাস্তবায়ন করা হয়নি বিধায় সংবিধানে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ

সুপ্রিম কোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ

বিএনপির বক্তব্য: সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের সময়ে হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও দেশে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে উক্ত সংশোধনী সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে রায় দিয়েছে। ফলে একবার বাতিল হয়ে যাওয়ায় পুনরায় করার সুযোগ নেই। তাছাড়াও স্বার্থসংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলো পূর্বের ন্যায় বাধার সৃষ্টি

করবে। তবে অনুচ্ছেদ ১০০ অনুযায়ী সার্কিট বেঞ্চ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অনুচ্ছেদ ১০০-এ প্রতিবছর কমপক্ষে কত বার এবং কতটি সার্কিট বেঞ্চ স্থাপন করতে হবে, সে রকম সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা যেতে পারে।

কমিশনের বক্তব্য: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০ অনুযায়ী সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের কথা থাকলেও স্বাধীনতার ৫৪ বছরে এখন পর্যন্ত কোনো সার্কিট বেঞ্চ স্থাপন করা হয়নি। যখন বাতিল করা হয় তখনকার পরিস্থিতি আর বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি এক নয়। বলা যায়, এটা জনগণের মৌলিক দাবি। কমিশনও দেশের বিশাল জনসংখ্যার সুবিচার নিশ্চিতে জনগণের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ করেছে। বিএনপি নীতিগতভাবে ও দলীয়ভাবে একমত হলে, বিচারের সহজলভ্যতায় একমত হলে জনগণের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বাস্তবায়নের চেষ্টায় অসুবিধা থাকার কথা নয়। স্বার্থান্বেষী কতিপয় লোকের জন্য হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে না তা যৌক্তিক নয়। বিষয়টি দলীয়ভাবে পুনরায় বিবেচনা করার জন্য কমিশন থেকে অনুরোধ করা হয়।

বিচারক নিয়োগ

বিএনপির বক্তব্য: বিচারক নিয়োগের জন্য কাউন্সিলের যে অধ্যাদেশ করা হয়েছে সেখানে কাউন্সিলের পরমর্শ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেজন্য অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিটও হয়েছে। সংবিধান সম্মত হয়েছে কি না পরবর্তী সংসদে বিচার-বিবেচনা করা হবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী সংসদে যদি পাশ না হয় তাহলে এর কোনো মূল্য থাকবে না। কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত Judicial Appointment Commission (JAC) গঠনে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেন। সেটা অনুচ্ছেদ ৯৫-এর সংশ্লিষ্ট জায়গায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী (কে কে বিচারপতি হতে পারবেন, প্রক্রিয়া, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা কী ইত্যাদি) আনয়নের মাধ্যমে। তারপরেও JAC নিয়ে পরবর্তী সংসদে বিশদ আলাপ-আলোচনা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাই এ বিষয়ে অপেক্ষা করাই ভালো।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫(গ)-তে (ক) ও (খ) ব্যতীত বিচারক নিয়োগে আইনের কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত আইন করা হয়নি। ফলে ৯৫(গ)-এর আওতায় কাউকেই বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। যে অধ্যাদেশটি করা হয়েছে সেটা শুধু মাত্র ৯৫(গ)-এ বিচারক নিয়োগের জন্য। অধ্যাদেশে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি বিচারক নিয়োগ দিবে। পরামর্শের পরিমিত কী, কার্যকারিতা কী এগুলো নির্ধারণের জন্যই অধ্যাদেশটি করা হয়েছে। সেখানে পরামর্শের বিষয়টিতে অস্পষ্টতা রয়েছে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন থেকে অনুচ্ছেদ ৯৫ সংশোধন করে সেখানে কমিশনের একটি বিধান সংযুক্ত করতে হবে এবং সেখানে পরামর্শ প্রক্রিয়া ও কার্যকারিতা বলা থাকবে। অনুচ্ছেদ ৯৫-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে JAC গঠনে বিএনপি নীতিগত একমত পোষণ করেছে।

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

বিএনপির বক্তব্য: ক্রান্তিকাল ও যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গত বৈঠকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিষয় ১ জনে সীমাবদ্ধ না রেখে জ্যেষ্ঠ ৩ জন থেকে যে কোনো ১ জনকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে মতামত দেওয়া হয়েছে। যে কোনো সময়ে doctrine of necessity দেখা দিতে পারে। সে জন্য ৩ জনে সীমাবদ্ধ থাকা ভালো। ৩ জন না হলেও ২ জন রাখতেই হবে। বিষয়টি নিয়ে দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ইতঃপূর্বে প্রধান বিচারপতি নিয়োগে বেশ বৈষম্য ও বিতর্ক হয়েছে। অপশন রাখলেই বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অনুচ্ছেদ ৯৫ প্রয়োজনীয় সংশোধন করে JAC গঠিত হলে অনেক সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে। বিএনপি থেকে কমপক্ষে জ্যেষ্ঠ ২ জন থেকে প্রধান বিচারপতি করার পক্ষে মত প্রদান করা হয়েছে।

Supreme Judicial Council

বিএনপির বক্তব্য: বিএনপি Supreme Judicial Council (SJC) গঠনে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। কিন্তু প্রস্তাবিত এনসিসির বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। SJC-কে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন বা বিধি প্রণয়ন করতে হবে, যাতে কেউ অভিযোগ করলে কমিশন স্বউদ্যোগে আমলে নিতে পারে। অভিযোগ পেলে SJC তা আমলে নিয়ে তদন্ত করে রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবেদন দিবে এবং রাষ্ট্রপতি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: এনসিসি হলে তথ্য প্রাপ্তির আর একটি দরজা খোলা থাকবে। এনসিসি-এর কাছে কোনো অভিযোগ থাকলে জনগণ জানবে এবং সেগুলো নিয়ে SJC-তে কী হচ্ছে তা সহজে জানা যাবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেক বেশি নিশ্চিত হবে। সেজন্যই এনসিসি-র প্রস্তাব করা হচ্ছে।

অধস্তন আদালত–নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলা

বিএনপির বক্তব্য: অধস্তন আদালত–নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলা সম্পর্কিত কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত প্রকাশ করে। তবে সেগুলো সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ সংশোধনের মাধ্যমে National Judicial Council (NJC) গঠনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। বিএনপির পক্ষ থেকে NJC-এর সম্ভাব্য রূপরেখা সংলাপে উপস্থাপন করা হয়। এতে করে বিচার বিভাগ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হবে। অধস্তন আদালতের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টকে শক্তিশালী করতে অনুচ্ছেদ ৯৬ সংশোধনীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা যেতে পারে যেখানে NJC বা যে নাম হোক তার কার্যক্রম উল্লেখ করা যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিএনপি অধস্তন আদালত–নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলা সম্পর্কিত কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্টকে শক্তিশালী করার জন্য National Judicial Council (NJC) গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। NJC-এর বিষয়ে কমিশনে পর্যালোচনা করে দেখা হবে।

CRC: (Conostitutional Reform Commission)

বিএনপির বক্তব্য: CRC প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কমিশনগুলোকে আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া ভালো। সংবিধানে আনা হলে জটিলতা বাড়বে। সকল কমিশনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: যে কমিশনগুলো আইনের মাধ্যমে গঠিত সেগুলো আইন দ্বারাই পরিচালিত হবে। কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান। বিষয়টি বিএনপি বিবেচনা করবে বলে কমিশন আশা করে।

জরুরি অবস্থার বিধানাবলি

বিএনপির বক্তব্য: জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত কমিশনের প্রস্তাবটি জরুরি অবস্থার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য নয়। জরুরি অবস্থা জারির বিষয়টি সরকারের নির্বাহী কর্তৃত্বের সঙ্গে জড়িত বিধায় এ ক্ষমতা সরকার ও সংসদের বাইরে থাকা সঙ্গত নয়। জরুরি অবস্থা জারি হলে কিছু কিছু অধিকার রহিত করতেই হবে। তবে না করেও অনেক সময় জরুরি অবস্থা জারি করা যেতে পারে। সেটি পরিস্থিতি নির্ধারণ করবে। জরুরি অবস্থার বিষয়টি যেভাবে বিদ্যমান রয়েছে সেভাবে রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জরুরি অবস্থা সম্পর্কে কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেক সময় জরুরি অবস্থার নাম করে জনগণের অধিকারকে হরণ করা হয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় জনগণ আদালতেও যেতে পারে না। জনগণের অধিকারকে রক্ষা করার জন্যই কমিশন থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। বিএনপির উদ্বেগের বিষয়টি নিয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশন ও অন্যান্য কমিশন প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

নাগরিকতন্ত্রে ও সম্পত্তি

বিএনপির বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি সম্পর্কিত ১৪৩(১)(খ) প্রস্তাবের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। যেভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে সেটা কতটুকু সঠিক তা পর্যালোচনা করার জন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। প্রস্তাবটিতে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ সীমার বাইরে না ভিতরে বিষয়টি নিয়ে কমিশনকেও পর্যালোচনা করার জন্য বলেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সমুদ্র জয়ের বিষয়ে কিছুটা জটিলতা রয়েছে, যা সবাই কমবেশি জানি। সেজন্য কমিশন থেকে কিছু সুনির্দিষ্ট করে প্রস্তাব করা হয়েছে। বিএনপি প্রস্তাবটির সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত প্রকাশ করেছে। তবে নতুন বিধান প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। বিদ্যমান বিধানই যথেষ্ট। বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানাবে।

চুক্তি

বিএনপির বক্তব্য: অনুচ্ছেদ ১৪৫(ক) সংশোধন সম্পর্কিত কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। প্রস্তাবিত আকারে সংশোধন করা হলে কোনো চুক্তি করাই কঠিন হয়ে পড়বে। তবে চুক্তি সম্পাদনের পরে তা সংসদে অবহিত করা যেতে পারে, যা ইতঃপূর্বে অন্য অনুচ্ছেদের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে বিএনপির পক্ষ থেকে মতামত দেওয়া হয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: যে কোনো চুক্তিই জনগণের জানার অধিকার থেকে কমিশন চুক্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবটি করেছে। তবে বিএনপির প্রস্তাব হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনের পরেই সংসদকে অবহিত করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। তবে কিছু চুক্তি Close Session-এ আলোচনা করা যেতে পারে, এ ধরনের প্রস্তাব রাখা যায়।

সংজ্ঞা

বিএনপির বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত অনুচ্ছেদ ১৫২-এ 'রাষ্ট্র' সংজ্ঞায় 'বিচার বিভাগ'কে অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করে। কারণ প্রায় অধিকাংশ মামলাই রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্র। ফলে রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় বিচার বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা যৌক্তিক নয়। আন্তর্জাতিক অনেক সংবিধান পর্যালোচনা করে দেখা গেছে সবকিছুই প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু 'রাষ্ট্র' বলতে 'সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা' বোঝানো হয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রজাতন্ত্রের ৩টি অঙ্গের মধ্যে রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় বিচার বিভাগকে বাদ দিয়ে ২টি অঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া কমিশনের বিবেচনায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সেজন্য প্রস্তাবটি করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

বিএনপির বক্তব্য: জনপ্রশাসন সংস্কার কশিমন মোট ২০৮টি সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে বিএনপি ১৮৭টিতে একমত, ৫টিতে আংশিক একমত, ১১টিতে ভিন্নমত এবং ৫টি সুপারিশ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সব সুপারিশের বিষয়ে বিএনপির মন্তব্য দেওয়া হয়েছে। কিছু সুপারিশ স্বল্প মেয়াদে, কিছু মধ্য মেয়াদে এবং কিছু দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়ন করতে হবে। কমিশনের সুপারিশে মাত্র ৭টি সুপারিশ দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে, যা বাস্তবসম্মত নয়। আলোচনা করা হলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া বাস্তবায়নের বিষয়টি কেবিনেটের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

Official Secrets Act

বিএনপির বক্তব্য: Official Secrets Act-এর বিষয়ে আংশিক একমত পোষণ করে। কারণ খসড়া প্রস্তাবটি পাওয়া যায়নি। বিষয়টি বিশদ আকারে পর্যালোচনা করতে হবে এবং পরবর্তী সংসদে বিবেচনা করা যেতে পারে।

নাগরিক কমিটি গঠন

বিএনপির বক্তব্য: নাগরিক কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। এটি একটি নতুন কার্যক্রম। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয়ের জেলা পর্যায়ের কার্যক্রমকে জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রমকে উপজেলা কমিটি তদারকি করবে, যা অনির্বাচিত একটি কমিটি। এতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তদারকিমূলক ভূমিকা পালন বাধাগ্রস্ত, বিরোধ তৈরি এবং overlapping হতে পারে। প্রশাসনে অযাচিত হস্তক্ষেপ হতে পারে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, বিশিষ্ট নাগরিক ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ডিসির সভাপতিত্বে গঠিত বিভিন্ন কমিটিগুলো তদারকির কার্যক্রমগুলো করে। একইভাবে উপজেলা পর্যায়ে এ ধরনের কমিটি রয়েছে যারা তদারিক কার্যক্রম করে থাকে। নতুনভাবে প্রস্তাবিত নাগরিক কমিটিতে কোন পদ্ধতিতে ছাত্র প্রতিনিধি চিহ্নিত করা হবে এবং নাগারিক কমিটির সভাপতি কে হবে তা সুস্পষ্ট নয়। কমিটি গঠনেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ফলে নাগরিক কমিটির গঠনে অনেক বৈষম্য রয়েছে। যেহেতু প্রস্তাবটি স্পষ্ট নয় তাই বিএনপি নাগরিক কমিটি গঠনে দ্বিমত পোষণ করেছে। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিএনপির কোনো দ্বিমত নেই। স্থানীয় সরকার কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পরে সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সাংবিধানিক সংস্থা। জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে যে সমন্বয় সভাগুলো হয় সেগুলো পরিপূর্ণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক, যা সাংবিধানিক সংস্থাকে অবমূল্যায়ন, দুর্বল, অকার্যকর করে থাকে বা এড়িয়ে যায়। এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সমন্বয় হবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা অর্থাৎ সাংবিধানিক সংস্থার প্রধান দ্বারা। নাগরিক কমিটির প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে করা হয়েছে। হয়তোবা এখানে নাগরিকগণ তাদের মতামত দিবে, অনুভূতি ব্যক্ত করবে, অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে সে উদ্দেশ্যে। যাতে নাগরিক কতটুকু সেবা পাচ্ছে তা স্পষ্ট হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রতিবেদন পেশ করবে। আবার সকলেই নীতিগতভাবে একমত স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা। সে লক্ষ্যে সকল সমন্বয় স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে হওয়াই উচিত।

‘জেলা প্রশাসক’ ও ‘উপজেলা নির্বাহী অফিসার’ পদবি পরিবর্তন

বিএনপির বক্তব্য: জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নাম পরিবর্তনে জনগণের জনকল্যাণ, নাগরিক সুবিধা প্রদান, সুশাসন নিশ্চিত করা বা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখবে বলে স্পষ্ট নয়। ইংরেজি ঠিকই রাখা হচ্ছে। শুধু বাংলায় পরিবর্তন করা হচ্ছে, যাতে বেশ আর্থিক সংশ্লেষ জড়িত। এরকম একটি বিষয়ে আগামী সংসদে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উত্তম।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান এবং উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন

বিএনপির বক্তব্য: জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান এবং উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন সম্পর্কিত প্রস্তাবে একমত পোষণ করে। তবে পরবর্তী সংসদে অধিকতর আলোচনা করে বাস্তবায়ন করা ভালো। কারণ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন রয়েছে, যাতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে কোনো ধরনের বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয় এবং কোনো ধরনের সাংঘর্ষিকতা রয়েছে কি না তা বিবেচনা করতে হবে।

উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার

বিএনপির বক্তব্য: প্রতিটি থানায় ১ম শ্রেণি পদমর্যাদার ওসি পদ রয়েছে এবং ২টি থানা মিলে একটি সার্কেলে একজন সহপুলিশ সুপার পদ রয়েছে। নতুন করে সহপুলিশ কমিশনার পদ সৃজন করা হলে মাথাভারী পুলিশ প্রশাসন হবে, যা যুক্তিযুক্ত নয়। সে কারণে প্রস্তাবটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: একই জেলায় জেলা প্রশাসক, বেশ কয়েকজন এডিসি রয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে ইউএনও ও এসি ল্যান্ডও রয়েছে। সেখানে সমস্যা না হলে কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার (বিসিএস-পুলিশ) পদে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। উপজেলা পর্যায়ে বিসিএস (পুলিশ) পদায়ন করা হলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা বাড়বে এবং জনগণের সেবা দেওয়ার মানও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ থানা পর্যায়ে ইন্সপেক্টর (অপরাধ) এবং ইন্সপেক্টর (তদন্ত) রয়েছে যাদের সমন্বয়ক থানা পর্যায়ে নাই। এএসপি পদায়ন করা হলে এ সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। এ দাবিটি নতুন নয়, অনেক পুরানো দাবি।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন

বিএনপির বক্তব্য: পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনে বিএনপি নীতিগতভাবে আংশিক একমত পোষণ করেছে। স্বাস্থ্য কমিশন এবং শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের পরে আলাদা পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ভিন্ন থাকায় আগামী জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন দ্বারা একাধিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনে বাধা নেই। সেজন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। অধ্যাদেশ দিয়ে করা যাবে। তবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের ২টি কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করা হলে কার্যকারিতা ভালো হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ

বিএনপির বক্তব্য: উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি উপজেলা পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এতে উপজেলায় প্রশাসনিক সমন্বয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখা সহজতর হয়। নতুন করে উপজেলা পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালনের জন্য ভিন্ন কাউকে পদায়ন করা হলে গ্রুপিংসহ বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। প্রশাসনিক কার্যক্রমে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ প্রস্তাবের সঙ্গে বিএনপি দ্বিমত পোষণ করেছে।

SSB বাতিল এবং সচিব নিয়োগে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন ও সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গঠন

বিএনপির বক্তব্য: ঐতিহাসিকভাবে এসএসবি-এর মাধ্যমে উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করা হয়। ফলে এসএসবি বাতিল প্রশাসনে বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রস্তাব। মন্ত্রিসভা কমিটির মাধ্যমে উচ্চতর পদে পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু হলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাবে, যা বাঞ্ছনীয় নয়। সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গঠন কতটা যুক্তযুক্ত তাও পর্যালোচনার দরকার রয়েছে। উপসচিব পদে প্রশাসন ক্যাডারের জন্য ৭৫% এবং অন্যান্য ক্যাডারের জন্য ২৫% সংরক্ষণে প্রশাসন ক্যাডারের অনুকূলে আপিল বিভাগের রায় রয়েছে, যা জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনেও উল্লেখ রয়েছে। ফলে এ নিয়ে ভিন্নরূপ

সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে আন্তঃক্যাডার বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা আরো বৃদ্ধি পাবে, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেজন্য উক্ত প্রস্তাবে বিএনপি একমত নয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: হাইকোর্টের রায় থাকলে সেটা পুনঃর্বিবেচনা হতে পারে। অনেক রায়ই পুনর্বিবেচনা হচ্ছে, বাতিলও হচ্ছে বা অনেক রায় ন্যায্যও নয়। আবার কোনো কিছু বহুবছর ধরে প্রচলিত হয়ে আসলে সেটা জাতি ও জনগণের স্বার্থে পরিবর্তন করা যাবে না তাও যুক্তিসঙ্গত নয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিটও আমলে নিতে হবে। আবার যেটা স্থিতিশীল বলা হচ্ছে আসলে সেটা আংশিক স্থিতিশীল অবস্থা, পুরোপুরি নয়। অস্থিতিশীল হলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে–এতে বোঝা যায় একটি ছোট গ্রুপ বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রুপ তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে আমাদের মধ্যে এরকম ধারণার সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ অন্যায় বা অন্যায্য যাই হোক এভাবেই দেশ চলবে। উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতিতে প্রশাসন ক্যাডারের বাইরের অন্যান্য ক্যাডারের সম্মিলিত দাবির বিষয়টি সকলেই অবগত। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ না পেয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য যোগাযোগ করে। সে প্রেক্ষিতে সংবিধান সংস্কার কমিশন উভয় পক্ষকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের বক্তব্য/যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের সুযোগ দেয়। অন্যান্য ক্যাডারের নেতৃবৃন্দ তাদের দাবির বিষয়ে সকলের সঙ্গেই ক্রমাগত যোগাযোগ করছেন। এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন

বিএনপির বক্তব্য: স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনে বিএনপি একমত। তবে শুধু জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নয়, ফ্যাসিবাদী শাসনের সমগ্র সময়কালের গুম, খুন হত্যাকাণ্ড এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদেরকেও এই কমিশনের আওতায় আনতে হবে।

সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে বিরোধীদলের সংসদ-সদস্যদের নিয়োগ

বিএনপির বক্তব্য: সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নিয়োগে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিএনপি সেখানে সুস্পষ্ট প্রস্তাব দিয়েছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের এ প্রস্তাবে বিএনপি একমত নয়। তাছাড়া জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এ ধরনের সুপারিশ করতে পারি কি না তাও বিবেচ্য বিষয়।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করা

বিএনপির বক্তব্য: বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই এককেন্দ্রিক বাংলাদেশকে ৪টি প্রদেশে ভাগ করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যান্য বিভাগও পরবর্তী সময়ে এ দাবি উত্থাপন করবে যা আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া বিষয়টি সংবিধান সংস্কার সংশ্লিষ্ট। সেজন্য বিএনপি এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয়।

জেলা পরিষদ বাতিল

বিএনপির বক্তব্য: যেহেতু বিএনপি প্রাদেশিক সরকারে দ্বিমত পোষণ করেছে সেহেতু জেলা পরিষদ বাতিলের বিষয়ে একমত নয়। তাছাড়া বিষয়টি সংবিধান সংস্কার সংশ্লিষ্ট বিধায় অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

পৌরসভা শক্তিশালীকরণ

বিএনপির বক্তব্য: বিদ্যমান পদ্ধতিতে পৌরসভায় সরাসরি নির্বাচন হয়ে থাকে, যা উত্তম পদ্ধতি। পরোক্ষ নির্বাচন ভালো কোনো পন্থা হতে পারে না। সেজন্য উক্ত প্রস্তাবে বিএনপি একমত নয়।

‘ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট’ বা ‘রাজধানী মহানগর সরকার’

বিএনপির বক্তব্য: প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় ‘ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট’ বা ‘রাজধানী মহানগর সরকার’ ব্যবস্থায় বিএনপি একমত নয়।

উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা

বিএনপির বক্তব্য: বিএনপি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রাখার পক্ষে বিধায় উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্তকরণ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয়। ভাইস চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসে বিধায় তৃণমূল থেকে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে

উঠবে। ইউনিয়ন পরিষদের এক তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। কারণ এর ফলে তৃণমূল জনপ্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং উপজেলা পরিষদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার

বিএনপির বক্তব্য: ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ডের সংখ্যা ৯টি থেকে বৃদ্ধি করে ১১টি করা এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা সদস্য রাখা সম্পর্কিত প্রস্তাবের এই অংশের সঙ্গে একমত পোষণ করে। পরোক্ষ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচন সম্পর্কিত প্রস্তাবের এই অংশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। সরাসরি নির্বাচন হওয়াই উত্তম।

জনপ্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার

বিএনপির বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সময়ে স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিস বা স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে ১০ থেকে ২০ শতাংশ নিয়ে সার্ভিসটি শুরু করা যায়। আগামী জাতীয় সংসদে বিষয়টি বিবেচনা করলে ভালো হবে।

স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। প্রশাসন সংস্কার কমিশন থেকে এ ধরনের প্রস্তাব আসা বোধগম্য নয়। কোথায় কতটি কী ধরনের আদালত হবে তা বিচার বিভাগের বিষয়। তাই বিএনপি প্রশাসন সংস্কার কমিশনের স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছে।

১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ

বিএনপির বক্তব্য: এখানে ২টি প্রস্তাব। প্রথমাংশ ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের বিধান বাতিল করা সম্পর্কিত প্রস্তাবে বিএনপি দ্বিমত পোষণ করে। কাউকে নিয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেটা নিরসনে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান থাকা একান্ত প্রয়োজন। শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের হাতে কিছু ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়াংশ ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তনের বিষয়ে একমত পোষণ করে। এখানে সরকারের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

Spreadsheet-এর বাইরে কমিশনের প্রস্তাবে বিএনপির কিছু মতামত রয়েছে: বিএনপি সেগুলো তুলে ধরে।

বিএনপির বক্তব্য: বিসিএস (খাদ্য) ও বিসিএস (সমবায়) সার্ভিসকে বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিসের সঙ্গে একীভূতকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে।

মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা হ্রাসকরণ প্রস্তাবের সঙ্গে বিএনপি দ্বিমত পোষণ করে।

মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে।

উদ্ভাবনী ল্যাব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আংশিক একমত পোষণ করে। বিআইজিএম বিপিএটিসির সমকক্ষ নয় বিধায় বিপিএটিসিকে ল্যাব হিসেবে নির্ধারণ করাই যুক্তিযুক্ত।

সচিবের পদ হ্রাস করা সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে।

শূন্য পদ ব্যতীত পদোন্নতি না দেওয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। নির্ধারিত পদের বাইরে সুপার নিউমারারি পদে পদোন্নতি অনেক প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এভাবে পদোন্নতি দেওয়ায় অনেকে বঞ্চিতও হয়েছেন। তাই গত ১৬ বৎসরে যারা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন তাদের চিহ্নিত করে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে সুপার নিউমারির পদ সৃষ্টির বিষয়টি একেবারেই বন্ধ করতে হবে। বঞ্চিতদেরকে চিহ্নিত করার কাজটিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।

প্রতিবেদনের প্রশাসনিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট তথ্যে বিভাগ ৭টি এবং জেলা ৬৪টি দেখানো হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ৪টি জেলা দেখানো হয়নি। তথ্যে গরমিলের কারণ বোধগম্য নয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বৈষম্যের শিকার কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে যেন সুপার নিউমারারি পদোন্নতি বন্ধ করা হয়, যেন চলতেই না থাকে, সেদিকে নজর রাখার প্রস্তাব করে।

বিএনপির বক্তব্য: জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু কিছু প্রস্তাবে মোটাদাগে একমত ও নীতিগতভাবে একমত হলেও সে বিষয়গুলোতে বিএনপির কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলাদা মতামত রয়েছে যেগুলো লিখিত আকারে দেওয়া হয়েছে। মতামতগুলো বিবেচনা করার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করে।

কমিশনের বক্তব্য: কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশে দলগুলো নীতিগতভাবে একমত হয়েছে সেগুলো 'জাতীয় সনদ'-এ লেখায় কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। যদিও দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় জাতীয় সনদের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য: নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন কমিশন যাতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারে এবং যাতে নির্বাচন ব্যবস্থায় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য যুগোপযোগী জুতসই সংস্কারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। কমিশন সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সেরকম সংস্কারের সুপারিশ করার। অতীতের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। আশা করা যায় সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন হলে নির্বাচন ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আসবে।

বিএনপির বক্তব্য: নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন মোট ২৪২টি সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে বিএনপি ১৪১টিতে একমত, ১৪টিতে আংশিক একমত, ২৪টিতে একমত নয় এবং ৬৩টি সুপারিশ নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। যে সুপারিশগুলোতে একমত এবং নীতিগতভাবে একমত সেগুলোতেও বিএনপির কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে। পর্যবেক্ষণসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি কমিশনকে পর্যালোচনা করে দেখার অনুরোধ করে। একমত নয় এবং আংশিক একমত সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলেই বিএনপির বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

নির্বাচন কমিশন গঠন

বিএনপির বক্তব্য: নির্বাচন কমিশন গঠনে নতুন আইন করার বিষয়ে বিএনপি নীতিগতভাবে একমত। তবে আগামী সংসদে আলোচনা পর্যালোচনা করে আইনটি করতে হবে। কারণ ইতোমধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তারা জাতীয় নির্বাচনের জন্য ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত নির্বাচন কমিশন গঠনে নতুন আইন করার বিষয়ে বিএনপি নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। যেহেতু নীতিগতভাবে একমত হয়েছে তাই দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় এ বিষয়ে আরো পরিষ্কার হওয়া সম্ভব হবে।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল

বিএনপির বক্তব্য: জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত নয়। বিষয়টি সাংবিধানিক সংস্কার কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত বিধায় তাদের প্রস্তাবের আলোকে বিএনপির পক্ষ থেকে বিস্তারিত আলোচনা করে মতামত দেওয়া হয়েছে। বিএনপি নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের এ প্রস্তাবে একমত নয়।

প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ

বিএনপির বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে বিএনপির পক্ষ থেকে বিস্তারিত আলোচনা করে মতামত দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএনপি অনুরোধ করে।

দুইবারের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি পদে অযোগ্যতা

বিএনপির বক্তব্য: দুইবারের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি পদে অযোগ্যতা নির্ধারণ বিষয়টি সংবিধান সংস্কার সংশ্লিষ্ট। এখানে 'প্রাক্তন' শব্দটি যোগ করা বোধগম্য নয়। বিএনপি কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছে।

একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-নেতা হতে বাধা

বিএনপির বক্তব্য: একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-নেতা হতে বাধা সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে বিএনপির পক্ষ থেকে বিস্তারিত আলোচনা করে মতামত দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে বিএনপি।

সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন

বিএনপির বক্তব্য: সংসদের উচ্চকক্ষের আসন সংখ্যা, নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, বয়স, যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন বিষয়গুলো সম্পর্কে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে বিএনপির পক্ষ থেকে বিস্তারিত আলোচনা করে মতামত দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে।

সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব

বিএনপির বক্তব্য: সংসদের নিম্নকক্ষে নারী আসন সংখ্যা, নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো সম্পর্কে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে বিএনপির পক্ষ থেকে বিস্তারিত আলোচনা করে মতামত দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

বিএনপির বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, বয়স, যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিষয়গুলো সম্পর্কে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে বিএনপির পক্ষ থেকে বিস্তারিত আলোচনা করে মতামত দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে বিএনপি।

ডেপুটি স্পিকার

বিএনপির বক্তব্য: ডেপুটি স্পিকারের বিষয়টিও সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে বিএনপির পক্ষ থেকে বিস্তারিত আলোচনা করে মতামত দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে বিএনপি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা

বিএনপির বক্তব্য: তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের আলোকে বিএনপির পক্ষ থেকে বিস্তারিত আলোচনা করে মতামত দেওয়া হয়েছে। উক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ অনুযায়ী কীভাবে বিচার বিভাগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সংযুক্ত করা যায় সে বিষয়ে brainstorming-এর মাধ্যমে বিএনপি এবং কমিশন উভয়ই পক্ষই চিন্তাভাবনা করবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

বিএনপির বক্তব্য: জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানে দ্বিমত পোষণ করে।

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

বিএনপির বক্তব্য: সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯(১)(গ) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং inherent right. তত্ত্বাবধায় সরকার প্রতিষ্ঠা হলে নির্বাচন কমিশনে অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এ প্রস্তাবের সঙ্গে বিএনপি একমত নয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অতীতে সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ নিয়ে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক হয়েছে, মামলা মোকদ্দমাও হয়েছে। এতে নির্বাচন কমিশন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, যা সঠিক, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্তরায়। যখন যারা ক্ষমতায় থাকে তারা এ সুযোগটি নিয়ে থাকে। তাই সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা

বিএনপির বক্তব্য: সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের আইন, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কোনো সংসদীয় কমিটি অর্থাৎ রাজনৈতিক বডির নিকট হস্তান্তর যৌক্তিক নয়। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনকে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছেও দায়বদ্ধ করা হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতার মূল সুপারিশে ২০১৮-এর সঙ্গে ২০১৪ এবং ২০২৪ সালকেও যুক্ত করার প্রস্তাব করে এবং উক্ত ৩টি নির্বাচনের সঙ্গে জড়িতদেরকে প্রচলিত আইনের আওতায় এনে বিচার করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে নির্বাচনের সঙ্গে জড়িতদের ক্রিমিনাল দায়বদ্ধতার জন্য প্রচলিত আইনে বিচার হবে। মামলা করতে নির্বাচন কমিশনের কোনো অনুমতি লাগবে না বিষয়ে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কোনো প্রতিষ্ঠানই দায়বদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। অতীতে অনেক কমিশন অনেক অনিয়ম ও অসাংবিধানিক (বিশেষ করে ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪-এর নির্বাচনে) কাজ করেছে। তাদেরকে দায়বদ্ধতার আওতায় আনা যায়নি বা চেষ্টাও করা হয়নি। তাদেরকে দায়বদ্ধতার আওতায় আনতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে ভবিষ্যতে সকলেই সতর্ক হয়ে কাজ করে। নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতার মূল সুপারিশে ২০১৮-এর সঙ্গে ২০১৪ এবং ২০২৪ সালকেও যুক্ত করার প্রস্তাবটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে।

জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন

বিএনপির বক্তব্য: উচ্চকক্ষের নির্বাচন নিয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিএনপি সেখানে যথাযথ মতামত দিয়েছে। তবে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে হেডলাইনের সামঞ্জস্য নেই। সে জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয়।

ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ

বিএনপির বক্তব্য: নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু করেছে। ফলে ভোটার তালিকা সংশোধনের কোনো আইন অনাবশ্যক। এতে সময়ক্ষেপণ হবে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা

বিএনপির বক্তব্য: বিচারিক আদালতে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার শুরু থেকেই সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে দোষী বলা যৌক্তিক নয়।

বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে আসীন ব্যক্তি প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ৩ বছর আগে অবসর গ্রহণ সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে।

তরুণ, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ মনোনয়নের সুযোগ তৈরি সম্পর্কিত প্রস্তাবটি অধিকতর পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ তরুণ সংজ্ঞায়নসহ প্রস্তাবিত বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

একাধিক আসনে কোনো ব্যক্তি প্রার্থী হওয়ার বিধান বাতিল করা সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। ১৯৮৬ সালের পূর্বে একজন প্রার্থী ৩০০ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত। পরবর্তী সময়ে আরপিও সংশোধন করে সর্বোচ্চ ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়া হয়। সর্বশেষ ২০০৯ সালে আরপিও সংশোধন করে সর্বোচ্চ ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুয়োগ রাখা হয়, যা খুবই যুক্তিযুক্ত। এ সুযোগ বলবৎ থাকা বাঞ্ছনীয়।

হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়া বা তথ্য গোপন করার কারণে আদালত কর্তৃক কোনো নির্বাচিত ব্যক্তির নির্বাচন বাতিল হলে ভবিষ্যতে তাকে নির্বাচনে অযোগ্য করার বিধান সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ একবার বাতিল করাই যথেষ্ট। ভুলবশত বা তথ্যগত ত্রুটির কারণে ভবিষ্যতে আজীবনের জন্য নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা খুবই কঠিন শাস্তি। তাছাড়া এরকম বিধানের অপব্যবহার হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে।

হলফনামা

বিএনপির বক্তব্য: হলফনামা একজন প্রার্থী বা ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়। যে কোনো তথ্য প্রদানও প্রার্থীর ব্যক্তিগত বিষয়। প্রার্থী সত্য না মিথ্যা তথ্য দিলো এগুলো যাচাইবাছাই করার দায়িত্ব দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্যকারো হওয়ার কথা নয়। হলফনামায় মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রমাণিত হলে শাস্তি রয়েছে। সেজন্য হলফনামায় দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী ব্যক্তিকে জড়ানো ঠিক নয়। দল থেকে কাকে মনোনয়ন দিবে সে বিষয়ে দলের প্রত্যয়নপত্রই যথেষ্ট।

কমিশনের ব্যাখ্যা: দল যখন কাউকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিবে তখন তার হলফনামা যাচাইবাছাই করে প্রত্যয়ন করে দিবে। এতে যে কোনো প্রার্থী মিথ্যা তথ্য বা ভুল তথ্য দেওয়া থেকে অনেকটা বিরত থাকবে, মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ হবে এবং দলের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা

বিএনপির বক্তব্য: ৪০% ভোট না পড়লে পুনর্নির্বাচন এবং না-ভোটের বিধান প্রবর্তন প্রস্তাব ২টির দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিশদ পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

রিকল বা প্রতিনিধি প্রত্যাহার

বিএনপির বক্তব্য: রিকল বা প্রতিনিধি প্রত্যাহার প্রস্তাবটি স্পষ্ট নয় বিধায় অধিকতর পর্যালোচনা করা দরকার।

নির্বাচনি ব্যয়

বিএনপির বক্তব্য: নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থী এবং দলের নির্বাচন ব্যয়ের রিটার্ন নিরীক্ষায় হিসাবে গড়মিল হলে নির্বাচন বাতিলের প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। তবে এর জন্য অন্যরূপ শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এ বিধানটির অপব্যবহার হতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে নির্বাচনি ব্যয়ে স্বচ্ছতা আনা একান্ত প্রয়োজন। বিধানটি করা হলে পর্যায়ক্রমে প্রার্থীরা নির্বাচনি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সর্তক হবে এবং অর্থের অপচয় রোধ হবে। জবাবদিহিতা না থাকায় এখন একজন প্রার্থী কত ব্যয় করে থাকে এর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

গণভোট

বিএনপির বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে গণভোট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা ও ভোটার তালিকা

বিএনপির বক্তব্য: জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা ও ভোটার তালিকা স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় নাগরিক ডেটা কমিশনে ন্যস্ত করার প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে। এনআইডির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় কনভেনশনার ডাটা কমিটি গঠন করেছে। উক্ত প্রস্তাবে দ্বৈত শাসন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে দীর্ঘদিন এনআইডি থাকায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনবল সৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজনে জনবল আরো বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। তারপরেও দলীয়ভাবে অধিকতর পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে জাতীয় পরিচয়পত্র স্বাধীন সংস্থায় রাখার কারণ হচ্ছে উক্ত সংস্থা থেকে প্রত্যেকেই সহজে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। সেজন্য বাংলাদেশেও এরকম একটি সুপারিশ করা হয়েছে। স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে এনআইডি ব্যবস্থাপনা রাখা হলে দ্বৈত শাসনের পরিবর্তে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরো বেশি নিশ্চিত হবে। একজনের অধীনে আছে বিধায় অন্য কোথাও দেওয়া যাবে না এটাও যুক্তিযুক্ত নয়। বিষয়টি নিয়ে বিএনপিকে আরো পর্যালোচনা করার অনুরোধ করেন।

জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুপারিশ

বিএনপির বক্তব্য: জাতীয় নাগরিক ডেটা কমিশনে যেহেতু একমত নয় সেহেতু জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুপারিশের উক্ত কমিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশে একমত নয়। জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুপারিশের অন্য সুপারিশগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করে।

আইডেন্টিটি এবং আইডেন্টিটি সিস্টেম সংক্রান্ত সুপারিশ

বিএনপির বক্তব্য: আইডেন্টিটি এবং আইডেন্টিটি সিস্টেম সংক্রান্ত সুপারিশটি অধিকতর পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা

বিএনপির বক্তব্য: প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা সম্পর্কিত সুপারিশের তফশিলের সময় বাড়িয়ে দিয়ে প্রার্থিতা চূড়ান্ত করার সময় বেশি করা সম্পর্কিত সুপারিশের এ অংশে একমত পোষণ করে। কিন্তু প্রচার-প্রচারণার সময় কমানো সুপারিশের এ অংশে দ্বিমত পোষণ করে। বিদ্যমান ১৫ দিনের মধ্যে ব্যালট পেপার প্রিন্টিংসহ নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের বহুবিধ কাজ থাকে। সেজন্য সময় কমানো হলে প্রচার-প্রচারণার সময় হাতে থাকবে না বলেই প্রতীয়মান।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রার্থিতা যাচাইবাছাইয়ে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া হলে তাড়াহুড়া হয়ে যায়। সঠিকভাবে যাচাইবাছাই করা সম্ভব হয় না। সেজন্য সময় বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হয়েছে। অপরদিকে নির্বাচনি ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় অংশের সুপারিশ করা হয়েছে।

কারণ প্রচার-প্রচারণার সময় যত বেশি পাবে প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় তত বেশি হবে, যা অনেক প্রার্থীর জন্য অসহনীয় হয়ে যায় এবং নির্বাচনে অনেক অনিয়ম তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

নির্বাচনের সার্টিফিকেশন

বিএনপির বক্তব্য: নির্বাচনের সার্টিফিকেশন সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ একটি নির্বাচনের গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পরে সার্টিফিকেশনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। গেজেটই বড় সার্টিফিকেশন। অধিকন্তু এ ধরনের সুপারিশের ফলে জটিলতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। এনসিসি-তে একমত না হওয়ায় সুপারিশের খ অংশেও দ্বিমত পোষণ করে।

তত্ত্ববধায়ক সরকার ব্যবস্থা

বিএনপির বক্তব্য: নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার রূপরেখার প্রস্তাবটি সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব থেকে ভিন্ন হওয়ায় প্রস্তাবটি নিয়ে দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে দেখা হবে। বিষয়টি মুলতুবি (pending) রাখার জন্য বলা হয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার রূপরেখার বিষয়টি আলাদা প্রস্তাব বিধায় বিএনপিকে আরো পর্যালোচনা করার এবং মুলতুবি (pending) রাখার অনুরোধ জানানো হয়।

দলের সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান গ্রহণ

বিএনপির বক্তব্য: দলের সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান গ্রহণ সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে আংশিক একমত পোষণ করে। তবে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রহণ সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ অনেক সময় ব্যাংকিং চ্যানেলে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

দলের লেজুরবৃত্তিক ছাত্র, শিক্ষক ও শ্রমিক সংগঠন না থাকা এবং দলের বিদেশি শাখা না থাকা

বিএনপির বক্তব্য: দলের লেজুরবৃত্তিক ছাত্র, শিক্ষক, ও শ্রমিক সংগঠন না থাকা এবং দলের বিদেশি শাখা না থাকা সম্পর্কিত সুপারিশটি নিয়ে দলীয়ভাবে আরো অধিকতর পর্যালোচনা করে মতামত দেওয়া হবে।

প্রার্থীর অভ্যাসগত ঋণখেলাপি ও বিল খেলাপিদের প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত থাকা

বিএনপির বক্তব্য: প্রার্থীর ঋণখেলাপি ও বিল খেলাপিদের প্রার্থী হওয়া রহিত করতে বর্তমান বিদ্যমান আইনে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এজন্য নতুন করে আইন প্রণয়ন ও মনোনয়নের ৬ মাস পূর্বে ঋণ পরিশোধ বিষয়টিও অনাবশ্যক। নির্বাচিত হওয়ার পরে ঋণখেলাপি হলে সদস্য পদ বাতিলের বিধান করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রার্থীর ঋণখেলাপি ও বিল খেলাপিদের প্রার্থী হওয়া রহিত করার প্রস্তাবটি কমিশন থেকে পর্যালোচনা করে দেখে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

হলফনামার তথ্য যাচাই এবং হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়া

বিএনপির বক্তব্য: হলফনামার তথ্য যাচাই এবং হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়া সম্পর্কিত সুপারিশে আংশিক একমত পোষণ করে। অনিচ্ছাকৃত তথ্যগোপন বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। তা না হলে অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকবে। হলফনামা সম্পর্কিত পূর্বের সুপারিশে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নিয়ম বা আইনকানুন রয়েছে। ভারতে কারো বিরুদ্ধে চার্জশিট হলেই নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষিত হয়ে যায়।

সরকারের কোনোরূপ শেয়ার আছে.... নির্বাচনে অযোগ্য করা

বিএনপির বক্তব্য: সরকারের কোনোরূপ শেয়ার বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। আরপিওতেও দেখা হয়েছে সেখানেও কিছু পাওয়া যায়নি। তাই এটি অধিকতর পর্যালোচনা করা দরকার। তাই মুলতুবি (pending) রাখার অনুরোধ করেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সুপারিশটি বিদ্যমান আরপিওতে রয়েছে। সেখানে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। সুপারিশটি নিয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা হবে বিধায় মুলতুবি (pending) রাখা হলো।

প্রার্থী মনোনয়ন (পত্র জমাদান)–গোপন ভোটের মাধ্যমে ৩ সদস্যের প্যানেল তৈরি করা

বিএনপির বক্তব্য: দলীয় গণতন্ত্রের জন্য বা দায়বদ্ধতার বিষয়টি যেহেতু জড়িত, সেজন্য গোপন ভোটের মাধ্যমে ৩ সদস্যের প্যানেল তৈরি করে সেখান থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড মনোনয়ন চূড়ান্ত করা সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ২০০৮ সালের আরপিওতে এই বিধানটি ছিল। কিন্তু বাধ্যবাধকতা ছিল না। দলীয় গণতন্ত্রের জন্য বা দায়বদ্ধতার জন্য বিধানটি জরুরি। সেজন্যই গোপন ভোটের মাধ্যমে ৩ সদস্যের প্যানেল তৈরি করে সেখান থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড মনোনয়ন চূড়ান্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

আপিল নিষ্পত্তির পর কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত

বিএনপির বক্তব্য: আপিল নিষ্পত্তির বিধান আরপিও ১৪(৫) ধারায় বিদ্যমান রয়েছে। সেজন্য নতুন করে বিধান করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়া বা তথ্য গোপন করা

বিএনপির বক্তব্য: হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়া বা তথ্য গোপন করা সম্পর্কিত সুপারিশ নিয়ে ইতঃপূর্বের সুপারিশে বিশদ আলোচনা হয়েছে।

প্রার্থীর প্রচার প্রচারণায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী যন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ

বিএনপির বক্তব্য: বিদ্যমান আরপিও ৩(ক)(চ) দফায় ৩টির অধিক মাইক ব্যবহার না করার বিধান রয়েছে, যুক্তিসঙ্গত। তাই প্রার্থীর প্রচার প্রচারণায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী যন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে আংশিক একমত পোষণ করে।

আচরণ বিধির অংশ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আচরণবিধি সংযুক্ত করা

বিএনপির বক্তব্য: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আচরণবিধি সংজ্ঞায়িত হলে বুঝতে সুস্পষ্ট হবে। তাই আচরণ বিধির অংশ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আচরণবিধি সংযুক্ত করা সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে আংশিক একমত পোষণ করে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন ও না-ভোট

বিএনপির বক্তব্য: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন ও না-ভোট সুপারিশটি নিয়ে ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে। সেখানে মতামত দেওয়া হয়েছে।

জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন

বিএনপির বক্তব্য: জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ নিয়ে জোটই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তাছাড়া বিদ্যমান আরপিও-এর ২০(১)(ক) দফা বলবৎ থাকাই সমীচীন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করলেও দলীয় প্রতীক থাকলে দলকে চিহ্নিত করা সহজ হবে এবং প্রার্থীর মানদণ্ড যাচাই করা বা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অধিকতর স্পষ্ট হবে।

সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব

বিএনপির বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশনের এ সম্পর্কিত সুপারিশ নিয়ে আলোচনায় বিশদ আলোচনা হয়েছে। সেখানে বিএনপি সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছে। বিএনপি নারী প্রতিনিধি নির্বাচনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে একমত নয়।

সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ ও শপথ ভঙ্গ

বিএনপির বক্তব্য: সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ ও শপথ ভঙ্গ সম্পর্কিত সুপারিশ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বিশদ আলোচনা হয়েছে। সেখানে বিএনপি পূর্ণাঙ্গ মতামত দিয়েছে।

বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধান ও বিচারিক কার্য সম্পাদনের জন্য আইন সংশোধন

বিএনপির বক্তব্য: অনুসন্ধান ও বিচার কার্য একই ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন সমীচীন নয়। সেজন্য বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধান ও বিচারিক কার্য সম্পাদনের জন্য আইন সংশোধন সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে একমত নয়। তবে মোবাইল কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করা যেতে পারে। তারপরেও সুপারিশটি নিয়ে দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। কমিশনকেও কোনো উপযুক্ত পথ বের করার অনুরোধ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: গত কয়েকটি নির্বাচন কমিশন এগুলোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছে বিধায় সুপারিশটি করা হয়েছে। যাতে ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে কঠোর হওয়া সম্ভব হয়।

নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটিকে কেবল অনুসন্ধানের ক্ষমতা নয় বরং বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান

বিএনপির বক্তব্য: বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধান ও বিচারিক কার্য সম্পাদনের জন্য আইন সংশোধন সুপারিশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেখানে আলোচনা ও মতামত দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থায় বিদেশিদেরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করার অনুমতি না দেওয়া

বিএনপির বক্তব্য: স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থায় বিদেশিদেরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করার অনুমতি না দেওয়া সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদেশি পর্যবেক্ষকে কোনো বাধা নেই। তবে দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে কাজ করতে পারবে না। তারা তাদের নিজস্বভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে।

পর্যবেক্ষক সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন জমাদান

বিএনপির বক্তব্য: পর্যবেক্ষক সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবেদন জমাদান তাদের নিজস্ব এখতিয়ার। এখানে সময় নির্ধারণ অযৌক্তিক।

স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন

বিএনপির বক্তব্য: স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনার বিষয় জড়িত বিধায় সুপারিশটির সঙ্গে একমত নয়।

স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীর আসন সংরক্ষণের বিধান করা

বিএনপির বক্তব্য: স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীর আসন সংরক্ষণের বিধান করা সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে একমত নয়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বাজেটের ৩০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া

বিএনপির বক্তব্য: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বাজেটের ৩০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া সম্পর্কিত সুপারিশটি নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত নয়। এ বিষয় নির্বাচিত সংসদে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের ১টি সুপারিশের সঙ্গে বিএনপি একমত নয়। সুপারিশটি হলো, 'আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না'। সুপারিশটি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

‘আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক ...প্রযোজ্য হবে না’

বিএনপির বক্তব্য: Right to privacy-এর বিবেচনায় রেখে প্রচালিত আইন অনুযায়ী কেবল আদেশ সাপেক্ষেই এনবিআর দুদককে তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করা সমীচীন। সেজন্য এ সুপারিশের সঙ্গে একমত নয়। বিষয়টি দলীয়ভাবে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। তারপরেও পুনরায় দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ‘আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধন নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই। দুদক আইন ২০০৪-এ সুস্পষ্ট আছে যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দুদককে তথ্য দিতে বাধ্য থাকিবে। কর আইন প্রতিবছর নতুনভাবে হয় বিধায় দুদক আইনটি সুপারসিড হয়ে থাকে। দুদক চাইলেও আর তথ্য পায় না। Right to privacy-এর বিবেচনা করলে এনবিআরকে তো তথ্য দেওয়া হয়েছে। তাহলে দুদককেও দেওয়া যেতে পারে। দুদক কোনো তথ্য প্রকাশ করবে না। শুধু তদন্তের স্বার্থে ব্যবহার করবে। এটা ছাড়া তো দুদক তদন্তও করতে পারবে না। আবার আদালতের রায় পাওয়াও কঠিন হয়ে থাকে, পাওয়া যায় না বললেই চলে। বিষয়টি নিয়ে পুনরায় পর্যালোচনা করে ২য় পর্যায়ের আলোচনায় মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

সভাপতি: দীর্ঘ সময় সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপির অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পরবর্তী সময়ে ২য় পর্যায়ের সংলাপে তারিখ নির্ধারণ করে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে **১ম** পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
জাতীয় নাগরিক পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ

৬ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ০৬ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : শনিবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী জাতীয় নাগরিক পার্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব নাহিদ ইসলাম	আহ্বায়ক
২.	জনাব সারোয়ার তুষার	যুগ্ম আহ্বায়ক ও সংস্কার সমন্বয় কমিটির কো-অর্ডিনেটর
৩.	জনাব আখতার হোসেন	সদস্য সচিব
৪.	জনাব হাসনাত আবদুল্লাহ	মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল)
৫.	জনাব নাসির আব্দুল্লাহ	মুখ্য সমন্বয়ক
৬.	সামান্তা শারমিন	সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক
৭.	নাহিদা সরওয়ার নিভা	সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব
৮.	জনাব সালেহ উদ্দিন সিফাত	যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর)
৯.	জনাব জাবেদ রাসিন	যুগ্ম আহ্বায়ক ও সংস্কার সমন্বয় কমিটির সদস্য

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। তিনি বীর শহিদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। দেশ স্বাধীনতার পর বড় একটি সংস্কারে প্রবেশ করেছে। সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার পর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শাহাদতবরণকারী, ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী সরকারের নির্যাতনের ফলে শহিদ এবং জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর অকুতোভয় বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

অভ্যুত্থানে লড়াকু আহত ও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সহানুভূতি ও দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। স্বাধীনতার পর নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ২০১৬ সালের পর এমন এক প্রক্রিয়ার মধ্যে গেছে যেখানে প্রায় সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক চরিত্রকে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রকে নতুন করে সাজানোর আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। কিন্তু জুলাই ২০২৪ অভ্যুত্থান মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছে যে গোটা জাতির মধ্যে সংস্কার/পরিবর্তনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হয়েছে। এখন যদি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে এ ধরনের সুযোগ আর কখনো আসবে কি না তা নিয়ে মানুষ দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছে। ৬টি কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়। বড় ধরনের ১৬৬টি সুপারিশ সকল রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং তাদের পক্ষ থেকে মতামত পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় নাগরিক কমিটির প্রতিনিধি দল জুলাই ২০২৪ অভ্যুত্থানে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টিকে স্বাগত ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে বসা সম্ভব হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির আন্দোলনের কারণে। এ জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশে এক উজ্জ্বল অধ্যায় তৈরি করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদীর বিরুদ্ধে অকুতোভয় সংগ্রাম, প্রাণ বাজি রেখে লড়াই ও প্রাণ দিয়ে ফ্যাসিবাদী শাসনকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছে, একটি ফ্যাসিবাদী শাসককে পলায়ন করতে বাধ্য করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদী শাসক জগদ্দল পাথরের মতো বুকের ওপর বসেছিল। দৃঢ়তা, সাহসিকতা, নির্ভীক অবিচল প্রচেষ্টা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যারা প্রাণ বাজি রেখে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদী শাসকের বিরুদ্ধে তারা বিজয়ী হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চাওয়া হয়েছে। ফলে রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে। অভাবনীয় এ গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া এবং রাষ্ট্র সংস্কারে সহযোগিতা জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। এ দেশের ইতিহাসে গণতন্ত্রে আকাঙ্ক্ষা বারবার পর্যুদস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে গণতন্ত্রে বিজয় আসলেও ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। দেশে এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এখন এক নতুন বাংলাদেশের জায়গা তৈরি হয়েছে। সকলে মিলে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার আশা করা হয়। যেন বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী শাসন আর ফিরে না আসে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ নেয়। যেন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেন গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, সমস্ত রকম নিপীড়ন মোকাবিলা এবং অপসরণ করা সম্ভব হয়। ঐকমত্য কমিশন থেকে যে সুপারিশগুলো দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে কিছু একমত, কিছু ভিন্ন মত রয়েছে। সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব হবে এবং জাতির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী একটি জাতীয় সনদ তৈরি করা যাবে।

৮. এনসিপির আহ্বায়ক জনাব নাহিদ ইসলাম উপস্থিত সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানান। জুলাই ২০২৪ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যে নতুন আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে এবং সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে ঐকমত্যের উদ্যোগ নেওয়ায় দলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানান। বাংলাদেশের জনগণ গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট সরকারকে পলায়ন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। হাজারো মানুষ নিহত ও আহত হওয়ায় বর্তমান প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টি জুলাই ২০২৪-এর ধারাবাহিকতায় একটি নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর প্রধান শক্তি হচ্ছে দেশের তরুণ সমাজ। জুলাই অভ্যুত্থান শুধু কোনো ব্যক্তির পরিবর্তন নয়, ক্ষমতায় শুধু একটি দল থেকে আরেকটি দলকে বসানো নয়। বরং রাষ্ট্র কাঠামোর মৌলিক ও গুণগত অধিকার রক্ষা করবে এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে আন্দোলন-সংগ্রাম এবং গণ-অভ্যুত্থান হলেও তা ব্যর্থ হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে উদ্যোগ আয়োজন তা যেন কোনোভাবে ব্যর্থ না হয়। জনগণের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, সেই আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এটি জাতির কাছে সকলের অঙ্গীকার। সংস্কার বলতে মৌলিক পরিবর্তন এবং গুণগত পরিবর্তন হবে। বিগত সময়ে সংবিধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণ করা হয়েছিল। সংবিধানে এক ব্যক্তির একটি কাঠামো বীজ বপন ছিল। সেই রাষ্ট্র কাঠামো বহাল থাকলে যে দলই ক্ষমতায় যাক তার মধ্যে ফ্যাসিবাদ থাকবে, স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব থাকবে। ফলে সংবিধান, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচনব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন থেকে যে সকল সুপারিশ দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে অধিকাংশ একমত এবং অন্য যেগুলো আংশিক একমত বা দ্বিমত রয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে বলে তিনি আশা করেন। আগামীতে আর যেন কোনো ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন না আসে সে লক্ষ্য নিয়েই সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো তৈরির লক্ষে যার যার জায়গা থেকে কাজ করতে হবে।

৯. জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সংস্কার কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত এবং অস্পষ্ট রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

প্রজাতন্ত্র

এনসিপি-র বক্তব্য: ‘Republic’ and æPeople’s Republic of Bangladesh’- বিদ্যমান বাংলা অর্থ রাখাই ভালো। প্রস্তাবিত বাংলা অর্থ শব্দগত পরিবর্তন ছাড়া অন্যকিছু নয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান প্রণয়নের সময় "Republic"-এর সঠিক শব্দার্থ করা হয়নি। ‘প্রজা’ বললে অধীন বোঝায়। রাজার প্রজা এরকম। এখন থেকে বের হওয়ার জন্যই সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে ইংরেজিতে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

জাতিগোষ্ঠী ও ভাষা

এনসিপি-র বক্তব্য: সকল জাতিগোষ্ঠী বা জাতিসত্তার এবং তাদের নিজস্ব ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রের দাপ্তরিক ভাষা হবে ‘বাংলা’।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানে অন্য জায়গায় সকল জাতিগোষ্ঠী বা জাতিসত্তার এবং তাদের নিজস্ব ভাষার স্বীকৃতির প্রস্তাব করা হয়েছে। যার জন্য এখানে সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

বহুত্ববাদ

এনসিপি-র বক্তব্য: ‘বহুত্ববাদ’ শব্দ ব্যবহারে দ্বিমত পোষণ করে। কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত ‘বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ...’ এর পরিবর্তে ‘বহুত্ববাদ অর্থ হবে বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ...’ লেখার প্রস্তাব করে। ‘সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র’ রাখলেই সবগুলো চলে আসে। বহুত্ববাদের প্রয়োজন পড়ে না। ‘বহুত্ববাদ’ নিয়ে দেশের জনগণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে এবং অনেকের ব্যাপক আপত্তি রয়েছে। যদিও কমিশন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ভাষাভাষীদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য বহুত্ববাদ শব্দটির প্রস্তাব করেছে। ‘বিসমিল্লাহ’ ও ‘রাষ্ট্রধর্ম’ সংবিধানে থাকায় পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়ায় মূলনীতি এমন কিছু থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে সংখ্যালঘুদের প্রোটেকশন এবং অধিকার নিশ্চিত হয়। সেজন্য ‘বহুত্ববাদ’ মূলনীতিতে রেখে পরের ব্যাখ্যায় সেটি স্পষ্ট করা। ১৯৭২-এর ৪ মূলনীতি সংবিধানে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। সেজন্য ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বাদ দেওয়ায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও কূটনীতিকদের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ কাজ করছে। বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে ও অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গ মতামত প্রদান করা হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ‘ধর্মনিপেক্ষতা’-বাদ দিয়ে ‘বহুত্ববাদ’ প্রতিস্থাপনের চিন্তা থেকে শব্দটি প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দল ‘বহুত্ববাদ’ শব্দটিকে ‘একত্ববাদ’ শব্দের বিপরীত হিসেবে চিহ্নিত করছে। যে কারণে এটি স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে উঠেছে। ইংরেজি শব্দ ‘pluralism’ নিয়ে কারো আপত্তি নেই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং আন্তর্জাতিক উদ্বেগ হ্রাসে ধর্ম-নিরপেক্ষতাকে অন্য কীভাবে এড্রেস করা যায় তা ব্যাপকভাবে চিন্তা করতে হবে। এর সঠিক বাংলা অর্থ বা ‘বহুত্ববাদ’ শব্দের বিকল্প কী হতে পারে তা বিবেচনা করার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে এনসিপিকে অনুরোধ করা হয়। বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ বিধায় একীভূত করা যায় কি না। এখানে যেমন বাঙালি জাতি রয়েছে। পাশাপাশি মারমা, চাকমাসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা। একইসঙ্গে অনেক ভাষা রয়েছে।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

এনসিপি-র বক্তব্য: মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত মৌলিক অধিকারের কোন কোনটার ক্ষেত্রে আদালতে যাওয়া যাবে সেগুলো সুস্পষ্ট করতে বা সীমা রেখা দিতে হবে। সরকার সবগুলো মৌলিক অধিকার একইসঙ্গে বাস্তবায়ন করতে পারবে তা নয়। বাস্তবায়ন নির্ভর করবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে। বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হলে সরকার চালানো কঠিন হয়ে যাবে। আইন দ্বারা নির্ধারিত করে দেওয়াই ভালো।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানে অর্থনৈতিক অধিকারগুলোকে প্রিন্সিপাল হিসেবে রাখা হয়েছে। enforceability-এর ব্যবস্থা করা হয়নি। কমিশনের মতামত হচ্ছে, বাধ্যতামূলক করে দেওয়া। বাধ্যতামূলক করা হলেই রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না সেটাও বিবেচ্য বিষয়। সে বিবেচনায় অর্থনৈতিক অধিকারগুলো রাষ্ট্র progressively সক্ষমতা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবে। সুনির্দিষ্ট করা বা সীমারেখা নির্ধারণ করা সংবিধানে না কি আইন দ্বারা হলে ভালো হবে বিবেচনা করতে হবে। আদালতে গেলে রাষ্ট্রকে প্রমাণ করতে হবে কী কী কারণে বাস্তাবয়ন করতে পারছে না। অন্যান্য মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে এত শর্ত দেওয়া হয়েছে যে সে মৌলিক অধিকার ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। 'আইন দ্বারা নির্ধারিত করে দেওয়া' এনসিপির প্রস্তাবটি কমিশন কর্তৃক বিবেচনায় নেওয়া হবে।

আইনসভা-নিম্নকক্ষ

বয়সসীমা এবং তরুণদরে মধ্য হতে ১০%

এনসিপি'র বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত তরুণ-তরুণীদের বয়স এবং তাদের জন্য ১০% সংরক্ষণ করা সুপারিশের সঙ্গে নীতিগতভাবে আংশিক একমত পোষণ করে। তরুণ-তরুণীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এবং বয়স ২১-এর পরিবর্তে ন্যূনতম বয়স ২৩ বছর করার পাশাপাশি ভোটাধিকারের বয়স ১৬ বছর করা প্রয়োজন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: তরুণ-তরুণীদের মধ্য হতে ১০% সংরক্ষিত করা কমিশনের শুধু Recommendation, mandatory হিসেবে দেওয়া হচ্ছে না। বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজস্ব, ইউনিসেফের এবং আইএলও-এর ৩ ধরনের মানদণ্ড বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে তরুণ-তরুণী আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। এটা রাজনৈতিক দলের বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

ডেপুটি স্পিকার

এনসিপি'র বক্তব্য: ২জন ডেপুটি স্পিকার রাখার কারণ বোধগম্য নয়। শুধু ১জন ডেপুটি স্পিকার রাখাই বাঞ্ছনীয়। পুরোপুরি west minister system-এ যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ২ জন ডেপুটি স্পিকার রাখার কারণ হচ্ছে কোনো কারণে স্পিকারের কিছু হয়ে গেলে সংসদের ক্ষমতা বিরোধী দলের হাতে চলে যাবে। সরকারি দলের গাইড হিসেবে সরকারি দল এবং বিরোধী দল থেকে ২ জন ডেপুটি স্পিকার মনোনীত হবে। বিরোধীদলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বিরোধী দল থেকে ১ জন ডেপুটি স্পিকার রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্ষমতার ভারসাম্য, বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় ২ জন ডেপুটি স্পিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকল দলই ২ জন ডেপুটি স্পিকার রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তবে ডেপুটি স্পিকার হিসেবে সংসদে বড় ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই।

প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা ও দলীয় প্রধান

এনসিপি'র বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা ও দলীয় প্রধান নির্ধারণ সম্পর্কিত সুপারিশের বিষয়ে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-নেতা একই ব্যক্তি কিন্তু দলীয় প্রধান অন্যজন হবেন। রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা আলাদা হলে সংসদ পরিচালনা কঠিন হবে। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী হবেন মন্ত্রীদের মধ্যে first among the equals-এর ভিত্তিতে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সংসদ-সদস্যদের সংসদ কার্যক্রমে সবচেয়ে বেশি মনোনিবেশ দেওয়া দরকার।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা ও দলীয় প্রধান আলাদা হওয়া সুপারিশ করার কারণ হচ্ছে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। বিদ্যমান পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীর দখলে ৩টি পদ থাকায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচার হয়ে ওঠে, বিগত ১৫ বছর এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উদাহরণস্বরূপ ভারত এবং যুক্তরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। সংসদ-সদস্যদের সংসদ কার্যক্রমে মনোনিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদেরকে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমসহ স্থানীয় কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা গেলে তাদের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবেন। এখন প্রায় সকল সংসদ-সদস্যই সংসদ কার্যক্রমে মনোনিবেশ দেওয়ার পরিবর্তে স্থানীয় কার্যক্রমে অধিকতর মনোযোগী হয়ে থাকে। এছাড়াও, সংসদ-সদস্যদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত, সংসদে অনুপস্থিতি ৯০ দিনের পরিবর্তে ১৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে করা বাঞ্ছনীয়।

এনসিপি'র বক্তব্য: ৬টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে না থাকায় আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

কমিশনের ব্যাখ্যা: পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বিদ্যমান বিধিবিধান এবং আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এরজন্য সংবিধান সংস্কারের প্রয়োজন নেই। যে কোনো দল ইচ্ছা করলে কমিশনের যে কোনো সুপারিশ নিয়ে ঐকমত্য কমিশনে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। ইতোমধ্যে বিএনপি ৬টি কমিশনের সকল সুপারিশে পৃথকভাবে বিস্তারিত মতামত দিয়েছে এবং আলোচনা করেছে। ফলে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

স্থানীয় কমিটির সভাপতি

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমান পদ্ধতিতে সরকারি দলের ইচ্ছার ওপর সভাপতি মনোনীত হয়ে থাকে। সেখানে বিরোধী দল থেকে সহ-সভাপতি হতেও পারে, নাও হতে পারে। সেজন্য সকল স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সকল স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে করা বাস্তব সম্মত হবে না বিধায় কোনো কোনো দল FOC-সহ সুনির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। এনসিপি পক্ষ থেকে এ সুপারিশে কোনো মতামত দেওয়া হয়নি। এ সুপারিশে এনসিপির কোনো মতামত থাকলে পরেও দিতে পারবে।

এনসিপি'র বক্তব্য: স্থায়ী কমিটির সভাপতি মনোনয়নের বিষয়ে দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ৭০

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৭০ থাকার ফলে সংসদ-সদস্যগণ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারেন না। এমন কি সংসদে সাহসের সঙ্গে বক্তব্য দিতে পারেন না। সেজন্য শুধু অর্থবিলের সময়ে দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবেন না, বাকি সবক্ষেত্রে দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবেন। সেভাবে অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। জনগণের জানার অধিকার থেকে কমিশন গোপন ভোটে যাওয়ার বিপক্ষে মত দিয়েছে। এনসিপি অর্থবিল এবং আস্থা ভোট বাদে অন্য সকল ক্ষেত্রে দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবে প্রস্তাব করেছে। কোনো কোনো দল অর্থবিল, আস্থা ভোট, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সংবিধান সংশোধন এই ৪টি বাদে দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবে বলে মতামত দিয়েছে। আস্থা ভোটে শুধু প্রধানমন্ত্রীকে সরানো দলকে ক্ষমতা থেকে সরানো নয়। এটা করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আসার সম্ভাবনা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭০ নিয়ে দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

এনসিপি'র বক্তব্য: অনুচ্ছেদ ৭০ রাখার মূল কারণ হচ্ছে সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। সেজন্য অর্থবিলের পাশপাশি অনাস্থা ভোটও থাকা দরকার। বাকি বিলের ক্ষেত্রে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পক্ষে-বিপক্ষে যেভাবে খুশি ভোট দিবে। প্রকাশ্য ভোট হলে এমপিদেরকে দলের রোষানলে পড়তে হবে। শুধু প্রধানমন্ত্রীকে সরানো সরকারকে নয়, এ বিষয়টি চিন্তা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে Horse Trading যাতে না হয় সেটাও বিবেচনায় নিতে হবে।

উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ

এনসিপি'র বক্তব্য: নিম্নকক্ষের নির্বাচনের সময়েই উচ্চকক্ষে কাকে মনোনয়ন দিবে সে তালিকা প্রকাশ করতে হবে। কারণ ১টি ভোটের মাধ্যমেই উচ্চকক্ষের ফয়সালা হয়ে যাবে। সেজন্য জনগণকে জানতে হবে কোন দল কাকে উচ্চকক্ষে মনোনয়ন দিবে। তাতে নিম্নকক্ষে ভোটদানের সময় ঐ বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারবে। তা না হলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পিআর-এ ভগ্নাংশের বিষয়টিও সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন রয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: এনসিপি উচ্চকক্ষ করার ক্ষেত্রে এবং পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের সদস্যগণ নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত। পিআর পদ্ধতিতে ভগ্নাংশের বিষয়টি প্রচলিত মানদণ্ড অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। এনসিপি থেকে অনুচ্ছেদ ৫৫ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিষয়টিও বিবেচনাধীন রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪৮

এনসিপির বক্তব্য: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধন করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এ বর্ণিত ২টি ক্ষেত্র ছাড়া রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। তবে তা বাধ্যবাধকতার আওতায় পড়বে না। তবে আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে। কখনো কখনো নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী জনগণের স্বার্থবিরোধী কাজ করে থাকে সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

কমিশনের বক্তব্য: Nonbinding করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে তা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। জনগণের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীকে কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। তখন রাষ্ট্রপতি না শুনলে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। সরকার পরিচালনার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রয়োজন হবে তা সুনির্দিষ্ট করা যুক্তিযুক্ত। বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়ার জন্য বলা হয়।

এনসিসি

এনসিপির বক্তব্য: এনসিসির মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্থায় নিয়োগের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে এনসিসির সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের আলোকে নিয়োগের সুপারিশ করবে। তা না হলে সরকারি দল তাদের মতো করে নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। কারণ এনসিসি গঠনে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতিসহ ৫ থেকে ৭ জনই সরকারি দলের। সরকারি দল ও বিরোধীদলের বাইরের যিনি আসবেন তার এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে মানদণ্ড কী হবে তা সুনির্দিষ্ট না থাকলেও সমস্যা হবে। কমিশনের প্রস্তাবে দেখা যায়, অন্তবর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পরেও এনসিসি বিদ্যমান থাকবে। তখন তাদের কার্যক্রম কী হবে সেটাও বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্বস্ততার জায়গা না থাকলে জনগণের আস্থা হারাবে। এনসিসি গঠনে এনসিপি নীতিগতভাবে একমত প্রকাশ করে। তবে এনসিসিকে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে হবে। আবার এনসিসির দায়বদ্ধতা নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের মাধ্যমে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া যায় কি না পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। এতে করে সরকার চাপে থাকার সম্ভাবনা থাকবে, বিশ্বস্ততা অর্জনের চেষ্টা করবে। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করা যেতে পারে।

কমিশনের বক্তব্য: এনসিসির গঠন প্রক্রিয়া যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব। প্রধান বিচারপতি যেহেতু জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিযুক্ত হবেন এবং একমাত্র তিনিই নির্বাচিত নন। সেক্ষেত্রে তাকে দলীয় বিবেচনা করার সুয়োগ কম থাকবে। সেক্ষেত্রে মূলত সরকারি দলের ৪ জন। ফুলপ্রুভ করা ঠিক হবে না। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যে কোনো নিয়োগের মানদণ্ড আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। অন্তবর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পরে এনসিসি গঠনেও পরিবর্তন হবে। তখন ৫ সদস্যবিশিষ্ট এনসিসি হবে। কমিশনের সুপারিশে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এনসিসি গঠিত হলে সরকারি দল, বিরোধী দল, বিচার বিভাগ একজায়গায় হবে, পারস্পরিক আলোচনা হবে। এতে করে রাজনৈতিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং জনগণের বিশ্বস্ততার একটি জায়গা সৃষ্টি হবে। এনসিসি ন্যায়পালের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের মাধ্যমে নেওয়াও যুক্তসঙ্গত হবে না। কারণ সবকিছু দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যাওয়া বাস্তব সম্মত হবে না। শ্রীলঙ্কাতে এনসিসির দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং ভালোভাবে কাজ করছে। বিষয়টি নিয়ে আরো পর্যালোচনা করার জন্য এনসিপিকে অনুরোধ জানানো হয়।

অন্তবর্তী সরকার ও এর মেয়াদ

এনসিপির বক্তব্য: অন্তবর্তী সরকার নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকার হিসেবে অভিহিত হবেন। এনসিসিই অন্তবর্তী সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। রাষ্ট্রপতি এবং আগের সরকারের প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত এনসিসি অন্য সদস্যদের থেকে একজন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবে এবং অন্তবর্তী সরকারের মেয়াদ হবে ৭০ থেকে ৭৫ দিন। অথবা সার্চ কমিটির মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার নাম প্রস্তাব করে এনসিসিতে পাঠাতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার যোগ্যতা নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। কতদিনের মধ্যে অন্তবর্তী সরকার গঠন করা হবে সেটাও

নিশ্চিত করতে হবে। অন্তবর্তী সরকার প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে safe exit নিশ্চিত করা। এ বিষয়টিও দলীয় পর্যায়ে পুনঃপর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে বাদ দেওয়া হলে সরকারি দল এনসিসি মানতে চাইবে না। আরো জটিলতা হতে পারে। কমিশনও চাচ্ছে safe exit নিশ্চিত করা। এটা না হলে ফ্যাসিবাদী সরকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এনসিসিকে সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগে প্রথমে যে কোনো নাগরিককে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে সম্ভব না হলে বিচার বিভাগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে। কারণ যত জটিল পরিস্থিতি হোক না কেন শেষ ভরসাস্থল হচ্ছে বিচার বিভাগ। এরপরেও কিছু অপশন রাখা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার যোগ্যতা নির্ধারিত করা থাকবে। অধিকাংশের মতামত অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ৯০ দিন, প্রয়োজনে আরো ৩০ দিন। বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

এনসিপির বক্তব্য: বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করতে হবে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল স্ব-উদ্যোগেও যেন তদন্ত পরিচালনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

কমিশনের বক্তব্য: বিদ্যমান পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত বিষয় এবং যে কোনো উপায়ে যদি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল জানতে পারে তাহলে রাষ্ট্রপতির অনুমতি সাপেক্ষে তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে এনসিসির কাছে প্রাপ্ত অভিযোগও তদন্তের জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে পাঠাতে পারবে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল স্ব-উদ্যোগে অভিযোগ তদন্ত করার বিধান করা হলে অসত্য, বানোয়াট অভিযোগসহ এত ব্যাপক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যা আবার জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।

গণভোট

এনসিপির বক্তব্য: সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে কমিশন গণভোটের সুপারিশ করেছে। আইনসভা যদি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হয়, তাহলে দুই কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরে গণভোট কঠিন হয়ে যাবে। কারণ দুই কক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করাই কঠিন হবে। সেক্ষেত্রে জনগুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তাছাড়া গণভোটের সঙ্গে বড় অঙ্কের আর্থিক সংশ্লেষও জড়িত। গণভোটের বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচনের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একটি দল ৩০-৪০ শতাংশ এবং জোটবদ্ধ হয়ে ৫০-৬০ শতাংশ ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে থাকে। কখনো ৬০ শতাংশ আবার কখনো ৪০-৪৫ শতাংশ জনগণের বা তাদের প্রতিনিধিদের মতামত প্রতিফলিত হয় না। জনস্বার্থে কোনো সংশোধনী আনা হলে তা যে কোনোভাবে পাশে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে অধিকাংশ সংশোধনী ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুবিধার জন্য হয়েছে। কয়েকটি দল মতামত দিয়েছে সবক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন নেই। কোথায় কোথায় বা কোন কোন অনুচ্ছেদে গণভোট হবে তা সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করেছেন। নীতিগতভাবে একমত হলে বাস্তবায়নের বিষয়টি পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা যেতে পারে। গণভোটের বিষয়টি দলীয়ভাবে পর্যালোচনা করে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

বিচার বিভাগ

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার উপযুক্ততা

এনসিপির বক্তব্য: যাকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে তিনি কোথায়, কতদিন পোস্টিং ছিল, বিগত বছরগুলোর এসিআর, সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা প্রভৃতি বিষয় দেখতে হবে। অ্যাডভোকেট হলে তার নিরপেক্ষতা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, সততা প্রভৃতি বিষয়গুলো দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন দুই কমিশন থেকেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে, যে সুপারিশগুলো সংবিধানে সংযোজন করে নয়, আইনের দ্বারা করতে হবে। কারণ এগুলো সময় সময় পরিবর্তন হতে পারে। যার জন্য আইনের মাধ্যমে করাই ভালো।

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

এনসিপির বক্তব্য: সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য হবেন বিচারকগণ। সেক্ষেত্রে ব্যত্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাই দুর্নীতি, নৈতিক স্খলন, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে উচ্চকক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কোনো বিচারপতি যদি দুর্নীতি বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকেন বা নৈতিক স্খলন হয়ে থাকে সেটা তো সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের নজরে থাকবে। বিষগুলো নিরূপণ করাও কঠিন। এই শর্তগুলো রাখা হলে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে পারে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

এনসিপির বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা সমন্বয় কাউন্সিলের মেজরিটির ভিত্তিতে মনোনয়ন করতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্যসহ ইলেক্টোরাল কলেজকে ৬৪টি জেলা কাউন্সিল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছে। কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্যসহ স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে রাষ্টপতি নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। তাদের মতামত হচ্ছে, এতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও গ্রহণ যোগ্যতা অনেক বৃদ্ধি পাবে।

জরুরি অবস্থা জারি

এনসিপির বক্তব্য: অনেক সময় দেখা যায় জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা কোনো দলের স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করে থাকে। সেখানে থেকে বের হওয়ার জন্য জরুরি অবস্থা জারিতে উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন কোরিয়ায় রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করলেও সংসদ সেটা আটকে দিয়েছে। নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকার জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবে না। কারণ তাদের দায়িত্বই হচ্ছে সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেওয়া। ইতঃপূর্বে নির্বাচনের জন্য এসে জরুরি অবস্থার নাম করে ২ বছর ক্ষমতায় ছিল। বিকল্প হিসেবে কোর্টে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের মতামত নেওয়া যেতে পারে। জরুরি অবস্থার বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জরুরি অবস্থা নিয়ে ২/১টি ভিন্ন ঘটনা রয়েছে। তারপরেও সত্যিকার অর্থে জরুরি অবস্থা জারির প্রয়োজন হলে উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। কখনও কখনও খুবই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জরুরি অবস্থা জারির প্রয়োজন হতে পারে তখন উভয় কক্ষ একত্র করার সময় নাও থাকতে পারে। সেজন্য সরকারের ক্ষমতা থাকা দরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও রাষ্ট্রীয় ও জনগণের প্রয়োজনে জরুরি অবস্থার প্রয়োজন হলে তখন অন্তর্বর্তী সরকারের করণীয় কিছু থাকবে না। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে, কেবলমাত্র এনসিসির সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত সুপারিশে উল্লেখ রয়েছে। জরুরি অবস্থার বিষয়ে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

এনসিপির বক্তব্য: এসজিসি বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় বিচারপতিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সঠিকভাবে তদন্ত হবে কি না তা বোধগম্য নয়। এখনও অনেক বিচারপতিদের বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে যেগুলো খুব একটা আমলে নেওয়া হচ্ছে না। অতীতে বিচারক

কীভাবে নিয়োগ হয়েছে এবং কাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তা সকলেরই জানা। ভবিষ্যতে যে এরকম ঘটবে তা কিন্তু নয়। প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রে বা দেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আলোচনায় সভাপতি বলেছেন, সবকিছুর পরেও মানুষের শেষ ভরসার স্থল বিচার বিভাগ। সেকারণে প্রধান বিচারপতি নিয়োগে ব্যালেন্স থাকা আবশ্যক বিধায় রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেওয়ার পূর্বে উচ্চকক্ষের সমর্থনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়া হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন যখন প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করে তখন বিদ্যমান সংবিধানকে বিবেচনায় রেখে সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করে। সংবিধান সংস্কার কমিশন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অর্থাৎ উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের প্রস্তাব করেছে। সংবিধান সংস্কার কমিশনও সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করেছে। এ সুপারিশটি বাস্তবায়িত হলে প্রধান বিচারপতি নিয়োগে স্বচ্ছতা ফিরে আসবে, জটিলতার অবসান হবে। উচ্চকক্ষের মাধ্যমে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিধান করা হলে রাজনীতিকরণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বিচারক নিয়োগে ১০ বছরের অভিজ্ঞতার বাইরে আর কোনো যোগ্যতা উল্লেখ নাই। সেজন্য অতীতে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক নিয়োগ হয়েছে। কমিশন থেকে বিচারক নিয়োগে যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয় সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যা কমিশনের প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ হলে জটিলতার অবসান হবে। উচ্চকক্ষ জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দিতে না চাইলে বা প্রত্যাখ্যান করলে তখন আরো জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে এসজিসিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দেওয়ার বিধান করা যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে ও এসজিসি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন করা গেলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। দুই কমিশনই সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ করেছে। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিষয়টি পুনবিবেচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানোর অনুরোধ করা হয়।

আয়কর হিসাব

এনসিপির বক্তব্য: সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয় নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তবে প্রত্যেকের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি আয়কর বছরেই দিতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ৩ বছর পরপর ওয়েবসাইটে প্রকাশের সুপারিশ করা হয়েছে। ১ বছর পরপর করা হলে বিচারকসহ কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে আপাতত চালু হলে পরবর্তী সময়ে সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে।

হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ

এনসিপির বক্তব্য: যেভাবেই হোক না কেন, অন্ততপক্ষে, বিভাগীয় শহরে হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। যদিও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিচারকার্যে সহজলভ্যতা এবং জনগণের পূর্ণ দাবি রয়েছে হাইকোর্টকে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য।

কমিশনের ব্যাখ্যা: হাইকোর্টকে একবার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছিল। কিন্তু কোর্ট থেকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায় থাকায় সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে রায় দিয়েছে। যদিও এ রায় নিয়ে অনেক সমালোচনা রয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন উক্ত রায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে unitary character রক্ষা করেই হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাব করা হয়েছে। বিস্তারিত কমিশনের প্রস্তাবে রয়েছে।

স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

এনসিপির বক্তব্য: পিপি, জিপিসহ এই ধরনের নিয়োগে স্বচ্ছতা আনয়ন একান্ত প্রয়োজন। কারণ এদের থেকে তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ জনগণ সেবা পাবে। যেভাবে যে ধরনের সেবা পাওয়ার কথা জনগণ তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা দরকার।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন দুই কমিশন থেকেই স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে একটি অরাজক পদ্ধতিতে পিপি, জিপিসহ এ ধরনের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। কত জনকে নিয়োগ দিচ্ছে বা দিবে, তাদের সুযোগসুবিধা কী, সঠিক দায়িত্ব-কর্তব্য কী এবং জবাবদিহিতার বিষয়ে কিছুই সুনির্দিষ্ট করা নেই। এর থেকে উত্তরণের

জন্য উভয় কমিশন 'স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস' নামে একটি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেছে। এটি বাস্তবায়ন করা গেলে জটিলতা বহুলাংশে নিরসন হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

উচ্চকক্ষের আসন সংখ্যা

এনসিপির বক্তব্য: উচ্চকক্ষের আসন সংখ্যা ১০০ করার ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। ১০০টি আসনের মধ্যে ৩৩% নির্দলীয় প্রার্থী হবে। উচ্চকক্ষে ২৫% নারীদের আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করে। স্বচ্ছতার জন্য নিম্নকক্ষের নির্বাচনের সময়েই উচ্চকক্ষে কাকে মনোনয়ন দিবে সে তালিকা প্রকাশ করতে হবে। উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স ৩৩ বছর এবং কোনো কক্ষেই শিক্ষাগত যোগ্যতা না রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। শিক্ষাগত যোগ্যতা রাখা হলে সাংবিধানিক অধিকার হরণ করা হতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন উচ্চকক্ষে সদস্য সংখ্যা ১০৫ জনের সুপারিশ করেছে। ১০০ জন মোট প্রাপ্ত ভোটের ১% হারে দলগুলোর মধ্যে প্রার্থী নির্বাচিত হবে। বাকি ৫ জন বিভিন্ন শ্রেণিপেশা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী থেকে রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী মনোনয়ন দিবেন। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০০ জনের সুপারিশ করেছে এবং মোট প্রাপ্ত ভোটের ৩% হারে দলগুলোর মধ্যে প্রার্থী নির্বাচিত হবে। তাছাড়া ৫০টি আসন দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে এবং বাকি ৫০টি নির্দলীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিপেশা থেকে হবে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সবপর্যায়ের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা রাখার বিষয়েও সুপারিশ করেছে। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ দল বা সংস্থা শিক্ষাগত যোগ্যতা না রাখার পক্ষে। উচ্চকক্ষের আসন সংখ্যা, নির্বাচন পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্ভব হলে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়ার অনুরোধ করেন।

নিম্নকক্ষে নারী আসন সংখ্যা

এনসিপির বক্তব্য: নিম্নকক্ষে নারী আসন সংখ্যা ১০০টিতে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তবে নারী আসনের নির্বাচন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে না হয়ে সরাসরি বা বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করে। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে দেখা যাবে এমন একটি আসন পেয়েছে যেটি নিয়ে পরবর্তী সময়ে দলের মধ্যে কোন্দল বাড়বে। আবার যিনি জিতেছেন এবং যিনি হেরেছেন ৫ বছর পরে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার পড়বে। তাছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রে ৫ বছর পরেই ভোট হবে এমনটা বলা যায় না। ফলে ঘূর্ণায়মান একটি জটিল পদ্ধতি, যা কোনো দলই মানতে রাজি হবে না। আবার ৩টি আসনের সমন্বয়ে ১টি আসন করা হলে একজন নারী প্রার্থীর জন্য নির্বাচনি ব্যয় বেড়ে যাবে এবং নির্বাচন করা কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন দুই কমিশনই নারী আসন ১০০টি করার সুপারিশ করেছে এবং সরাসরি নির্বাচন শুধু নারীদের মধ্যেই হবে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। নির্বাচন কমিশন লটারির মাধ্যমে ১০০টি আসন নির্বাচন করবে। প্রতি ৫ বছর পর এভাবে লটারির মাধ্যমে নারী আসন নির্বাচন করা হবে। ভারতের পঞ্চায়েত প্রথায় এভাবে নারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় তৃণমূলে নারী নেতৃত্ব প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন সারাদেশকে ১০০টি আসনে ভাগ করে সরাসরি নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। সেক্ষেত্রে প্রতি ৩টি আসন নিয়ে একটি নারী আসন হবে। বিদ্যমান পিআর পদ্ধতিতে অর্থের ছড়াছড়ি ছাড়াও স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয়স্বজন নারী কোটায় অলংকার হিসেবে এমপি হয়ে থাকে। একজন নারী প্রার্থীকে ২জন পুরুষ প্রতিনিধির সমর্থন নিতে হচ্ছে, যা খুবই বিব্রতকর। ফলে সঠিক ও যোগ্য নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হচ্ছে না। এর থেকে বের হতে হবে। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির নেতিবাচক দিক হলো যে কেউ আদালতে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করে দিতে পারে এবং আসন বরাদ্দ নিয়ে দলের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সারাদেশকে ১০০টি আসনে ভাগ করা হলে নির্বাচনের নেতিবাচক দিক হবে, ১ জন নারী সদস্যকে ৩টি নির্বাচনি এলাকা নিয়ে নির্বাচন করতে হবে, যা ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য। একইসাথে Overlapping হওয়ায় পুরুষ এমপিদের আধিপত্য বেশি থাকবে এবং অবমূল্যায়ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এনসিপি ১০০ নারী আসনে সম্পূর্ণ একমত, নির্বাচন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে দ্বিমত পোষণ করেছে। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সুপারিশ ছাড়াও অন্য কোনো সমাধান বা প্রস্তাব থাকলে পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানোর অনুরোধ করেন।

সীমানা নির্ধারণ

এনসিপির বক্তব্য: সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। এর জন্য আলাদা কমিশন গঠন করা হলে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন হলে সীমানা নির্ধারণে কোনো জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দলীয় সরকার হলে কমিশনও অনেক সময় দলীয় হয়ে যায়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সীমানা নির্ধারণ নিয়ে অতীতে অনেক জটিলতা হয়েছে। সরকারি দল তাদের সুবিধা মতো আসন বিন্যাস করেছে। এ নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে চরম ক্ষোভও দেখা গেছে। সেজন্য একটি কমিশনের মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করা হলে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়।

সভাপতি: দীর্ঘ সময় সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য এনসিপির অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ১ম পর্যায়ের সংলাপের মুলতুবি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
জাতীয় নাগরিক পার্টির মুলতুবি সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৩ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৬ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির মুলতুবি সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ২৩ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৬ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : মঙ্গলবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. **উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ**

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	সদস্য, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান
৫.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	সদস্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

৩. **সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী জাতীয় নাগরিক পার্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব আখতার হোসেন	সদস্য সচিব
২.	জনাব সারজিস আলম	উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক
৩.	জনাব সরোয়ার তুষার	যুগ্ম আহ্বায়ক ও সংস্কার সমন্বয় কমিটির কো-অর্ডিনেটর
৪.	জনাব জাবেদ রাসিন	যুগ্ম আহ্বায়ক ও সংস্কার সমন্বয় কমিটির সদস্য
৫.	জনাব আরমান হোসাইন	যুগ্মসংগঠক এবং সংস্কার সমন্বয় কমিটির সদস্য

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) সংলাপের শুরুতে জানান যে, **এনসিপি 'মৌলিক সংস্কার এর রূপরেখা' নামে একটি সংস্কার প্রস্তাব ঐকমত্য কমিশন**ের কাছে হস্তান্তর করবেন। উক্ত রূপরেখার আলোকে এনসিপির সম্মানিত সদস্য-সচিব জনাব আখতার হোসেনকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানান।

৭. এনসিপি-এর সদস্য-সচিব জনাব আখতার হোসেন উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের জনগণ বিভিন্ন সময়ে ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের কয়েক হাজার ছাত্র-জনতা জীবন দিয়েছে

এবং হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আহত ও পঙ্গু হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানকে সার্থক করার জন্য সকলে নতুন বাংলাদেশ গড়ার অপেক্ষায় রয়েছে। আর যেন কোনো ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের উৎপত্তি বাংলাদেশে না হয় সেজন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। মৌলিক সংস্কারগুলোর মধ্যে যেগুলো অবশ্যই সংস্কার প্রয়োজন তার একটি বিস্তারিত রূপরেখা 'মৌলিক সংস্কার-এর রূপরেখা' নামে ঐকমত্য কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। **ক্ষমতার ভারসাম্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং বিকেন্দ্রীকরণকেই মৌলিক সংস্কার হিসেবে এনসিপি মনে করছে**। এগুলো অর্জনের জন্য সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাতন্ত্রী উপদানগুলো মুক্ত করতে হবে। এনসিপি আশা করছে, কমিশন প্রস্তাবগুলো সুবিবেচনায় নিবেন। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৮. সহ-সভাপতি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে আজকের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানান। এনসিপির সঙ্গে **১ম** আলোচনায় কিছু বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হয়েছে এবং সময় স্বল্পতার জন্য সংলাপটি মুলতুবি করা হয়। আজকের মুলতুবি সভায় বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। এর মধ্যে এনসিপি 'মৌলিক সংস্কার-এর রূপরেখা' নামে যে সংস্কার প্রস্তাবনা দিয়েছে সেটাও ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হলো এবং এগুলো গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করে দেখা হবে। আলোচনার সুবিধার্থে কিছু কিছু সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আজকেও আলোচনা হতে পারে। তিনি অবগতির জন্য বলেন, কমিশন আশা প্রকাশ করছে সকল দলের সঙ্গে **১ম** পর্যায়ের আলোচনা আগামী **১৫ই** মে **২০২৫**-এর মধ্যে শেষ করে কিছুদিনের মধ্যেই ২য় পর্যায়ের আলোচনা শুরু করা যাবে। কমিশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি 'জাতীয় সনদ' প্রস্তুত করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার টেকসই পথরেখা তৈরি করা।

৯. জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সংস্কার কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত এবং অস্পষ্ট রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার- সংখ্যা ও নির্বাচন

এনসিপির বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকারের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশ করেছে। ডেপুটি স্পিকারের ভূমিকা এমনিতেই কম। তারপরে সরকারি দল ও বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার রাখা হলে বিরোধী দলের ডেপুটি স্পিকার কোনো সুযোগই পাবেন না। **বিরোধী দল থেকে ১ জন ডেপুটি স্পিকার রাখার পক্ষে একমত পোষণ করে**।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ১ জন ডেপুটি স্পিকার থাকলে সুবিধা বেশি পাবে। সেক্ষেত্রে কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধা তুলে ধরা হয়েছে। **কোনো কারণে স্পিকারের কিছু হলে সরকারি দলের কোনো গার্ড থাকবে না। সে কারণে অনেক দল বিশেষ করে বড় দল বিরোধী দল থেকে ১ জন ডেপুটি স্পিকার মানতে চাইবে না।**

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

কমিশনের বক্তব্য: এ পর্যন্ত আলোচনায় সব না দিয়ে পিআর পদ্ধতি অথবা ৫০:৫০ অথবা Financial Oversight Committee (FOC), স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্রসহ এরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু কমিটি সুনির্দিষ্ট করে বিরোধী দলকে দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে। **কার্যপ্রণালি বিধি সংশোধন করে বিশেষাধিকার কমিটিকে ক্ষমতায়িত করে এ কমিটিকে দেওয়ারও প্রস্তাব এসেছে।**

এনসিপির বক্তব্য: বিরোধী দলকে সকল স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না বা অনেক দল বিশেষ করে বড় দলগুলো মানবে না। তবে **গুরুত্বপূর্ণ কমিটি যেমন Public Accounts Committee (PAC), স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, পরিকল্পনাসহ আরো কিছু কমিটি সুনির্দিষ্ট করে বিরোধী দল থেকে দেওয়া যেতে পারে।**

অনুচ্ছেদ ৭০

কমিশনের বক্তব্য: এনসিপি **১ম** বৈঠকে গোপন ভোটসহ অর্থবিল এবং আস্থা ভোট বাদে অন্য সকল ক্ষেত্রে দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবেন প্রস্তাব করেছিল। এর বাইরেও সংবিধান সংশোধন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়ে দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী মতামত দেওয়ার কথা বলেছিল। **অনুচ্ছেদ ৭০-এর বিষয়ে নতুন কোনো মতামত আছে কি না জানতে চাওয়া হয়।**

এনসিপি'র বক্তব্য: অনুচ্ছেদ ৭০-এ সরকারের স্থিতিশীলতা এবং সংসদ-সদস্যদের স্বাধীনতা এটা এনসিপির মূলনীতি। তাই অর্থ বিল ও আস্থা ভোট রাখার পক্ষে। সংবিধান সংশোধন এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রাখার বিপক্ষে। গণভোটের জায়গায় সংবিধান সংশোধনের

বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংজ্ঞায়িত নয়। সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধন করার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৭০-এর রাখার পক্ষে কি না জানতে চাইলে এনসিপি বলেন, **তাদের মূল দর্শন হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৭০ বাতিল**। সেক্ষেত্রে আস্থা ভোটের বিষয়টি অনুচ্ছেদ ৫৫ এবং ৫৭ সংশোধনপূর্বক সংযুক্ত করা যায়। অর্থবিলের বিষয়টি অনুচ্ছেদ ৮১-তে যুক্ত করা যায়। আস্থা ভোটের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আস্থা ভোট দিতে পারবে কিন্তু দলের বিরুদ্ধে নয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা না থাকলে দলের সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাব আনবে। সেজন্য সংবিধানে ঐভাবে আস্থাভোটের বিধানটি রাখতে চাচ্ছি না।

কমিশনের বক্তব্য: এনসিপি আজকের বক্তব্যে অনুচ্ছেদ ৭০ পুরোপুরি বাতিল চাচ্ছে। **তবে অধিকাংশ দল অনুচ্ছেদ ৭০ রাখতে চাইলে সেক্ষেত্রে অর্থবিল ও আস্থা ভোট, এর বাইরে নয়। তারপরেও সংবিধান সংশোধনে গণভোটের বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিবেচনায় রাখার অনুরোধ করা হয়**। কেউ একজন বা কোনো দল বলল আস্থা নেই তাতেই প্রধানমন্ত্রী চলে যাবে বা সরকারের পতন হবে তা নয়। আস্থা নেই বিষয়টি প্রমাণ করতেই হবে। তা না হলে দল বা প্রধানমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ করবে। সেজন্যই আস্থাভোটের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় এবং লাগবেই। অনাস্থা প্রস্তাব সাধারণত বিরোধী দলই এনে থাকে। এটা অনেক সময় সরকারকে চাপে রাখা, কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া-জয়ের বিষয় নয়।

এনসিপি'র বক্তব্য: বিদ্যমান আলোচনায় অর্থবিল এবং আস্থা ভোট এ দুটোতেই দলীয় অবস্থান বলে জানায়। **অনুচ্ছেদ ৭০-এ কী কী সংযুক্ত করা হবে এবং সংবিধান সংশোধনীর ক্ষেত্রে দলের পক্ষে থাকা বাধ্যতামূলক হবে কি না দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে**।

অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)

কমিশনের বক্তব্য: গত বৈঠকে এনসিপি অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধনের কথা বলেছিল। সংবিধান সংস্কার কমিশন অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করার সুপারিশ করেছে। অর্থাৎ কোন কোন কাজগুলো প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই করতে পারবে। **অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) বিষয়ে দলীয় পর্যায়ের আলোচনায় এনসিপির কোনো মতামত আছে কি না জানতে চাওয়া হয়।**

এনসিপির বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশন এনসিসি গঠনের সুপারিশ করেছে। সাংবিধানিক সংস্থায় নিয়োগসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এনসিসিকে দেওয়া হচ্ছে, যেগুলো প্রধানমন্ত্রীর একক কর্তৃত্বে ছিল। তারপরে রাষ্ট্রপতিকে যদি আলাদা করে সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খুবই সীমিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে যদি **এনসিসি শক্তিশালী হয়ে যায় বা করা যায় তাহলে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) খুব সমস্যা হবে না। অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এ এনসিসি সংযুক্ত করতে হবে। এনসিসি গঠিত না হলে অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে**।

কমিশনের বক্তব্য: এনসিসি গঠনে বড় দলগুলোর আপত্তি রয়েছে। বড় ২টি আপত্তি হচ্ছে– ১. এনসিসি গঠন, ২. রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতিকে না রাখা। **বিএনপি অনেকটা এনসিসি চাচ্ছেই না। জামায়াতসহ স্বল্প কয়েকটি দল নীতিগতভাবে একমত হলেও রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে আপত্তি তুলেছে**।

এনসিপির বক্তব্য: যদি রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি না থাকে তাহলে এনসিসিতে ভারসাম্য নিরূপণ অসম্ভব হয়ে যাবে।

কমিশনের বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি না থাকলে ৭ সদস্যের এনসিসির মধ্যে বিরোধী দলের সদস্য বেশি প্রতীয়মান হবে। সেখানেই বিএনপির আপত্তি। **৯ সদস্য হলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।** বিএনপিসহ কয়েকটি দল প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বেশি কমানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। এনসিসি গঠনে এনসিপি কোনো ছাড় দিবে কি না জানতে চান।

এনসিপির বক্তব্য: **এনসিসি গঠন করতেই হবে। এখানে কোনো ছাড় নেই**। তবে এনসিসির যে কার্যক্রম দেওয়া হয়েছে তাতে ৯ সদস্যবিশিষ্ট হওয়া উত্তম। কারণ সরকারকে তো বিভিন্ন কার্যক্রম চালাতে হবে। কোনো বাধাগ্রস্ত যাতে না হয়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতিকে সদস্য না রাখা হলে সেক্ষেত্রে কমিশনের মতামত কী জানতে চান। **এনসিসির গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।**

কমিশনের বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি বাদে এনসিসি গঠনে কমিশন এখনো চিন্তা করেনি। সব দলের সঙ্গে আলোচনার পরে **এনসিসি গঠনে করণীয় নির্ধারণে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে উত্থাপিত বিষয়গুলো নিয়ে বৈঠক করা হবে**। এনসিসির কার্যক্রম থেকে ৩ বাহিনী প্রধানকে বাদ দেওয়ার যৌক্তিকতা কী তা জানতে চাওয়া হয়।

এনসিপির বক্তব্য: সংসদীয় গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের দল দেশ পরিচালনা করবে। কোনো কারণে সশস্ত্র বাহিনী তাদের কথা না শুনলে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হবে, রাষ্ট্রপরিচালনা কঠিন হয়ে যাবে। **সেজন্য রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার স্বার্থে বা বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলায়**

প্রতিরক্ষা বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের অধীনেই সশস্ত্র বাহিনীর নিয়োগগুলো হওয়া প্রয়োজন। সশস্ত্র বাহিনীর সংস্কারের প্রয়োজন হলে অভ্যন্তরীণভাবে করতে হবে। কিন্তু নির্বাহী থেকে সরিয়ে দেওয়ায় দ্বিমত পোষণ করে।

কমিশনের বক্তব্য: ৩ বাহিনীর জন্য ৩টি আইন রয়েছে। সে আইনগুলোও পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। তবে সংবিধানে সংযোজন করা হলে প্রয়োজনে আইন পরিবর্তন করতেই হবে। সশস্ত্র বাহিনীকে নিরপেক্ষ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করতে হবে। সেজন্য সশস্ত্র বাহিনী সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। **তিন বাহিনী প্রধান নিয়োগে নিরপেক্ষতার লক্ষ্যে এনসিসি-এর বাইরে কোনো পদ্ধতি আছে কি না এবং এনসিসির গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে পুনরায় পর্যালোচনা করে জানানোর অনুরোধ করা হয়।**

অন্তর্বর্তী/তত্ত্বধায়ক সরকার ও এর মেয়াদ

এনসিপির বক্তব্য: **১ম** সংলাপের সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে আলোচনায় বিচার বিভাগের ওপর নির্ভরশীলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল এবং বলা হয়েছিল পর্যালোচনা করে জানানোর জন্য। তখন বলা হয়েছিল, অন্তর্বর্তী সরকার প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে safe exit নিশ্চিত করা। **safe exit নিশ্চিতের জন্য অর্ন্তবর্তী সরকার ও এর মেয়াদ নিয়ে দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনার কার্যক্রম চলমান। ২য় পর্যায়ের আলোচনায় অন্তর্বর্তী সরকার ও এর মেয়াদের একটি লিখিত রূপরেখা অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেওয়া হবে।**

কমিশনের বক্তব্য: অন্তর্বর্তী সরকার ও এর মেয়াদ নিয়ে এনসিপির কার্যক্রম চলমান সেজন্য কিছু বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে: **১.** তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ক্ষেত্রে এনসিসির ভূমিকা কী হতে পারে; ২. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন ও এর মেয়াদ; এবং ৩. safe exit কীভাবে নিশ্চিত করা যায়। সকল দলের সঙ্গে আলোচনা করেই সব বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। **সেজন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন ও এর মেয়াদ সম্পর্কিত রূপরেখা স্বল্পতম সময়ে দেওয়া হলে কমিশন পর্যালোচনা করতে পারবে।**

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল (এসজেসি)

কমিশনের বক্তব্য: সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন এবং এর কার্যাবলি সম্পর্কে সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ মোটামুটি একই। প্রস্তাবিত সুপারিশে SJC রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত, স্বউদ্যোগে, এনসিসি কর্তৃক প্রেরিত বা নির্দিষ্ট অভিযোগ বক্সে বা যে কোনো উপায়ে প্রেরিত অভিযোগ আমলে নিয়ে যাচাই-বাছাই করে তদন্ত করতে পারবে। সকল অভিযোগের অগ্রগতিসহ periodically প্রকাশ করতে হবে। এতে SJC কাজের অগ্রগতি জনগণ জানতে পারবে। ফলে কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত বিষয় এবং যে কোনো অভিযোগের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমতি সাপেক্ষে SJC তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রেরণ না করায় বা অনুমতি না দেওয়ায় কোনো অভিযোগেরই তদন্ত হচ্ছে না, ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় না। বিচারক বা নির্বাচন কমিশনার সকলেরই জন্য একই নিয়ম। তবে নির্বাচন কমিশনার হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের জন্য এবং কমিশনার থাকা অবস্থায় অভিযোগ আসলে SJC তদন্ত করতে পারবে। কিন্তু কমিশনার না থাকলে আভিযোগ আসলেও SJC-এর কিছু করণীয় নেই। অর্থাৎ SJC-কে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আবার কমিশনার পদের tenure এবং এদের আচরণবিধি বা অপসারণ পদ্ধতিও নেই। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কমিশনারদের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ আসে তা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে সর্বদলীয় একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। বিশেষ করে ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ নির্বাচনে কমিশনাররা শপথ ভঙ্গ করেছেন এবং তাদের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। তারা কমিশনার নেই বিধায় জবাবদিহিতার উর্ধ্বে হতে পারেন না।

এনসিপির বক্তব্য: **SJC যেভাবেই অভিযোগ পাক না কেন যাচাই-বাছাইয়ের পর তদন্ত করে প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতির কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবে- এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে**। কমিশনারদের সময়কালের মধ্যে হলে নির্বাচন কমিশনারদের যে কোনো অভিযোগ **SJC** আমলে নিতে পারবে। কিন্তু after tenure- কিছু করার নেই। **শুধু নির্বাচন কমিশনার নয় সকল সাংবিধানিক সংস্থার কমিশনারদের In tenure বা after tenure যে কোনো সময়েরই অভিযোগ হোক না কেন SJC-এর এখতিয়ারভুক্ত করার প্রস্তাব করেন**। কারণ কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, অপরাধ করলে আইনের আওতায় আনতেই হবে। তা না হলে স্বচ্ছতা আসবে না এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে না। উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে সর্বদলীয় কমিটি করে তদন্তের ব্যবস্থা করা হলে রাজনীতিকরণ হতে পারে বা কেউ প্রতিহিংসার শিকার হতে পারেন।

কমিশনের বক্তব্য: বিএনপি বিদ্যমান আইনে সিভিল এবং ক্রিমিনাল মামলার বিষয়ে মত দিয়েছে। কিন্তু সিভিল বা ক্রিমিনাল মামলা করতে হলে নির্বাচনের বৈধতার প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যাবে। ইতোমধ্যে ২০১৪-এর নির্বাচনকে বৈধ বলে রায় দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে কমিশনাররা পার পেয়ে যেতে পারেন। **শপথ ভঙ্গ বা কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি করলে কমিশনারদের অবসরের পরে কী করণীয় বা সংবিধানে কীভাবে সংযোজন করা যায় সে বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়।**

এনসিপির বক্তব্য: আলোচিত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আবার বিষয়টি 'শপথ' সংশ্লিষ্ট। **বিষয়টি নিয়ে কমিশনকেও চিন্তা করার অনুরোধ করে এবং এনসিপিও দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানাবে।**

সংবিধান সংশোধন-গণভোট

কমিশনের বক্তব্য: ১৯৭২-এর সংবিধানে গণভোটের বিধান ছিল না। ৫ম সংশোধনীতে বেশকিছু অনুচ্ছেদ সংশোধনীর ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান সংযুক্ত করা হয়। ১২তম সংশোধনীতে অনেক কমানো হয়, যা ৫ম সংশোধনীতে ব্যাপক ছিল। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর সময় পুনরায় গণভোট বাতিল করে। এখন পর্যন্ত আলোচনায় সকল দলই সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে গণভোট আয়োজনে একমত পোষণ করেছে। কিন্তু কোনো দলই সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব দেয়নি। **এনসিপি গণভোট সম্পর্কে তাদের 'মৌলিক সংস্কার এর রূপরেখা'-এর ১৬ পৃষ্ঠায় কিছু লিখিত মতামত দিয়েছে।** সেখানে 'স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামো' গণভোটের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রায়ই পরিবর্তন করতে হয়। গণভোটের ব্যবস্থা রাখলে বিকেন্দ্রীকরণ আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক গণভোটের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে পুনরায় দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

কমিশনের বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন থেকে আপিল বিভাগের সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। **বিএনপি নীতিগতভাবে একমত হলেও প্রথমে সর্বোজ্যেষ্ঠ ৩ জনের মধ্যে ১ জন পরবর্তী সময়ে আলোচনার পরে সর্বজ্যেষ্ঠ ২ জনের মধ্যে ১ জনে রাজি হয়েছে।** আরো ১টি দলে সর্বজ্যেষ্ঠ ২ জনের মধ্যে ১ জন প্রস্তাব করেছে। কারণ কোনো করণে সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি অযোগ্য বা অসমর্থ হলে বিকল্প অপশন থাকে বা জটিলতা এড়ানো যায়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

কমিশনের বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে, উভয় কক্ষের সকল সদস্য, ইলেক্টোরাল কলেজ (সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা সমন্বয় কাউন্সিল)-এর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে, উভয় কক্ষের সংসদ-সদস্যগণ এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। এতে ভোটার সংখ্যা হবে ৬৫ থেকে ৭০ হাজার। **কম হলে যেমন কেনাবেচার সুযোগ থাকবে আবার স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদেরকে ভোটার করা হলে স্থানীয় নির্বাচনে হস্তক্ষেপ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।**

এনসিপির বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশকে সমর্থন করে ব্যাপক নির্বাচকমণ্ডলী করার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

কমিশনের মতামত: বিভিন্ন কমিশনের বেশ কিছু সুপারিশ (প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি...) সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনার সময় আলোচিত হওয়ায় সেগুলো নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।

বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পত্তির বিবরণী

এনসিপির বক্তব্য: বিচার বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পত্তির বিবরণী ৩ বছর নয়, প্রতিবছরে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রস্তাব করে।

কমিশনের বক্তব্য: বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন নীতিগতভাবে প্রতিবছর দেওয়ার বিষয়ে একমত ছিল। কিন্তু বিস্তারিত পর্যালোচনার পরে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য ৩ বছরের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রথমত প্রতিবছর সম্পত্তির বিবরণী দেওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য জটিল হবে এবং এরজন্য সার্ভারও প্রস্তুত নেই। দ্বিতীয়ত শুধু বিচার বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কেন, প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী নয় কেন–ইতোমধ্যে সে প্রশ্ন উঠেছে। রাষ্ট্রপতি, জনপ্রতিনিধি, কমিশনসহ সকলেই প্রজাতন্ত্রের বেতন-ভাতা নিয়ে থাকেন। সেজন্য প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পত্তির হিসাবই প্রতিবছর জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। জনপ্রতিনিধির আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্বাচন কমিশনে রয়েছে। সেখান থেকেই আপলোড করতে পারে। এতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে।

এনসিপির বক্তব্য: এখন থেকে প্রতিবছর অনলাইনে আয়কর দাখিল করার বিধান করা হচ্ছে সেহেতু প্রতিবছর আপলোড করতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। দুর্নীতি বাংলাদেশের সকল স্তরে। **তাই প্রজাতন্ত্রের সকল স্তরের সকল সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পত্তির হিসাব প্রতিবছর দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করে।** রাষ্ট্রপতি, জনপ্রতিনিধি, কমিশনের সদস্যসহ এধরনের পদাধিকারীদের সম্পত্তির

হিসাব প্রতিবছর আপলোড করার জন্য কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করে। এটা প্রতিপালন করা হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

কমিশনের বক্তব্য: জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সময় সময় সম্পত্তির হিসাব দাখিলের সুপারিশ করেছে। যদিও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ বিষয়ে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু প্রতিপালন হচ্ছে না। সবকিছুর উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুর্নীতি ঠেকানো। **আর এক ধরনের দুর্নীতি হয় যেটা প্রকাশ পায় না বা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তা হলো নির্ভরশীলদের নামে (স্ত্রী/স্বামী, পুত্র/কন্য...) সম্পত্তি** করা। তাই দুর্নীতি রোধে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিতে নির্ভরশীলদের সম্পত্তির হিসাবও প্রকাশ/আপলোড করতে হবে। **এছাড়া ব্যাংকিং এবং কোম্পানি সেক্টরেও ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। তাদেরকেও এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে**। সার্ভারের যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে তা মোটেও সমস্যা নয়, শুধু সদিচ্ছা হলেই সার্ভার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

নিম্নকক্ষ-নারী আসন সংখ্যা ও নির্বাচন

কমিশনের ব্যাখ্যা: নিম্নকক্ষের নারী আসন সংখ্যা ও নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে প্রথম বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। সেখানে **এনসিপি সরাসরি বা বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও বিষয়টি যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় চিন্তাভাবনা ও পর্যালোচনা করে জানানোর কথা ছিল**। এনসিপির নতুন কোনো মতামত আছে কি না জানতে চাওয়া হয়।

এনসিপির বক্তব্য: ১ম বৈঠকের বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নকক্ষে নারী সদস্য সংখ্যা ১০০টিতে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করা হয়েছিল। সারাদেশকে ১০০টি আসনে ভাগ করে সরাসরি নির্বাচন, ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচন এবং বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচন-এ ৩টি পদ্ধতি সামনে চলে আসে। প্রতিটি পদ্ধতিরই কিছু সমস্যাও সামনে চলে আসে। তাই নির্বাচন পদ্ধতিতে মতামত দেওয়া সম্ভব হয়নি। **বিষয়টি টেকনিক্যাল ও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ১০০টি নারী আসনের নির্বাচন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া পরে আলোচনা করে জানানো হবে।**

কমিশনের বক্তব্য: স্বল্পতম সময়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

কমিশনের বক্তব্য: ১ম বৈঠকে সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণে স্বাধীন 'সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ' গঠনে এনসিপির দ্বিমত ছিল না এবং পরে পুনর্বিবেচনা করে জানানোর কথা ছিল।

এনসিপির বক্তব্য: **'স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ' গঠনে এনসিপি একমত পোষণ করে**।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

নতুন ২টি বিভাগ গঠন করা

কমিশনের বক্তব্য: কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে ২টি বিভাগে এক জায়গায় একমত এবং অন্যজায়গায় একমত নই লেখা আছে–এর ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়।

এনসিপির বক্তব্য: **নতুন ২টি বিভাগ গঠনে একমত**। তবে এর কোন কোন বিষয়ে একমত নই তা বিস্তারিত রূপরেখায় দেওয়া আছে।

'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন

কমিশনের বক্তব্য: মাঠ পর্যায়ের ৩টি স্তরে ৩ ধরনের পদবি–বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিদ্যমান। ৩টি পদবিকে একই ধাঁচে নিয়ে আসার জন্যই সুপারিশটি করা হয়েছে। 'প্রশাসক' শব্দটি ঔপনিবেশিক চিন্তাচেতনার বিধায় এর থেকে বের হতে হবে। সঠিক একটি বাংলা নাম দেওয়া যেতে পারে। যাতে অন্যান্য ক্যাডারের আপত্তির জায়গাটি আর থাকবে না।

এনসিপির বক্তব্য: **পূর্বের নাম রাখার পক্ষে মত প্রকশ করে।** কারণ নাম পরিবর্তন করলেই যে জনগণের সেবা, জনগণের অধিকার নিশ্চিত হবে তা নয়। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসেবা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা। **রূপরেখায় এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা আছে**। তবে ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পূর্ণভাবে বিচারবিভাগের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেসি বা ম্যাজিস্ট্রেট পদবিটি সুস্পষ্টভাবে বিচার বিভাগীয় অফিসারদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। **জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেসি বা ম্যাজিস্ট্রেট পদবি সংযুক্ত করার বিষয়ে দলীয়ভাবে এনসিপি একমত নয়**।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনেক আইনে জেলা প্রশাসককে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলে এটা রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিচার বিভাগের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে কি না প্রশ্ন করা হলে বলা হয়, ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পূর্ণরূপে বিচার বিভাগের ফাংশন। তবে বিদ্যমান সংবিধানে 'Magistrate Exercising Judicial Functions' মাত্র এই ৪টি শব্দ বলা হয়েছে। ফলে সংবিধানে ২টি ভাগ করার প্রচেষ্টা বিদ্যমান। তবে বিভিন্ন আইনে আছে বলেই রাখতেই হবে তা বাস্তবসম্মত নয়। তবে অনেক সময় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রশাসনের বাইরেও সেনাবাহিনী, পুলিশকেও magistraial ক্ষমতা দেওয়া হয়। নামকরণের চেয়ে জনগণ কী সেবা পাচ্ছে সেটাই বিবেচ্য হওয়া প্রয়োজন। Magistracy, Commissioner, Collector শব্দগুলোই কলোনিয়াল, যার থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না বিধায় মনমানসিকতাও কলোনিয়াল থেকে যাচ্ছে।

নাগরিক কমিটি

কমিশনের বক্তব্য: মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি রয়েছে। কিন্তু জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অর্থাৎ স্থানীয় কার্যক্রম তদারকি করার কোনো ব্যবস্থা নেই। সেজন্য স্থানীয় পর্যায়ের কার্যক্রম ওয়াচডগ করার জন্য অরাজনৈতিক কমিটি হিসেবে সাধারণ নাগরিকদের সমন্বয়ে 'নাগরিক কমিটি'র সুপারিশ করা হয়েছে। জনগণ যথাযথ সুযোগসুবিধা পাচ্ছে কি না তা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও এ বিষয়ে অন্য একটি সুপারিশ করেছে। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন কোনো সুপারিশ করে থাকলে সেটাও বিবেচনায় নিতে হবে।

এনসিপির বক্তব্য: **নাগরিক কমিটিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, ছাত্র প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করায় ব্যাপক অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।** আমাদের দেশের সাংস্কৃতি অনুযায়ী অরাজনৈতিক বললেও অরাজনৈতিক থাকবে কি না সেটা বড় বিষয়। তাছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শৃঙ্খলা কমিটি রয়েছে যেখানে স্থানীয় অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। **নাগরিকদের সেবা প্রাপ্তি ও সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করা, সিটিজেন চার্টার অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা এবং জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে রূপরেখায় ৯টি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবগুলো বিবেচনার অনুরোধ করে দলটি।**

SSB পরিবর্তন করে SES করা

কমিশনের বক্তব্য: উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতির জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থায় কেবিনেট সচিবের সভাপতিত্বে কেবিনেট কমিটি রয়েছে, যারা পদোন্নতির সুপারিশ করে থাকে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে, অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতি পাবে। সচিব পদোন্নতির বিষয়টি সরকার পরিচালনার জন্য flexibility হিসেবে রাখা হয়েছে। সুপারিশ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা গেলে উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হবে। বর্তমান সরকার এসএসবি-এর পরিবর্তে পদোন্নতিতে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছে। **সুপারিশটি পুনঃপর্যালোচনার অনুরোধ করা হয়।**

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালুকরণ

কমিশনের বক্তব্য: এনসিপি প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালুকরণ সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করে। **এ পর্যন্ত আলোচনায় বড় বড় দলসহ প্রায় সকল দলই প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থায় দ্বিমত পোষণ করে।** এছাড়াও অনেক সুপারিশের সঙ্গে এনসিপি দ্বিমত পোষণ করে।

উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা

কমিশনের বক্তব্য: ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়া সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে আংশিকভাবে একমত। কারণ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন দলীয় প্রতীকের বাইরে হতে হবে। ভবিষ্যতে এ জাতীয় নির্বাচন দলীয় প্রতীকের বাইরে হওয়ার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেছে।

ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার

কমিশনের বক্তব্য: ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ডের সংখ্যা ৯ থেকে ১১টি করা এবং প্রতি ওয়ার্ডে ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা মেম্বার সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা সুপারিশের সঙ্গে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। **এনসিপি সরাসরি জনগণের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করে।**

স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন

কমিশনের বক্তব্য: ভূমি এবং মাদক এই ২ ধরনের মামলা বেশি হয়ে থাকে। সেজন্য দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে ভূমি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কিছু মামলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে নিষ্পত্তির জন্য দেওয়া হয়েছে। যদি আরো দেওয়া হয় তাহলে তা বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার আশঙ্কা বেশি। শুধু বিভাগ পরবর্তন হলে খুব ফলপ্রসূ হবে না, মামলার স্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণের খরচ বেশি আশঙ্কা রয়েছে।

এনসিপির বক্তব্য: **আংশিক একমত হওয়ার কারণ হচ্ছে যদি স্বতন্ত্র ভূমি আদালত করা হয় তাহলে উচ্চ আদালত বা অধস্তন আদালতের কাঠামোর বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এনসিপি বিচারিক কার্যক্রম বিচার বিভাগের আওতায় রাখার পক্ষে**।

পিএস এবং এপিএস নিয়োগ

কমিশনের বক্তব্য: পিএস নিয়োগে সরকারি কর্মচারী বাধ্যতামূলক হওয়ায় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনকারী অনেক পিএস দলীয় ট্যাগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেজন্য যারা পিএস এবং এপিএস পাবেন তারা তাদের অভিপ্রায় অনুসারে যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারবে। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, পিএসদের দাপ্তরিক তেমন কোনো কাজ থাকে না। মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সচিবের সম্পর্ক ভালো হলে কাজে কোনো সমস্যা হয় না। তবে নিরাপত্তাসহ কিছু গোপন তথ্যাদি ক্রান্তিকালের সময় হস্তান্তরে সমস্যা হতে পারে।

এনসিপির বক্তব্য: নিরপেক্ষ পিএসরা দলীয় ট্যাগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে–এটা সত্য। **আবার যে কাউকে পিএস নিয়োগ দিলে কার্যক্রম বোঝার সমস্যাসহ আমলাতন্ত্র তাকে সহযোগিতা করবে কি না সেটাও বিবেচনা করতে হবে। সেজন্যই দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে।**

২৫ বছরে বাধ্যতামূলক অবসর এবং ১৫ বছরে স্বেচ্ছায় অবসর

এনসিপির বক্তব্য: ২৫ বছরে বাধ্যতামূলক অবসর এবং ১৫ বছরে স্বেচ্ছায় অবসরের সঙ্গে আংশিক মত পোষণ করে। ২৫ বছরে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠাতে হলে অবশ্যই প্রক্রিয়া ও বিধি মোতাবেক অবসরে পাঠাতে হবে। একজন চাকরিজীবীর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে জনগণের অনেক অর্থ ব্যয় হয়। সেক্ষেত্রে **যদি কারো প্রবণতা থাকে যে সে ১৫ বছর চাকরি করার পরে স্বেচ্ছায় অবসরে যাবেন আবার পেনশনও পাবে তাহলে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে**। সেজন্য ১৫ বছরে স্বেচ্ছায় অবসরে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ২৫ বছরে বাধ্যতামূলক অবসরে যাওয়ার যৌক্তিক কিছু কারণ রয়েছে। অনেক সময় রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়ে পরে কাউকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো। বিধানটা না থাকলে তখন কিছু করার থাকবে না। বিদ্যমান বিধানে ২৫ বছরে একজন চাকরিজীবী চাইলেও স্বেচ্ছায় অবসরে যেতে পারে। যদিও বিগত সরকারের সময়ে এর কিছু অপব্যবহার হয়েছে। **স্বেচ্ছায় অবসর ২৫ বছর থেকে ১৫ বছর রাখার কারণ হচ্ছে যে কেউ যাতে বেসরকারি খাতে বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় অভিজ্ঞতা কাজে** লাগাতে পারে।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

ন্যায়পাল নিয়োগ

এনসিপির বক্তব্য: ন্যায়পাল নিয়োগে এনসিপি সম্পূর্ণ একমত পোষণ করে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো সরকারই ন্যায়পাল নিয়োগ দেয়নি। **ন্যায়পাল নিয়োগ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় নিয়ে আসতে হবে**।

কমিশনের বক্তব্য: দুর্নীতি দমন কমিশন এবং সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে ন্যায়পাল নিয়োগ বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে।

দুদকে কমিশনার নিয়োগে যোগ্যতা

এনসিপির বক্তব্য: **দুর্নীতির যেমন নতুন নতুন ক্ষেত্রে বের হয়েছে তেমনি দুর্নীতি দমনে এখন অনেক নতুন নতুন পদ্ধতি বা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে যেগুলোতে নতুন প্রজন্ম অনেক দক্ষ এবং অভিজ্ঞ। সেজন্য এসব বিষয়ে দক্ষদেরকে কমিশনে অন্তর্ভুক্তির জন্য বয়সের বার ১৫ থেকে ১০ বছরের প্রস্তাব করা হয়েছে**।

কমিশনের বক্তব্য: বিষয়টি কমিশনের বিবেচনায় রাখা হবে।

দুদক বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি

কমিশনের বক্তব্য: দুদক সংস্কার কমিশন যখন এ সুপারিশ করে তখন এনসিসি সম্পর্কে অবহিত ছিল না। এখন বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি তাদের সুপারিশ এনসিসিকে দিবে। ফলে সাংঘর্ষিক হবে না। ফলে এ সুপারিশে একমত পোষণ করা যায়।

আয়কর আইন

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধন নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই। দুদক আইন ২০০৪-এ সুস্পষ্ট আছে যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দুদককে তথ্য দিতে বাধ্য থাকিবে। কর আইন প্রতিবছর নতুনভাবে হয় বিধায় দুদক আইনটি সুপারসিট হয়ে থাকে। দুদক চাইলেও আর তথ্য পায় না। Right to privacy-এর বিবেচনা করলে এনবিআরকে তো তথ্য দেওয়া হয়েছে। তাহলে দুদককেও দেওয়া যেতে পারে। দুদক কোনো তথ্য প্রকাশ করবে না। শুধু তদন্তের স্বার্থে ব্যবহার করবে। এটা ছাড়া তো দুদক তদন্তও করতে পারবে না। আবার আদালতের রায় পাওয়াও কঠিন হয়ে থাকে, পাওয়া যায় না বললেই চলে। ফলে দুদক আর কোনো তথ্য পায় না। **আয়কর আইন প্রতিবছরে হলেও বাধ্যবাধকতার বিষয়টি দুদকের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে না– এটাই দুদকের সুপারিশ**।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলায় পূর্বানুমোদন

এনসিপির বক্তব্য: উক্ত সুপারিশের সঙ্গে একমত পোষণ করে। **প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে সরকারের পূর্বানুমোদনের কোনো প্রয়োজন নেই। এজন্য দুদক আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭-এ প্রফেশনাল কন্ডাক্ট-এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পার্সোনাল কন্ডাক্ট-এর বিষয় উল্লেখ নেই। প্রফেশনাল কন্ডাক্ট-এর বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা।**

কমিশনের বক্তব্য: প্রফেশনাল কন্ডাক্ট এবং পার্সোনাল কন্ডাক্ট সম্পূর্ণ আলাদা। দুদক আইন ২০০৪-এর ৩২(ক) ধারা বিদ্যমান থাকায় কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করা বা তদন্ত করা সম্ভব হয়নি। যদি সরকার চায় তাহলে হতে পারে। সেটাও রাজনৈতিক কারণে। এ ধারা বিদ্যমান থাকায়ও কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

কমিশনের বক্তব্য: পুলিশ সংস্কার কমিশনের সর্বমোট ১২২টি সুপারিশের মধ্যে ১০৮টি সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা জরুরি এবং আশু হয়ে পড়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা কর্তৃক রুটিন কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে। যার মধ্যে অধিকাংশই আইনকানুন, বিধিবিধান এবং কোর্টের নির্দেশনাও রয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কোন বাহিনী কী করতে পারবে না পারবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো আলোচনার টেবিলে আসলে বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দিত বা অসম্ভব হয়ে পড়তো। জুলাই অভ্যুত্থানে মানবাধিকার লংঘনে জড়িত পুলিশদেরকে আইনের আওতায় আনারও সুপারিশ করা হয়েছে। পুলিশ সংস্কার কমিশন বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত ২১টি ম্যানুয়েলের মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য কসোভোর ম্যানুয়েলটি অনুসরণ করা হয়েছে। **পুলিশ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, প্রচলিত অনেক আইন পরিবর্তন করা এবং পুলিশের বাইরে এই কমিশনে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না–এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে। ফলে এভাবে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করা অযৌক্তিক। এর বাইরেও স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন বা জননিরাপত্তা কমিশন গঠনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে যেখানে বলা হয়েছে কমিশন পুলিশের বিরুদ্ধে পাওয়া বা জননিরাপত্তার বিষয়ের অভিযোগগুলো তদন্ত ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করবে**। পুলিশের প্রস্তাবটিতে পুলিশ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত হবে, যা রাষ্ট্রের সংজ্ঞার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিএনপি 'স্বাধীন পুলিশ কমিশন' গঠনে লিখিত প্রস্তাবে কমিশনের প্রধান হবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং সদস্য হবেন সরকারি ও বেসরকারি দলের সদস্যসহ আরো অনেকে। **বিভিন্ন দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বা নিরপেক্ষ কাউকে প্রধান করে এধরনের কমিশন গঠন করা হয়।** কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, পুলিশের অতীতের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে পুলিশকে জনবান্ধব করা এবং দায়বদ্ধতার আওতায় নিয়ে আসা। **পুলিশের পাশাপাশি গ্রাম পুলিশকে যদি কাঠামোগতভাবে উন্নয়ন করা যায় তাহলে জনগণের অনেক বেশি উপকারে আসবে বলে কমিশন মনে করছে। রূপরেখায় যে প্রস্তাব করা হয়েছে প্রায় সব পুলিশ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।** পুলিশ সংস্কার কমিশনের বিষয়ে আরো কোনো কিছু থাকলে লিখিত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

এনসিপির বক্তব্য: পুলিশ দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আবার পুলিশ দলীয় পক্ষ অবলম্বন করছে এবং বিভিন্ন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। **পুলিশকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য এবং তাদের কার্যকলাপ মনিটর করার জন্য একটি স্বাধীন সংস্থা থাকা আবশ্যক। মন্ত্রী বা সচিবের অধীনে নয়। এজন্যই এনসিপি 'স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন'-এর জোর প্রস্তাব করছে**। ইউনিয়ন পরিষদের অধীনেই গ্রাম পুলিশরা কাজ করে থাকে এবং অনেকটা পরিচিত মুখ। সেজন্য গ্রাম পুলিশকে কার্যকর করা হলে জনগণের সেবা পাওয়া

অনেক বেশি সহজ হবে এবং দুর্নীতিও কমে যাবে। **শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া, পুলিশ সংস্কার কমিশনের ওপর এবং গণপরিষদ নির্বাচন নিয়ে ভাবনাসহ আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আগ্রহ প্রকাশ করে।**

সহ-সভাপতি: শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া, পুলিশ সংস্কার কমিশনের ওপর এবং গণপরিষদ নির্বাচন নিয়ে ভাবনাসহ যে বিষয়গুলো নিয়ে এনসিপি আলোচনা করতে চায় সেগুলো লিখিত আকারে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেওয়ার অনুরোধ করেন। কমিশনের জানা থাকলে মতামতগুলো অন্য দলের সঙ্গে শেয়ার করে বিষয়গুলোর ওপরে তাদের মতামত পাওয়া যাবে। সকল দলের সঙ্গে আলোচনায় নীতিগতভাবে একমত হলে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হবে। সেটা হতে পারে গণপরিষদ নির্বাচন বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। আগামী ১৫ই মে ২০২৫-এর পরে ২য় পর্যায়ের আলোচনা করা হবে এবং ২য় পর্যায়ের আলোচনায় দ্বিমত পোষণকৃত গুরুত্বপূর্ণ সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করা হবে, যাতে সেগুলোতেও ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হয়। **এনসিপিকেও সকল দল ও অংশীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌঁছাতে এবং 'জাতীয় সনদ' প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়নে কমিশনকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোই 'জাতীয় সনদ' প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের চালিকা শক্তি।**

এনসিপির বক্তব্য: কমিশন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা যদি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে জাতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হয়ে থাকবে। স্বৈরাচারী বা ফ্যাসিবাদী কাঠামো থেকে বের হয়ে একটি উন্নত ও আধুনিক নতুন কাঠামোতে রূপান্তর করা গেলে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষাকবচ রেখে যাওয়া যাবে। এগুলো অর্জনের জন্য এনসিপি পাবলিক ডিবেটের পাশাপাশি জনমত তৈরিতে কাজ করবে। সঙ্গে সঙ্গে কমিশনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন। শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়, এনসিপি দেশ, জাতি ও জনগণের জন্য সবসময় কাজ করবে। দীর্ঘক্ষণ তাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান।

সহ-সভাপতি: দিনব্যাপী আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য এনসিপির সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর ৫:০০ ঘটিকায় সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৮ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ : ০৮ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : রবিবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা
স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	মাওলানা ইউসুফ আশরাফী	
২.	জনাব তোফাজ্জল হোসেন মিয়াজী	
৩.	জনাব জাওয়াদ আহমেদ	

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক

ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা হচ্ছে।

৭. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসও স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করছে, নিপীড়ন সহ্য করেছে এবং প্রাণ দিয়েছে। এখন সংস্কারের সুযোগ এসেছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন, সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর মাওলানা ইউসুফ আশরাফ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টাসহ কমিশনের সহ-সভাপতি ও সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রথমেই ১৯৪৭-এর আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনসহ সকল আন্দোলনের শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং আহতদের প্রতি সহানুভূতি জানান। তিনি বিডিআর বিদ্রোহে শহিদ এবং ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের স্মরণ করেন এবং শহিদদের রুহের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন থেকে যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর পক্ষ থেকে তার লিখিত মতামত প্রদান করা হয়েছে। এ সকল মতামতের বিষয়ে আলোচনা ও ঐকমত্যে পৌঁছার জন্য তাদের দলকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান।

৯. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যে মতামত দিয়েছে তাতে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬৬টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করেছে, ৩টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ১টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করেছে। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ২১টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করেছে, ৫টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ১টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত হয়েছে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ২৩টিতেই একমত প্রকাশ করেছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৭টি প্রস্তাবে একমত এবং ৯টি প্রস্তাবে একমত নয় মর্মে জানিয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ২০টি প্রস্তাবেই একমত পোষণ করেছে।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর প্রস্তাব: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সংবিধানের মূলনীতি বিষয়ে 'বহুত্ববাদ' শব্দটি বাদ দিয়ে 'বহুমত ও পথ' অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে। বহুত্ববাদ শব্দটি ইসলামের একত্ববাদের বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারা এর পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করেন যাতে কারও কোনো আপত্তি না থাকে। এছাড়া ইতঃপূর্বে সংবিধানে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস উল্লেখ ছিল, তা রাখার জন্য প্রস্তাব করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বহুত্ববাদ বলতে একত্ববাদের বিপরীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। এটি Pluralism-এর বাংলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মাধ্যমে বহু-মত, বহু-জাতি, বহু-সংস্কৃতি বুঝানো হয়েছে। Pluralism-এর বাংলা হিসেবে বহুত্ববাদের বিকল্প শব্দের প্রস্তাব করা হলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করেন।

আইনসভা: নিম্নকক্ষ

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এর বক্তব্য: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস নিম্নকক্ষের ১০০টি আসনে কেবল নারী প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টির বিরোধিতা করে। দলটি মনে করে এর দ্বারা নারীদের অবমূল্যায়ন করা হয়। যোগ্যতার ভিত্তিতে নারীরা সরাসরি নির্বাচন করবেন। গণ্ডির ভিতর রাখলে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে না। বিদ্যমান অবস্থায় নারীরা শুধু অলংকার। তাদের কোনো অফিস নেই, কোনো নির্বাচনি এলাকা নেই। বিদ্যমান ব্যবস্থাটি নারীদের জন্য সম্মানজনক নয়। এছাড়া নারীরা সরাসরি ভোটের পক্ষে। বর্তমানে সংরক্ষিত নারী ৫০ আসন রাখার বিপক্ষে মত দেয় দলটি। প্রস্তাব অনুযায়ী ১০০টি নির্ধারিত আসনে নারীরা নির্বাচন করবে এবং বাকি ৩০০টি আসনেও নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ রাখার যে প্রস্তাব তাতে নারীদের সুযোগ পুরুষদের চেয়ে বেশি। অনুরূপভাবে

নারীরা সমঅধিকারের জন্য আন্দোলন করলেও তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে বেশি অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। বাসে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে কিন্তু অসুস্থ এবং বয়স্কদের জন্য কোনো সংরক্ষিত আসন নেই। তারা মৌলিক অধিকারে ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিরোধী নয়। নারীরাও সকল কাজেই অংশগ্রহণ করুক তা চায়। নারীরা নিজেরাই এই কোটা প্রথায় সন্তুষ্ট নয়। বিদ্যমান অবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভায় নারীদের যে প্রতিনিধিত্ব তাতে তারা সন্তুষ্ট নয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ১০০টি নারী আসন বর্তমান নির্বাচনি এলাকাকে ১০০টি নির্বাচনি এলাকায় ভাগ করে সরাসরি ভোটে নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাব করেছে যে, সমস্ত নির্বাচনি এলাকাকে ৪০০টি ভাগে ভাগ করে এর মধ্যে ১০০টি নারী আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রথমবার নির্ধারিত ১০০টি আসনে, দ্বিতীয়বার অন্য ১০০টি আসনে, তৃতীয়বার অন্য ১০০টি আসনে এবং চতুর্থবার অন্য ১০০টি আসনে নারীরা সরাসরি নির্বাচন করবে এবং সেখানে শুধু নারীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। নারীদের বিষয়ে যুক্তি হচ্ছে দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০% নারী। বিদ্যমান ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ তেমন নেই। তাই নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যই নারী আসন বৃদ্ধির এই প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত ১০০ আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীদের সুযোগ দেওয়া হলে নারী নেতৃত্ব আসবে। এই ১০০ আসনের বিষয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জোর আপত্তি আছে কি না বা তারা এ বিষয়ে নমনীয় কি না কমিশন তা জানতে চায়। জবাবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জানায়, এ বিষয়ে তাদের দলের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থবিলের সঙ্গে আস্থা ভোটের বিষয়টি সংযুক্ত করতে চায়।

অন্তর্বর্তী সরকার

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস: অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ৩ মাস হলে এই সময়ের মধ্যে পূর্ববর্তী সরকারের দলীয় বিন্যাস পরিবর্তন করে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ৬ মাস করার প্রস্তাব করে। এছাড়া যাতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনটিও জাতীয় নির্বাচনের আগে অন্তর্বর্তী সরকার করে যেতে পারে। সে জন্য ৬ মাস সময় প্রয়োজন। মূল বিষয় হলো প্রশাসনিক বিন্যাস।

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন

কমিশনের ব্যাখ্যা: উচ্চ কক্ষের দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সংসদ নির্বাচনের প্রাপ্ত ভোটের ন্যূনতম ৩% প্রস্তাব করেছে এবং সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে এটি ১% প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস: আসন বণ্টনে ২ শতাংশের ভিত্তিতে করার প্রস্তাব করে। ৩ শতাংশ করলে অধিক হয়ে যায়। অনেক ছোট ছোট দল আছে, যাদের ভোটের সংখ্যা কম থাকে। ৩% হলে তাতে অনেক দল সুযোগ পাবে না। তাই উল্লিখিত ২টি প্রস্তাবের মাঝামাঝি ২%-এর ভিত্তিতে করার সুপারিশ করে। তবে সকল দলের সঙ্গে ঐকমত্য হলে ১%-এর বিষয়ে নমনীয় রয়েছে।

উচ্চ কক্ষের নির্বাচনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ইমাম ও ইসলামি শিক্ষাবিদ থেকে প্রতিনিধি নেওয়ার প্রস্তাব করে। এছাড়া দলটি নারীদের জন্য নির্দিষ্ট শতকরা হার নির্ধারণ করা নারীদের জন্য অবমাননার শামিল বলে মনে করে। সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে ১০০টি আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়টিকে দলটি বৈষম্যমূলক প্রস্তাব মনে করে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলনিরপেক্ষ ব্যক্তির বিষয়ে তারা মনে করে প্রকৃতপক্ষে দলনিরপেক্ষ ব্যক্তি পাওয়া যাবে না। এছাড়া দলনিরপেক্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য দলনিরপেক্ষ ব্যক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন: ঐকমত্য কমিশন থেকে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর আওতাভুক্ত করার প্রস্তাবের পক্ষে প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে বলে যে, এ বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন রাজনৈতিক দলগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে সুরক্ষা দেবে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সকল প্রস্তাবেই বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস একমত পোষণ করে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

নাগরিক কমিটি গঠন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস: ধর্মীয় প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করে এবং ছাত্র প্রতিনিধি রাখার প্রয়োজন নেই বলে জানায়। ছাত্রদের পড়ালেখায় মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এই বয়সে প্রশাসনিক কাজে সংস্পৃক্ত না করাই যুক্তিসংগত।
কমিশনের ব্যাখ্যা: বিগত জুলাই-আগস্টের আন্দোলনসহ সকল আন্দোলনেই বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ তাদের জীবনবাজি রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। তাই ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা এবং প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নাগরিক কমিটিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস: জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তনের প্রস্তাবে একমত নয়। শুধু নাম পরিবর্তন করে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে মন-মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার: উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করার প্রস্তাবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস একমত নয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনর্নির্ধারণ, প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করা সংক্রান্ত দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করা এবং জেলা পরিষদ বাতিলের প্রস্তাবে একমত নয় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। পৌরসভার চেয়ারম্যান ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার প্রস্তাবে বিরোধিতা করে জনগণের সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রস্তাব করে। কারণ এতে টাকার বিনিময়ে ভোট হয়। উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যন পদটি বিলুপ্ত করার প্রস্তাবেও দলটি একমত নয়। বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থা বিদ্যমান রাখতে চায়। ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১১টি করা এবং ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তনের পক্ষে নয়। প্রতি ওয়ার্ডে একজন পুরুষ এবং একজন নারী মেম্বার হলে দুই জনের কর্তৃত্বের প্রশ্নে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে অর্থের বিনিময়ে ভোট হবে। সকল ক্ষেত্রেই তারা মৌলিক গণতন্ত্র হিসেবে সরাসরি ভোটের পক্ষে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জানায় অনেক ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে যেগুলো বেশ ছোট। এছাড়া অনেক ইউনিয়ন নদী ভাঙনে অনেকটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেগুলোতে ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। তবে বড় কোনো ইউনিয়ন থাকলে সেক্ষেত্রে ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে পারে। তারা নির্বাচনব্যবস্থা বর্তমানের মতোই রাখার পক্ষে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের বক্তব্য: দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহের বিষয়ে সকল প্রস্তাবেই একমত পোষণ করে।

ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতিনিধিদলকে সংলাপে অংশগ্রহণ এবং তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা শেষে পুনরায় আলোচনা করা হলে দ্বিমত, আংশিক দ্বিমত বা অস্পষ্ট সুপারিশগুলোর বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব হবে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস অনেক প্রস্তাবে ঐকমত্য কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছে এবং নমনীয়তার ইঙ্গিত দিয়েছে এবং দলের অন্যান্য নেতৃত্বে সঙ্গে আলোচনা করে তাদের চূড়ান্ত অবস্থান জানাবে মর্মে জানিয়েছে। ৫টি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের মধ্যে আলোচনা অনুযায়ী যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য পৌছানো সম্ভব হয়েছে এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস তাদের অন্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে অন্য যে সকল প্রস্তাবে একমত হবে তাসহ পুনরায় একটি প্রস্তাব কমিশনে দাখিলের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

অতঃপর ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি উপস্থিত সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
জাতীয় গণফ্রন্ট-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৮ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে জাতীয় গণফ্রন্ট-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ০৮ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : সোমবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. **সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী জাতীয় গণফ্রন্টের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ**

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	কমরেড টিপু বিশ্বাস	কেন্দ্রীয় কমিটির সমন্বয়ক
২.	কমরেড লিটু বিশ্বাস	
৩.	কমরেড দেবাশীষ পোদ্দার বাপি	
৪.	কমরেড কামরুজ্জামান ফিরোজ	
৫.	কমরেড কে, এম, দেলোয়ার হোসেন	
৬.	কমরেড তৈমুর খান অপু	

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদ এবং সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও স্বাধিকারের লড়াই, সকল পর্যায়ে যারা এই দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। বিশেষ করে এই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের

মধ্য দিয়ে অতীতের বিচ্যুতি, ত্রুটি, নানারকম সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠবার একটি প্রয়াস চালাবার সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি এই জুলাই অভ্যুত্থানে অকুতোভয় বীর শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং আহত, ক্ষতিগ্রস্ত, যারা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আছেন তাদের প্রতি সহানুভূতি জানান। তিনি বলেন, কোন পটভূমিতে এই আলোচনা তা আমরা সকলেই জানি। একটানা ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসনে রাষ্ট্র লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। এমন পটভূমিতে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে কারণে অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে।

৭. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬টি সংস্কার কমিশন যে প্রতিবেদন দিয়েছে তার মধ্যে ৫টি কমিশনের সুপারিশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে যে মতামত পাওয়া গিয়েছে তা পর্যালোচনা করার সুযোগ হয়েছে। এই সংস্কার প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করা। যে গণতন্ত্রের জন্য সকল রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময় লড়াই করেছে, আন্দোলন করেছে। যার একটি রূপ ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান। মানুষের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে যে তারা একটি স্থায়ী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ করতে চায়। নিশ্চিত করতে চায় যে অত্যাচার, নিপীড়নের যে কাঠামো আছে সেগুলো যেন পরিবর্তিত হয়। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কমিশনের পক্ষ থেকে যে সংস্কার প্রস্তাবগুলো এসেছে সেগুলো শুধু এই সরকারের নয়, এগুলো বাংলাদেশের জনমানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। আশা করা যায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকলেরই ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

জাতীয় গণফ্রন্ট যে সকল মতামত দিয়েছে লক্ষ করা যায় তার একটি বড় অংশ কমিশনের মতামতের সঙ্গে একমত। যে সকল জায়গায় ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের লক্ষ্য হচ্ছে সকল রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যে জায়গাগুলোতে একমত হওয়া যায় তার মাধ্যমে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করা। সেই জাতীয় সনদের ভিত্তিতেই বাংলাদেশকে একটি নতুন বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

৮. **কমরেড টিপু বিশ্বাস (জাতীয় গণফ্রন্ট)**: জাতীয় গণফ্রন্টকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন জাতীয় গণফ্রন্টের লিখিত মতামত ইতোমধ্যেই ঐকমত্য কমিশনকে দেওয়া হয়েছে।

৯. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি জাতীয় গণফ্রন্টের লিখিত মতামতের আলোকে আলোচনার জন্য বলেন। যে সকল বিষয়ে জাতীয় গণফ্রন্ট একমত হয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। যে সকল বিষয়ে একমত হয়নি এবং আংশিক একমত হয়েছে সে জায়গা থেকে আলোচনা করা যায়।

১০. জাতীয় গণফ্রন্টের লিখিত মতামতে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৫৩টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ১টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ১৬টি প্রস্তাবে কোনো মতামত প্রদান করেনি। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৫টি প্রস্তাবে একমত, ৮টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ২টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত এবং ২টি প্রস্তাবে কোনো মন্তব্য করেনি। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ২১টি প্রস্তাবে একমত এবং ২টি প্রস্তাবে কোনো মতামত প্রদান করেনি। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ২১টি প্রস্তাবে একমত, ১টিতে একমত নয় এবং ৪টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৯টি প্রস্তাবে একমত এবং ১টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। অর্থাৎ ৫টি সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১২৯টি প্রস্তাবে একমত, ৯টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৮টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। তারা ২০টি প্রস্তাবে কোনো মতামত প্রদান করেনি।

১১. জাতীয় গণফ্রন্ট জানায় যে, তারা একটি লিখিত বক্তব্য ঐকমত্য কমিশনকে দিয়েছে। সেখানে সংবিধান সংস্কার নয়, সংবিধানের সংশোধন নয়, তারা এই সংবিধান বাতিল চান। তারা সংবিধান সভার নির্বাচন চান। কেন এটি চান তাও তারা উল্লেখ করেছেন। তারা মনে করেন না যে এটি একটি বিপ্লব হয়েছে। তারা মনে করেন একটি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি পরিবর্তন হয়েছে।

ফ্যাসিস্টরা উচ্ছেদ হওয়ার পর বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য সংবিধান সভার নতুন নির্বাচন, বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেই করতে হবে। বৈষম্য দূর করার জন্য গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রশ্নে বেশিরভাগ লোক এর বাইরেই থাকে। শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্ব আর্থসামাজিক অবস্থার কারণে সেভাবে হয় না। বিগত ৫৪ বছর পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, ভারতীয় আধিপাত্যবাদীরা যেভাবে বিগত সরকারগুলোকে সহযোগিতা করেছে, এটিকে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়টি সংবিধানে থাকা প্রয়োজন। সেটিই মৌলিক বলে তারা মনে করেন। সংবিধান সভার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এরূপ একটি পরিস্থিতি সামনে আসা প্রয়োজন। যে সকল সংস্কার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে মতামত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তবে তারা মৌলিকভাবে যে জায়গায় দাঁড়াতে চান তা হলো সংবিধান সভার একটি নির্বাচন। নির্বাচন প্রশ্নেও জাতীয় গণফ্রন্ট মনে করে এই পরিস্থিতিতে জনগণের মতামতের প্রতিফলন হবে না। তবে সামরিক শাসন বা অন্য কিছুর চেয়ে নির্বাচন ভালো। জাতীয় গণফ্রন্ট যে শ্রেণির হয়ে রাজনীতি করে বর্তমান সরকার সে শ্রেণির সরকার নয়। তবুও নির্বাচনের মধ্য দিয়েই জনগণের সরকার আসুক, প্রয়োজনে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই জনগণ পরিস্থিতি তৈরি করবে। এজন্য সংবিধান সভার নির্বাচনটিকে জাতীয় গণফ্রন্ট বেশি গুরুত্ব দেয়। জাতীয় গণফ্রন্ট আন্দোলনে ছিল, তারা এই সরকারকে সহযোগিতা করবেন। তবে তারা নির্বাচনে যাবেন না। ফ্যাসিস্ট হাসিনা যেভাবে নির্বাচন করেছে সেটি তারা চান না। পেশিশক্তি এবং টাকার খেলার যে নির্বাচন হয় এটি বন্ধ হওয়ার প্রয়োজন। তবে নির্বাচনের মধ্য দিয়েই পরিবর্তনের ধারা বহাল থাকুক। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের পক্ষে কাজ করছে কি না সেটি জনগণই বিচার করবে। এর মধ্য দিয়েই যারা আসবে তারা পরীক্ষিত হয়ে যাবে। সঠিক নির্বাচন না হলে অভ্যুত্থান কেউ ঠেকাতে পারবে না। বিগত অভ্যুত্থানে যে পরিমাণ জীবন দিতে হয়েছে সে তুলনায় যে পরিবর্তন হচ্ছে তা খুবই কম। মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে না।

১২. কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, জাতীয় গণফ্রন্ট মনে করে যে বর্তমান সংবিধান সংশোধন করে কোনো কাজে আসবে না। নতুন করে সংবিধান লিখতে হবে। সেক্ষেত্রে নতুন সংবিধানে যে সকল বিষয়গুলো থাকবে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করা যায়। জাতীয় গণফ্রন্ট সংস্কার প্রস্তাবগুলোর বিপরীতে যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায়। যেমন সংবিধানে ৭০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কেউ যদি নিজের দলের বিরুদ্ধে ভোট দেয় তাহলে তার সংসদ-সদস্যপদ চলে যাবে। সেখানে সংস্কার কমিশন থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, দুটি বিষয় ছাড়া যে কোনো বিষয়ে ভোট দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট উল্লেখ করেছে যে ৫০০ আসনবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ চায়। নতুন সংবিধান তৈরি করা হলেও এ ধরনের বিষয়ে জাতীয় গণফ্রন্টের প্রস্তাব কী?

১২. জাতীয় গণফ্রন্টের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, জাতীয় গণফ্রন্ট যেভাবে সংবিধানের বিষয়টিকে বিবেচনা করে অধিকাংশ জনগণের স্বার্থে সেটি প্রণীত হবে। কিন্তু বর্তমানে জনগণের স্বার্থে সেটি হচ্ছে না। জনগণের মতামত থাকা দরকার। গণফ্রন্টের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, চলমান প্রক্রিয়ায় যেহেতু কোনো কিছুই শূন্য থাকবে না, সেই জায়গাটিতে তাদের মৌলিক বিষয়টিকে ধরে রেখে মতামত রাখার চেষ্টা করেছে। তারা মনে করেন ৫ বছরে হোক বা ১০ বছর পরে হোক তাদের বক্তব্যই সম্মুখে আসবে। সেটিই কার্যকর হবে। আবার জনগণের অভ্যুত্থান হবে। জনগণের রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এর পরেও যাতে কোনো শূন্যতার সৃষ্টি না হয় অন্ততঃপক্ষে সামরিক শাসন জারি না হয়ে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তনের যে ধারা এর মধ্য দিয়েই তা পরীক্ষিত হয়ে যাবে। জনগণ অবশ্যই উঠে দাঁড়াবে। জনগণ সিদ্ধান্ত নিবে। সেই জায়গা থেকে গোঁড়ামির অবস্থানে না থেকে চলমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিষয়গুলোকে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক দল হয়তো যারা এগুলো চায় না, তারা হয়তো এখানে আসবেই না। চলমান প্রক্রিয়ায় জনগণ যাতে তাদের মতামত রাখতে পারে, ফ্যাসিবাদী হাসিনার মতো যথা-তথা নির্বাচন করে ১৬ বছর ক্ষমতায় থাকা, এটিকে তারা সমর্থন করেন না। সংস্কারের সুফল, কুফল অবশ্যই আছে। তবে এ মুহূর্তে জাতীয় গণফ্রন্ট এটি চায় না।

১৩. জাতীয় গণফ্রন্ট বেশ কিছু সংস্কারের কথা বলেছে, যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার, ভূমি ও কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার, শিল্প, শ্রমিক বিষয়ে সংস্কার বিষয়েও বলা হয়েছে যে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যদি এসকল সংস্কারের বিষয়ে ভাবতো তাহলে ভালো হতো। এ সকল সংস্কারের বিষয়ে দলটি একটি বক্তব্য এবং প্রস্তাব দিয়েছে যে কী কী সংস্কার হতে পারে। এ বিষয়ে সংস্কার কমিশনের চিন্তা ভাবনা আছে কি না তা জানতে চায় দলটি।

১৪. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এই কমিশন ৬টি কমিশনের প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে আলোচনা করাই কমিশনের কার্যপরিধি। শ্রম সংক্রান্ত সংস্কার কমিশন এবং নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনও তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত কমিশনও কাজ করছে। কিন্তু ঐ সকল বিষয় ঐকমত্য কমিশনের আওতাভুক্ত নয়। সরকার সেগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে। বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় গণফ্রন্ট যে সকল বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব হয়েছে তাসহ জাতীয় সনদ তৈরিতে সহযোগিতার জন্য পরবর্তী আলোচনা সংস্কার কমিশনের স্প্রেডশিটের ওপর সংশোধিতভাবে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়।

১৫. অতঃপর ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
আমজনতার দলের সংলাপের সারসংক্ষেপ

১০ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আমজনতার দলের সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ১০ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:৩০ মিনিট

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	সদস্য, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী আমজনতার দলের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	মিয়া মশিউজ্জামান	সভাপতি
২.	জনাব মো. তারেক রহমান	সাধারণ সম্পাদক
৩.	জনাব ফয়সাল আহমেদ	সাংগঠনিক সম্পাদক
৪.	জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ	দপ্তর সম্পাদক
৫.	মোসাম্মত সুরাইয়া ইয়াসমিন	শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক
৬.	জনাব সাধনা মহল	কার্যকরী সদস্য
৭.	মেজর মো. আব্দুর রব	কার্যকরী সদস্য
৮.	জনাব আবদুল্লাহ বেগ	কার্যকরী সদস্য
৯.	তামান্না শিখা	কার্যকরী সদস্য
১০.	জনাব মোহাম্মদ আজগর হোসেন জিহাদ	কার্যকরী সদস্য
১১.	জনাব আরিফ বিল্লাহ্	কার্যকরী সদস্য

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সুষ্ঠু রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে গঠিত ৬টি সংস্কার কমিশন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশ দাখিল করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো থেকে প্রাপ্ত মতামত নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সংলাপের আয়োজন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমজনতার দলের সঙ্গে সংলাপটি হচ্ছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

৭. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক মত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। তিনি আরও বলেন, ২৯টি রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন অংশীজনের মতামত নিয়ে ৫টি সংস্কার কমিশন যে সুপারিশ দিয়েছিল, তারই আলোকে ঐকমত্য তৈরির জন্য কাজ করছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। সংলাপ, আলোচনা-পর্যালোচনাপূর্বক যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাগুলোকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের লক্ষ্য। তিনি আশা করেন যে সবার সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্য কমিশনের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।

৮. জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরিত মোট ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে আমজনতার দল মোট ১৩৮টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ৩২টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ১৫টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। এরমধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬৩টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ২টি প্রস্তাবে দ্বিমত এবং ৫টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৬টিতে একমত, ৪টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৭টি প্রস্তাবে আংশিক একমত পোষণ করে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ২৩টিতেই একমত পোষণ করে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৭টি প্রস্তাবে একমত, ৬টিতে একমত নয় এবং ৩টিতে আংশিক একমত পোষণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৯টি প্রস্তাবে একমত এবং ১টি প্রস্তাবে কোনো মতামত প্রদান করেনি।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং ৭(খ) বিলুপ্তকরণ

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা, অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং ৭(খ) বিলুপ্ত করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং ৭(খ) বিলুপ্ত করা না হলে সংবিধানের দুই তৃতীয়াংশ সংশোধন অযোগ্য। ফলে অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং ৭(খ) বিলুপ্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

আমজনতার দলের বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যায় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্তকরণে একমত পোষণ করে।

সংবিধানের মূলনীতি

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা।

আমজনতার দলের বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত সংবিধানের মূলনীতিতে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। বহুত্ববাদের পরিবর্তে অন্তর্ভুক্তিমুলক শব্দ ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হয়। 'বহুত্ববাদ' শব্দটি 'একত্ববাদ'-এর বিপরীত এবং আল্লাহর সঙ্গে শিরক হিসেবে বুঝায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শব্দটি ঝুঁকিপূর্ণ। বহুত্ববাদ বলতে অনেক ঈশ্বরকে বুঝায়। তাই 'বহুত্ববাদ' শব্দটি বাদ দিতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: মূলত 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি বাদ দিয়ে 'বহুত্ববাদ' শব্দটি সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছে। ধর্মনেরপেক্ষতা শব্দটি বাদ দেওয়ায় আন্তর্জাতিক উদ্বেগ লক্ষ করা যাচ্ছে। তাছাড়া 'সেকুলারিজম' শব্দের সঠিক বাংলা 'ধর্মনিরক্ষেতা' নয়। তবে আমজনতার দল 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র'–এ ৪টিতে একমত বোঝা যাচ্ছে। অবগতির জন্য জানানো হয় অধিকাংশ দলের এ ৪টিতে আপত্তি নেই।

আইনসভা–নিম্নকক্ষ

কমিশনের প্রস্তাব: সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা।
আমজনতার দলের বক্তব্য: দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে নয়। বর্তমানের মতো এককক্ষবিশিষ্ট সংসদের পক্ষে।

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধান সংস্কার কমিশন জানায়, ৪০০টি আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবল নারী প্রার্থীরা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও ৪০০টি আসনের মধ্যে ১০০ আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করেছে। এককক্ষ হলেও ৪০০ আসনে একমত কি না মতামত জানতে চাওয়া হয়।

আমজনতার দলের বক্তব্য: ১০০টি নারী আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে একমত পোষণ করে।

অনুচ্ছেদ ৭০

আমজনতার দলের বক্তব্য: স্প্রেডশিটে লিখিত মতামতে একমত হিসেবে উল্লেখ করা হলেও সংলাপে আলোচনার পরে সুপারিশটি নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে। গণতন্ত্র অর্থই বিশুদ্ধ গণতন্ত্র। সকল ক্ষেত্রেই ভোট দেওয়ার অধিকার দিতে হবে। তাই অনুচ্ছেদ ৭০ পুরোপুরি বাতিলের পক্ষে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদ ৭০-এর জন্যই একজন প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরাচার হয়ে ওঠে। অর্থ বিল বাদে অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন করা হলে প্রধানমন্ত্রী দলের মধ্যেও একটি চাপে থাকবে। সরকারকে বিদায় করার জন্য নয় প্রধানমন্ত্রীকে চাপে রাখার জন্যই অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ চেক এন্ড ব্যালেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। প্রায় অধিকাংশ দল অর্থবিল ছাড়াও আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন সংযুক্ত করে অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধনের পক্ষে মত দিয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধনের বিষয়ে দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে পরে সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

আইনসভা: নিম্নকক্ষে তরুণ-তরুণীদের ১০% আসন সংরক্ষণ এবং বয়স ২১ করা

আমজনতার দলের বক্তব্য: যে কাউকে বিশেষ করে তরুণ তরুণীদেরকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে একমত। তবে তা সাংবিধানিক বাধ্যতামূলক করার পক্ষে নয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ

কমিশনের বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশন অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ৯০ দিন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ১২০ দিনের সুপারিশ করেছে।

আমজনতার দলের বক্তব্য: অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ৪ মাস বা ১২০ দিনে একমত পোষণ করে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানে বলা থাকলেও স্বাধীনতার ৫৪ বছরে এখন পর্যন্ত বৈদেশিক কোনো চুক্তিই সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে সংসদ বা জনগণ এ বিষয়ে অন্ধকারে থেকে যায়। সেজন্যই চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সংসদকে জানানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। তারপরেও যেহেতু বিষয়টি আলোচনার টেবিলে এসেছে সেক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বা পরে যখনই হোক না কেন সংসদকে অবহিত করতে হবে।

আমজনতার দলের বক্তব্য: দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সমর্থন না করায় নিম্নকক্ষেই আলোচনা হবে এবং দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অনুমোদন নিতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৭০ অবশ্যই বাতিল করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

আমজনতার দলের বক্তব্য: আমজনতার দল সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতিকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংবিধান সংস্কার কমিশন জেলা কাউন্সিল পর্যন্ত এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর সুপারিশ করেছে। ইউপি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা গেলে অধিক গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনায় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

প্রধানমন্ত্রীর টার্ম

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর কোনো টার্ম নেই। ফলে একজন ব্যক্তি একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠেন। গত ১৬ বছর এর বড় দৃষ্টান্ত। যদি প্রধানমন্ত্রীর টার্ম লিমিট থাকত তাহলে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সেজন্য একজন সর্বোচ্চ দুইবার দায়িত্ব পালন করতে পারবে মর্মে কমিশন সুপারিশ করছে।

আমজনতার দলের বক্তব্য: একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একাধিক্রমে দুইবার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তারপর গ্যাপ দিয়ে আবারও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। অর্থাৎ সর্বোচ্চ তিন বার।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)

কমিশনের বক্তব্য: এনসিসির গঠন ও কার্যক্রম কমিশনের সুপারিশে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এনসিসি গঠিত হলে সরকারি দল, বিরোধী দল, বিচার বিভাগ একজায়গায় হবে, পারস্পরিক আলোচনা হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গ এক টেবিলে বসার সুযোগ পাবে। এতে করে রাজনৈতিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং জনগণের বিশ্বস্ততার একটি জায়গা সৃষ্টি হবে, ক্ষমতায় চেক এন্ড ব্যালেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এনসিসি ন্যায়পালের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

আমজনতার দলের বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যার পর এনসিসির বিষয়ে আগামী ৭ দিনের মধ্যে পুনরায় লিখিত মতামত দেওয়া হবে বলে জানায়।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

আমজনতার দলের বক্তব্য: বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সবটিতেই একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করেছে। তবে অতি দ্রুততার সঙ্গে অধ্যাদেশের মাধ্যমে হলেও বাস্তবায়ন করে বিচার বিভাগীয় হয়রানির প্রতিকার চায়। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশে ১৬৪ ধারার বিষয়ে কোনো আলোকপাত/সুপারিশ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে। কারণ ১৬৪ ধারায় জোর করে জবানবন্দি নেওয়া হয়। ১৬৪ ধারার বিষয়টি ঐকমত্য কমিশনকে আমলে নেওয়ার অনুরোধ করে দলটি।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

নাগরিক কমিটি গঠন

কমিশনের বক্তব্য: বিগত জুলাই-আগস্টের আন্দোলনসহ সকল আন্দোলনেই বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ তাদের জীবনবাজি রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। তাই ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা এবং প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নাগরিক কমিটিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আমজনতার দলের বক্তব্য: নাগরিক কমিটি গঠনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ এ ধরনের কমিটির মাধ্যমে সামাজিক বিশৃঙ্খলা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

আমজনতার দলের বক্তব্য: সার্বভৌমত্বের কারণে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় দ্বিমত পোষণ করে।

পৌরসভা শক্তিশালীকরণ

আমজনতার দলের বক্তব্য: পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে।

আমজনতার দল: মৌলিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা হলে টাকার বিনিময়ে নির্বাচন প্রভাবিত হবে। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্বাচিত হতে পারবে না। বিদ্যমান জেলা পরিষদের নির্বাচন এর বাস্তব উদাহরণ। বরং নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ করা, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করা, কালো টাকার প্রভাব বন্ধ করাসহ এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা–ভাইস-চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা

কমিশনের ব্যাখ্যা: ভাইস-চেয়ারম্যানদের কোনো কাজ থাকে না। শুধু আলংকারিক পদ। সেজন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অবগতির জন্য জানান, কোনো কোনো দল মনে করে, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদ থাকায় তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্ব উঠে আসছে। উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করেছে।

আমজনতার দলের বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত আলোচনায় প্রস্তাবটি দলীয় পর্যায়ে পুনর্বিবেচনা করে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়া হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার: ওয়ার্ডের সংখ্যা ৯টি থেকে ১১টি করা

আমজনতার দলের বক্তব্য: ইউনিয়ন পরিষদেও জনগণের সরাসরি ভোটের পক্ষে। ওয়ার্ড সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করার বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা হবে।

সহ-সভাপতি: আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমজনতার দলের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। আলোচনার ভিত্তিতে দ্বিমত ও আংশিক দ্বিমত পোষণকৃত সুপারিশে একমত হয়েছে সে সকল প্রস্তাব এবং যে সকল প্রস্তাবে আমজনতার দলের পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে তা পুনর্বিবেচনাপূর্বক আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বরাবর একটি সংশোধিত লিখিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর পুনরায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৩ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সংলাপের সার সংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ১৩ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৬ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : শনিবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের	নায়েবে আমীর
২.	অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার	সেক্রেটারি জেনারেল
৩.	জনাব হামিদুর রহমান আজাদ	সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল
৪.	জনাব রফিকুল ইসলাম খান	সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল
৫.	জনাব এহসান মাহবুব যোবায়ের	সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল
৬.	জনাব সাইফুল আলম খান মিলন	কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য
৭.	জনাব মতিউর রহমান আকন্দ	কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য
৮.	জনাব নুরুল ইসলাম বুলবুল	কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য
৯.	জনাব শিশির মোহাম্মদ মনির	আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট
১০.	সরকার মোহাম্মদ মতিউদ্দিন	সদস্য, সংস্কার প্রস্তাব গঠন টিম

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীসহ বিগত ৫৩ বছরে আন্দোলনসংগ্রামে যারা শহিদ হয়েছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। আহতদের প্রতি সহানুভূতি জানান এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই জানি কোন পটভূমিতে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিগত ১৬ বছর বাংলাদেশের জনগণের বুকের ওপর এক জগদ্দল পাথর চেপে বসেছিল। দেশের মানুষকে এমনভাবে জিম্মি করেছিল যে, একসময় মনে হয়েছিল এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় নেই। কিন্তু বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে জনতার এক অভূতপূর্ব জাগরণ এবং অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছর পর এই জাতি নতুনভাবে মুক্তি লাভ করেছে। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার এই দেশের সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এমনভাবে ধ্বংস করেছে যে, এই দেশকে আর স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করার, এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের ন্যূনতম কোনো সুযোগও তারা অবশিষ্ট রাখেনি। সে কারণেই এই উপলব্ধি এসেছে যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নূতন করে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠন করতে হবে। সামগ্রিক ব্যবস্থাটিকে নতুনভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। জনগণের এই আকাঙ্ক্ষার পটভূমিতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নোবেল জয়ী প্রফেসর ড. মো. ইউনূসের নেতৃত্বে ব্যাপক সংস্কারের লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করে। তন্মধ্যে বিশেষ ৬টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো যে মতামত দিয়েছে সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নমত রয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আংশিক ভিন্নমত রয়েছে। সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন বিগত ১৬ বছর ধরে যখন ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়ন বাংলাদেশকে জর্জরিত করে ফেলেছিল, সেই সময় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। বিচারিক এবং বিচার-বহির্ভূতভাবে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী এবং নেতৃবৃন্দ নিপীড়ন এবং অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর যেমন ভূমিকা ছিল, দেশ এবং জাতি নূতন করে আবারও পুনর্গঠিত হবে, যখন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে, সেখানেও বাংলাদেশ জামায়াতের ভূমিকা থাকবে। ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা সাহসিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, কারাগারে আটক থেকেছেন। রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেই উদ্যোগ সরকারের উদ্যোগ নয়, এটি বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার ফল। তারই অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজন এবং দাবি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাজ থেকে এসেছে, জনসমাজ থেকে এসেছে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এসেছে। রাষ্ট্র সংস্কারের যে সুযোগ এসেছে এই সুযোগ যেন কোনো অবস্থাতেই হাতছাড়া হয়ে না যায়। এই সুযোগকে কেন্দ্র করে এমন এক বাংলাদেশ তৈরি করতে হবে যেখানে কাউকে যেন কোনো প্রকারের নিপীড়নের মুখে পড়তে না হয়। বিচার-বহির্ভূত কোনো অবস্থার যেন মোকাবিলা করতে না হয়। সেই লক্ষ্যে একটি জাতীয় সনদ তৈরিতে এই কমিশন কাজ করছে। এটি কোনো একক রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়, সকলের বিষয়। জাতির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করাই সকলের প্রচেষ্টা।

৮. বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম, ১৯৭১ সালে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম কিন্তু প্রকৃতভাবে স্বাধীন হইনি। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা দ্বিতীয়বার আবার স্বাধীন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। কিন্তু আসলেই স্বাধীন হয়েছি কি না এটি সময়ই বলে দেবে। বর্তমান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সুযোগ এসেছে এটি যেন আবার হারিয়ে না যায়। দেশের সকল মানুষ জুলাই-আগস্টের এই পট পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এরকম সকল দলের অংশগ্রহণ অতীতের আন্দোলনগুলোতে হয়নি। এখানে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শিশু, যুবক ধনী, গরিব, সাধারণ মানুষ সকলেই অংশগ্রহণ করেছে, ঝুঁকি নিয়েছে, সেক্রিফাইস করেছে। এই আহত-নিহতদেরকে নিয়ে এই সরকারের অনেক কিছু করার আছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হতে এই আহত-নিহতদের পরিবারের পক্ষে থাকার জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করেন। তা না হলে অতীতের মতো অকৃতজ্ঞতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে কোনো রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুকে ভয় করে না। আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্নে কারও হস্তক্ষেপ স্বীকার করে না এবং করতে দেবে না। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী গণতন্ত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শুধু রাষ্ট্রীয়ভাবে নয়, দলের ভিতরেও তারা গণতান্ত্রিক চর্চা করে থাকে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এমন নির্বাচন চায়, যেটিকে দেশের মানুষ নির্বাচন বলবে। সুষ্ঠু, সঠিক এবং স্বচ্ছ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ জামায়াতে

ইসলামী একটি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চায়। কারণ তারা মনে করে বাংলাদেশের আজকের এই দুরবস্থার জন্য দুর্নীতিই একমাত্র দায়ী। দুর্নীতি না হলে কোনো প্রকার নৈরাজ্য হওয়ার সুযোগ থাকে না। ভোট ছাড়া নির্বাচিত হওয়া হলো সবচেয়ে বড় দুর্নীতি। পরিশ্রম ছাড়া টাকা আয় করা সবচেয়ে বড় দুর্নীতি। উন্নয়নের নামে টাকা মেরে দেওয়া সবচেয়ে বড় দুর্নীতি। নৈতিকতার সমস্যাই আজকে বড় সমস্যা। সুতরাং নৈতিকতানির্ভর, শিক্ষিত, উন্নত, আলোকিত বাংলাদেশ গড়াই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে যেখানে যেখানে যোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন আছে, যেটি জাতির জন্য কল্যাণকর, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দলীয় এবং ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে, মানুষ এবং জাতির কল্যাণের জন্য যা প্রয়োজন, সেই লক্ষ্যে, সেই পরিবর্তনে, সেই সংস্কারে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঐকমত্য পোষণ করবে। সেই লক্ষ্যে পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে।

৯. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবসমূহের উপর যে লিখিত মতামত দিয়েছে তাতে দেখা যায়, প্রেরিত ১৬৬টি প্রস্তাবের মোট ৭৭টি প্রস্তাবে একমত, ৫৩টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৩৬টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করেছে। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৩১টি প্রস্তাবে একমত, ২৩টিতে একমত নয় এবং ১৬টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করেছে। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৩টি প্রস্তাবে একমত, ১০টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৪টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত মর্মে জানিয়েছে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৫টি প্রস্তাবে একমত, ১টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৭টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত হয়েছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ৭টি প্রস্তাবে একমত, ১৫টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৪টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১১টি প্রস্তাবে একমত, ৪টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৫টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করেছে।

১০. ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্য কমিশনের যে সকল প্রস্তাবে একমত নয় এবং আংশিকভাবে একমত হয়েছে সেগুলো নিয়েই মূল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে, যাতে পরস্পরকে বুঝে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহের বিষয়ে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৩১টি প্রস্তাবে একমত, ২৩টিতে একমত নয় এবং ১৬টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করেছে।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

নাগরিকতন্ত্র

কমিশনের প্রস্তাব এবং ব্যাখ্যা: সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শব্দগুলোর পরিবর্তে ‘নাগরিকতন্ত্র’ ‘জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ’ শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে ‘Republic’ ও ‘People’s Republic of Bangladesh’ শব্দগুলো বহাল রাখা হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একমত হয়নি। কমিশনের ব্যাখ্যা হলো যে, কমিশন চেয়েছে ‘People’s Republic’-এর একটি জুতসই বাংলা শব্দ ব্যবহার করা। ‘Republic’ শব্দের বাংলা হিসেবে প্রজাতন্ত্র শব্দটি করা হলে রাজা-প্রজার একটি বিষয় থাকে। সে জায়গা থেকে বের হওয়ার জন্যই এই প্রস্তাব করা হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: জামায়াতে ইসলামী জানায় যে, এর মাধ্যমে মৌলিক কোনো পরিবর্তন হবে না। এগুলো শুধুই শাব্দিক পরিবর্তন। এ ধরনের পরিবর্তন আনা হলে মানুষের মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা কাজ করবে যে, বিশেষ কোনো পরিবর্তন করা হচ্ছে। এতে নূতন কোনো পরিবর্তন আসবে না বা মৌলিক এবং কোয়ালিটির কোনো পরিবর্তন আসবে না। তাই এগুলো আগের মতোই থাকতে পারে। তারা বাংলায় ‘জনতন্ত্র’ এবং ‘জনতান্ত্রিক’ শব্দ এবং ইংরেজি সংস্করণে ‘Republic’ ও ‘Republic of Bangladesh’ শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করেছে। এছাড়া ‘জন’ এবং ‘গণ’ শব্দ সমার্থবোধক বিধায় গণ শব্দটি বাদ দিয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে। ‘People’s Republic’ শব্দ ২টির মধ্যে people বা public-এর একই অর্থ বিদ্যমান। তাই একটি ব্যবহার করলেই চলে।

বিস্তারিত আলোচনার পর জানানো হয় যে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এ বিষয়ে নমনীয় আছে। তারা বিষয়টিতে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে।

ভাষা

কমিশনের প্রস্তাব: নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। বাংলাদেশের নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: নাগরিকতন্ত্র বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত নয়। তাই এটি এ মুহূর্তে এভাবে প্রস্তাব করা হলে প্রতীয়মান হবে যে, নাগরিকতন্ত্র আরোপ করার চেষ্টা হচ্ছে। তাই এখানে বলা যেতে পারে 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা।' এটি implied যে এ দেশের সকল ভাষার স্বীকৃতি আছে। তাই এ বিষয়ে আলাদা provision-এর প্রয়োজন নেই।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, এ বিষয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে।

অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং (খ) বিলুপ্তকরণ

কমিশনের প্রস্তাব: মানুষের জন্য সংবিধান। জনস্বার্থে সংবিধান পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা প্রয়োজন হতে পারে। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং ৭(খ)এর মাধ্যমে কয়েকটি ভাগ ও অনুচ্ছেদ সংশোধন রহিত করেছে এবং সংশোধন করলে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে, যা খুবই ন্যক্কারজনক। সেজন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং ৭(খ) বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রস্তাব: ৭(খ) বিলুপ্ত করার সঙ্গে একমত। ৭(ক)-এর ক্ষেত্রে যদি কোনো গণবিপ্লব বা গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ সংবিধানের রদ, রহিত, বাতিল বা স্থগিত করা হয় অথবা উহার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তাহলে এটি কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না বিষয়টি সংযুক্ত করা।

কমিশনের ব্যাখ্যার পর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এ বিষয়টিতে কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে।

সংবিধানের মূলনীতি

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে প্রস্তাবিত 'বহুত্ববাদ' শব্দটিকে বাদ দেওয়া। সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্র রাখা যেতে পারে। বহুত্ববাদ শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাবের কারণ হলো এটির অপব্যবহারের অনেক দিক রয়েছে। অপব্যাখ্যার সুযোগ থাকবে। বহুত্ববাদের যে সংজ্ঞা সেটি নিয়ে অনেক কিছু বুঝানোর সুযোগ আছে। তাই এটিকে পরিহার করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানে 'সেকুলারিজম' শব্দের অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষতা', যা সঠিক অর্থ নয়। ইংরেজি শব্দ সেকুলারিজম অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতা কি না সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু বিভিন্নভাবেই ব্যবহৃত হয়নি, এটি ইসলামোফোবিয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসনকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অন্য দিকেও যুক্তি আছে। ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এক ধরনের আস্থার জায়গা তৈরি করে। সেকুলারিজম বাদ দিলে আন্তর্জাতিক মহল থেকে প্রশ্ন আসবে। এই বিবেচনাগুলো থেকেই সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল এমন একটি বিকল্প শব্দ দেওয়া যেটিতে একইসঙ্গে আমাদের বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে। শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘু নয়, অনেক রকম সংখ্যালঘু আছে। জাতিগত সংখ্যালঘু, ভাষাগত সংখ্যালঘু, এর বাইরেও আছে। যেমন দলিত সম্প্রদায়। এটিকে আরও একটু ব্যাপক করার জন্যই 'বহুত্ববাদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: কমিশনের চাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একমত। বিকল্প শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। জামায়াতে ইসলামীর যে মূল্যবোধ আছে, সেটির সঙ্গে কোথাও কোথাও বৈপরীত্য দেখা দিচ্ছে। ব্যাখ্যার সঙ্গে দ্বিমত নয়। সংবিধানের অন্যান্য জায়গাতেও সংখ্যালঘুদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই 'বহুত্ববাদ' সংযোজন করা হলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। এ সময়ে জটিলতার দিকে না যাওয়াই ভালো।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র এর বিষয়ে অন্যান্য দল একমত থাকলে যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের বিষয়টি পুনস্থাপন করা না যায়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একমত কি না জানতে চাওয়া হয়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: ফ্যাসিবাদী সরকার যে বিষয়টি বাতিল করেছে, সেটিই অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের মূল্যবোধের সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং এটি বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মুসলমানদের এটি একটি মৌলিক বিষয়,

অন্যগুলোর সঙ্গে এটিকে মিলানোর সুযোগ নেই। এটি জামায়াতে ইসলামের দাবি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গণভোটের একটি প্রস্তাব আছে। এটির বিষয়েও গণভোট দেওয়া যেতে পারে মর্মে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনে করে।

আইনসভা

কমিশনের প্রস্তাব: একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং উচ্চকক্ষ (senate-সিনেট) গঠন করা এবং উভয় কক্ষের মেয়াদ ৪ বছর করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় একমত। আইনসভার উভয়কক্ষের মেয়াদ ৪ বছর নয় ৫ বছর করা এবং উচ্চকক্ষের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

নিম্নকক্ষ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: ৪০০ আসনের নিম্নকক্ষের প্রস্তাবে একমত নয়। ৩০০ সাধারণ আসন এবং নারীদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন থাকবে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (পিআর) নির্বাচন ব্যবস্থার আওতায় ৩০০টি সাধারণ আসনে নির্বাচন হবে এবং নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০ আসনে সংখ্যাভিত্তিক পিআর পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলসমূহ দ্বারা মনোনীত হবে প্রস্তাব করেছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নারী আসন সংখ্যা এবং নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে দলীয় ফোরামে আরও আলোচনা করে পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত জানাবে মর্মে জানায়।

প্রার্থীর বয়স ২১ এবং তরুণ-তরুণীদের জন্য ১০% সংরক্ষণ

কমিশনের প্রস্তাব: রাজনৈতিক দলগুলোকে নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে থেকে প্রার্থী মনোনীত করার এবং প্রার্থীর বয়স ২১ বছর করার বিষয়ে কমিশন হতে সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এ প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত হয়েছে। তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দল গুরুত্বারোপ করবে। এক্ষেত্রে তারা কোনো নির্ধারিত হারে মনোনয়নের বাধ্যবাধকতা রাখার পক্ষে নয়। বয়সের ক্ষেত্রেও তারা দ্বিমত পোষণ করেন।

২ জন ডেপুটি স্পিকার

কমিশন প্রস্তাব: দুইজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন এবং একজন বিরোধী দল থেকে মনোনয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: ২ জন ডেপুটি স্পিকারে একমত পোষণ করলেও বিরোধী দলের ডেপুটি স্পিকার সরকারী দল ব্যতীত অন্যান্য সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তারা জানায় এক্ষেত্রে সরকারি দল ভোট দিলে বিরোধী দলের মনোনীত ব্যক্তি ডেপুটি স্পিকার হতে পারবেন না। বিরোধী দল থেকে হলেও হবেন সরকারি দল মনোনীত ব্যক্তি।

প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা এবং দলের নেতা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: একজন সংসদ-সদস্য একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা এবং রাজনৈতিক দলের নেতা এই ৩টি পদের যে কোনো একটির বেশি পদে মনোনীত না হওয়া সম্পর্কিত সুপারিশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আংশিক একমত হয়েছে। যে কোনো দুইটি পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন।

কমিশনের বক্তব্য: সংসদ-নেতা, দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী আলাদা করলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের একটি ধারণা তৈরি হবে। নির্বাহী বিভাগ এবং আইনসভার আলাদা ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি হবে। ক্ষমতার একটি ভারসাম্য আসবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে সংসদ-নেতা ভিন্ন ব্যক্তি হলে তিনি তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করতে পারবেন। দল পরিচালনার জন্য ভিন্ন ব্যক্তি হলে গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। এ ধারণা থেকে একজনকে একটির বেশি পদে না রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে একমত হয়।

অনুচ্ছেদ ৭০

কমিশনের প্রস্তাব: অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: অর্থবিলের সঙ্গে আস্থা ভোটের বিষয়টি সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেছে।

কমিশনের বক্তব্য: আস্থা ভোটের বিষয়টি সংযুক্ত করা হলে প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতার জায়গা থাকে না। ভয় না থাকার কারণে একজন প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরাচার হয়ে থাকে। দলকে ক্ষমতা থেকে সরানো নয়, জনগণ বা দল না চাইলে প্রধানমন্ত্রীকে সরানোর জন্য আস্থা ভোট রাখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আস্থা ভোটের সুযোগ দেওয়া হলে সরকার স্থায়ী হবে না। অর্থের বিনিময়ে ভোট কেনাবেচা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আস্থা ভোট আপাতত রাখার পক্ষে তারা মত দেন। রাজনৈতিক কালচার পরিবর্তিত হলে ভবিষ্যতে এটি করা যাবে বলে তারা মনে করে।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: আইনসভার সকল স্থায়ী কমিটির সভাপতি সবসময় বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত করার প্রস্তাব সরকারি দল মানবে না বা বাস্তব সম্মতও নয়। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের ৫০:৫০ করার প্রস্তাব কিছুটা বাস্তবসম্মত এবং বাস্তবায়নযোগ্য বলে তারা মনে করে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত বা বাছাইকৃত কিছু কমিটি বিরোধী দল থেকে দেওয়ার প্রস্তাবসহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়।

উচ্চকক্ষ

কমিশনের প্রস্তাব: উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: পূর্ণ গণতন্ত্র চর্চার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত উচ্চকক্ষের ৫টি আসন পূরণের সুযোগটি না রাখার প্রস্তাব করে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে এবং নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষের নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়েও একমত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত অন্যান্য যে বিষয়গুলোতে অস্পষ্টতা রয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করে দ্বিতীয় ধাপের আলোচনার সময় বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার অনুরোধ করে।

সংবিধান সংশোধন–গণভোট

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের যে কোনো সংশোধনী উভয়কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদনের এবং গণভোটের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রস্তাবে একমত হলেও সকল ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন আছে কি না সেটা বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছে। এ পর্যন্ত আলোচনায় অধিকাংশ দল সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গণভোটের কথা বলেছেন। কোনো কোনো দল পঞ্চম সংশোধনীতে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। ৫ম সংশোধনীতে অনেকগুলো অনুচ্ছেদের কথা বলা রয়েছে যেগুলোর জন্য গণভোট প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: সংবিধানের সকল সংশোধনীতে গণভোটের বিধান রাখলে প্রতিনিয়তই গণভোটের আয়োজন করতে হবে, যা যুক্তিযুক্ত হবে না। জামায়াতে ইসলামী মৌলিক বিষয়ে সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোট দেওয়ার পক্ষে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয়কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সংশোধন করার পক্ষে মত দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে গণভোট প্রয়োজন সেগুলো আরও পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একমত পোষণ করে। তবে জাতীয় স্বার্থ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তিগুলো কী কী এবং কোনগুলো জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্ট করতে হবে

এবং ব্যাখ্যাও থাকতে হবে। যেমন International aid/development cooperation partnership agreement জাতীয় সংসদে বার্ষিক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ভালো হবে। এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংসদে আলোচনা হলে গোপনীয়তা নষ্ট হতে পারে। এ বিষয়গুলো চিন্তা করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে মতামত দেওয়া হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানে বলা থাকলেও স্বাধীনতার আজ পর্যন্ত কোনো চুক্তিই সংসদে উত্থাপন বা আলোচনা করা হয়নি। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা নিঃসন্দেহে গুরুত্ব পাবে। সে রকম কোনো চুক্তি হলে ক্যামেরা সেশনে আলোচনা করা যেতে পারে। তাও সকল চুক্তিই যেন সংসদে উত্থাপন করা হয়। বিষয়টি আর একটু পর্যালোচনা মতামত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল

কমিশনের বক্তব্য: ঐকমত্য কমিশন হতে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, বিগত ৫৩ বছরে দেখা গেছে যে, রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গ অর্থাৎ বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ এবং আইন বিভাগের এক জায়গায় বসার কোনো ব্যবস্থা নেই। সংসদে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের অবস্থান মুখোমুখি থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর বাইরে গিয়ে এক টেবিলে কথা বলা দরকার। এটি একটি উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। বর্তমানে যে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা এটিকে একটি সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া। তৃতীয়ত সকল গুরুত্বপূর্ণ এবং সাংবিধানিক পদসমূহে নিয়োগ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর একক কর্তৃত্ব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতাসহ ৯ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা অনেক বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতিকে অন্তর্ভুক্ত না করার প্রস্তাব করে। কারণ কখনও যদি কোনো বিষয়ে কাউন্সিলে জটিলতা বা ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা হলে যাওয়ার আর কোনো জায়গা থাকবে না। সে কারণে রাষ্ট্রপতি বা প্রধান বিচারপতিকে বাদ রাখা হলে পরবর্তী ধাপে ঐ দুই জায়গায় যাওয়া যাবে। উক্ত ২ জন কাউন্সিলে থাকলে তারাও জটিলতাসহ ভিন্ন মতের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। তখন আর যাওয়ার জায়গা থাকবে না। গেলেও তারা তখন কী সিদ্ধান্ত দিবে তা বোধগম্য নয়। এই যুক্তি থেকেই উল্লিখিত দুজনকে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল হতে বাদ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এনসিসিকে অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে তাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া দরকার। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করতে গিয়ে আবার যাতে অন্য সমস্যা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীকালে বিস্তারিত মতামত দেওয়া হবে।

জরুরি অবস্থা জারি

কমিশনের প্রস্তাব: কেবলমাত্র এনসিসি-এর সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকদের কোনো অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। সুপারিশটি বাস্তবায়ন করতে হলে অনুচ্ছেদ ১৪১ (খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল করতে হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত সুপারিশ 'কেবলমাত্র এনসিসি-এর সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন'-এর পরিবর্তে 'কেবলমাত্র এনসিসি-এর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন' সিদ্ধান্তের স্থলে সুপারিশ। ফলে জরুরি অবস্থা জারি সম্পর্কে শর্ত সাপেক্ষে একমত পোষণ করে।

আইনসভা ভেঙে যাওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকার

কমিশনের প্রস্তাব: আইনসভা ভেঙে গেলেও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর ৫ সদস্যবিশিষ্ট এনসিসি গঠিত হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: আইনসভা ভেঙে গেলেও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন পর্যন্ত একমত। কেয়ারটেকার সরকার নিয়োগের পর জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বিলুপ্ত হওয়ার প্রস্তাব করে। তখন আর এনসিসি-এর প্রয়োজন নেই। দল নিরপেক্ষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্যই এনসিসি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কেয়ারটেকার সরকারই দল নিরপেক্ষ হিসেবে কাজ করবে। সেক্ষেত্রে সেই সময় এনসিসির প্রয়োজন নেই। এছাড়া প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানের পদসমূহের নিয়োগ কেয়ারটেকার সরকারের সময় এনসিসির হাতে থাকলে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকবে না। এ বিষয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা শেষে পরবর্তীকালে চূড়ান্ত প্রস্তাব দেওয়া হবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও মেয়াদ

কমিশনের প্রস্তাব: রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৪ বছর এবং সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত না থাকা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: উক্ত প্রস্তাবে আংশিক একমত হয়। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত না থাকা প্রস্তাবে একমত। কিন্তু রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৪ বছরের স্থলে ৫ বছর রাখারই পক্ষে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ইলেক্টোরাল কলেজের পরিবর্তে যেহেতু দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ থাকবে সেহেতু সংসদ-সদস্যগণের ভোটই যথেষ্ট। সম্প্রসারিত করতে গিয়ে ভোট কেনাবেচা হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরকার দলীয় প্রভাব বৃদ্ধি পাবে ও নিরপেক্ষ না হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। দুই কক্ষের সদস্যদের ভোটেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষে মত দেন। বিভিন্ন সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও রাষ্ট্রপতি এবং সরকারের মেয়াদ ৫ বছর রাখাই ভালো। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হলে প্রশাসনিক কার্যক্রমে অসুবিধা হবে কি না তাও ভেবে দেখা দরকার। রাষ্ট্রপতিকে কী কী ক্ষমতা দেওয়া যায় তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের যে মূল ধারণা তা থেকে বিচ্যুত যেন হয় তাও দেখা দরকার।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রপতিকে কিছু ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে দল থেকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন দিয়ে শুধু এমপিদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে তা সঠিক হবে না। সংবিধান সংস্কার কমিশন হতে জেলা সমন্বয় কাউন্সিল এবং সিটি করপোরেশন সমন্বয় কাউন্সিলের সমন্বয়ে ইলেক্ট্রোরাল কলেজের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে এর সঙ্গে আরো সম্প্রসারিত করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়েছে। এতে করে নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন দলের যিনি প্রার্থী হবেন তিনিই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন, সে সম্ভাবনাকে একটু প্রতিযোগিতামূলক এবং গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে খর্ব করে রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না। ইনস্টিটিউশনালি কিছু ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। হুবহু ওয়েস্ট মিনিস্টার স্টাইল অনুসরণ করাও সম্ভব হবে না।

স্থানীয় সরকারের নির্বাচন দলীয় মনোনয়নে না হলে এবং নির্বাচন দলীয় প্রভাবমুক্ত সুষ্ঠু হলে ইলেক্ট্রোরাল কলেজের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে পারে।

অন্তর্বর্তী সরকার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অন্তর্বর্তী সরকারের নাম কেয়ারটেকার সরকার করার প্রস্তাব করেছে। কেয়ারটেকার সরকার ২০ সদস্যবিশিষ্ট, মেয়াদ ৪ মাস এবং অনিবার্য কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে না পারলে আরও ২ মাস সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার প্রস্তাব করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য এনসিসির মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন ক্রমানুযায়ী যে বিভিন্ন প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তাতে একমত নয় মর্মে মতামত দিয়েছে। শুধু বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তাকে প্রধান উপদেষ্টা করার বিষয়ে প্রস্তাব করেছে। তারা মনে করেন কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কিত পূর্বের বিধান ফিরিয়ে আনা হলেই বিষয়টির সমাধান হবে।

কমিশনের বক্তব্য: কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কিত পূর্বের বিধানে কিছু ত্রুটি ছিল বিধায় ফ্যাসিস্ট আবির্ভাবের সুযোগ হয়েছিল। তাছাড়া কেয়ারটেকার সরকারের বিষয়ে কোর্টের রায়ও রয়েছে। এছাড়াও কিছু জটিলতা রয়েছে। সেগুলোও বিবেচনায় নিতে হবে। সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উভয় কমিশন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয় দুটি সুপারিশ করেছে। সুপারিশ ২টি পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে দ্বিতীয় দফা আলোচনার সময় বিস্তারিত প্রস্তাব করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল রাখা এবং তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলে থাকার প্রস্তাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একমত নয় মর্মে জানায় এবং তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ প্রেরণের ক্ষমতা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলকে প্রদান করা যাবে না মর্মে তারা মত দেয়।

অধস্তন আদালত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: অধস্তন আদালত শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে স্থানীয় আদালত ব্যবহার করার প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে অধস্তন আদালত রাখার মত দেয়। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন হতেও স্থানীয় আদালত না করে অধস্তন আদালত রাখার পক্ষেই আলোচনা হয়েছে। স্থানীয় আদালত বললে আদালত থেকে ভিন্ন কিছু বোঝানো হচ্ছে মনে হবে। তাই বিকল্প অন্য কোনো শব্দ ব্যবহারের পক্ষে মত দেয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে আদালতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়।

স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একমত নয়। তারা সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় সাপেক্ষে করতে হবে মর্মে সুপারিশ করেছে। তারা জেলা সমন্বয় কাউন্সিল প্রতিষ্ঠায় একমত নয়। জেলা পর্যায়ে জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি (DDCC) বিদ্যমান রয়েছে। এ বিষয়ে DDCC কমিটিই যথেষ্ট। তবে এ কমিটিকে আরও কার্যকর করা প্রয়োজন মর্মে তারা জানিয়েছে। স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবেও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একমত নয় এবং তারা স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য বিদ্যমান মন্ত্রণালয়ই যথেষ্ট মর্মে মতামত দিয়েছে।

কমিশনের বক্তব্য: স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত সুপারিশ নিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় সরকার যে কোনো সময় যে কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিকে বরখাস্ত করতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিকে অন্যায়ভাবে যেন বরখাস্ত করতে না পারে, স্থানীয় সরকারের টাকা যেন জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হয় এ দুটি উদ্দেশ্য নিয়েই স্থানীয় সরকার কমিশন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: এখানকার সুপারিশ এবং স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ পাশাপশি রেখে একসঙ্গে আলোচনা করা হলে ফলপ্রসূ হবে। তাই এ বিষয়ে পরবর্তীকালে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে।

সহ-সভাপতি: দীর্ঘ সময় সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। আজকের আলোচনা মুলতুবি করা হবে। মুলতুবি সংলাপের তারিখ ও সময় আলোচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সংলাপের মুলতুবি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের দ্বিতীয় দিনের সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৮ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় দিনের সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : **অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন**

তারিখ : ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : রবিবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী খেলাফত মজলিসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের	নায়েবে আমীর
২.	মাওলানা এ টি এম মাসুম	সেক্রেটারি জেনারেল (ভারপ্রাপ্ত)
৩.	জনাব হামিদুর রহমান আজাদ	সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল
৪.	জনাব রফিকুল ইসলাম খান	সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল
৫.	জনাব এহসান মাহবুব যোবায়ের	সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল
৬.	জনাব সাইফুল আলম খান মিলন	কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য
৭.	জনাব মতিউর রহমান আকন্দ	কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য
৮.	জনাব নুরুল ইসলাম বুলবুল	কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য
৯.	জনাব মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন	কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য
১০.	জনাব শিশির মোহাম্মদ মনির	আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্ট
১১.	সরকার মোহাম্মদ মতিউদ্দিন	সদস্য, সংস্কার প্রস্তাব গঠন টিম

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীসহ বিগত ৫৩ বছরে আন্দোলন-সংগ্রামে যারা শহিদ হয়েছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

ও তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন প্রথম দিনের আলোচনায় জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেছিলেন যে, তারা পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করা কিছু কিছু বিষয়ের সিদ্ধান্ত জানাবেন। আমরা আশা করব যে উক্ত প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটবে। আশা করা যায় জামায়াতের সঙ্গে প্রথম রাউন্ডের আলোচনা আজ শেষ হবে।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ হতে বিশেষ করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রধান প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, যেহেতু গত বৈঠকে সংবিধান সংস্কার কমিশন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে অনেকগুলো বিষয় ছিল যেগুলোর বিষয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দলের নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে জানিয়েছিল। যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক আলোচনায় যারা প্রতিনিধিত্ব করেন তাদেরকে বিভিন্নভাবে নীতি নির্ধারকদের কাছে ফিরে যেতে হয়। কারণ আলোচনার টেবিলে অনেক কিছু উপস্থিত হয় যেগুলো পুনর্বিবেচনা দাবি করে। আশা করা যায় এ আলোচনার পরও দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার জন্যও অনেক বিষয় থাকবে। সবগুলো বিষয়ে আজকেই মীমাংসা করা যাবে তা নয়। যদি করা সম্ভব হতো তাহলে সেটি সকল বিবেচনাতেই ভালো হতো। জাতীয় একমত্য কমিশন চেষ্টা করছে যত দ্রুত সম্ভব একটি জাতীয় সনদের দিকে অগ্রসর হওয়া। সেই জায়গায় প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা আগামী দুই একদিনের মধ্যে শেষ হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু করা হবে।

ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের: সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গত বৈঠকে কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছিল এবং কিছু বিষয় পেন্ডিং ছিল। যে সমস্ত বিষয় পেন্ডিং ছিল সেগুলো নিয়ে নীতি নির্ধারণী কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে অনেকগুলোর বিষয়ে মত পরিবর্তন করে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে একমত হওয়া গেছে। ঐকমত্য কমিশন বিগত দিনের আলোচনায় এ বিষয়ে সাহায্য করেছেন, এজন্য তিনি ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন সংস্কারের বিষয়টি দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হচ্ছে না। এটি দেশের স্বার্থে, জাতীয় ভাবে সকলের কল্যাণ যাতে হয় সে চেষ্টাই করা হয়েছে। সে কারণে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে যেটি উত্তম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তাদের মত পরিবর্তন করে ঐকমত্য পোষণ করেছে। জামায়াতে ইসলামী যখন বুঝতে পেরেছে যে জাতির জন্য এবং দেশের জন্য তা আরও ভালো হবে তখন তা তারা গ্রহণ করেছে। দলকে লক্ষ করে, দলের অর্জনকে লক্ষ্য করে বিবেচনা করা হয়নি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বিবেচনা করা হয়েছে। বিগত আলোচনার পর অনেকগুলো ঘটনা বাংলাদেশে ঘটছে। কারও কারও বিশ্লেষণ হচ্ছে এর পিছনেও দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য ষড়যন্ত্র আছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে নানামুখী অস্থিতিশীলতা তৈরি করা। সরকারের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন আরও দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সঠিকতার সঙ্গে পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেন। সকল পজিটিভ কাজে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন থাকবে। তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আগামী নির্বাচন। নির্বাচন যদি সুষ্ঠু, সঠিক, অবাধ এবং সন্ত্রাসমুক্ত হয় এটিই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রধান লক্ষ্য। কারণ আজকে বাংলাদেশ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটির পিছনে সবচেয়ে বেশি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে গত তিনটি প্রহসনের নির্বাচন। নির্বাচনের বিষয়ে সুস্পষ্ট টাইমলাইন না থাকার কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরেও নানারকম অস্থিরতা কাজ করছে। ঐকমত্য কমিশন পরিশ্রম করে একটানা সংলাপ করে যাচ্ছে সেজন্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। ফেয়ার ইলেকশনের জন্য যে সমস্ত ইস্যুগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত পৌঁছানোর পর দ্রুত নির্বাচন করা দরকার। এর আগে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করার জন্য যা যা করা দরকার তা করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

৮. নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৩টি প্রস্তাবে একমত, ১০টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৪টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত মর্মে জানিয়েছে। একমত নয় এবং আংশিক একমত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। নির্বাচন কমিশনের কিছু প্রস্তাবের বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গেই আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতিকে অন্তর্ভুক্ত না করার সুপারিশ করেছিল।

এনসিসির বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব: একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: পরিবর্তিত মতামতে জানায় যে, কেয়ারটেকার সরকার নিয়োগের পর জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বিলুপ্ত হবে এবং কেয়ারটেকার সরকারের সময়কালে সরকারই এনসিসির দায়িত্ব পালন করবে। কেবলমাত্র কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করার পূর্বে যদি সংসদ ভেঙে যায় তাহলে এনসিসির অবশিষ্ট সদস্যগণ এনসিসির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন

কমিশনের প্রস্তাব: ১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: একমত পোষণ করে।

কমিশনের প্রস্তাব: উচ্চ কক্ষের নির্বাচন প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০% দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: উচ্চকক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে একমত। তবে উচ্চকক্ষে ৫০% আসন নির্দলীয় ব্যক্তি বাধ্যতামূলক না করার পক্ষে মত ব্যক্ত করে। বিস্তারিত আলোচনার পর এক্ষেত্রে যোগ্য এবং নির্দলীয় ব্যক্তিদের মনোনয়ন প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ আকারে থাকতে পারে মর্মে জামায়াতে ইসলামী একমত পোষণ করে।

কমিশনের প্রস্তাব: সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: সংবিধান সংশোধনে উচ্চকক্ষের সংসদ সদস্যের প্রস্তাবনাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সংসদ নির্বাচনে ১ শতাংশ বা তার অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা।

সংসদে নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব

কমিশনের প্রস্তাব: সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: পূর্বে একমত না হলেও পরিবর্তিত মতামতে আংশিক একমত পোষণ করে। দলটি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (পিআর) নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করার কথা জানায়। বিস্তারিত আলোচনায় জানায় যে, নিম্নকক্ষের নির্বাচন পূর্বের মত হলে নারী আসন পূর্বের মতো ৫০টি এবং নির্বাচন পদ্ধতিও পূর্বের মতোই প্রাপ্ত আসনের সংখ্যানুপাতিক হতে পারে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (পিআর) নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৩০০টি আসন নারী-পুরুষ উন্মুক্ত এবং ১০০টি নারী আসন নির্ধারিত হতে পারে।

কমিশনের প্রস্তাব: প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

কমিশনের পক্ষ হতে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় এবং এর ফলে নারী ক্ষমতায়নের যে অগ্রগতি হবে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: পূর্বের মতামতে একমত না হলেও পরিবর্তিত মতামতে আংশিক একমত বলে জানায়। প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে বলে মত দেয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

কমিশনের প্রস্তাব: দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: পূর্বের মতামতে একমত না হলেও পরিবর্তিত মতামতে আংশিক একমত হয়। সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করার কথা বলে।

কমিশনের প্রস্তাব: জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: পূর্বের মতামতে একমত না হলেও পরিবর্তিত মতামতে একমত পোষণ করে। এক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে একমত পোষণ করা হয়। শর্ত হচ্ছে–যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় ও কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে হয়।

দলীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে ইলেক্টোরাল কলেজের ক্ষেত্রে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না।

ডেপুটি স্পিকার

কমিশনের প্রস্তাব: বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার বিধান করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: প্রস্তাবে একমত হলেও পূর্বের মতামতে ডেপুটি স্পিকার সরকারী দল ব্যতীত অন্যান্য সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে মন্তব্য করা হয়েছিল। পরিবর্তিত মতামতে পূর্বের মন্তব্যটি প্রত্যাহার করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

কমিশনের প্রস্তাব: তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: পূর্বের মতামতে আংশিক একমত হয়ে কেয়ারটেকার সরকারকে রুটিন কার্যক্রমের বাহিরে শুধু প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে মর্মে মন্তব্য করা হয়েছিল। পরিবর্তিত মতামতে কেয়ারটেকার সরকার নিয়োগের পর জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বিলুপ্ত হবে এবং কেয়ারটেকার সরকারের সময়কালে সরকারই এনসিসির দায়িত্ব পালন করবে। কেবলমাত্র কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করার পূর্বে যদি সংসদ ভেঙে যায় তাহলে এনসিসির অবশিষ্ট সদস্যগণ এনসিসির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। উক্ত পরিস্থিতিতে ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট প্রধান এনসিসিতে যুক্ত হবেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কমিশনের প্রস্তাবে একমত পোষণ করে।

কমিশনের প্রস্তাব: স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: প্রস্তাবটিতে আংশিক একমত হয়ে কেয়ারটেকার সরকার প্রধানের নাম জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তাকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করবেন মর্মে প্রস্তাব করেছিল। পরিবর্তিত প্রস্তাবে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে এর পূর্বে অবসরপ্রাপ্তদের প্রস্তাব করা হয়। সর্বশেষে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে অন্য ২০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে মর্মে প্রস্তাব করা হয়।

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

কমিশনের প্রস্তাব: ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: বিষয়টিতে একমত নয় মর্মে জানায় এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হলে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা থাকবে না বলে মন্তব্য করে। পরিবর্তিত মতামতে তারা বর্তমান পদ্ধতি বহাল থাকবে বলে জানায়।

কমিশনের পক্ষ হতে প্রস্তাবের পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। বলা হয় যে, নির্বাচন কমিশনকে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য এ প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতি ১০ বছর পরপর জনশুমারি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে উক্ত কমিশন গঠিত হবে এবং উক্ত কাজ সম্পাদনের পর বর্ণিত কমিশন বিলুপ্ত হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কমিশনের প্রস্তাবে একমত পোষণ করে।

নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা

কমিশনের প্রস্তাব: নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: বিষয়টিতে একমত নয় মর্মে জানায় এবং প্রস্তাবিত সুপারিশটি জটিলতা সৃষ্টি করবে। এর কোনো উপকারিতা নেই, কারণ উচ্চকক্ষও রাজনৈতিক দলের দ্বারাই তৈরি। সুপারিশ মোতাবেক পরিবর্তন আনলে নির্বাচন কমিশনের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব আরো গাঢ় হবে। বর্তমান পদ্ধতিই চলতে পারে।

কমিশনের পক্ষ হতে প্রস্তাবের পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। বলা হয় যে, বর্তমান বাবস্থায় নির্বাচন কমিশন শুধু নির্বাহী বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ। তাদের টাকা-পয়সার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় এবং আইন-কানুনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে যেতে হয়। নির্বাহী বিভাগের কাছ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে অর্থাৎ উচ্চকক্ষের সর্বদলীয় একটি কমিটির কাছে সকল প্রস্তাব উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হতে বলা হয় যে, এতে নির্বাচন কমিশনের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব আরও বেড়ে যাবে। কারণ যারা মেজরিটি পাবে তারাই সরকার গঠন করবে। বিস্তারিত আলোচনার পর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এ বিষয়ে তাদের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তীকালে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে বলে জানায়।

কমিশনের প্রস্তাব: সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয়। তারা জানায় আপীলেট/হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিতে পারেন। তবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে তাকে দায়মুক্তি দেওয়ার সুযোগ থাকা উচিত নয়। কর্মরত থাকাকালেও এ ব্যর্থতা ও অপরাধের তদন্ত করা ও অপসারণসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

কমিশনের পক্ষ হতে প্রস্তাবের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হতে বলা হয় যে, জবাবদিহিতায় আনা জরুরি। তবে জুডিশিয়াল হলে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ হবে। সংসদীয় কমিটিতে দেওয়া হলে কমিশনের ওপর রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পাবে।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

কমিশনের প্রস্তাব: নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাভুক্ত করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয় মর্মে পূর্বে জানিয়েছিল। পরিবর্তিত মতামতে আংশিক একমত এবং পূর্বের মন্তব্যটি প্রত্যাহার করা হলো মর্মে জানায়। কী কী তথ্য দিতে হবে তা নির্ধারিত করা উচিত। সকল তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। এতে রাজনৈতিক দলকে চেপে ধরার সুযোগ হবে। অনেক বিষয় আছে যা প্রকাশ করা যাবে না।

কমিশনের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, দলের তথ্য প্রকাশ নীতিমালা থাকতে পারে। সেটি তথ্য কমিশনের কাছে গ্রহণযোগ্য। সব ধরনের তথ্য দিতে হবে না। তথ্য অধিকার আইনে তা উল্লেখ আছে। এখানে কোনো রিস্ক নেই।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিস্তারিত আলোচনার পর জানায় যে, তারা ট্রান্সপারেন্সিতে একমত।

প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা

কমিশনের প্রস্তাব: মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতাবিরোধী (ট্রাইবুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: প্রস্তাবের সঙ্গে আংশিক একমত মর্মে পূর্বে জানিয়েছিল। পরিবর্তিত মতামতে একমত নয় মর্মে মতামত দিয়েছে। মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানবতাবিরোধী অপরাধে শুধু সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতাবিরোধী (ট্রাইবুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা যেতে পারে। দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দোষী বলা যায় না। চার্জশিট গঠনই অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া না। বর্তমান আইন অনুযায়ী কোর্টে শাস্তি পেতে হবে। এটি করা হলে আইনগত বিতর্কের জন্ম দেবে। অন্যান্য অসত্য অভিযোগ আসতে পারে। আমাদের দেশে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টিও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার বিষয়। কিন্তু গণহত্যার বিষয়টি কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটিই বিবেচ্য।

কমিশনের পক্ষ হতে প্রস্তাবের পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। বলা হয় যে, বিষয়টি সাধারণ অপরাধ নয়। এটি মানবতাবিরোধী অপরাধের বিষয়ে বলা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য মৌলিক অধিকার পর্যন্ত খর্ব করা হয়।

নির্বাচন করা কোনো মৌলিক অধিকার নয়। বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, জুলাই গণহত্যাকে নির্দিষ্ট করে (বা ২০০৯ হতে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে) যদি আইন সংশোধন করা হয় তাহলে একমত হওয়া যায়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কিছু অতিরিক্ত সুপারিশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কিছু অতিরিক্ত সুপারিশ করে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ দ্বিতীয় দফা আলোচনার সময় বিবেচনা হতে পারে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রস্তাব

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রস্তাবসমূহের বিষয়ে অধিকাংশের বিষয়ে একমত হয়েছে। যে কয়টি প্রস্তাব আংশিক একমত বা একমত নয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশল, দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন, বাস্তবায়নে ন্যায়পাল।

কমিশনের প্রস্তাব: রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: প্রস্তাবের সঙ্গে আংশিক একমত পোষণ করে। তারা মন্তব্যে উল্লেখ করে যে, ন্যায়পাল আইন ইতোমধ্যে রয়েছে তাই নতুন আইনের পরিবর্তে বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন এবং ন্যায়পাল নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

কমিশনের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, আমাদের সংবিধানে ন্যায়পালের উল্লেখ রয়েছে। কর ন্যায়পালের একটি আইন হয়েছিল সেটি পরবর্তীকালে বাতিল হয়ে যায়। বর্তমানে ন্যায়পাল আইন নেই। কমিশন হতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশলপত্র যেটি প্রণয়ন করা হবে সেটি কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটি দেখা। একজন ন্যায়পালের কথা বলা হচ্ছে না, ন্যায়পাল একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এর মধ্যে দুর্নীতিদমন একটি বিষয়।

আলোচনা শেষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ন্যায়পাল বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে।

সুবিধাভোগী মালিকানা বিষয়ক আইনি সংস্কার

কমিশনের প্রস্তাব: প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইন কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: প্রস্তাবের সঙ্গে আংশিক একমত পোষণ করে অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন মর্মে মন্তব্য করেছে।

কমিশনের পক্ষ হতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রস্তাবের বিষয়ে একমত পোষণ করে।

কমিশনের প্রস্তাব: আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে Common Reporting Standerds (CRS)-এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আংশিক একমত পোষণ করে। মন্তব্যে যথাযথ সিকিউরিটি (সকল প্রকার) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বলা হয়।

দুনীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৫(১) ধারার সংশোধন করে কমিশনের সংখ্যা পাঁচে উন্নীতকরণ। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রস্তাবে পূর্বের মতামতে একমত নয় মর্মে জানালেও পরিবর্তিত মতামতে একমত পোষণ করে।

কমিশনের প্রস্তাব: দুর্নীতিদমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন।

কোনো ব্যক্তি কমিশনার হওয়ার যোগ্য হতে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: প্রস্তাবে একমত নয়। বিদ্যমানই যথেষ্ট। ১৫ বছর নয় বরং বিদ্যমান অন্যূন ২০ বছরের অভিজ্ঞতাই বলবৎ থাকবে।

কমিশনের প্রস্তাব: দুদক কমিশনারের মেয়াদ ৫ বছরের পরিবর্তে ৪ বছর নির্ধারণ করা।

কমিশনের পক্ষ হতে ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, মূল আইনে এটি ৪ বছরই ছিল। একজন বা একাধিক ব্যাক্তিকে পুরস্কৃত করার জন্য এ আইনটি পরিবর্তন করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: প্রস্তাবে একমত নয়। ৫ বছরই বলবৎ থাকবে।

কমিশনের প্রস্তাব: দুদক আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: আংশিক একমত পোষণ করে। দলটি মতামত দেয় যে, প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে। তারা হলেন– ১. প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান, ২. সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টের বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, ৩. বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ৪. সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান, ৫. অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবদের মধ্যে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং ৬. ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বরেণ্য ২ জন আলেম।

রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP-এর পক্ষভুক্ত হওয়া

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বক্তব্য: একমত নয়। সভ্যতা-সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও নৈতিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়ে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হতে পারে না মর্মে মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিশনের পক্ষে বলা হয় যে, OGP-এর পক্ষভুক্ত হওয়ার মধ্যে উল্লিখিত উদ্বেগের কোনো সুযোগ নেই। এ ধরনের কোনো ঝুঁকি নেই। মূল বিষয়টি হলো শাসন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিতা কতটুকু হয়েছে তা বিবেচ্য।

কতিপয় অতিরিক্ত সুপারিশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কতিপয় অতিরিক্ত সুপারিশ করে। কমিশনের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, এ সকল সুপারিশের বিষয়ে কমিশনের মূল প্রস্তাবে অনেককিছুই উল্লেখ রয়েছে। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাগণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের পক্ষ হতে শক্তভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। একটি স্পেশাল টাস্কফোর্স গঠন করে অনতিবিলম্বে যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদেরকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কিছু কিছু সুপারিশ এখনই বাস্তবায়নযোগ্য এবং সেগুলো বাস্তবায়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

প্রধন বিচারপতি নিয়োগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: প্রধান বিচারপতি নিয়োগে কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তবে এসজিসি কর্তৃক কোনো বিচারপতি প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ থেকে বারিত রাখতে হবে।

কমিশনের বক্তব্য: আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিচারপতিদের অপসারণের দায়িত্ব এসজিসি-এর। কিন্তু এখন পর্যন্ত আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়নি। তারপরেও আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সময়ে জ্যেষ্ঠ বিচারপতি অভিযুক্ত হলে তাকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ না দেওয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বিবেচনায় নেওয়া হবে এবং ঐকমত্য কমিশনে আলোচনা করা হবে। অবগতির জন্য জানান, অধিকাংশ দলই সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে নিয়োগের পক্ষে মতামত দিয়েছে। কয়েকটি দল সর্বজ্যেষ্ঠ ২ জনের মধ্যে একজনকে নিয়োগের সুপারিশ করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ

কমিশনের বক্তব্য: বিদ্যমান ব্যবস্থায় আপিল বিভাগের বিচারকের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা উল্লেখ না থাকায় কমিশন থেকে ন্যূনতম ৭ জনের সুপারিশ করেছে। সুপারিশে উর্ধ্বসীমা বলা হয়নি, প্রধান বিচারপতির বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এতে করে ২/৩টি বেঞ্চ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: আপিল বিভাগের ন্যূনতম বিচারকের সংখ্যা সম্পর্কিত সুপারিশে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তবে কমপক্ষে ৩/৪টি বেঞ্চ গঠনের জন্য ন্যূনতম ১৩ জন বিচারক রাখার প্রস্তাব করেন। কারণ পেন্ডিং মামলার বিচার-বিবেচনায় আপিল বিভাগের বিচারক সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বিচার বিভাগের দুর্নীতি প্রতিরোধ–সম্পদের তথ্য প্রকাশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর বক্তব্য: সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের বিচার ও সহায়ক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ প্রতি ৩ বছর পরপর ওয়েবসাইটে প্রকাশ সম্পর্কিত সুপারিশে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। প্রতি ৩ বছরের পরিবর্তে প্রতিবছর সম্পত্তির হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

কমিশনের বক্তব্য: অনেক দলই প্রতি ৩ বছরের পরিবর্তে প্রতিবছরের প্রস্তাব করেছে। প্রতিবছর সম্পত্তির হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বিবেচনায় রাখা হবে।

আইন পেশার সংস্কার- ট্রাইব্যুনাল স্থাপন

কমিশনের বক্তব্য: আইন পেশার সংস্কার সুপারিশটিতে ২টি ভাগ রয়েছে। একটি আচরণবিধি যুগোপযোগী করা, যেটি বার কাউন্সিল করবে। বিদ্যমান আচরণবিধিতে অনেক কিছু কাভার করে না। অন্যটি আইনজীবীরা আচরণবিধি লংঘন করলে তাদের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করার যুক্তি হচ্ছে বিদ্যমান ব্যবস্থায় বিগত ৭/৮ বছরে ৪ শতাধিক মামলার বিপরীতে মাত্র ৭/৮টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। যার জন্য অনেকের অভিযোগ থাকলেও অভিযোগ করে না। তাছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এর জন্য বারবার ঢাকায় আসা আর্থিক অপচয় ও সময় নষ্ট হয়। ফলে অনেকে হাল ছেড়ে দেয়। কোর্টে পেন্ডিং ৪৩ লক্ষাধিক মামলার মধ্যে প্রায় ৩৮ লক্ষ মামলাই জেলা পর্যায়ে। যার জন্য এ ধরনের অভিযোগ জেলা পর্যায়ে বেশি হয়ে থাকে। জেলা পর্যায়ের বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের প্রধান হিসেবে একজন বিচারক দায়িত্ব পালন করবে। তবে আইনজীবীদের প্রতিনিধি থাকবে। কারণ আইনজীবী দ্বারা করানো হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না। স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করা হলে জানানো হয়, বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের গঠন সংক্রান্ত। সেক্ষেত্রে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল জেলা পর্যায়ে নেওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য হতে হবে। তারপরে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা করা যাবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে বার কাউন্সিল, জেলা বা মহানগর বার অ্যাসোসিয়েশন এবং বারের সংশ্লিষ্ট কোর্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ ৩টি পর্যায়ে থেকে অভিযুক্ত আইনজীবীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তারপরে যদি আর একটি ধাপ বৃদ্ধি করা হয় তাহলে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আচরণ বিধির জন্য এ ৩টি ধাপই যথেষ্ট।

কমিশনের বক্তব্য: বার কাউন্সিল আইন দ্বারা বিধিবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত। মামলার সংখ্যা বিবেচনায় জেলা পর্যায়ে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। শুধু প্রক্রিয়াগত কারণে সেগুলো উত্থাপিত হচ্ছে না। বিচার পাওয়া সহজীকরণের জন্য এটা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: কমিশনের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তবে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা ও মতামত দেওয়া হবে।

আইন পেশার সংস্কার–আদালত প্রাঙ্গনে দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ

কমিশনের বক্তব্য: কোর্ট প্রাঙ্গণে কোনোপ্রকার দলীয় কার্যক্রম করা যাবে না। দলীয় সমর্থন থাকতে পারে বা দলীয় কার্যক্রম কোর্ট প্রাঙ্গণের বাইরে করতে হবে। কারণ ইতঃপূর্বে বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে কোর্ট প্রাঙ্গণে দলীয় ব্যানারে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। যেগুলো বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বিশেষ করে আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে দলীয় কার্যক্রম বেশি সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। সুপারিশটি বাস্তবায়ন করা গেলে কোর্টের পরিবেশ শান্ত থাকবে, স্বচ্ছ বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: কমিশনের বক্তব্যের আলোকে আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় ব্যানারে দলীয় বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণে শর্ত সাপেক্ষে একমত পোষণ করে। কারণ আইনজীবীদের পেশাগত সংগঠন বা এ জাতীয় কোনো কার্যক্রম এর আওতায় আনা যাবে না।

বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ সম্পর্কিত সুপারিশে দ্বিমত পোষণ করে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অতিরিক্ত সুপারিশ

কমিশনের বক্তব্য: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অতিরিক্ত যে ৩টি সুপারিশ করেছে সেগুলো বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশে প্রতিফলিত হয়েছে। তারপরেও সুপারিশগুলো বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন

কমিশনের বক্তব্য: বর্তমানে সরকারের অনেকগুলো মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর, কর্পোরেশন রয়েছে। এরশাদ সরকারের সময় 'এনাম কমিশন' প্রতিটি সংস্থা নিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম করে জনবল, যন্ত্রপাতি, বেতন-কাঠামোসহ সবকিছু নির্ধারণ করে দিয়েছিল। বহু বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও সমন্বিত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যা হচ্ছে সবগুলোই খণ্ড খণ্ড আকারে হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার সমন্বিত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ায় জনপ্রশাসনেও যুগের চাহিদা ও যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে কাজ করার জন্য সরকারের সকল সংস্থার সবদিকে যুগোপযোগী সংস্কার প্রয়োজন। এ সংস্কার কার্যক্রম করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হবে। সেজন্য স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: **<u>স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠনের সুপারিশে একমত পোষণ করে।</u>**

তথ্য অধিকার আইন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করে।

Official Secrets Act

কমিশনের বক্তব্য: Official Secrets Act বিদ্যমান অবস্থায় থাকায় আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও রক্ষা করতে হবে। সেজন্য কলোনিয়াল অ্যাক্টটিকে এমনভাবে সংশোধন করা হবে যাতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও রক্ষা হবে আবার প্রয়োজনীয় তথ্যও পাওয়া যাবে। সেজন্যই সুপারিশটি করা হয়েছে। তবে বিস্তারিত কোনো প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। কারণ ব্যাপক পর্যালোচনা করার দরকার রয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: <u>Official Secrets Act সংশোধনে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তবে সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।</u>

নাগরিক কমিটি গঠন

কমিশনের বক্তব্য: স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা সেবাসহ প্রভৃতি পরিষেবা নিয়ে নাগরিক কমিটি প্রতি ৪ মাস অন্তর বৈঠক করে প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানকে প্রদান করবে। স্থানীয় পর্যায়ের একটি কমিটি, যেটি নির্দলীয় হবে। স্পষ্টীকরণের জন্য পূর্ণাঙ্গ সুপারিশটি পাঠ করে শোনানো হয় এবং বিস্তারিতভাবে সুপারিশ উল্লেখ রয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে Watchdog-এর কোনো ব্যবস্থা বিদ্যমান নেই।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: নির্দলীয় বলা হলেও সর্বশেষ নির্দলীয় থাকার সম্ভাবনা কম। এতে কিছু লোক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়বে। জেলা-উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করবে এবং নানা সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাছাড়া আবার ছাত্র প্রতিনিধি রাখা হবে, যেটি খুব সন্তোষজনক নয়। যদি নাগরিক কমিটি করতে হয় সেটা কার্যক্রমসহ সুস্পষ্ট করতে হবে। <u>বরং জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান কমিটিগুলোকে কার্যকরী করা গেলে বেশি সুফল পাওয়া যাবে।</u>

জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তন

কমিশনের বক্তব্য: বিদ্যমান পদবিতে কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। অর্থাৎ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার। ডিসি-এর সঠিক বাংলাও করা হয়নি। তাছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারাও জেলা প্রশাসক নাম নিয়ে আপত্তি রয়েছে। উক্ত ৩ ধাপে একই পদবি ব্যবহারের জন্যই সুপারিশটি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: সুপারিশটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণের কারণ হচ্ছে নামের পরিবর্তনকে বড় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সুপারিশে এদের কার্যক্রম, ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ নেই। তাছাড়া, এ পদবিগুলোর সঙ্গে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এতে জনগণের কোনো কল্যাণ নিহিত নেই। বরং আধুনিক যুগ ও বর্তমান বাস্তবতায় বিভাগীয় স্তর বিলুপ্ত করে সরাসরি জেলা স্তরকে বেশি কার্যকর করা প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে বিভাগীয় পর্যায়ে তেমন কোনো কার্যক্রম নেই, অনেকটা আলংকারিক।

কমিশনের বক্তব্য: বিভাগীয় স্তর বিলুপ্ত করা সম্পর্কে বলা হয়, বিকেন্দ্রীকরণ সরকার ব্যবস্থার খুবই প্রয়োজন। সেজন্য পুরো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে নিয়ে পুনঃচিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ ৪টি স্তর, যথা–জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন। একইসঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের অধীন ও তত্ত্বাবধানে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। এতেকরে তৃণমূল/স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা তৃণমূল/স্থানীয় পর্যায়েই সমাধান করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এগুতে হবে। অবগতির জন্য জানান, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোও বিবেচনায় নিতে হবে।

SSB পরিবর্তন করে SES করা

কমিশনের বক্তব্য: উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত এসএসবি-এর সুপারিশে পদোন্নতি হয়ে থকে। কিন্তু কমিশন সুপারিশ করছে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পিএসসি-এর অধীনে ১০০ নম্বরের সুনির্দিষ্ট পাঠ্যসূচিতে লিখিত পরীক্ষা হবে এবং উক্ত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রমে পদোন্নতি হবে। তবে সচিব পদটি যারা সরকার পরিচালনা করবে তাদের বিবেচনার জন্য রাখা হয়েছে। সচিব পদোন্নতি অতিরিক্ত সচিবগণের মধ্য হতে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাগণই সচিব হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে SSB পরিবর্তন করে SES করা সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করা হয়। কারণ সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা, যোগ্যতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়া, প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালুকরণ, জেলা পরিষদ বাতিল, পৌরসভা শক্তিশালীকরণ, রাজধানী মহানগর সরকার, উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা সম্পর্কিত সুপারিশে দ্বিমত পোষণ করে। জেলা পরিষদকে রেখে একে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার

কমিশনের বক্তব্য: ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ থেকে ১১টিতে উন্নীত করা, প্রতি ওয়ার্ডে ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা মেম্বার থাকা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচন করা। জনসংখ্যা বিবেচনায় সুপারিশটি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: ওয়ার্ড সংখ্যা ৯টি থেকে ১১টি করা এবং প্রতি ওয়াডে ১জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা মেম্বার থাকা সুপারিশের এ অংশ পর্যন্ত একমত পোষণ করে। তবে ওয়ার্ড ১২টি করার প্রস্তাব করেন। তবে ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

পিএস এবং এপিএস নিয়োগ

কমিশনের বক্তব্য: বিদ্যমান পদ্ধতিতে পিএস ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এপিএস সরকারি কর্মকর্তা বা বেসরকারি কাউকে নিয়োগ দিতে পারে। সরকারি কর্মকর্তারা পিএস থাকায় সরকার পরিবর্তন হলে রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার হয়। এতে তার চাকরিজীবনের অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান থাকলে কার্যক্রম গতি বৃদ্ধি পায় এবং মসৃণ হয়। অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, পিএসদের ফাইলিং কোনো কার্যক্রম নেই বিধায় তাদের তেমন কোনো কাজ থাকে না। সেক্ষেত্রে যে কাউকে পিএস নিয়োগ দেওয়া হলে কার্যক্রমে তেমন অসুবিধা হবে না।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: পিএস একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ, যারা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর খুব কাছাকাছি থাকে। সরকারের সাথেও মসৃণ যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। কোনো পিএস নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলে রাজনৈতিক ট্যাগ দেওয়ার কোনো অবকাশ থাকবে না। সেজন্য পিএস নিয়োগ বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। তবে পিএস নিয়োগে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী হতে হবে।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

নাগরিকতন্ত্রের ভাষা

কমিশনের ব্যাখ্যায় নাগরিকতন্ত্রের ভাষা সম্পর্কিত সুপারিশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একমত পোষণ করে।

সংবিধান সংশোধন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর বক্তব্য: সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্র ও সংবিধানের মূলনীতিসহ সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ সংশোধনে গণভোটের বিধান করার পক্ষে একমত পোষণ করে।

কমিশনের বক্তব্য: সংবিধান সংশোধন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ পর্যন্ত আলোচনায় অধিকাংশ দল সংবিধানের সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ সংশোধনীর জন্য গণভোটের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ৫ম সংশোধনীর আলোকে গণভোটের বিধান করা যায় কী না পর্যালোচনা করার অনুরোধ করা হয়।

জাতীয় সংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: এনসিসি গঠনে আংশিকভাবে একমত পোষণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্যান্য সদস্যদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠনের প্রস্তাব করে। তাছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারই এনসিসি-এর কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। সেজন্য ঐ সময় এনসিসি প্রয়োজন নেই।

প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ

কমিশনের বক্তব্য: এনসিসি-এর সদস্যগণ প্রধান উপদেষ্টা মনোনয়ন করবে। ৯ সদস্যবিশিষ্ট এনসিসি-এর ৭ সদস্য যাকে নিয়ে একমত পোষণ করবে তাকেই প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ সম্পর্কিত কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেনে তাকে প্রধান উপদেষ্টা করার প্রস্তাব করা হয়।

উপদেষ্টা নিয়োগ

কমিশনের বক্তব্য: সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হওয়ার পরে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য প্রধানমন্ত্রীই নিয়োগ দিয়ে থাকে। সেরকম প্রধান উপদেষ্টা বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পরিষদ নিয়োগ দিবে। উপদেষ্টামণ্ডলী অন্য কোনোভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে কার্যক্রমে সাইকোলোজিক্যাল সমস্যা হতে পারে। একজন প্রধানমন্ত্রী নিজস্ব চিন্তাচেতনায় ৫ বছরের জন্য মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে থাকে সেক্ষেত্রে ৩ মাসের জন্য প্রধান উপদেষ্টা উপদেষ্টা পরিষদ নিয়োগ করলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তী সরকারের মূল কাজ হচ্ছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন জাতিকে উপহার দেওয়া। সেক্ষেত্রে ৫ বছর বা ৩ মাস এরকম সময়ের হিসাব গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করায় ঐকমত্য না হয় সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা এবং প্রধান বিচারপতি সমন্বিতভাবে বৈঠক করে একজনকে প্রধান উপদেষ্টা বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান মনোনীত করবেন। উপদেষ্টা পরিষদ নিয়োগের বিষয়ে দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করা হবে।

কমিশনের বক্তব্য: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মডেল হিসেবে ১৯৯০, ১৯৯৬ এবং ২০০১-এর দৃষ্টান্ত দেশে রয়েছে। সেটাও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নতুন প্রস্তাব দেওয়ায় প্রস্তাবটি লিখিত আকারে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য: প্রতিটি সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোকে chronologically এক জায়গায় করে বিবেচনা করার প্রস্তাব করেন। এতে করে অনেক সুপারিশের সাংঘর্ষিকতা এড়ানো যাবে এবং একই সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি হবে না। অতঃপর দিনব্যাপী তাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ঐকমত্য কমিশনের সদস্যবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

সহ-সভাপতি: দিনব্যাপী আলোচনা করার জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর সম্মানিত সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানান। পরবর্তীকালে মতামত দেওয়ার বিষয়গুলো দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে স্বল্পতম সময়ে প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ৫:১৫ ঘটিকায় প্রথম পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে গণসংহতি আন্দোলনের সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে গণসংহতি আন্দোলনের সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ১৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : রবিবার, সকাল-১০:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী গণসংহতি আন্দোলনের দলের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব জোনায়েদ সাকি	প্রধান সমন্বয়কারী
২.	জনাব আবুল হাসান রুবেল	নির্বাহী সমন্বয়কারী
৩.	দেওয়ান আবদুর রশিদ নীলু	রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য
৪.	মিসেস তাসলিমা আখতার	রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য
৫.	জনাব হাসান মারুফ রুমি	রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য
৬.	জনাব মনির উদ্দিন পাপ্পু	রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য
৭.	জনাব বাচ্চু ভূইয়া	সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য
৮.	জনাব জুলহাসনাইন বাবু	সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য
৯.	জনাব শ্যামলী সরকার	সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য
১০.	জনাব ইমরাদ জুলকারনাইন	সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য
১১.	জনাব তরিকুল সুজন	সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য
১২.	জনবা মুরাদ মোর্শেদ	সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ঐতিহাসিক ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২০২৪-এর জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে যে সমস্ত লড়াকু তরুণেরা অকাতরে জীবন দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। যাঁরা

আহত, অঙ্গহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি সহানুভূতি ও দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। যাঁরা আহত অবস্থায় হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন তাঁদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। গত ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসনামলে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছিল, গণতন্ত্রের নামে মানুষের ওপর অদ্ভুত মাফিয়াতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুনভাবে গড়ে তোলা, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর যে জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। আলোচনার সুবিধার্থে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সুপারিশগুলোর একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে স্প্রেডশিট আকারে ১৬৬টি সুপারিশ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠিয়েছিল। তবে আলোচনা শুধু ১৬৬টি সুপারিশের উপরে নয়। ইচ্ছা করলে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের উপরে আলোচনা করা যাবে।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে গণসংহতি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের যে সংগ্রাম, সে সংগ্রামে গণসংহতি আন্দোলন নেতৃত্ব দিয়েছে, অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের যে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতা, স্বাধীনতার পর থেকে সে সংগ্রাম অব্যাহত আছে এবং গত ১৬ বছর ধরে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই সেই লড়াইয়ে গণসংহতি আন্দোলন অংশগ্রহণ করেছে, নেতৃত্ব দিয়েছে যেকোনো রকম জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছে, তা জাতি স্মরণ করবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে যা নিঃসন্দেহে উল্লেখ থাকবে। সংস্কার কমিশনগুলোর পক্ষ থেকে যে সকল প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে, তা বাংলাদেশে পুঞ্জীভূত সংকট মোকাবিলা করার চেষ্টা মাত্র। শুধু সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন যথেষ্ট নয়। একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করা, গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে একত্রিত করা। গণমানুষের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার ফলে ফ্যাসিবাদী শাসনকে পলায়নে বাধ্য করা হয়েছে। এই ঐক্যের মূল ধারণাকে বজায় রেখে অগ্রসর হতে হবে। এটি অঙ্গীকার নয়, এটি সকলের দায়। যাঁরা প্রাণ দিয়েছে, লড়াই করেছে, জুলাই ২০২৪ অভ্যুত্থানে যাঁরা আহত হয়েছে, তার পূর্বে ১৬ বছর জুলুম নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। গত ৫৩ বছরে বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্র, সকলের অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র, নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। গণসংহতি আন্দোলন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছে। লড়াই-সংগ্রামের ফলে আজকের ফসল কিছুটা হলেও অর্জিত হয়েছে। যদি এ সকল অর্জন ধরে রাখা সম্ভব না হয় তাহলে সবকিছু হাতছাড়া হয়ে যাবে। এটি রক্ষার জন্য সকলকে চেষ্টা করে যেতে হবে। এখানে কেউ কোনো পক্ষ নয়। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্র তৈরি করা। একমত হয়ে 'জাতীয় সনদ' প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

৮. গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জনাব জোনায়েদ সাকি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। প্রথম থেকেই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে তাদের মূল উদ্দেশ্য। তার দল মেহনতি মানুষের নাগরিক মর্যাদা, অধিকার, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। যুদ্ধের মাধ্যমে ঘোষিত অঙ্গীকার সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা হচ্ছে। যে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশে প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি হয়েছিল তা ১৯৭২ সাল থেকেই দেশে পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে যে সাংবিধানিক ভিত্তি হয়েছে তা অস্বীকার করা হয়েছে। শুধু জনগণকে অংশগ্রহণ নয় জনগণকে প্রাধান্যের জায়গায় না রাখলে ক্ষমতাসীনরা শাসকে পরিণত হয়। এর ফলে কর্তৃত্ববাদ, ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের জন্ম হয়। ১৯৭২ সাল থেকে একদল লুটেরার হাতে দেশ বন্দি হয়ে পড়েছিল। সেই লুটতরাজ জায়েজ করার জন্য মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হয়েছে। জনগণের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা থাকলে তা মীমাংসা করা রাষ্ট্রের কাজ। কিন্তু রাষ্ট্র বিভাজন সৃষ্টি করেছে। যারা দীর্ঘসময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল তারা রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ব্যবহার করেছে। সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েছে। রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পকেটে রাখা হয়েছে। একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার করা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে গুম, খুন, মানুষের অধিকার হরণ এবং বিরোধী দলকে অবিশ্বাস্য নির্যাতন করা হয়েছে। ক্ষমতায় থাকার জন্য নিজের দেশের সন্তানদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে। দেশের মানুষ ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করে জীবন দিয়েছে। ১৯৭১ সালে লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মদানের ফলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখন জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় তখন ব্যক্তির প্রাণ তুচ্ছ হয়ে ওঠে। মানুষ তার জীবন দিয়ে সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে। যাঁরা আত্মদান দিয়েছে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা নেই। এখনো ৩০ হাজার মানুষ আহত রয়েছেন এবং প্রায় ২ হাজার মানুষের চোখ ক্ষতিগ্রস্ত বা পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে প্রথমেই দাবি জানানো হয়েছিল যে, 'জুলাই-আগস্ট ২০২৪ যাঁরা নিহত হয়েছেন তাদেরকে শহিদ মর্যাদাদান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, যে সকল প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়েছে তা পুনর্গঠন করা, জানমালের নিরাপত্তা, অর্থনীতি পুনর্গঠন।' অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে, একটি বন্দোবস্ত রাষ্ট্র হবে, সেখানে সংস্কার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হাজির হয়েছে। সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলো সুশৃঙ্খলভাবে মানুষের মাঝে আসে। মানুষ মতামত দিতে পারে এবং যাতে একটি ন্যূনতম ঐকমত্য তৈরি করা যায়। সংস্কার কমিশন জনগণ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মতামতগুলো স্টেকহোল্ডারদের দিচ্ছেন। সবাই সেখানে মতামত দিয়ে ন্যূনতম 'জাতীয় সনদ' তৈরির কাজে নিয়োজিত আছেন। একটি

ঐতিহাসিক কাজে নেতৃত্ব দেওয়ায় দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। ইতোমধ্যে মতামত দেওয়া হয়েছে এবং পদ্ধতিগতভাবে মতামত দেওয়া হবে। যতগুলো প্রস্তাব এসেছে তাতে যে ঐকমত্য তৈরি হবে সেটিই জুলাই 'জাতীয় সনদ' আকারে আনতে হবে। যেগুলো দ্বিমত রয়েছে তা নিয়ে জনগণের নিকট যেতে হবে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে যাতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব হয়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে সমাধান করবেন। জনগণের সমর্থন ছাড়া সংবিধান সংশোধন নয়। যেগুলো সংবিধান সংশ্লিষ্ট নয় সেগুলো সরাসরি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সংস্কার ব্যাপক অর্থ। যেগুলোতে দ্বিমত রয়েছে তা জনগণের সমর্থন নিয়ে কাজ করতে হবে। '৭২-এর সংবিধান রেফারেন্স আকারে নেওয়া যেতে পারে। কারণ গণপরিষদের সংবিধান লেখার অধিকার রয়েছে। যেগুলো এখন বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন তা নির্বাহী আদেশ বা বিধিবিধানের আওতায় বাস্তবায়ন করা। অবশিষ্টগুলো সংসদ গঠনের পর বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৯. গণসংহতি আন্দোলন সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক গৃহীত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬৪টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে এবং ৬টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক গৃহীত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৯টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ৪টি প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে এবং ৪টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক গৃহীত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ২৩টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক গৃহীত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৩টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে এবং ৮টি প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে, ৪টিতে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে এবং ১টি প্রস্তাবে কোনো চিহ্ন দেয়নি। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক গৃহীত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ২০টি প্রস্তাবেই একমত পোষণ করে।

অর্থাৎ ৫টি সংস্কার কমিশন কর্তৃক গৃহীত মোট ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৩৮টি প্রস্তাবে একমত পোষণ করে, ১২টি প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে, ১৪টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে এবং ১টি প্রস্তাবে কোনো চিহ্ন দেয়নি।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

নাগরিকতন্ত্র

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: জনগণতন্ত্রী শব্দের পরিবর্তে 'গণনাগরিকতন্ত্রী' শব্দ সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'Republic' ও 'People's Republic of Bangladesh" এর যথাযথ বাংলা করা হবে। 'প্রজা' অর্থ 'রাজা' ও 'প্রজা' বোঝায়। এ মুহূর্তে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। দ্বিতীয় ধাপে আলোচনা করে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বের করা হবে।

সংবিধানের মূলনীতি-বহুত্ববাদ

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: 'বহুত্ববাদ' শব্দটি ভুল বোঝার ভিত্তি হবে এবং ইতোমধ্যে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। শব্দের মূল অর্থ অনেকেই বুঝবে না। 'বহুত্ববাদ' 'একাত্ববাদ'-এর বিপরীত ধারণা। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা হাসিলের শামিল। **ইতোমধ্যে 'বহুত্ববাদ' যোগ করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। মূলনীতির প্রশ্নে রাষ্ট্র ৩টি মূলনীতিতেই থাকবে। গণতন্ত্র তো থাকবেই। এতে সমস্ত বিতর্কের অবসান হবে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্রের বিষয়ে অন্যান্য দল একমত হলে সমর্থন করবেন কি না। এখন পর্যন্ত এই ৪টি বিষয়ে নিয়ে কোনো দ্বিমত বা বিতর্ক নেই।

আইনসভা-নিম্নকক্ষে নারী আসন সংখ্যা

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে ১০০টি আসন দরকার এবং আবর্তন পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে মত দেয়। ৩টি আসন নিয়ে নির্বাচন করা কঠিন। ১০০টি ভাগ করে নির্বাচন দিলে সীমানা নির্ধারণে জটিলতা বাড়বে। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে একজন নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি ৫ বছর জনগণকে সেবা দিলে দলে জনগণের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এতে করে আগামী ২০ বছরে প্রতিটি আসনে ১ জন করে নারী পাওয়া যাবে। বর্তমানে ২ বা ততোধিক এলাকা নিয়ে আসন রয়েছে, এটি একটি জটিলতা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: এ পর্যন্ত আলোচনায় ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। ১. পরের জাতীয় নির্বাচনে তার এলাকায় মনোনয়ন না পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে, ২. লটারিতে এমন একটি আসন উঠে আসল যেখান থেকে একজন জাতীয় নেতা নির্বাচন করবে,

সেটা মানবে কী না। আবার সারাদেশকে ১০০ আসনে ভাগ করে নির্বাচন দেওয়া হলে আসন এতবড়ো হবে যে, নির্বাচন করা খুবই কঠিন হয়ে যাবে। তবে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ সকলের সামনে এসেছে যে, নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করা। এ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির সুফল হিসেবে ভারতের পঞ্চায়েত নির্বাচনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির ফলে সেখানে নারী প্রতিনিধি ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: দলীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'অনুচ্ছেদ ৭০' সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া। হর্স ট্রেডিং পুরোপুরি সত্য নয়। দলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে হর্স ট্রেডিং হওয়ার কথা নয়। দেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় 'আস্থা ভোট' এবং 'সংবিধান সংশোধন রাখা যেতে পারে। এর বাইরে অন্য কিছু নয়। **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এ 'আস্থা ভোট, বাজেট, সংবিধান সংস্কার' এ ৩টিতে একমত পোষণ করে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: এখন পর্যন্ত আলোচনায় অধিকাংশ দল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এ অর্থবিলের সঙ্গে 'আস্থা ভোট' এবং সংবিধান সংশোধন রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। আস্থা ভোট 'হর্স ট্রেডিং' বন্ধ করা আর সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর ক্ষেত্রে 'সংবিধান সংশোধন' দরকার।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি মনোনয়ন

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: সরকারি কাজে ভারসাম্য আনয়নে বিরোধী দলকে স্থায়ী কমিটির সভাপতির পদ দেওয়া জরুরি। আসন সংখ্যার অনুপাতে বা ৫০:৫০-তে সম্মত হলে আসন সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত করে দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে FOC-সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত করা যেতে পারে। সরাসরি জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত স্থায়ী কমিটিগুলো যেমন পাবলিক একাউন্ট কমিটি, প্রতিষ্ঠান কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি, প্রতিশ্রুতি কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ ইত্যাদি বিরোধী দলকে দেওয়া যেতে পারে। **স্থায়ী কমিটির সভাপতির পদ বিরোধী দলকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে। তবে কোন কোন কমিটি দেওয়া হবে সে বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট করে প্রস্তাব দেওয়া হবে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিরোধী দল থেকে সভাপতি নির্বাচনের বিধান রয়েছে। FOC-সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত করা গেলে জবাবদিহিতা ফিরে আসবে। সুনির্দিষ্ট কিছু স্থায়ী কমিটি, ৫০:৫০ এবং আসন অনুপাতে দেওয়ারও প্রস্তাব রয়েছে। তবে অধিকাংশ দল থেকে বিরোধী দলকে স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদ সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে প্রস্তাব দিয়েছে। সেক্ষেত্রে কোন কোন কমিটি বা কোন কোন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি বিরোধী দলকে দেওয়া হবে তা সংবিধানে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। **গণসংহতি আন্দোলনকে সুনির্দিষ্ট করে প্রস্তাব দেওয়ার অনুরোধ জানান।**

উচ্চকক্ষ-নির্বাচন

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: বেশিরভাগ দেশে নিম্নকক্ষে পিআর পদ্ধতিতে আসন বণ্টন হয়ে থাকে। উচ্চকক্ষ পিআর পদ্ধতিতে হলে শতকরার উপর থেকে দিতে দিতে নিচের দিকে আর থাকবে না। অর্থাৎ একটি শতাংশ পর্যন্ত এসে আর আসন পাবে না। এতে করে ছোটো ছোটো দলের সমস্যা হবে। জোটবদ্ধ ভোটে প্রতীক নিয়ে প্রতীকের বাইরে ভোট দেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। তবে জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ১% হলে কিছুটা ব্যালেন্স হতে পারে। ৩% শতাংশে দ্বিমত পোষণ করেন। বিভিন্ন শ্রেণি পেশাকে কীভাবে সংযুক্ত করা যায়, এটি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে যুক্ত করতে হবে। নির্দলীয় বলতে কিছু নেই। তাই ৫০% নির্দলীয় বোধগম্য নয়। বরং জনগণের প্রতিনিধি আসাটাই জরুরি। **উচ্চকক্ষের নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়ে দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে মতামত দেওয়া হবে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: উচ্চকক্ষ সৃষ্টির প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে ভারসাম্য আনয়ন। কারণ হচ্ছে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তার জনসমর্থন থাকে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ এবং জোটবদ্ধভাবে হলে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ। নিম্নকক্ষের আসন সংখ্যার পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচন হলে উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের কপি ছাড়া আর কিছুই হবে না। **এর থেকে বের হবার জন্য জাতীয় নির্বাচনে মোট প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে উচ্চকক্ষের নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়েছে।** সংবিধান সংস্কার

কমিশন ১% এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ৩% সুপারিশ করেছে। **অধিকাংশ দল ১%-এর পক্ষে মতামত দিয়েছে।** নিম্নকক্ষের নির্বাচনের পূর্বে উচ্চকক্ষের ঘোষণা করা। স্বচ্ছতার জন্য জাতীয় নির্বাচনের সময়ই সকল দলকে উচ্চকক্ষের সদস্যদের নাম ঘোষণা করতে হবে। উচ্চকক্ষে বিভিন্ন পেশায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ আসলে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। এজন্যই ৫০% সিভিল সোসাইটি থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। **উচ্চকক্ষের নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে দ্রুত মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।**

আইনসভা ভঙ্গ

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি সরকার গঠনে কাকে আহ্বান করেছে সেটা বিবেচনা করা দরকার হবে। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে দলের সমর্থনে সরকার গঠনে অন্য কাউকে আহ্বান জানাতে হবে। কোনো দল সরকার গঠনের পরে সমর্থন হারালে অন্যদলকে সরকার গঠনের সুযোগ দিতে হবে। যদি সে দলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন থাকে তাহলে সরকার গঠন করবে। ফলে এ বিষয়গুলো সংবিধানে সুনির্দিষ্ট করা না থাকলে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: যে ধাপগুলো বলা হলো সে ধাপগুলোর বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা কোনো দল সমর্থন হারালেই রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিতে পারবেন না। সংসদ ভেঙে দেওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে উক্ত ধাপগুলো প্রমাণ করতে হবে এবং চেষ্টা করার ফলাফল জানাতে হবে। **বিষয়টি বিবেচনাধীন থাকবে।**

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

সহ-সভাপতি: অন্যান্য সংস্কার কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ নিয়ে ইতোমধ্যে আলাচনা হয়ে গেছে বিধায় সেগুলো নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। বাকিগুলো নিয়ে আলোচনা হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার অর্থই জীবন ধারণে পরিবর্তন আনা। বর্তমানে এ প্রচেষ্টা বিচারকদের মধ্যে নেই। **বিচারক নিয়োগে কিছু প্রস্তাব: ১. জনগণের মতামত সংগ্রহের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে, ২. ক্যারিয়ারের ওপরে পরীক্ষা দিতে হবে–এতে জনগণ জানবে কে কে পরীক্ষা দিচ্ছে এবং এর ফলাফল, ৩. সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে শুনানি করা।** এভাবে বিচারক নিয়োগ করা হলে দলীয় প্রভাবমুক্ত স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সৎ বিচারক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হবে। সকল সাংবিধানিক সংস্থায় নিয়োগের ক্ষেত্রেই পাবলিক হেয়ারিং প্রস্তাব করে। সুপারিশটি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সততা ও সত্যনিষ্ঠা নিরুপণের উপায় কী হতে পারে সে বিষয়ে কোনো প্রস্তাবনা থাকলে জানানোর অনুরোধ করেন। বিচারক নিয়োগের প্রথম শর্ত থাকবে সততা ও সত্যনিষ্ঠার বিষয়টি। এছাড়াও, আইনজীবী হিসেবে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা, সমস্ত জীবনের বৃত্তান্ত এগুলো সংবিধানে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ বা ভাগে মানদণ্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিচারক নিয়োগে সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন JAC-এর সুপারিশ করেছে। হেয়ারিং, শর্টলিস্ট, কাকে বিবেচনা করা হচ্ছে আগে থেকে জানানো এরকম কিছু পদ্ধতির বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন থেকে সুপারিশ করা হয়েছে। যাতে করে বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। রাষ্ট্রপতির কাজ থাকবে শুধু নিয়োগ দেওয়া। নিয়োগের পরেও যদি কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকে তা তদন্ত করার জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে ব্যাপকভাবে ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। এতে আশা করা যায়, বিচার বিভাগে নিরপেক্ষতা ফিরে আসবে। **গণসংহতি আন্দোলনের এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব থাকলে জানানোর অনুরোধ করা হয়।**

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: প্রথমত তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তী সরকার ব্যবস্থা দেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু রুটিন কাজ করবে। আইন প্রণয়ন সংসদের মাধ্যমে করতে হবে।

জনগণের ক্ষমতা যেন খর্ব না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কোনো কারণে যেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দীর্ঘায়িত না হয়। **তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে একমত পোষণ করে এর কাঠামো নিয়ে পরবর্তীকালে প্রস্তাব দেওয়া হবে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: আইন প্রণয়নের নানা ফরমেট রয়েছে। প্রথম হচ্ছে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন। সংসদ যখন থাকে না তখন রাষ্ট্রপতি জরুরি প্রয়োজনে অধ্যাদেশ আকারে আইন করতে পারে। যদিও সেটি আবার সংসদে যেতেই হয়। এনসিসি-এর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান নিয়োগের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জানান, এনসিসির সদস্যগণের মধ্যে সংখ্যাগত দিক থেকে সরকারি ও বিরোধী দল প্রায় সমান। ৯ জনের মধ্যে ৭ জন একমত হলে বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত করতে পারবে। এনসিসির সদস্যদের মধ্যে কেউ প্রধান উপদেষ্টা হতে পারবেন না। এরকম কয়েকটি ধাপ বলা হয়েছে, যা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য সংখ্যা ১৫ জন এবং মেয়াদ হিসেবে ৯০ দিনের সুপারিশ করা হয়েছে। অপরদিকে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য সংখ্যা ২০ জন এবং মেয়াদ হিসেবে ১২০ দিনের সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। দুটি কমিশনেরই তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করার অনুরোধ করা হয়।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)

কমিশনের বক্তব্য: এনসিসি-র কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে জানানো হয়, এনসিসি মূলত-১. সকল সাংবিধানিক সংস্থায় নিয়োগ প্রদান, ২. তিন বাহিনী প্রধান নিয়োগ, ৪. অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগসহ আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। **অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব করলে সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কর্তৃক এনসিসি সম্পর্কিত সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক পুনরায় মতামত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।**

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: এনসিসি গঠনে একমত পোষণ করে। অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ, তিন বাহিনী প্রধান নিয়োগসহ কিছু কার্যক্রম নিয়ে দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পূর্ণাঙ্গ মতামত দেওয়া হবে।

নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা

কমিশনের ব্যাখ্যা: ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪-এর নির্বাচনকে বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশনারগণ দায়িত্ব থেকে চলে যাওয়ার পরেও তাদের শপথ ভঙ্গ, অসদাচরণ, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগের জন্য আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। সেজন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে। উক্ত কমিটি দায়িত্ব থেকে চলে যাওয়া নির্বাচন কমিশনারদের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ নিয়ে কাজ করবে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় অভিযোগের বিষয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে অভিযোগ দাখিল করা যায়। কিন্তু দায়িত্ব থেকে চলে গেল কোনো আইনে কাভার না করায় কিছু করার থাকে না। কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেউ দায়বদ্ধতার উপরে নয়। গণফোরাম জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল পালন করতে পারে বলে মন্তব্য করেছে।

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: এ জাতীয় অপরাধ তদন্তের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। যারা নির্বাচিত হবে তাদের কাছে তদন্ত কার্যক্রম দেওয়া হলে স্বচ্ছতার পরিবর্তে জটিলতা বৃদ্ধি পাবে। **যেহেতু এনসিসি একটি স্থায়ী সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হবে তাই উক্ত নির্বাচনগুলোসহ ভবিষ্যতে এ জাতীয় কিছু হলে এনসিসি-র মাধ্যমে তাদন্ত করানো যেতে পারে।**

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

SSB পরিবর্তন করে SES করা

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সকল কর্মচারীর পদোন্নতির সুযোগ নিশ্চিত করার প্রস্তাব করে। পাশাপাশি পার্শ্ব প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে কেউ বঞ্চিত না হয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: উপসচিব, যুগ্মসচিব এবং অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং তা পিএসসি গ্রহণ করবে। এ পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে দক্ষতা, যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতেই অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদোন্নতি হবে। তবে সরকারি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সচিব পদ সংরক্ষিত থাকবে।

দুটি বিভাগ গঠন

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: ফরিদপুর এবং কুমিল্লাকে দুটি বিভাগ করার বিষয়ে একমত।

প্রাদেশিক সরকার

গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য: আপাতত প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থায় দ্বিমত পোষণ করে। এরকম একটি গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত অবশ্যই জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে হতে হবে। এজন্য সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় বসা প্রয়োজন। কয়েকটি দলকে সমন্বয় করে বসার অনুরোধ জানান। তাদের পক্ষ থেকেও দলীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। তবে কোন সংস্কার এখনই জরুরি তার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। তা না হলে কোনো কিছুই অর্জন হবে না।

কমিশনের বক্তব্য: প্রাদেশিক সরকারব্যবস্থা জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে করতে হবে। প্রাদেশিক সরকার হলে এর সঙ্গে অনেক কিছু যুক্ত। অবগতির জন্য জানানো হয়, রাষ্ট্রের অখণ্ডতার কথা বিবেচনা করে প্রায় সকল দলই প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থায় দ্বিমত পোষণ করেছে।

সহ-সভাপতি: দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করার জন্য গণসংহতি আন্দোলনের সম্মানিত সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানান। কিছু কিছু বিষয়ে পরবর্তীকালে কমিশনকে অবহিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। দ্রুততম সময়ে মতামতগুলো দেওয়ার অনুরোধ করেন। কারণ দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনায় কিছু প্রধান মৌলিক বিষয়ের ভিন্নতা নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য বসা হবে। সকল অংশীজনের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। বিভিন্ন দলের সকল আলোচনা শেয়ার করায় জটিলতা বাড়বে। তবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে প্রেস ব্রিফিং করার জন্য। বিভিন্ন উপায়ে আলোচনার মাধ্যমে কিছু কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হবে। যে সকল বিষয় গণসংহতি বিবেচনায় রেখেছে সেগুলো দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে স্বল্পতম সময়ে প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে দুপুর ২-০০ ঘটিকায় প্রথম পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ১৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : রবিবার, বিকাল-৩:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	মিসেস তানিয়া রব	সিনিয়র সহসভাপতি
২.	জনাব শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন	সাধারণ সম্পাদক
৩.	অ্যাডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার	সদস্য, স্থায়ী কমিটি
৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া	সদস্য, স্থায়ী কমিটি
৫.	অ্যাডভোকেট কে এম জাবির	সদস্য, স্থায়ী কমিটি
৬.	জনাব মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন	সদস্য, স্থায়ী কমিটি
৭.	জনাব কামাল উদ্দিন পাটোয়ারী	সদস্য, স্থায়ী কমিটি
৮.	ডা. হেলালুজ্জামান আহমেদ	উপদেষ্টা, জেএসডি

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. সহ-সভাপতি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ-পরবর্তী বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বিশেষ করে জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে নিহতদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। যারা আহত হয়েছেন, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন এবং যারা দীর্ঘমেয়াদে অসুস্থ রয়েছেন তাদের এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী শাসককে পলায়নে বাধ্য

করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বিজয় সূচিত হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয় এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ৩৯টি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৫টি দল থেকে মতামত পাওয়া গেছে এবং তারই আলোকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করা হচ্ছে। জেএসডি লড়াই সংগ্রাম করার ফলে অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে। বিশেষ করে ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে দলের নেতারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল বলে উল্লেখ করেন। ঐকমত্য কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আলোচনার মাধ্যমে একটি ঐকমত্যের জায়গায় এসে 'জাতীয় সনদ' প্রস্তুত করা। জাতীয় সনদ প্রস্তুতে জেএসডি-এর সহযোগিতা কামনা করেন।

৭. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ব্যাপারে চমৎকার একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

৮. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন উপস্থিত সকলকে সংগ্রামী নেতা এবং স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনকারী আ স ম আব্দুর রব এবং দলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। ১৯৮০ সালে জেএসডি গঠন এবং তখন থেকেই রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। জুলাই ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানে তার দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সে জন্য শাসনব্যবস্থার কাঠামো সংস্কার অনিবার্য, এটি বহাল রেখেই ফ্যাসিবাদী শাসককে পলায়ন করতে বাধ্য করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদী শাসক মানুষের সকল অধিকার হরণ করেছে এবং দেশের জনগণের অর্থ লুণ্ঠন করেছে। আয়নাঘর থেকে শুরু করে গুম, খুন এবং সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। রাষ্ট্রের সমস্ত কাঠামো তলানিতে নিয়ে গিয়েছে। এই বিদ্যমান ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে পুনর্বিন্যাস ব্যতীত রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা সম্ভব নয়। জাতীয় সনদ তৈরির যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা যৌক্তিক। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যে কাজটি করে যাচ্ছেন তার জন্য দলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ সনদ তৈরির ফলে আজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। এই সনদ আজ যতটুকু বাস্তবায়ন করা যায় তা হবে। বাকিটুকু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাস্তবায়ন করবে, এটি একটি গবেষণার জায়গা তৈরি হবে। বিদ্যমান বন্দোবস্তকে পরিহার করে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি করার জন্য যে জাতীয় সনদ তৈরি করা দরকার সেই সনদটি ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরি হবে আশা করছে। জাতীয় ঐকমত্যের প্রতি নিরঙ্কুশ ও নৈতিক সমর্থন রয়েছে বলে জানান। রাজনৈতিক দল এবং জনগণের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় সনদ তৈরি করবে। জাতীয় সনদ তৈরির পর নির্বাচন অনুষ্ঠান অপরিহার্য করবে। সংস্কারবিহীন নির্বাচন রাষ্ট্রকে ঝুঁকিপূর্ণ করবে। সংস্কার এবং নির্বাচনের সমন্বিত রোডম্যাপ ঘোষণা করার দাবি জানান। এর পূর্বে রাজনৈতিক দল এবং পেশাজীবীদের সঙ্গে আলোচনা সমাপ্ত করা। সংবিধানের ১৪৮ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালিত হবে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক এবং ১০ এপ্রিল প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা।

৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত ও অস্পষ্টতা রয়েছে সে সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

নাগরিকতন্ত্র

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'-এর পরিবর্তে 'জনগণতন্ত্রী' শব্দটি ব্যবহার ভাষাগত পরিবর্তন ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই এবং এতে বিতর্কই বাড়বে। দেশের কোনো লাভও হবে না। বিভিন্ন দেশে 'গণপ্রজাতন্ত্র'ই আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের আলোকে হয়েছে। জাতীয়তাবাদ বিক্রি করেছে, কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ শ্রেষ্ঠ অর্জন, সেটি অক্ষুণ্ন রাখা যথাযথ হবে। এর সঙ্গে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দরকার। সারা বিশ্বের বাঙালিদের ঠিকানা যেন বাংলাদেশ হয়, সে লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, জুলাই ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থান সংবিধানে থাকা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন দেশে বাঙালি পেশাজীবী রয়েছে। স্বাধীন দেশ গড়ার জন্য বাঙালি হিসেবে ১৯৭১ সালে যুদ্ধ হয়েছে। জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। সকলকে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা বিবেচনা করতে হবে। তাই বাঙালি শব্দের পরিবর্তে সুন্দর শব্দ কী ব্যবহার করা যেতে পারে? নাগরিকত্বের বিবেচনায় জাতীয়তাবাদ নয়। বাঙালিদের শুধু নাগরিকত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে নয়। বিশ্ব বাঙালিতে রূপান্তর করা প্রয়োজন কারণ নৈতিকভাবে বাঙালি। জাসদ বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'Republic'-এর সঠিক শব্দার্থ করা হয়নি। অনেক দল 'জনগণতন্ত্র' করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। প্রজা বললে অধীন বোঝায়। রাজার প্রজা এরকম। এখান থেকে বের হওয়ার জন্যই সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অনেকের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২) 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী 'বাংলাদেশ' বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ নাগরিকত্ব বাঙালি। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ ব্যতীত অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কৃতি রয়েছে। সংবিধানে এমন একটি সাম্য থাকবে যেখানে বড়ো ছোটো কোনো জাতিগোষ্ঠী চিহ্নিত থাকবে না। রাষ্ট্র শুধু বাঙালিদের নয়, এটি সকলের। বাঙালি ব্যতীতও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছে। সেজন্য কমিশন জাতি হিসেবে 'বাংলাদেশি' রাখার সুপারিশ করেছে।

সংবিধানের মূলনীতি

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: বর্তমান মূলনীতির সঙ্গে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার সংবিধানে যুক্ত করার প্রস্তাব করে। সকল অংশীজনকে অংশগ্রহণ করাই হচ্ছে গণতন্ত্র।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমান সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মৌলিক অধিকার

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: **শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির পাশাপাশি কর্মসংস্থান যুক্ত করার প্রস্তাব** করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।

সংসদ-সদস্য হওয়ার বয়স

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: সংসদ-সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ২১ বছর নয়, তবে সকলে একমত হলে জেএসডিও একমত হবে বলে জানায়।

অনুচ্ছেদ ৭০

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: অর্থ বিল এবং আস্থা ভোটের বিষয়ে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনেক দল অর্থবিল, আস্থা ভোট-এর সঙ্গে সংবিধান সংশোধন রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে এবং সরকারের স্থিতিশীলতার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন করার পক্ষে। অনুচ্ছেদ ৭০-এর জন্য প্রধানমন্ত্রীর সর্বময় ক্ষমতা থাকায় ফ্যাসিস্ট বা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠছে। ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠা ঠেকানো উচিত এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়ন করে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি মনোনয়ন

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: স্থায়ী কমিটির সভাপতি সরকারি দল এবং বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব করে। তবে আলোচনায় একমত হলে ৫০:৫০ হতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিরোধী দল থেকে সভাপতি নির্বাচনের বিধান রয়েছে। FOC-সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত করা গেলে জবাবদিহিতা ফিরে আসবে। বিরোধী দল থেকে সভাপতি নির্বাচনের সামঞ্জস্যতা রক্ষায় অনেক দলই সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে। স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদের অনুপাত কী হবে ও কোন কোন মন্ত্রণালয় থাকবে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়ার জন্য জাসদকে অনুরোধ জানানো হয়।

উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ও নির্বাচন

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: উচ্চকক্ষ ১০৫ জন সদস্যে দ্বিমত পোষণ করে ২০০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠনের প্রস্তাব করে। উচ্চকক্ষ শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্ব নয়। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গণতন্ত্র নিশ্চিত করার জন্য উচ্চকক্ষে রাজনৈতিক দলের বাইরে থেকে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী থেকে নির্বাচন/মনোনয়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পেশাজীবীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হলে ওই

পেশার পক্ষেই সে কথা বলবে। উচ্চকক্ষ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাজনৈতিক দলের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া। বিদ্যমান বন্দোবস্ত অকার্যকর বিধায় নতুন বন্দোবস্ত প্রয়োজন। উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য পৃথক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। জাতীয় প্রাপ্ত ভোটের পিআর করা হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যা ভিন্ন হবে। পেশাজীবী হিসেবে কৃষকের কোনো জাতীয় সংগঠন নেই। আবার পেশাজীবীদের মধ্যে বিভিন্ন দলমতের লোক রয়েছে। ভোটের আনুপাতিক হারে উচ্চকক্ষ হলে নিম্নকক্ষের কপি হবে না। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে উচ্চকক্ষে অর্ধেক নির্দলীয় এবং অর্ধেক দলীয় করার সুপারিশ করেছে। নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষের ভারসাম্য রক্ষার জন্যই করা। কৃষক, রিকশাজীবী, আরএমজিসহ বিভিন্ন পেশাজীবীরা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। তাদের মনোনয়ন দেওয়া কষ্টসাধ্য হবে। উচ্চকক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপারেশনাল করার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইলেক্টোরাল পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষে মত দেয়। বিদ্যমান প্রস্তাবের বাইরে যদি প্রদেশ গঠন হয় তাহলে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রস্তাব করে। যদি প্রদেশ নাও হয় তাহলে একমত হবে বলে জানায়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: দলটির অবগতির জন্য জানানো হয়, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার সুপারিশ করেছে। এ সুপারিশটিও পর্যালোচনা করে দেখতে পারে।

আইনসভার উভয়কক্ষ ভাঙা

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষ একইসঙ্গে ভেঙে দেওয়া যাবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পাশাপাশি আমেরিকার সিনেটের ন্যায় উচ্চকক্ষ বহাল রাখা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষের মেয়াদের পদ্ধতি একই করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যেহেতু উচ্চকক্ষ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে সেহেতু নিম্নকক্ষ না থাকলে উচ্চকক্ষের বৈধতা থাকে না।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠন

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ দিন পূর্বে অথবা পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে ৯০ দিন।

প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: এনসিসির মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের মধ্য হতে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচিত হবেন।

সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: সাংবিধানিক কমিশনের আওতায় নতুন একটি সাংবিধানিক পুলিশ কমিশন গঠন করতে হবে বলে জানায়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ৭ম তফসিলে বলা হয়েছে যে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক'। ৭ম তফসিল রাখলে ঐতিহাসিকভাবে ভুল তথ্য রাখা হবে। একটি রাখলে অন্যটি রাখা যাবে না। এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

জরুরি অবস্থা

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: মানুষের মৌলিক অধিকার রদ না করে কীভাবে জরুরি অবস্থা হবে তা জানতে চায়। অরাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির কারণে জরুরি অবস্থা দেওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থার সময়ে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করেই জরুরি অবস্থা দিতে হবে। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের মৌলিক অধিকার রদ না করে জরুরি অবস্থা দেওয়া যেতে পারে।

বিবিধ

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা, সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করে। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে জানানো হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

সহ-সভাপতি: সংবিধান সংস্কার কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ অন্যান্য কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে মিল থাকায় সেগুলো নিয়ে আর পুনঃআলোচনার প্রয়োজন নেই। অন্য সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পক্ষে মতামত দেয়। সকল রাজনৈতিক দল ঐকমত্যে পৌঁছালে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় নির্বাচন করা সম্ভব।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন এবং তা জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে হবে। অবগতির জন্য জানান, স্থানীয় সরকার নির্বাচন কোনো কারণে বিতর্কিত হলে বা জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব পড়বে বলে অনেক রাজনৈতিক দল মত দিয়েছে। এজন্য অধিকাংশ দল উক্ত সুপারিশে দ্বিমত পোষণ করেছে।

জেলা পরিষদ

কমিশনের ব্যাখ্যা: জেলা পরিষদের ব্যাপারে আরো চিন্তাভাবনা করার অনুরোধ করা হয়। অনেকের মতে জেলা পরিষদ সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। তৃণমূল ও সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য জেলাভিত্তিক বাজেট হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

নির্বাচনি আয়-ব্যয়

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: একটি স্বচ্ছ নির্বাচন এবং নির্বাচনে সমতা সৃষ্টি করার জন্য ভোটার তালিকায় ভোটারের ছবি সংযুক্ত, এনআইডি কার্ড ব্যবহার বাধ্যতামূলক এবং এজেন্টদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের সুযোগ সৃষ্টি প্রয়োজন। নির্বাচনে অবৈধ অর্থ বিনিময় হয়। নির্বাচন কমিশনকে যদি জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হয় তাহলে নির্বাচনে অবৈধ লেনদেন বন্ধ করা সম্ভব হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচনে level playing field তৈরি করাই মূল লক্ষ্য। নির্বাচনে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ব্যয় হয়। দৃশ্যমান ব্যয় নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব দেওয়া এবং অডিট করার সুপারিশ করা হয়েছে। তথ্য গোপন করা হলে নির্বাচন বাতিল হবে। অদৃশ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে হলফনামায় যদি দোষী চিহ্নিত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ক্ষমতার অব্যবহারের সুযোগ নেয় বলেই অবৈধ অর্থ ব্যয় করে। আমলারাও নির্বাচনি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পরছে। তাই দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হলে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। মামলার জট কমার চেয়ে কয়েকটি স্তর বৃদ্ধি পেতে পারে, যা মামলা নিষ্পত্তিকে দীর্ঘায়িত করবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করার সুপারিশটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে করা হলেও কমিশন মনে করছে সংবিধানের বৈপরীত্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সুপারিশটি বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সঙ্গে বৈপরীত্যপূর্ণ। সুপারিশটি সকলকে পর্যালোচনা করার আহ্বান জানানো হয়।

উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ বিলুপ্ত করার পক্ষে নয়। কারণ তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদ রাখা একান্ত প্রয়োজন। তবে তাদের ক্ষমতা নির্দিষ্টকরণের প্রস্তাব করে।

ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সরাসরি ভোটে নির্বাচনের প্রস্তাব করে। সুনির্দিষ্ট ভোটে হলে কেনাবেচা হবে।

১৫ বছর চাকরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ, ২৫ বছরে বাধ্যতামূলক

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: উল্লিখিত সুপারিশটির সঙ্গে আংশিক একমত পোষণ করে। ২৫ বছর চাকরি করার পর বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর পক্ষে। তবে এটি যাতে অব্যবহার না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার অনুরোধ করেন। স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ ২০ বছর চাকরি পূর্তিতে প্রস্তাব করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসর বাতিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ২৫ বছরকে ব্যবহার করে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়ে থাকে। তবে কোনো কর্মচারী চাকরিতে দোষী সাব্যস্ত হলে সরকার তাকে অবসরে পাঠাতে পারবেন।

১১. **সহ-সভাপতি:** দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করায় জাসদের সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। যে ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো রাজনৈতিকভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামনে নিয়ে আসার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। যে সুপারিশগুলোতে পর্যালোচনা করে মতামত দেওয়ার কথা রয়েছে মতামতগুলো স্বল্পতম সময়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। যাতে করে ২য় পর্যায়ের আলোচনায় উত্থাপন করা যায়। এতে করে কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। অতঃপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ১ম পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৫ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৮ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয়	**:**	**জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি	:	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ	:	১৫ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৮ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	সোমবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা
স্থান	:	এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী গণঅধিকার পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ:

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব নুরুল হক নূর	সভাপতি
২.	জনাব রাশেদ খান	সাধারণ সম্পাদক
৩.	জনাব ফারুক হাসান	সিনিয়র সহ-সভাপতি
৪.	মোঃ খালিদ হোসেন	উচ্চতর পরিষদের সদস্য
৫.	জনাব শাকিলুজ্জামান	দপ্তর সম্পাদক
৬.	ফাতেমা দিশান	সহ মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক
৭.	হালিমা রহমান রিজু	উচ্চতর পরিষদের সদস্য
৮.	জনাব মোনতাজুল ইসলাম	যুব অধিকার পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক (যুব উইং)
৯.	আবু হানিফ	উচ্চতর পরিষদের সদস্য
১০.	জনাব সাকিব হোসাইন	উচ্চতর পরিষদের সদস্য

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীসহ বিগত ৫৩ বছরে আন্দোলন-সংগ্রামে যারা শহিদ হয়েছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। আহতদের প্রতি সহানুভূতি জানান এবং তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি

বলেন, আমরা সবাই জানি কোন পটভূমিতে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিগত ১৬ বছর বাংলাদেশের জনগণের বুকের ওপর এক জগদ্দল পাথর চেপে বসেছিল। দেশের মানুষকে এমনভাবে জিম্মি করেছিল যে, এক সময় মনে হয়েছিল এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় নেই। কিন্তু বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে জনতার এক অভূতপূর্ব জাগরণ এবং অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছর পর এই জাতি নতুনভাবে মুক্তি লাভ করেছে। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার এই দেশের সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এমনভাবে ধ্বংস করেছে যে, এই দেশকে আর স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করার, এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের ন্যূনতম কোনো সুযোগও তারা অবশিষ্ট রাখেনি। সে কারণেই এই উপলব্ধি এসেছে যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নূতন করে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠন করতে হবে। সামগ্রিক ব্যবস্থাটিকে নতুনভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। জনগণের এই আকাঙ্ক্ষার পটভূমিতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মো. ইউনূসের নেতৃত্বে ব্যাপক সংস্কারের লক্ষ্যে বেশকিছু সংস্কার কমিশন গঠন করে। বিশেষ করে ৬টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো যে মতামত দিয়েছে সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নমত রয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আংশিক ভিন্নমত রয়েছে। সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে গণঅধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গণঅধিকার পরিষদের কর্মীরা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গণঅধিকার পরিষদের যেমন ভূমিকা ছিল, দেশ এবং জাতি নূতন করে আবারও পুনর্গঠিত হবে, যখন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে, সেখানেও গণঅধিকার পরিষদের ভূমিকা থাকবে। ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে গণঅধিকার পরিষদের কর্মীরা সাহসিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, কারাগারে আটক থেকেছেন। রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেই উদ্যোগ সরকারের উদ্যোগ নয়, এটি বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার ফল। তারই অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজন এবং দাবি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাজ থেকে এসেছে, জনসমাজ থেকে এসেছে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এসেছে। রাষ্ট্র সংস্কারের যে সুযোগ এসেছে এই সুযোগ যেন কোনো অবস্থাতেই হাতছাড়া হয়ে না যায়। এই সুযোগকে কেন্দ্র করে এমন এক বাংলাদেশ তৈরি করতে হবে যেখানে কাউকে যেন কোনো প্রকারের নিপীড়নের মুখে পড়তে না হয়। বিচারবহির্ভূত কোনো অবস্থার যেন মোকাবিলা করতে না হয়। সেই লক্ষ্যে একটি জাতীয় সনদ তৈরিতে এই কমিশন কাজ করছে। এটি কোনো একক রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়, সকলের বিষয়। জাতির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করাই সকলের প্রচেষ্টা।

৮. গণঅধিকার পরিষদের পক্ষ হতে সভাপতি জনাব নূরুল হক নূর প্রথমেই গণঅধিকার পরিষদের পক্ষ হতে ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ড. মোহাম্মদ ইউনূসসহ ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ এবং অন্যান্য সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গণঅধিকার পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর হতে ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছে। বিশেষ করে বিগত ১৬ বছর আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দ্বারা লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত, নির্যাতিত হয়েছে। গণঅধিকার পরিষদ একটি সিম্পল স্টুডেন্ট মুভমেন্টের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছিল। সেটিই পরবর্তীকালে ২০১৯ সালে ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্রদের সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে দেশকে একটি নতুন ধারাবাহিকতায় নিয়ে গিয়েছিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে কয়েক হাজার শহিদ ও আহতদের রক্তের বিনিময়ে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে একটি অবস্থায় পৌঁছেছে। তিনি সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। জুলাই অভ্যুত্থানের ফলেই আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠান। সংস্কার কমিশনগুলোর প্রস্তাবসমূহের মধ্যে যেগুলোর বিষয়ে ঐকমত্য হবে তা এই সরকারের অধীনেই বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে আশা ব্যক্ত করেন।

৯. গণঅধিকার পরিষদ ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবসমূহের উপর যে লিখিত মতামত দিয়েছে তাতে দেখা যায়, প্রেরিত ১৬৬টি প্রস্তাবের মোট ১২৭টি প্রস্তাবে একমত, ১৫টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ২৩টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করেছে। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬২টি প্রস্তাবে একমত, ২টিতে একমত নয় এবং ৬টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করেছে। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৬টি প্রস্তাবে একমত, ১টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৯টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত মর্মে জানিয়েছে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ২১টি প্রস্তাবে একমত, ২টি প্রস্তাবে একমত নয়। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১১টি প্রস্তাবে একমত, ১০টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৫টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৭টি প্রস্তাবে একমত এবং ৩টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করেছে।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

সহ-সভাপতি: রাজনৈতিক দলগুলো অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত ৫টি কমিশনের যে সকল সুপারিশে একমত নয় এবং আংশিকভাবে একমত হয়েছে সেগুলো নিয়েই মূল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে, যাতে পরস্পরকে বুঝে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহের বিষয়ে দেখা যায় যে, ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬২টি প্রস্তাবে একমত, ২টিতে একমত নয় এবং ৬টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত পোষণ করেছে।

সংবিধানের মূলনীতি

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে গণঅধিকার পরিষদ আংশিকভাবে একমত হয়েছে।

গণঅধিকার পরিষদের প্রস্তাব: প্রস্তাবিত সংবিধানের মূলনীতি 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র'-এর সঙ্গে 'ধর্মীয় সম্প্রীতি' যোগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি নিয়ে যেমনিভাবে এক ধরনের বিতর্ক আছে, সেটি অনেকে বুঝে, অনেকে না বুঝে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে মতবিরোধ করছে। বহুত্ববাদের বিপরীতে প্রচলিত শব্দ হচ্ছে 'একত্ববাদ'। বাংলাদেশের আলেম সমাজ বহুত্ববাদকে বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী হিসেবে মনে করে। তাই বহুত্ববাদের পরিবর্তে ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রস্তাব করা হয়েছে। এই শব্দটি নিয়ে কোনো প্রকারের বিতর্ক সৃষ্টি করার অবকাশ থাকবে না। **'বহুত্ববাদ' শব্দের পরিবর্তে 'ধর্মীয় সম্প্রীতি'-এর প্রস্তাব করা হয়েছে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: অতীতে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৭ বছর ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি যুক্ত ছিল। সেকুলারিজমের ভুল বাংলা করায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। আদর্শিকভাবে শব্দটি ইসলামোফোবিয়া তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। তার পরিবর্তে কমিশন মনে করেছে, সেকুলারিজমের যে সীমিত অর্থ তার বাইরে গিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, বিভিন্নরকম জনগোষ্ঠী যেমন দলিত সমাজ, চা শ্রমিক, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে একত্র করার জন্য রাষ্ট্রের আদর্শের দিক থেকে আরও দৃঢ়তা আনয়নের জন্য এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সমাজের যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদেরকে সমমর্যাদায় আনার জন্য এই বহুত্ববাদের প্রস্তাব করা হয়েছে। **সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র' এই ৪টি বিষয় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে গণঅধিকার পরিষদ সকলের সঙ্গে একমত রয়েছে মর্মে জানায়।** এর বাইরে যদি কিছু সংযোজন করতে হয় আগামী জাতীয় নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হবে তারা বিবেচনা করবে। সংবিধানের মূলনীতিতে একই যুক্তিতে **'বহুত্ববাদী' শব্দ বাদে বাংলাদেশ একটি 'বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়নের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে' প্রস্তাবে গণঅধিকার পরিষদ ঐকমত্য পোষণ করে।**

আইনসভা-নিম্নকক্ষ

কমিশনের প্রস্তাব: সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

গণঅধিকার পরিষদ: **একমত নয়। দলটি বয়সসীমা ২৩ বছরের প্রস্তাব করে**। ২১ বছরে গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয় না। তাই আইন প্রণেতা হতে হলে ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েশন থাকলে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। পার্লামেন্টের মতো জায়গায় ন্যূনতম গ্রাজুয়েশন থাকা দরকার। তাই ২১ বছরের পরিবর্তে ২৩ বছরের প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিবর্তনের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন লোক দরকার। তবে যেহেতু তরুণ প্রজন্মেরও একটি চাহিদা আছে তাই ভারসাম্য আনার জন্য বর্তমান ২৫ বছরের পরিবর্তে এটি ২৩ বছর করা যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: যেহেতু রাষ্ট্র শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি। তাই শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি শর্ত হিসেবে রাখা হবে কি না এটি বিবেচ্য বিষয়। এছাড়া আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থারও ভিন্নতা রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা, কওমি শিক্ষা। তাছাড়া গ্র্যাজুয়েশন হলেই দক্ষ হবে তাও স্বতঃসিদ্ধ নয়।

৭০ অনুচ্ছেদ

কমিশনের প্রস্তাব: অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।

গণঅধিকার পরিষদ: **আংশিকভাবে একমত। অনাস্থা ভোট ও অর্থবিল ব্যতীত দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: আস্থা ভোটের বিষয়টি সংযুক্ত করা হলে প্রধানমন্ত্রীকে জবাবদিহি করার আর কোনো জায়গা এবং ভয়ের জায়গা থাকে না। ফলে তিনি স্বৈরাচারী বা ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠেন। সংবিধান সংশোধন এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ও অনেকে সংযুক্ত করার

জন্য বলেছে। জাতীয় নিরাপত্তা একটি ভেক টার্ম। এটার অপব্যবহর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **সংবিধান সংশোধন এবং জাতীয় নিরাপত্তা যুক্ত করা হলে গণঅধিকার পরিষদের আপত্তি থাকবে কি না জানতে চাইলে গণঅধিকার পরিষদ সংবিধান সংশোধন সংযুক্ত করা হলে তাদের আপত্তি থাকবে না বলে জানায়।**

সংবিধান সংশোধনী

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের যে কোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদনের এবং গণভোটের বিধান করা।

সংবিধানের সকল সংশোধনের ক্ষেত্রেই উভয় কক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরে গণভোটের প্রয়োজন আছে কি না বা ছোটখাটো সংশোধনীর ক্ষেত্রে কী হবে–এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। **সংবিধান সংশোধনে কোন কোন বিষয়ে গণভোট প্রয়োজন হবে পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক তা সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে মর্মে কমিশন ও গণঅধিকার পরিষদ একমত হয়।**

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল

গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য: জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল-এর বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদ আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। এনসিসি-র কার্যপরিধি আরও স্পষ্ট হওয়া জরুরি মর্মে তারা মত দেয়। **গণঅধিকার পরিষদ কাউন্সিল শব্দের পরিবর্তে জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদ করার প্রস্তাব করে।**

কমিশনে ব্যাখ্যা: এনসিসি'র কার্যপরিধি স্পষ্ট রয়েছে মর্মে কমিশন হতে জানানো হয়। এনসিসি বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থার প্রধান এবং সদস্যদের নিয়োগের সুপারিশ রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। এছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত কাজ করবে। এ সকল নিয়োগের নাম প্রস্তাবের ক্ষেত্রে এনসিসি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে মতামত চূড়ান্ত করবে। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে এনসিসি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য: **দলগতভাবে জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদ বা এনসিসি গঠনের পক্ষে গণঅধিকার পরিষদ শক্ত অবস্থান ব্যক্ত করে।** ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য যত আইন তৈরি করা হোক না কেন, ব্যক্তি প্রভাবের কাছে তা পরাজিত হয়। সাংবিধানিক কাউন্সিল বা পরিষদ ক্ষমতার ভারসাম্য আনার ক্ষেত্রে খুবই একটি উত্তম ব্যবস্থা হবে। তারা কার্যপরিধি স্পষ্ট করার কথা বললেও অনেক বিষয়েই তারা সাংবিধানিক পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছে। যেমন জরুরি অবস্থা জারির বিষয়েও তারা মনে করে সাংবিধানিক পরিষদে আলোচনা হওয়া উচিত। **তিন বাহিনীর সঙ্গে তারা পুলিশ প্রধানের নিয়োগের বিষয়টিও সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। গণঅধিকার পরিষদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রেও এনসিসি'র সুপারিশ অনুযায়ী নিয়োগের প্রস্তাব করে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্যান্য উপদেষ্টা এনসিসি'র মাধ্যমে নিয়োগের বিধান করা হলে ন্যূনতম সময়ে সকল উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব নাও হতে পারে। ফলে অসুবিধা হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীই অন্যান্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনীত করেন, সে আলোকেই প্রধান উপদেষ্টা করবেন।

রাষ্ট্রপতির মেয়াদ

কমিশনের প্রস্তাব: রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ বছর এবং রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য: রাষ্ট্রপতির মেয়াদ এবং টার্মের বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদ আংশিকভাবে একমত। **রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৪ বছর ঠিক আছে এবং তা নুতন আইনসভার পূর্ব পর্যন্ত।**

কমিশন: ৫ বছরের ক্ষেত্রে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকে।

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ

কমিশনের প্রস্তাব: অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।

গণঅধিকার পরিষদ: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ নিয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশন ২ ধরনের সুপারিশ করেছে। **তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ১২০ দিনে গণঅধিকার পরিষদ একমত পোষণ করে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ৯০ দিন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ১২০ দিন প্রস্তাব করেছে। **তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদের বিষয়ে বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন মতামত দিয়েছে। সেজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ কতদিন হলে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হবে তা ভালোভাবে পর্যালোচনা করে জানানোর অনুরোধ করা হয়।**

স্থানীয় সরকার

কমিশনের প্রস্তাব: একটি স্থানীয় সরকার কমিশন (এলজিআই) প্রতিষ্ঠা করা, যা প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।

গণঅধিকার পরিষদ: যেহেতু স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে যাচ্ছে সেহেতু আরেকটি আলাদা কমিশন গঠন করলে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তাই সুপারিশটিতে একমত নয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্থানীয় সরকার কমিশন (এলজিআই) এবং নির্বাচন কমিশন দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে শুধু নির্বাচনের দায়িত্ব থাকবে। যে স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রস্তাব করা হয়েছে সেটি স্থানীয় সরকার কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক তদারক ও নিয়ন্ত্রণসহ আইন দ্বারা নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করবে। নির্বাচনে তাদের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। বর্তমানে সরকার স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের যে কোনোসময় বরখাস্ত করতে পারে। সরকার চাইলেই যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বরখাস্ত করতে না পারে সেজন্য এ সাংবিধানিক কমিশন। এছাড়া নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন হতে স্থানীয় সরকারের অধীনে রেভিনিউ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদানের বিষয়েও বলা হয়েছে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন

কমিশনের প্রস্তাব: সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা।

গণঅধিকার পরিষদ: দুই কমিশন থেকে দুভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। **উচ্চ কক্ষের নির্বাচন সংখ্যানুপাতিক ভোটের ক্ষেত্রে একমত এবং তা মোট প্রাপ্ত ভোটের ১ শতাংশ হতে হবে।** সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবেও ১ শতাংশ বলা হয়েছে।

কমিশনের প্রস্তাব: নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব হচ্ছে উচ্চ কক্ষের ১০০টি আসনের মধ্যে ৫০টি আসন দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০ আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। দলীয় এবং নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

গণঅধিকার পরিষদ: উচ্চকক্ষের ১০০টি আসনের ২০ শতাংশ নির্দলীয় ভিত্তিতে রাখা যেতে পারে। কারণ পেশাজীবী সংগঠনগুলো দলদাসে পরিণত হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে যে ভালো প্রতিনিধি আসবে বা মনোনয়ন দিবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। উচ্চকক্ষের ১০০টি আসনে বেশি কোটা প্রথা না করাই ভালো। **গণঅধিকার পরিষদ উচ্চকক্ষের নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়ে একমত নয় মর্মে জানায়।**

উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

কমিশনের প্রস্তাব: সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।

গণঅধিকার পরিষদ: **নিম্নকক্ষের সংসদ-সদস্য নির্বাচন করার যোগ্যতা থাকলেই উচ্চ কক্ষের সদস্য হতে পারবে। তাই প্রস্তাবটিতে সম্পূর্ণ একমত নয়।**

নিম্নকক্ষে নারী প্রতিনিধি

প্রস্তাব: প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

গণঅধিকার পরিষদ: ১০০ নারী আসনে সরাসরি ভোটে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদ নীতিগতভাবে একমত মর্মে জানায়। **তবে নারী নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়ে তারা একমত নয়।** এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পর কমিশনের পক্ষ হতে পদ্ধতির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে পরবর্তীকালে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। তারাও দলীয়ভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

কমিশনের প্রস্তাব: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।

গণঅধিকার পরিষদ: **তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদে একমত পোষণ করলেও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে।** গণঅধিকার পরিষদ মনে করে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় সরকারের ব্যাপক সংখ্যক নির্বাচন করার সক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের থাকবে না। ফলে তারা এটি নির্ধারিত সময়ে করতে পারবে না। অর্থাৎ স্থানীয় নির্বাচন ধাপে ধাপে হতে হবে। এতে অযথা বিতর্ক বাড়বে। **তবে সকল নির্বাচন সঠিক সময়ে করার জন্য একটি ক্যালেন্ডার করার বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে।**

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

কমিশনের প্রস্তাব: ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচন কমিশনকে সীমানা নির্ধারণের জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। সেজন্য নির্বাচনি কার্যক্রমে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতীতে এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গণঅধিকার পরিষদ: নির্বাচন কমিশন স্বাধীন হলে এটি তারা নিজেরাই করতে পারবে বা নির্বাচন কমিশন নিজেরাই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারে। **গণঅধিকার পরিষদ একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন চায়। যারা সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন উপহার দিবে। তাই এ বিষয়ে আংশিকভাবে একমত।**

নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা

কমিশনের প্রস্তাব: নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।

গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য: একমত নয়। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে।

কমিশনের প্রস্তাব: সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের জন্য প্রস্তাবটি করা হয়েছে। কারণ কমিশনাররা দায়িত্বে না থাকলে জবাবদিহিতার আর কোনো জায়গা থাকে না। জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে কেউ নয়।

গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য: যাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ করা হবে আবার তাদেরকেই অর্থাৎ সংসদীয় কমিটিকেই তদন্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে, যা যুক্তিযুক্ত নয়। **নির্বাচন কমিশন যেহেতু একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তের এখতিয়ার এনসিসি'র কাছেই রাখা যেতে পারে বা কমিশনাররা অবসরের পরেও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করতে পারবে এরকম বিধান করা যেতে পারে।**

প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা

কমিশনের প্রস্তাব: মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতাবিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।

গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য: আংশিকভাবে একমত। **ব্যক্তির পাশাপাশি জড়িত সংগঠনও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না বলে গণঅধিকার পরিষদ প্রস্তাব করেছে।**

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

গণঅধিকার পরিষদের নতুন প্রস্তাব: জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে গণঅধিকার পরিষদ চাকরিজীবী নারীদেরকে মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি সন্তানের বয়স ২ বছর না হওয়া পর্যন্ত অফিস সময়সূচি অর্ধেক (৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ৪ ঘণ্টা) করে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। এছাড়া পৃথিবীতে অনেক দেশের paternity leave আছে। বাংলাদেশেও paternity leave চালু করা যেতে পারে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন

কমিশনের প্রস্তাব: রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন 'ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড' স্থাপন এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি একক ব্যক্তির হাতে না রেখে সম্মিলিত বডির হাতে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। যাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। অতীতে অনেক দাগি আসামিকে দলীয় বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করে দিয়েছে।

গণঅধিকার পরিষদ: **রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য আলাদা বোর্ড করার প্রয়োজন নেই**। যেহেতু এনসিসি গঠিত হবে তাই উক্ত সুপারিশের কার্যক্রম এনসিসি'র কার্যক্রমে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। সুপারিশের সঙ্গে একমত নয়।

বিচারকদের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা

কমিশনের প্রস্তাব: আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যে কোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাজনৈতিক দলের সাপোর্টে বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন হলে তার প্রভাব বিচার কার্যক্রমে পড়ে। এছাড়া বিচারক নিয়োগের সময়ও এই বার এসোসিয়েশন প্রভাব বিস্তার করে। তাই পার্টির নমিনেশনে যাতে বার কাউন্সিলের ইলেকশন না হয় সেজন্য এ সুপারিশ করা হয়েছে।

গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য: উক্ত প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব

সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার

কমিশনের প্রস্তাব: প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা।

গণঅধিকার পরিষদ বক্তব্য: গণঅধিকার পরিষদ মনে করে সুবিধাভোগীর সকলের ব্যক্তিগত তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করাই উত্তম। **তারপরেও কমিশনের পক্ষ হতে প্রস্তাবের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হলে গণঅধিকার পরিষদ তাতে একমত পোষণ করে।**

আয়কর আইন-চাহিত তথ্যাদি

কমিশনের বক্তব্য: আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে এনবিআর দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক এনবিআর থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারতো, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য: আংশিকভাবে একমত পোষণ করলেও আয়কর আইন নিয়ে অধিকতর আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

সহ-সভাপতি: আলোচনার অংশগ্রহণের জন্য এবং ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য গণঅধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দকে আবারও ধন্যবাদ জানান। গণঅধিকার পরিষদের প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত মতামতগুলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে পূর্বের মতো স্প্রেডশিটে পুনরায় প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। এতে বিভিন্ন দলের অবস্থানের বিষয়ে একটি রেকর্ড থাকবে। অতঃপর সবাইকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৬ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ১৬ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : মঙ্গলবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব সাইফুল হক	সাধারণ সম্পাদক
২.	বহ্নিশিখা জামালী	রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য
৩.	জনাব আকবর খান	রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য
৪.	আবু হাসান টিপু	রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য
৫.	আনছার আলী দুলাল	রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য
৬.	মীর মোজাম্মেল হোসেন মুশতাক	রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য
৭.	মাহমুদ হোসেন	রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য
৮.	রাশিদা বেগম	কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
৯.	স্নিগ্ধা সুলতানা ইভা	কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
১০.	জনাব সাইফুল ইসলাম	কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
১১.	শেখ মোহাম্মদ শিমুল	কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই **১৯৫২**-এর ভাষা আন্দোলন, **১৯৭১**-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয় এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়।

৭. সংলাপের সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব সাইফুল হক জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিসহ সদস্যবৃন্দ এবং গণমাধ্যম কর্মীসহ সকলকে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি দেশের ক্রান্তি লগ্নে নোবেলবিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশের হাল ধরায় বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গণতান্ত্রিক উত্তরণের গুরুদায়িত্ব নিয়েছে। যে ব্যবস্থা একটি দলকে বা ব্যক্তিকে ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরাচারী করে তোলে জুলাই অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সেখান থেকে বের হওয়া। বিগত ১৬ বছর ধরে মানুষ ভোটের অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল। মানুষের ভোটের অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করে একটি দৃষ্টান্তমূলক নির্বাচন উপহার দেওয়া। **১৯৯০**-এর গণ-অভ্যুত্থানের পরেও জনগণ আশা করেছিল দেশে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। কিন্তু মানুষের সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বিগত ৩৬ দিনের লড়াই যেন হতাশা বা দুঃস্বপ্নে পরিণত না হয় সে লক্ষ্য নিয়েই সকলে কাজ করব। কোথাও মতভেদ থাকবে, মতবিরোধ থাকবে, মতপার্থক্য থাকবে সেগুলো এক টেবিলে বসে আলাপ-আলোচনা করে দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তারপরেও দেশ ও জাতির বৃহৎ স্বার্থে সকলকেই কিছু কিছু ছাড় দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি সবসময়েই ন্যায্যতার লড়াই-সংগ্রামে জনগণের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। দেশ ও জাতির স্বার্থে ভালো কিছুর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিতেও প্রস্তুত রয়েছে। অতঃপর সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে তার উদ্বোধনী বক্তব্য শেষ করেন।

৯. বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি সংস্কার কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত বা অস্পষ্টতা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

প্রজাতন্ত্র বা নাগরিকতন্ত্র

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্যঃ প্রজাতন্ত্র এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী' স্বাধীনতার ৫৩/৫৪ বছর ধরে ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। 'Republic'-এর সঠিক বাংলা হয়নি বিধায় পরিবর্তন করতে হবে তা যুক্তিসঙ্গত নয়। এরকম অনেক শব্দ রয়েছে যার সঠিক বাংলা নেই। এটি করা হলে রাজনীতিতে বিতর্ক উঠবে এবং একে নেতিবাচক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারে। বর্তমান সরকার এবং ভবিষ্যতে যারা সরকার গঠন করবে তাদের মূল কাজ হবে জুলাই অভ্যুত্থানের আশাআকাঙ্ক্ষা ধরে রাখা। এমন কাজ করা ঠিক হবে না যা গণ-অভ্যুত্থানের স্ববিরোধিতা হয়ে যায় বা প্রশ্নবিদ্ধ করে। কারণ ইতোমধ্যে দক্ষিণপন্থি চিন্তার উত্থান, নানা ধর্মীয় পন্থির মোড়কে দেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত চলছে। যে সংস্কারগুলো রাজনীতি, সমাজ এবং মানুষের কালচারে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে সংবিধান সংশোধনসহ সে ধরনের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। অযথা বিতর্ক সৃষ্টি না করাই ভালো।

কমিশনের ব্যাখ্যাঃ ইংরেজি 'Republic'-এর বাংলা অর্থ 'প্রজাতন্ত্র' যা সঠিক নয়। প্রজাতন্ত্র বললে রাজার প্রজা বোঝায়। বর্তমান যুগে কোনো প্রজা নেই। তাই 'নাগরিকতন্ত্র' ও 'জনগণতন্ত্র' প্রস্তাব করা হয়েছে। কোন সংশোধনী কেন করা হচ্ছে সংবিধান সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

সংবিধান ও রাষ্টের মূলনীতি: ‘বহুত্ববাদ’

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশে কোনো বিশ্বাসের জন্য কেউ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বৈষম্যের শিকার হয় না। আমাদের মতো দেশে অনেক কিছুই সম্ভব। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ ছাড়া আধুনিক দেশ চিন্তা করা যায় না। কমিশন ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বাদ দিয়ে ‘বহুত্ববাদ’ শব্দটি প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া আত্মঘাতী মনে হচ্ছে। কারণ এতে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বহুত্ববাদ দিয়ে কিছুটা হলেও নিরসন করা যেতে পারে। কিন্তু কিছু গোষ্ঠী ও দল বহুত্ববাদ মানতে চাইবে না। তারা বহুত্ববাদের সঠিক অর্থ জানে না। সংবিধানের অনেক সংশোধনী করা হয় ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য। সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি কোনো দেশের ভাবধারার বিবেচনা না করে আমাদের দেশের ভাবধারা ও কৃষ্টি-কালচার অনুযায়ী ‘সমাজতন্ত্র’ রাখা উচিত। এতে অভ্যুত্থানের মর্যাদা রক্ষা হবে। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ একেবারে না রাখা গেলে ‘বহুত্ববাদ’ আপত্তি নেই। অথবা সংবিধানের পূর্বের মূলনীতি ঠিক রেখে নতুন এ ৪টি সংযোজন করা যেতে পারে। তারপরেও এ বিষয়ে দলীয় পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্বাধীনতার পর থেকে সংবিধানে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ রাখা হলেও মানুষ সত্যিকার অর্থে ধর্মের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেনি। বরং ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শ হিসেবে থাকায় অনেক ‘ধর্মীয় ফোবিয়া’র উত্থান ঘটেছে। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দ হিসেবে সমস্যা আদর্শ নয়। সেজন্যই কমিশন সুপারিশ করেছে। অনেক দল ‘বহুত্ববাদ’ শব্দটিতে আপত্তি করেছে। কারণ এতে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বাড়তে পারে। তবে এ পর্যন্ত সকল দলই ‘সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র’ এই ৪টিতে একমত পোষণ করেছে। বর্তমান বাংলাদেশ একটি ঐতিহাসিক সময়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেজন্য ভালো কিছুর জন্য একটু সময় নিয়ে কাজ করাই ভালো।

সংবিধানে ‘মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা’ ভাগ সৃজন

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: সুপারিশটি ধারণাগত দিক থেকে সঠিক হলে বাস্তবতার দিক থেকে সঠিক নয়। কারণ বিদ্যমান সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারগুলো নিয়ে অনেক রায় হয়ে গেছে। এখন পরিবর্তন করা হলে রেফারেন্স হিসেবে পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। বিষয়টি কমিশনের বিবেচনায় নেওয়ার অনুরোধ করেন।

কমিশনের বক্তব্য: বিদ্যমান সংবিধানের একেক ভাগে একেক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেজন্য মৌলিক অধিকারসহ সকল অধিকারগুলো সংবিধানের একভাগে নিয়ে আসার সুপারিশ করা হয়েছে।

তরুণদের জন্য ১০% ও প্রার্থীর বয়স ২১ বছর

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: তরুণদের জন্য ১০% ও প্রার্থীর বয়স ২১ বছর প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে। বর্তমানে সকল দলই রাজনীতিতে তরুণ-তরুণীদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে। আইন প্রণেতা হতে অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য বয়স ২৫ বছর রাখাই যুক্তিযুক্ত। ১০% কোটা রাখার কোনো যুক্তি নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। তাই কাউকে লক্ষ্য করে কোনো সংশোধন যুক্তিসঙ্গত নয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: তরুণদের মধ্য হতে তরুণ নেতৃত্ব তুলে আনার লক্ষ্যে ১০% কোটার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বয়স এবং বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বিবেচনা করে প্রার্থীর বয়স ২১ বছর প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি কোনো সুপারিশ নয়। এটি শুধু প্রস্তাব। তবে কাউকে উদ্দেশ্য করে করা হয়নি।

নিম্নকক্ষ–নারী আসন সংখ্যা

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি ও নারী অধিকার রক্ষায় ১০০ আসন গুরুত্বপূর্ণ। তবে সংবিধানে নারীর অধিকার রক্ষায় রক্ষাকবচ যোগ করতে হবে। সারাদেশকে ১০০ ভাগে ভাগ করে নির্বাচন দেওয়া হলে নারীদের জন্য নির্বাচন করা কঠিন হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি অনেক সহজ হবে। এর বাইরে যদি কোনো পদ্ধতি থাকে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানে সবকিছু যোগ করা যায় না। সংবিধানে শুধু সমতার নীতির কথা লিপিবদ্ধ থাকবে। সংবিধানের স্পিরিট রক্ষায় আইন প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে আমাদের দেশে আইন রক্ষায় অনেক সময়েই ব্যর্থতা দেখা যায়। ১০০ নারী আসনে একমত হলেও নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। দুটি সুপারিশেই সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীকালে বিস্তারিত মতামত দেওয়ার অনুরোধ করেন।

প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা এবং দলীয় নেতা

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-নেতা একজন। কিন্তু দলীয় নেতা আলাদা হওয়ার প্রস্তাব করে। ৩টি আলাদা আলাদা ব্যক্তি বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-নেতা আলাদা ব্যক্তি এটা অধিকাংশ দল মেনে নিবে না। সকল দল একমত হলে বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টিও একমত।

কমিশনের ব্যাখ্যা: একজন সংসদ-সদস্য প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা, দলের প্রধান হওয়ায় সমস্ত ক্ষমতা এককেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। ভারসাম্য সৃষ্টির লক্ষ্যে এককেন্দ্রিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণের জন্যই একজন সংসদ-সদস্যের একাধিক পদ গ্রহণে বিধিনিষেধ আরোপের সুপারিশ করা হয়েছে। সংসদ নেতা সংসদের দায়িত্ব পালন করবে। প্রধানমন্ত্রী সংসদে জবাবদিহি করবে। একজন হলে জবাবদিহিতার জায়গাটি অনুপস্থিত থাকে।

'অনুচ্ছেদ ৭০'

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন করা হলে Horse Trading হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অনেক দেশেই এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। আস্থা ভোটে হেরে যাওয়ার অর্থ সরকার হেরে যাওয়া। আবার অনেক সময় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আটকে যেতে পারে। সেজন্য অর্থবিলের সঙ্গে আস্থা ভোট ও সংবিধান সংশোধন এই ৩টি রেখে অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন করা যায়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদ ৭০-এর জন্যই একজন প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরাচার হয়ে ওঠে। অর্থবিল বাদে অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন করা হলে প্রধানমন্ত্রী দলের মধ্যেও একটি চাপে থাকবে। সরকারকে বিদায় করার জন্য নয় প্রধানমন্ত্রীকে চাপে রাখার জন্যই অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ চেক এন্ড ব্যালেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় সে বিষয়ে পর্যালোচনা করে সুচিন্তিত মতামত পরবর্তীকালে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: সকল স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে থাকবে তা অনেক দল বিশেষ করে বড় দলগুলো মানবে না। তবে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি যেমন Financial Oversight Committee (FOC)গুলোসহ আরো কিছু কমিটি সুনির্দিষ্ট করে বিরোধী দল থেকে দেওয়া যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমান পদ্ধতিতে সরকারি দল না চাইলে বিরোধী দল থেকে স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য কমিশন থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আলোচনায় সবগুলো না দিয়ে পিআর পদ্ধতি অথবা ৫০:৫০ অথবা Financial Oversight Committee (FOC), স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্রসহ এরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু কমিটি সুনির্দিষ্ট করে বিরোধী দলকে দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টিকে সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

উচ্চকক্ষ-আসন সংখ্যা ও নির্বাচন পদ্ধতি এবং বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০৫ জনের পরিবর্তে ১৫০ জনের প্রস্তাব করে। উচ্চকক্ষের সদস্যদের নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে হবে এবং প্রাপ্ত ১% শতাংশ ভোটে পিআর নির্ধারণ করতে হবে। জাতীয় নির্বাচনে যে কোনো দলের সারাদেশের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে আসন পবে এবং দলের প্রতিনিধি দলই নির্বাচন করবে। ৫০:৫০ এবং অন্যান্য শ্রেণিবিন্যাসে দ্বিমত পোষণ করে। তবে নারী প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষণ (৩০%) রাখার পক্ষে একমত পোষণ করেন। উচ্চকক্ষের বয়স ৩৫-এর পরিবর্তে ৩০ করার প্রস্তাব করে। সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা রাখার ঘোর বিরোধিতা করে। কারণ শিক্ষিত হলেই সে সর্বক্ষেত্রে সঠিক হবে এমনটা নয়। তাছাড়া এতে করে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী লাভবান হবে পক্ষান্তরে বৃহৎ একটি গোষ্ঠী বাদ পরে যাবে। তারপরেও বিষয়টি পুনঃআলোচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিটি উচ্চকক্ষে ১০৫ জন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উচ্চকক্ষে ১০০ জন সদস্যের সুপারিশ করেছে। উভয় কমিটি জাতীয় ভোটে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে (১% অথবা ৩%) নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। যাতে করে কোনো দল ১% বা ৩% ভোট পেলে অন্তত ১ জন সদস্য উচ্চকক্ষে দিতে পারে। এতে উচ্চকক্ষে ভারসাম্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। দেশের জনগণ শিক্ষাগত যোগ্যতা চায় বিধায় সুপারিশটি করা হয়েছে।

গণভোট

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: সংবিধান সংশোধনে নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষে পাশ হওয়ার পরে গণভোট এবং তারপরে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন–এতে সংবিধান সংশোধন জটিল হতে পারে। এমন অনেক কিছু সংশোধনী করা প্রয়োজন হতে পারে যার জন্য গণভোটের কোনো প্রয়োজন নাই। তাছাড়া গণভোট ব্যয়বহুল হবে। গণভোটের বিষয়ে দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানে ৫ম সংশোধনীতে সুনির্দিষ্ট করে কিছু কিছু অনুচ্ছেদের জন্য গণভোটের বিধান করা হয়। পরবর্তীকালে সেখান থেকেও কিছু কিছু অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়। সর্বশেষ শেখ হাসিনা সরকার গণভোটের বিধান একেবারেই তুলে দেন। ফলে সংবিধানে কোনো পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণ অবহিত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে ৫ম সংশোধনীর ন্যায় কোন কোন ক্ষেত্রে গণভোট প্রয়োজন হবে তা সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সকল চুক্তিই আইনসভার দুই কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। যে সকল চুক্তি গুরুত্বপুর্ণ জাতীয় স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত সেগুলোকে উভয় কক্ষের অনুমোদনের পক্ষে মত দেন। তবে সকল চুক্তিই সংসদকে অবহিত করার পক্ষে মত দেয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানে বলা থাকলেও স্বাধীনতার ৫৪ বছরে এখন পর্যন্ত বৈদেশিক কোনো চুক্তিই সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে সংসদ বা জনগণ এ বিষয়ে অন্ধকারে থেকে যায়। সেজন্যই চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সংসদকে জানানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। তারপরেও যেহেতু বিষয়টি আলোচনার টেবিলে এসেছে সেক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বা পরে যখনই হোক না কেন সংসদকে অবহিত করতে হবে।

নির্বাহী বিভাগ-অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ক্ষমতায় ভারসাম্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধনে নীতিগতভাবে একমত। এতে হয়তোবা কিছুটা হলেও চেক এন্ড ব্যালেন্স রক্ষা করা যাবে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে দলীয় এবং অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তীকালে মতামত দেওয়া হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ২টি কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া করতে পারেন। বাস্তবে তাও পারেন না। রাষ্ট্রপতিকে সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা দেওয়া যাতে চেক এন্ড ব্যালেন্সের মাধ্যমে ক্ষমতায় ভারসাম্য আসে। সেজন্য অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: এনসিসি গঠনে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করলেও রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতিকে এনসিসির সদস্য না করার বিষয় মতামত ব্যক্ত করে। এনসিসিতে কোনো বিষয়ে একমত না হলে যাতে বিচারবিভাগে বা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা যায়। এনসিসিতে প্রধানমন্ত্রী সদস্য থাকায় অন্যরা স্বাধীন ও মুক্তভাবে মতামত দিতে নাও পারতে পারে। এনসিসিও দলীয়করণ হয়ে গেলে জনগণের বিশ্বস্ততা হারাতে পারে। স্বল্পকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এনসিসির প্রয়োজন কতটুকু তাও বিবেচনা করতে হবে। এ কারণে সাংবিধানিক সংস্থায় এনসিসির সুপারিশে নিয়োগের বিষয়ে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে পরবর্তী সংসদে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাই শ্রেয়।

কমিশনের বক্তব্য: প্রধান বিচারপতি যেহেতু জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচন হবে সেক্ষেত্রে তিনি দলীয় এবং নির্বাচিত নন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে সুপারিশ করা হয়েছে তাতে রাষ্ট্রপতিও অনেকটা নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনা করার সুয়োগ কম থাকবে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পরে এনসিসি গঠনেও পরিবর্তন হবে। তখন ৫ সদস্যবিশিষ্ট এনসিসি হবে। কমিশনের সুপারিশে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এনসিসি গঠিত হলে সরকারি দল, বিরোধী দল, বিচার বিভাগ এক জায়গায় হবে, পারস্পরিক আলোচনা হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গ এক টেবিলে বসার সুযোগ পাবে। এতে করে রাজনৈতিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং জনগণের বিশ্বস্ততার একটি জায়গা সৃষ্টি হবে, ক্ষমতায় চেক এন্ড ব্যালেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এনসিসি ন্যায়পালের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও মেয়াদ

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৪ বছর করা সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবটি অধিকতর ভালো। তবে রাষ্ট্রপতি দল নিরপেক্ষ হবে এটা বাস্তবসম্মত হবে না। কারণ যে কোনো দল থেকেই তাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে বিধায় দল তাদের সুবিধা বিবেচনায় রাখবেই। তাই কোনো দলের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। নির্বাচনের পরে রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষ থাকবেন এটা সকলের আশা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংবিধান সংস্কার কমিশন জেলা কাউন্সিল পর্যন্ত এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ইউপি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছে। ইউপি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা গেলে অধিক গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

বিচার বিভাগ-বিচারক নিয়োগ

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: Judicial Appointment Council সম্পর্কিত সুপারিশে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করেন। তবে সততা, নিষ্ঠার মানদণ্ড নির্ধারণের পদ্ধতি ঠিক করে দেওয়া উচিত।

কমিশনের ব্যাখ্যা: Judicial Appointment Council সম্পর্কিত সুপারিশে সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের ভিন্নতা রয়েছে। উভয় কমিশনই বিচারপতি নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বদ্ধপরিকর। বিদ্যমান পদ্ধতিতে বিচারক নিয়োগ ইচ্ছামতো হতো। কাউন্সিল করা হলে সেটা রহিত হবে। সততা ও সত্যনিষ্ঠার মানদণ্ড নির্ণয় করা কঠিন হবে। তবে Judicial Appointment Council- এর মাধ্যমে নিয়োগ হলে অনেকটা পরীক্ষানিরীক্ষা হয়ে যোগ্য লোকই বিচারপতি নিয়োগ পাবে। নিয়োগের পরেও যদি কারো বিষয় আপত্তি আসে তখন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে যে কোনো অভিযোগ পাওয়ার পরে প্রাথমিক তদন্ত করবে। কতগুলো অভিযোগ পেয়েছে, প্রাথমিক তদন্ত শেষে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে এবং কতটি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে তা সময় সময় প্রকাশ করতে হবে। এতে করে জনগণ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবে।

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: জ্যেষ্ঠ বিচারপতি যোগ্য বা অন্য কোনো কারণে খুব সঠিক ব্যক্তি নাও হতে পারে। সেজন্য জ্যেষ্ঠ ৩ জনের মধ্যে একজনকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। জ্যেষ্ঠ ৩ জনের বাইরে যেতে পারবে না। তা না হলে অন্তত ২ জন রাখা যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রধান বিচারপতি নিয়োগে অতীতে অনেক অনিয়ম হয়েছে। যদি অপশন রাখা হয় তাহলে অনিয়ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। অসমর্থ বা অভিযোগ থাকলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পরীক্ষানিরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি প্রধান বিচারপতি নিয়োগে জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকেই প্রধান্য দিবে। কোনো কারণে অগ্রহণযোগ্য হলে দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে বিচারপতি নিয়োগ দিবে। অর্থাৎ অন্তত ২ জনের অপশন রাখার প্রস্তাব করেছে।

SJC-তে অভিযোগ প্রেরণ

কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে এনসিসির কাছে কোনো অভিযোগ আসলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে পাঠানোর বিষয় একমত পোষণ করে।

সাংবিধানিক কমিশন

কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সাংবিধানিক কমিশনসমূহের জন্য সংবিধানে আলাদা ভাগ করা সম্পর্কিত সুপারিশে এবং মেয়াদ ৪ বছরে একমত পোষণ করে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক এবং এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমেই বহির্বিশ্বে দেশের ন্যায্যতা পেয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। সেজন্য স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রাখার পক্ষে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রাখতে হলে "Declaration of Independence"সহ অনেক কিছু রাখতে হবে, যার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তাদেরকে পর্যালোচনা করার অনুরোধ করা হয়।

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যার পরে তারা বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখবেন বলে জানান।

জরুরি অবস্থা জারি

কমিশনের বক্তব্য: বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি জরুরি অবস্থা জারি সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করেছে। সেক্ষেত্রে অনেক দল দ্বিমত পোষণ করে বলেছে, জরুরি অবস্থা জারি করতে হলে অধিকার রহিত করতেই হবে। তা না হলে জরুরি অবস্থা জারির কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: কোনো অবস্থাতেই নাগরিকের কোনো অধিকার খর্ব করা যাবে না। নাগরিক অধিকার খর্ব না করা সম্পর্কিত বিধানটি সংবিধানের কোথায় সংযোজন করা যায় পর্যালোচনা করে সেখানে সংযোজন করার জন্য বলে। এটি করতে পারা কমিশনের জন্য ল্যান্ডমার্ক হবে। নাগরিক অধিকার রক্ষায় তাদের দলের পক্ষ থেকে সর্বশেষ সময় পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ

সভাপতি: সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করার সময় যে সকল সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে সেগুলো নিয়ে আর পুনঃআলোচনার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ দুই টার্ম সুপারিশের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত হলেও এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে দল ক্ষমতায় থাকলেও যে কোনো সময় প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হতে পারে। আবার খুবই স্বল্প সময়ে সংসদ ভেঙেও যেতে পারে। সুপারিশকৃত সরকারের মেয়াদ ৪ বছরেই একজন দুই বা ততোধিকবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এছাড়া অন্য কারণেও হতে পারে। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হতে না পারাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। সেজন্য সরকারের দুই মেয়াদ অর্থাৎ ৮ বছর পর্যন্ত একজন প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নিয়ে বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য চিন্তা চেতনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি নিয়ে সকলে মিলে পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি সুন্দর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে।

ডেপুটি স্পিকার–সংখ্যা ও নির্বাচন

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: ডেপুটি স্পিকারের ভূমিকা এমনিতেই কম। তারপরে সরকারি দল ও বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার রাখা হলে বিরোধী দলের ডেপুটি স্পিকার কোনো সুযোগই পাবেন না। সেজন্য তুলনামূলকভাবে ১ জন ডেপুটি স্পিকার রাখাই ভালো। যদিও এতে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন ২ জন ডেপুটি স্পিকার (১ জন সরকারি দল ও ১ জন বিরোধ দল থেকে) আর নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ডেপুটি স্পিকার ১ জন এবং সেটা শুধু বিরোধী দল থেকে। ১ জন ডেপুটি স্পিকার থাকলে সুবিধা বেশি পাবে। সেক্ষেত্রে কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধা তুলে ধরা হয়েছে। কোনো কারণে স্পিকারের কিছু হলে সরকারি দলের কোনো গার্ড থাকে না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ১২০ দিনের পরিবর্তে ৯০ দিন করার প্রস্তাব করে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: বিগত ১৬ বছরের লড়াই-সংগ্রাম ছিল ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন একটি বড় এবং ব্যাপক কার্যক্রম, যা স্বল্প সময়ে কিছুতেই সম্ভব নয়। ফলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অন্তর্বর্তী সরকার করলে বিতর্কিত হলে জাতীয় নির্বাচন করাই কঠিন হয়ে যাবে। সরকারের দীর্ঘমেয়াদি থাকারও একটি সম্ভাবনার

সৃষ্টি হতে পারে। যাতে আবার আন্দোলন-সংগ্রামের সূচনা হতে পারে। সেজন্য কোনোভাবেই জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যাবে না। নির্বাচনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। তারপরেও অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখা হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সকল পর্যায়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে করার সুপারিশ করা হয়েছে। অতীতে সরকারি দল স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় ব্যাপক হস্তক্ষেপ করেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৪ মাস করা হলে ১ম ২ মাসের মধ্যেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করে পরবর্তী ২ মাসে জাতীয় নির্বাচন করবে। একটি সার্ভে থেকে প্রতীয়মান ৬৫-৭০% জনগণ স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের আগে চায়। যে সকল মন্ত্রণালয় নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সেজন্যই উক্ত সুপারিশ করা হয়েছে।

সীমানা নির্ধারণ

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: সীমানা নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনের একটি কাজ। দীর্ঘ বছর ধরে কাজ করায় তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। নতুন কর্তৃপক্ষ করা হলে তারা সীমানা নির্ধারণে জটিলতা করে ফেলবে। হস্তক্ষেপ করলে যে কোনো জায়গাই হস্তক্ষেপ করা যাবে। প্রস্তাবটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে পুনর্বিবেচনা করা হবে বলে জানান।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সীমানা নির্ধারণ একটি দীর্ঘমেয়াদি বিশেষজ্ঞ কাজ এবং এর জন্য বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হবে। প্রতি আদমশুমারির পরে একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করা হবে। এতে অতীতের মতো নির্বাচন কমিশন বিতর্কিত হবে না। বরং নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করতে পারবে।

নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মতো একটি কাউন্সিল করা যেতে পারে। নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তবে তা সংসদের কাছে না। সুপারিশটি পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় অভিযোগের বিষয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে অভিযোগ দাখিল করা যায়। কিন্তু দায়িত্ব থেকে চলে গেল কোনো আইনে কাভার না করায় কিছু করার থাকে না। ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪-এর নির্বাচনকে বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশনারগণ দায়িত্ব থেকে চলে যাওয়ার পরেও তাদের শপথ ভঙ্গ, অসদাচরণ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগের জন্য আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। সেজন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে। উক্ত কমিটি দায়িত্ব থেকে চলে যাওয়া নির্বাচন কমিশনারদের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ নিয়ে কাজ করবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেউ দায়বদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়।

মানবতা বিরোধী অপরাধ

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: কোনো দোষ ছাড়াই অনেককে সময় অনেকে অভিযুক্ত করার প্রবণতা অতীতে লক্ষ করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও যে হবে না তা নয়। অনেক অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সেজন্য শুধু অভিযোগ দায়ের হলেই নির্বাচন করতে পারবে না–সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক বিচার না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের অযোগ্য করা ঠিক হবে না।

কমিশনের ব্যাখ্যা: যদি সুপারিশ আকারে না রাখা হয় তাহলে বিগত ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচার সরকারের অনেকেই নির্বাচনে দাঁড়াবে, যারা মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত। ভবিষ্যতে কোনো দলও এরকম অপরাধ করতে পারে। সবদিক বিবেচনায় সুপারিশটি করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা

সভাপতি: হাইকোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক সংখ্যা ন্যূনতম ৭ জন নির্ধারণ করা হলেও প্রধান বিচারপতি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে চাহিদা মতো বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

আইন পেশায় সংস্কার: আদালত প্রাঙ্গণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: আইনজীবীরা আদালত প্রাঙ্গনে কোন ধরনের কাজ করতে পারবে বা কোন ধরনের কাজ করতে পারবে না তা সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। অস্পষ্ট থাকলে খারাপ ভালো দুদিকেরই সুযোগ নেওয়া সম্ভব হবে। পর্যালোচনা করে দেখা হবে কোনটা করা যাবে কোনটা যাবে না এবং তা জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বার, সেবাধর্মী পেশার মতো ক্ষেত্রগুলোতে যদি লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি বন্ধ করা যায় তাহলে এসব প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরে আসতে বাধ্য।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

কমিশনের বক্তব্য: বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোর সবগুলোতেই একমত বা নীতিগতভাবে একমত। কিন্তু বাস্তবায়নের উপায় হিসেবে মন্তব্য করেছে নির্বাচন পরবর্তী সংবিধান সংস্কারের মাধ্যমে। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের ২/১টি সুপারিশ বাদে বাকি সুপারিশগুলো এখনই আইন বা অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে একমত হলে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: যে সকল সুপারিশ বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই সেগুলো এখনই প্রচলিত পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করার পক্ষে একমত পোষণ করেন। কোনো দলের বা সরকারের লেজুড়বৃত্তি না করে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সত্যিকার অর্থে দুর্নীতি দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ ইতঃপূর্বে দেখা গেছে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসহ সাধারণ মানুষকেও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে হয়রানি করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বিষয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত রয়েছে, যা আজকের এই স্বল্প সময়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। পরবর্তী কোনো আলোচনায় তুলে ধরা হবে।

প্রদেশ করা

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য: বাংলাদেশকে ৪টি প্রদেশে ভাগ করা সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে জোরালো দ্বিমত পোষণ করে। আমাদের রাষ্ট্র, সমতলভূমি, রাষ্ট্রের গঠন, অর্থনীতি, সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রদেশ করা কখনই সমীচীন হবে না। তাছাড়া দেশের চারপাশ বৈরী রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রদেশ হলেই ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। মাথাভারী কতগুলো প্রশাসন হবে, যা আমাদের অর্থনীতির জন্য খুবই খারাপ হবে। জাতি উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা কমিয়ে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা বাড়ানো হলে জনগণ বেশি উপকৃত হবে।

সভাপতি: দীর্ঘ আলোচনায় বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি একমত পোষণ করেছে, কিছু পর্যালোচনা পরবর্তী সময়ে জানাবে এবং জনপ্রশাসন সংস্কারের বিষয়ে তাদের বক্তব্য রয়েছে। যে বিষয়গুলো পর্যালোচনায় রয়েছে এবং জনপ্রশাসন সংস্কারের বক্তব্য সমন্বিত করে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে লিখিত আকারে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। যাতে ২য় পর্যায়ের আলোচনা করতে সুবিধা হয়। কমিশন সবসময় আপডেট তথ্য সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বলেন। অতঃপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ১ম পর্যায়ের সংলাপ মুলতুবি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সংলাপের সারসংক্ষেপ

২২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৩ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ২২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৩ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : শনিবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী
১।	অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ	সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি
২।	বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার লুৎফর রহমান	সভাপতি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি
৩।	এটিএম গোলাম মাওলা চৌধুরী	চেয়ারম্যান, গণদল
৪।	ডাক্তার সৈয়দ নুরুল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক, সাম্যবাদী দল
৫।	এম এন শাওন সাদিকী	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ন্যাপ
৬।	কারী আবু তাহের	চেয়ারম্যান, এনডিপি
৭।	ব্যারিস্টার নাসিম খান	সভাপতি, মুসলিম লীগ
৮।	খোকন চন্দ্র দাস	সাধারণ সম্পাদক, ডেমোক্রেটিক লীগ, ডিএল
৯।	এস.এম. শাহাদাত	সভাপতি, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক পার্টি
১০।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা	মহাসচিব, এনপিপি
১১।	আব্দুল্লাহ আল হারুন সোহেল	মহাসচিব, এনডিপি
১২।	অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ	
১৩।	অ্যাডভোকেট রাদীফ রব্বানী	

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। যে সকল বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছানো। উদ্দেশ্য হলো, সকল দলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করা। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপভোগ করতে পারে। দলগুলোর মধ্যে আদর্শগত মতপার্থক্য থাকবে। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেককে ছাড় দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের মাধ্যমে জবাবদিহি রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের প্রধান সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতাপরবর্তী এবং বিশেষ করে জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে নিহতদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। দেশের দামাল ছেলেরা গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে অকাতরে জীবন দিয়েছেন। তার দলও দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করায় দলীয় নেতাকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। দেশের মানুষের মুক্তভাবে কথা বলার স্বাধীনতা ছিল না। ফ্যাসিবাদের সঙ্গে যুক্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, বায়তুল মোকাররম মসজিদের ইমাম, সংসদ-সদস্য, উপজেলার চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ অনেকে একযোগে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে বলে জানান। দেশকে পুনর্গঠন করার জন্য সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

নাগরিকতন্ত্র

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: 'নাগরিকতন্ত্র' এবং জনগণতন্ত্রী' শব্দদ্বয় ব্যবহার করলে মানুষের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে। তাই বিদ্যমান যে অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে রাখার পক্ষে মত দেয়। এ পরিবর্তন জনগণ বা রাষ্ট্রের খুব উপকারে আসবে না। তাই এ সুপারিশে দ্বিমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'Republic'-এর সঠিক শব্দার্থ করা হয়নি। 'প্রজা' বললে অধীন বোঝায়। রাজার প্রজা এরকম। এখান থেকে বের হওয়ার জন্যই সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া 'People' এবং 'Public' এর বাংলা অর্থ প্রায় একই।

সংবিধানের মূলনীতি–বহুত্ববাদ

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র রাখার পক্ষে মত দেয়। এ ক্ষেত্রে 'বহুত্ববাদ' সংবিধানের মূলনীতি থেকে বাতিল করার প্রস্তাব করে। ইসলাম ফোবিয়া পশ্চিমাদের সৃষ্টি। বাংলাদেশে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোক বাস করছে। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে এই নয় অন্য ধর্ম। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রয়েছে। 'বহুত্ববাদ' রাখলে আর কিছু হবে না এর নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। মূলনীতিতে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং এবং গণতন্ত্র' এ ৪টির পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা রাখার পক্ষে মত দেয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সকলকে যাতে সমতার জায়গা নিয়ে আসা যায় সে জন্য 'বহুত্ববাদ' সুপারিশ করা হয়েছে। ইংরেজিতে Secularism রাখা হয়েছে যার বাংলা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সঠিক নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে ইসলামি ফোবিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে। 'বহুত্ববাদ' হলে সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। সংবিধানে দীর্ঘসময় 'ধর্ম' ছিল না। পরে সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এক ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় বিবেচনার বাইরে নিয়ে 'বহুত্ববাদ'-এর কথা বলা হচ্ছে। প্রায় সকলেই সংবিধানের মূলনীতিতে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র' এ ৪টি রাখার পক্ষে। এর বাইরে আরো কিছু সংযোজন করতে হলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'জাতীয় সনদে' তা লেখা হবে। এতে সংবিধান পরিবর্তন হবে বিধায় অনেক দল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮, ৯, ১০, ১২ বাদ দেওয়ার পক্ষে। কোনো দল ৫ম সংশোধনীতে ফিরে যাওয়ার বিষয়েও মতামত দিয়েছে।

সংবিধানে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' ভাগ সৃজন

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার' যুক্ত করার প্রস্তাব করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলো enforceable নয়। সরকারের সামর্থ্য থাকলেও বাস্তবায়ন করছে না। সেজন্য বাধ্যবাধকতায় নিয়ে আসা। রাষ্ট্রের সামর্থ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবে। যদি না পরে এরজন্য কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করে তাহলে সরকার আদালতকে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করবে। একমত হলে একত্র করা যেতে পারে। বিদ্যমান সংবিধানের একেক ভাগে একেক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেজন্য মৌলিক অধিকারসহ সকল অধিকারগুলো সংবিধানের একভাগে নিয়ে আসার সুপারিশ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৭০

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন–এ ৩টি রেখে অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধনের প্রস্তাব করে। আস্থা ভোট না রাখা হলে হর্স ট্রেডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। বারবার সরকার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সংবিধান সংশোধন না রাখলে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করার কোনো পদ্ধতি না থাকায় প্রধানমন্ত্রী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে একজন ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠে। ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠা ঠেকানো উচিত এবং প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। সে জন্য অনুচ্ছেদ ৭০-এ শুধু অর্থবিল-এর সুপারিশ করা হয়েছে। সরকারকে নয় প্রধানমন্ত্রীর অপসারণই মুখ্য উদ্দেশ্য। জাতীয়তাবাদী সমমনা দল অর্থবিলের পাশাপাশি আস্থা ভোট, সংবিধান সংশোধন যোগ করার প্রস্তাব দিয়েছে। অন্যান্য অনেক দলেরও এরকম মতামত রয়েছে। সকল দলের সঙ্গে আলোচনার পরে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

দ্বিকক্ষ সংসদ–নিম্নকক্ষে সদস্য সংখ্যা ও সরকারের মেয়াদ

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: দ্বিকক্ষ সংসদ এবং সরকারের মেয়াদ ৪ বছরে দ্বিমত পোষণ করে ৫ বছর রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। সরকারের মেয়াদ ৪ বছর করা এত অল্প সময়ে সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদ রাখার পক্ষে। কারণ সংসদ-সদস্যদের আসন সংখ্যা ৪০০ করা হলে ব্যয় বেড়ে যাবে। বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী সরাসরি ৩০০ আসন পুরুষ এবং নারী। অপরদিকে ৫০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে কারো কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে এবং দেশে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তবে সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজন রয়েছে। পূর্বের বিধান রেখে নির্বাচন হলে পরবর্তী সংসদে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সারাদেশকে নারীদের জন্য ৫০টি আসনে ভাগ করা কোনোভাবেই বাস্তবভিত্তিক হবে না। সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে ৩০০ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত এবং ১০০ আসন নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাখা হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সারাদেশকে ৪০০টি আসনে ভাগ করে ৩০০ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত এবং ১০০টি আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে লটারির মাধ্যমে নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার সুপারিশ করেছে। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীদের সরাসরি নির্বাচন হবে। নারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্যই সারা দেশে ১০০টি আসনে ভাগ করা হবে। বিগত ৫৩ বছরে সংবিধান সংশোধন নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়নি। নারী আসন সংখ্যা নিয়ে নীতিগতভাবে একমত হলে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করা যাবে। সকলে মিলে পদ্ধতি বের করা যেতে পারে।

সংসদের উচ্চকক্ষের আসন সংখ্যা ও নির্বাচন

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া সংবিধান সংস্কার কশিমন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ১০৫ ও ১০০ জন এবং জাতীয় ভোটের ১% ও ৩%। সেজন্য সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া দলগুলোর মধ্যে পর্যালোচনা করে পরে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিটি উচ্চকক্ষে ১০৫ জন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উচ্চকক্ষে ১০০ জন সদস্যের সুপারিশ করেছে। উভয় কমিটি জাতীয় ভোটে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে (যথাক্রমে ১% ও ৩%) নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। যাতে করে কোনো দল ১% বা ৩% ভোট পেলে অন্তত ১ জন সদস্য উচ্চকক্ষে দিতে পারে। এতে উচ্চকক্ষে ভারসাম্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যদি নিম্নকক্ষের সদস্যদের সংখ্যানুপাত করা হয় তাহলে উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের কপি হবে, যা করে কোনো লাভ হবে না। উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে জানানোর অনুরোধ করেন।

প্রার্থীর বয়সসীমা ২১ এবং তরুণদের জন্য ১০% সংরক্ষণ

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ২২/২৩ বছর প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে ২৫ বছর রাখাই শ্রেয়। সেজন্য সংসদ-সদস্য হিসেবে নির্বাচন করার বয়স ২১ বছর এবং তরুণদের জন্য ১০% সংরক্ষণ করার প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ১৮ বছরে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করতে পারলে ২১ বছরে নির্বাচন করে সংসদ-সদস্য হতে পারবে না এটা বোধগম্য নয়। আমাদের **দেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট এবং বিভিন্ন দেশের বয়স পর্যালোচনা** করে কমিশন উক্ত প্রস্তাব করেছে।

প্রধানমন্ত্রী, সংসদনেতা, দলীয় প্রধান এবং সংসদীয় দলের প্রধান

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান একই ব্যক্তি হবেন। সংসদ-নেতা পৃথক করার প্রস্তাব করে। সুপারিশটিতে আংশিক একমত প্রকাশ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রধানমন্ত্রী, সংসদনেতা এবং দলীয় প্রধান পৃথক করা হলে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হবে। একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী, সংসদনেতা এবং দলীয় প্রধান হলে ফ্যাসিবাদের জন্ম হবে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী বিভাগের প্রধান এবং সংসদ-নেতা আইনসভার প্রধান। পৃথক করা হলে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রধানমন্ত্রী সংসদ-নেতা হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক দলের প্রধানের বিষয়টি পৃথক করা না হলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হবে না। বিষয়টি চিন্তাভাবনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

সংবিধান সংশোধন

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: সংবিধান সংশোধনে আংশিক একমত পোষণ করেন এবং সংবিধান সংশোধনের সবকিছুই গণভোটে দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। কারণ একটি গণভোট আয়োজন অনেক ব্যয়বহুল এবং ঘন ঘন গণভোট হলে মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। কোন কোন অনুচ্ছেদে গণভোট প্রয়োজন হবে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পর্যালোচনা করে দেওয়া হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সকলের মতামত থাকা উচিত। ১৯৭২-এর সংবিধানে গণভোটের বিধান ছিল না। জিয়াউর রহমান ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বেশকিছু অনুচ্ছেদে গণভোট সংযোজন করেন। পরে সংশোধনীর মাধ্যমে কিছু কাটছাট করা হয়। আবার পঞ্চদশ সংশোধনীতে গণভোট বাতিল করা হয়। প্রায় সকল দলই সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে গণভোটের পক্ষে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গণভোট প্রয়োজন তা পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: কমিশনের সুপারিশ মতো সকল স্থায়ী কমিটির সদস্য বিরোধী দল থেকে দেওয়া বাস্তবসম্মত হবে না। স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধী দল থেকে সুনির্দিষ্ট করে ২০% দেওয়া যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে বিরোধী দলের সদস্য নির্বাচিত হলে মন্ত্রণালয়ের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফিরে আসবে। অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিরোধী দল থেকে সভাপতি নির্বাচনের বিধান রয়েছে। FOC-সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত করা গেলে জবাবদিহিতা ফিরে আসবে। বিরোধী দল থেকে সভাপতি নির্বাচনের

সামঞ্জস্যতা রক্ষায় অনেক দলই সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে। **কোন কোন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে থাকবে বা এর অনুপাত কী হবে তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।**

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: রাষ্ট্রপতি ২ বারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবে না এ অংশের সঙ্গে একমত। কিন্তু রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৪ বছরে দ্বিমত পোষণ করে ৫ বছর রাখার পক্ষে। নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষের বাইরে মেয়রসহ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ বোধগম্য নয়। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত রেখেছে। **সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।** নির্বাচন পদ্ধতি মুষ্টিমেয় জনপ্রতিনিধিদের নিকট থাকলে অবৈধ অর্থের বিনিময় বেড়ে যাবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংবিধান সংস্কার কমিশন জেলা সমন্বয় কাউন্সিল পর্যন্ত এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ইউপি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন দল যাকে চায় সেই রাষ্ট্রপতি হয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে বের করে কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক করা। ইউপি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা গেলে অধিক গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ফলে সংসদের দুই কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ক্ষমতাসীন দলসহ সকল দলই যাচাই-বাছাই করে অধিকতর যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রার্থীকেই মনোনয়ন দিবে। দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তীকালে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ পুরোপুরি বোধগম্য নয়। মেয়াদ বলতে যদি ৫ বছর ধরা হয় তাহলে পরপর ২ বার তারপরে ১ বার বাদ দিয়ে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে। অথবা যে কোনোভাবে ৩ বার। কিন্তু **সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারের মেয়াদ যদি ৫ বছর বিবেচনা করা হয় তাহলে ঐ ৫ বছরে কয়েকবার প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হতে পারে।** সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ কীভাবে নির্ধারণ করা হবে সেটাও বিবেচনা করতে হবে। সব ক্ষেত্রে শেখ হাসিনাকে ধরে বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে করে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নিয়ে আরো চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: দীর্ঘমেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকলে ফ্যাসিবাদের জন্ম হবে। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না সুপারিশ করা হয়েছে। শেখ হাসিনা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতায় থাকায় ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে। অবারিত রাখা হলে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে জানানোর অনুরোধ করেন।

বিচার বিভাগ-সুপ্রিম কোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: ৮টি বিভাগে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ হলে রাষ্ট্রের ব্যয় বেড়ে যাবে। হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে জোটে আলোচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সকল বিভাগে হাইকোর্টের এখতিয়ার সম্পন্ন স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে। বর্তমানে একজন বিচার প্রার্থীর আর্থিক সামর্থ্য থাকুক আর না থাকুক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মামলার জন্য ঢাকায় আসতে হয়। এতে একজন অসহায় মানুষের ঢাকায় আসা-যাওয়ায় অনেক অর্থের অপচয় হয়। হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে ঢাকায় না এসে যার যার বিভাগে উচ্চ আদালতের বিচার সুবিধা পাবে এবং জনভোগান্তি কমবে। বিচারিক সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অধস্তন আদালত

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: দীর্ঘদিন যাবৎ অধস্তন আদালত নাম ব্যবহার হওয়ায় মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শুধু নাম পরিবর্তনে কোনো সুফল আসবে না। বরং সেবার মান ও পরিধি বাড়ানোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এতে জনগণ প্রকৃতভাবে উপকৃত হবে।

স্থানীয় সরকার

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই) সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকার বিষয়ে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়। স্থানীয় সরকারের সকল উন্নয়ন স্থানীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দিলে উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে।

জরুরি অবস্থা

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: জরুরি অবস্থা জারিতে আংশিকভাবে একমত পোষণ করেন। জরুরি অবস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে জারি করার প্রয়োজন হতে পারে। সেজন্য জরুরি অবস্থা জারির ক্ষেত্রে জনগণের কোন কোন অধিকার রহিত করা যাবে এবং কোন কোন অধিকার রহিত করা যাবে না সেগুলো সংবিধানে সংযোজন করার প্রস্তাব করে। এনসিসির 'সিদ্ধান্ত' এর পরিবর্তে 'পরামর্শক্রমে' রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: এনসিসির 'সিদ্ধান্ত' থাকলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা দিতে বাধ্য থাকবে। তবে 'পরামর্শক্রমে' থাকলে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকবে না। জরুরি অবস্থা শুধু রাজনৈতিক কারণে হবে না। ভূমিকম্প, বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জরুরি অবস্থা হতে পারে। সেক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা যাবে না।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

সহ-সভাপতি: নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনসহ অন্যান্য কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনার সময় আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো নিয়ে আর পুনঃআলোচনা করার প্রয়োজন নেই। বাকি সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: নিম্নকক্ষে ২ জন ডেপুটি স্পিকারে একমত পোষণ করে। ১ জন সরকারি দল এবং ১ জন বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার মনোনয়ন করা হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে ২ জন ডেপুটি স্পিকারের সুপারিশ করেছে। ১ জন সরকারি দল এবং ১ জন বিরোধী দল থেকে। অপরদিকে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন শুধু ১ জন ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে করার সুপারিশ করেছে। কারণ সরকারি দল এবং বিরোধী দল থেকে ১ জন করে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হলে বিরোধী দলের ডেপুটি স্পিকারের সংসদে সভাপতিত্ব করার সম্ভাবনা তেমন থাকবে না। পক্ষান্তরে কোনো কারণে স্পিকারের কোনো কিছু হলে সরকারের কোনো সংসদে গার্ড থাকবে না। সেটাও বিবেচনায় নিতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ১২০ দিন করার বিষয়ে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৯০ দিন খুবই কম সময় বিধায় ১২০ দিন প্রস্তাব করা হয়েছে।

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: সীমানা নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার। স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হলে জটিলতা বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় নির্বাচনের পরে সংসদ মনে করলে সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সীমানা নির্ধারণ একটি দীর্ঘমেয়াদি বিশেষজ্ঞ কাজ এবং এর জন্য বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হবে। প্রতি আদমশুমারির পরে একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করা হবে। এতে অতীতের মতো নির্বাচন কমিশন বিতর্কিত হবে না। বরং নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করতে পারবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ নয়, এটি তাদের দায়িত্ব কর্তব্যের বাইরে। তাদের কাজ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করা। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ মাত্র ৯০ বা ১২০

দিন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা হলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হবে এবং জাতীয় নির্বাচনে উহার প্রভাব পড়বে। তাই এ বিষয়ে একমত নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ চার মাস করা হলেও ২টি নির্বাচন সম্পন্ন করা অসম্ভব।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জাতীয় নির্বাচনের পরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে ক্ষমতাসীনরা প্রভাব বিস্তার করে দলীয় প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার চেষ্টা করেন। জনমত জরিপ জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন সম্পন্ন করার পক্ষে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: অনেক সময় দেখা যায় চিহ্নিত দাগি আসামি বা অর্থপাচারকারী রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে দোষী সাব্যস্ত আসামি খালাস হয়ে যায়। বোর্ডে একমত পোষণ না হলে কী করা হবে তা জানতে চায় জাতীয়তাবাদী সমমনা দল।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্ষমা প্রদর্শনের বিধান রয়েছে। একটি বোর্ড থাকে বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করতে পারেন। একমত না হলে গোপন ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নিষ্পত্তি হবে। এতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনে স্বচ্ছতা আসবে।

আইন পেশার সংস্কার

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: আইন পেশার সংস্কারে শুধু পেশাজীবীদের নয় সমন্বিত সার্বিক সংস্কার প্রয়োজন। সেজন্য দলীয় লোককে কোনো পর্যায়ের বিচারক নিয়োগ বা না করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। আপিল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্যে থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া। দল যার যার, বার কাউন্সিল সবার। বিগত সরকারের সময়ে বার কাউন্সিলকে দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করেছিল। ভবিষ্যতে যেন এরকম না ঘটে সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল জেলায় বার কাউন্সিল করা হলে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সুবিধার চেয়ে অসুবিধা বেশি হবে। তবে বিভাগীয় পর্যায়ে বার কাউন্সিল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের ভিতরে দল না করার বিষয়ে একমত পোষণ করে। কারণ আদালত প্রাঙ্গণ দলীয়করণ করলে বিচারকার্যে তার প্রভাব পড়ে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জেলা পর্যায়ে আইনজীবীদের বিভিন্ন অনিয়মের নিষ্পত্তির জন্য ঢাকায় বার কাউন্সিলে বারবার আসতে হয়। এতে সময় ও অর্থ অপচয় হয়। অনেক ক্ষেত্রে নিষ্পতিতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি বা সমাধান হয়ও না। এর থেকে বের হওয়ার জন্য এবং আদালত প্রাঙ্গণ রাজনীতি বা দলীয়করণমুক্ত রাখার জন্যই এ সুপারিশটি করা হয়েছে। অধস্তন আদালতের বিচারকদের অনিয়ম বা দুর্নীতির জন্য প্রচলিত বিধিবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উচ্চ আদালতের বিচারকদের বিষয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিচারাঙ্গনের স্বচ্ছতা, জবাবহিদতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে এ কমিশন এবং সংবিধান সংস্কার কমিশন কিছু কিছু সুপারিশ করেছে। সুপারিশগুলোতে সকল দল একমত হলে বিচারাঙ্গনে স্বচ্ছতা ফিরে আসবে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

নতুন দু'টি বিভাগ গঠন

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: প্রস্তাব অনুযায়ী নতুন দুটি বিভাগ করার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তবে এভাবে রেওয়াজ সৃষ্টি হলে বিভাগ হতেই থাকবে।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র দেশে প্রদেশ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। প্রদেশ করা হলে আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, যা রাষ্ট্র বহন করতে পারবে না।

জেলা পরিষদ বাতিল

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থায় দ্বিমত বিধায় জেলা পরিষদ বহাল রাখার পক্ষে মত দেয়।

পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচন

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: পৌরসভার চেয়ারম্যান সরাসরি ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার পক্ষে মত দেন।

উপজেলা পরিষদ

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: বিদ্যমান ব্যবস্থায় উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদ রাখার পক্ষে মত দেয়।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: মেম্বারদের ভোটে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ মৌলিক গণতন্ত্র কখনই ভালো নয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় সরাসরি ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: প্রশাসনের অধীন স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপনে দ্বিমত পোষণ করে। বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী বিভাগের নিকট থাকায় অনেক অভিযোগ এবং বিচারাধীন মামলা রয়েছে। তাছাড়া প্রশাসনের অনেক প্রশাসনিক কাজকর্ম রয়েছে। বিচারকার্য পরিচালনা একটি বিশেষজ্ঞ কাজ, যা বিচারকরাই করে থাকেন। সেজন্য বিচার বিভাগের আওতায় স্বতন্ত্র ভূমি আদালত করার পক্ষে মত দেয়।

বিবিধ

জাতীয়তাবাদী সমমনা দলের বক্তব্য: পুলিশ সংস্কারের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ না পাওয়ায় আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য বলেন, এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ দুর্নীতিমুক্ত হলে দেশ দুর্নীতিমুক্ত হয়ে যাবে। ১১২টি বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হয়েছে। দলের লক্ষ্য একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, দুর্নীতিমুক্ত দেশ হোক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপদ স্থান।

কমিশনের ব্যাখ্যা: পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার বাস্তবায়ন কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করেছে। কারণ এগুলো বিধিবিধানের আওতায় করা সম্ভব। আলোচনা করা হলে বাস্তবায়ন ধীর গতিতে হতো। তবে ওয়েবসাইটে বিস্তারিত দেওয়া আছে যে কোনো দল মতামতসহ আলোচনা করতে পারে।

সহ-সভাপতি: দীর্ঘসময় আলোচনা হয়েছে। যে সকল সুপারিশে পরবর্তীকালে মতামত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে মতামতসহ সেগুলো আগামী সপ্তাহের মধ্যে দেওয়ার অনুরোধ করেন। অন্য কোনো বিষয়ে মতামত দেওয়ার থাকলে সেগুলোও দেওয়ার অনুরোধ করেন। পরিবর্তনের সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। কারণ পরিবর্তনের এটাই উপযুক্ত সময়। বিগত ৫৩ বছর পর সম্মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রথম সংবিধান সংশোধন করার সুযোগ পাওয়া গেছে। তাই এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অতঃপর সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৯ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

০৩ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ০৯ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৩ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : শনিবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব মাসুদ রানা	সমন্বয়ক
২.	জয়দীপ ভট্টাচার্য	
৩.	জনাব সফি উদ্দিন কবির আবিদ	
৪.	সীমা দত্ত	
৫.	জনাব মাসুদ রেজা	
৬.	ইন্দ্রাণী ভোট সোমা	
৭.	আসমা আক্তার	
৮.	নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী	
৯.	তসলিমা আক্তার	
১০.	জনাব রাশেদ শাহরিয়ার	
১১.	জনাব রাজু আহমেদ	
১২.	জনাব বিটুল তালুকদার	
১৩.	জনাব মশিউর রহমান	

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী আন্দোলনসমূহে বীর শহিদ এবং বিশেষ করে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে যে সকল অকুতোভয় ছাত্র, তরুণ, কিশোর, সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে এই দেশকে এক ভয়ংকর ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছেন সে সমস্ত অকুতোভয় বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। জুলাই অভ্যুত্থানকালে যারা আহত হয়েছে এবং নানারকম ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানান এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই জানি কোন পটভূমিতে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিগত ১৬ বছর বাংলাদেশ এক ফ্যাসিবাদী দানবীয় জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, এই দেশ আর স্বাভাবিক হিসেবে চলার অবস্থায় নেই। এই দেশকে যদি সুষ্ঠুভাবে চালাতে হয়, গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো নির্মাণ করতে হয়, যদি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। এই উপলব্ধিতে এই আকাঙ্ক্ষার পটভূমিতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে ব্যাপক সংস্কারের লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করে। বিশেষ করে ৬টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো যে মতামত দিয়েছে সেই রিপোর্টের আলোকে একটি 'জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো কমিশনের সুপারিশের বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই একমত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নমত রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে আংশিক ভিন্নমত রয়েছে। সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্যই এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৭. অধ্যাপক আলী রীয়াজ প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে বিশেষ করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রধান, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, যে অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব সময়ে আমরা একত্র হতে পেরেছি তার পেছনে বিগত ১৬ বছরের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) অংশগ্রহণ করেছে, নিপীড়ন সহ্য করেছে, প্রতিরোধ রচনা করেছে, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান তৈরির পটভূমি তৈরি করেছে। সেজন্য তিনি কমিশনের পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা জানান। বাংলাদেশ যে এক গভীর অন্ধকারে পতিত হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি। একটি ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের পদতলে পিষ্ট হয়ে মানুষ যখন প্রায় আশাহত, সেই সময় তরুণদের অভ্যুত্থানে গণ-আন্দোলনের ডাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সাড়া দিয়েছে। তারই ফলে আজকে এখানে সমবেত হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র পুনর্গঠনে, বিনির্মাণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করতে পারছি। এই সুযোগ যারা তৈরি করে দিয়েছেন, যারা প্রাণ দিয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন, জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান এবং তার পূর্ববর্তী ১৬ বছরের সংগ্রাম এক অর্থে প্রায় ৫৩ বছর ধরে আমরা এই সংগ্রামের মধ্যে আছি। বাংলাদেশের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বারবার আমরা হোচট খেয়েছি, বারবার আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। বারবার আমরা লড়াই-সংগ্রাম করেছি। সেই লড়াই-সংগ্রামের ফসল আজকের এই আলোচনা। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে ৫টি কমিশনের প্রতিবেদন এবং এর মধ্য হতে ১৬৬টি প্রস্তাবের একটি স্প্রেডশিট সকল রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর বিষয়ে আপনারা মতামত দিয়েছেন। অনেক বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে একমত আছে, অনেক বিষয়ে কিছু ভিন্নমত আছে, আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট। আমরা চাই সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করতে যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথরেখা নির্ধারণ করবে। যে সমস্ত বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য তৈরি হবে সেগুলোর ভিত্তিতেই জাতীয় সনদ তৈরি হবে। রাজনৈতিক দল এবং জোটগুলো যে আন্তরিকতার সঙ্গে সংস্কার প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করতে চান এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সে কারণেই আমরা এখানে আসতে পেরেছি এবং কথা বলতে পারছি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে মতামত দিয়েছেন। জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করতে হলে সবাইকেই কিছু না কিছু ছাড় দিতে হবে। এক জায়গায় আসতে হবে। আমরা সব বিষয়ে একমত হতে পারব না। রাষ্ট্র পুনর্গঠনে যে মৌলিক চাহিদাগুলো সেখানে আমাদেরকে একমত হয়েই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) সংগ্রামে ছিল, এখনও আছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এই সংগ্রামে, এই প্রচেষ্টায় নিঃসন্দেহে সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবে, আমরা সকলেই একত্রে থাকব। পাশাপাশি যা বলা দরকার তা হচ্ছে, জাতীয় ঐকমত্য তৈরির দায়িত্ব শুধু জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের নয়। সকলে সকলের সঙ্গে কথা বলতে হবে কী করে এক জায়গায় আসা যায়। শুধু এই টেবিলে বসে জাতীয় ঐকমত্যে আসার চূড়ান্ত জায়গায় যাওয়া যাবে তা মনে করার সুযোগ নেই। কমিশনের ভূমিকা হচ্ছে অনুঘটকের। সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) কাছে এই আশা, এই বিশ্বাস রয়েছে যে, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) অন্যদের সঙ্গে কথা বলে ভিন্নমতের বিষয়টিকে সংকুচিত করে এক জায়গায় আসবার জন্য রাজনৈতিক

শক্তিগুলোকে অনুপ্রাণিত করবে। তার মধ্য দিয়েই এক জায়গায় আসা সম্ভব হবে। সেই আশা রেখে, সেই প্রত্যাশা রেখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) নেতৃবৃন্দকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

৮. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর পক্ষে জনাব মাসুদ রানা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দেশ এবং জাতিকে একটি পথনির্দেশনা দেওয়ার জন্য জাতীয় ঐকমত্য কমিশন অপরিসীম কষ্ট করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এই সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) আকাঙ্ক্ষা ফ্যাসিবাদের অবসান হবে এবং ফ্যাসিবাদ যেন আর ফিরে আসতে না পারে। ফ্যাসিবাদ কোনো দল আনে না। ফ্যাসিবাদ আনে সিস্টেম। সেই সিস্টেমটিকেই পরিবর্তন করতে হবে। এই সিস্টেমকে পরিবর্তন করার জন্য শুধু স্প্রেডশিটে মতামতের ভিত্তিতে ঐকমত্যে পৌঁছানো যাবে না। এ সকল বিষয়ে আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান সংস্কার কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের স্প্রেডশিটে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) একটি লিখিত প্রস্তাব জমা দেয়। বাকি কমিশনগুলোর প্রস্তাবনার ওপর মতামত স্প্রেডশিটে জমা দিয়েছে। কী প্রক্রিয়ায় এই সংস্কার বাস্তবায়ন করা হবে সে ব্যাপারে তারা কোনো মতামত রাখেনি। তারা মনে করে এ প্রস্তাবগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো জরুরি। কোন মাধ্যমে এই প্রস্তাবগুলো কার্যকর হবে সেটিও এই ঐকমত্যের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

৯. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের ওপর স্প্রেডশিটে মতামত দিয়েছে। তাতে দেখা যায় বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ২০টি প্রস্তাবে একমত, ৩টি প্রস্তাবে একমত নয়। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপরিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১০টি প্রস্তাবে একমত, ১৫টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ১টি প্রস্তাবে কোনো মতামত দেয়নি। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৯টি প্রস্তাবে একমত এবং ১টি প্রস্তাবে কোনো মতামত দেয়নি।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের বিষয়ে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) একটি লিখিত প্রস্তাব জমা দিয়েছে। দলটির মতে এ সকল বিষয়ে স্প্রেডশিটের মাধ্যমে হ্যাঁ-না উত্তর দিয়ে এগুলোর বিষয়ে একমত হওয়া যাবে না।

নাগরিকতন্ত্র

বাসদ (মার্কসবাদী): বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এসকল বিষয়ে হ্যাঁ-না এর মাধ্যমে একমত হওয়া যাবে না। এখানে ঐতিহাসিক বিষয় রয়েছে। প্রজা শব্দটি নিয়ে অনেকের আপত্তি থাকলেও এটি প্রচলিত এবং এর অর্থও স্পষ্ট। ফলে অনুবাদের ক্ষেত্রে তারা আগের নামেই বহাল রাখার প্রস্তাব করে।

সংবিধানের মূলনীতি

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা।

বাসদ (মার্কসবাদী): সংবিধানের মূলনীতির বিষয়ে বিস্তারিত লিখিত প্রস্তাব জমা দিয়েছে। কমিশনের বিস্তারিত ব্যাখার পর তারা বহুত্ববাদ বাদ দেওয়ার পক্ষে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা রাখার পক্ষে একমত হয়।

সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র এই চারটি সংবিধানে যুক্ত করার ক্ষেত্রে যদি সকলেই একমত হয় তাহলে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এক মত হবে কি না কমিশনের পক্ষ হতে তা জানতে চাইলে তারা আপত্তি করবে না মর্মে জানায়।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

বাসদ (মার্কসবাদী): মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার বিষয়ে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) লিখিত প্রস্তাবে বিস্তারিত উল্লেখ করে।

আইনসভা

বাসদ (মার্কসবাদী): দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিষয়ে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) একমত নয়। দলটি মনে করে নিম্নকক্ষেও পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হওয়া উচিত।

গণভোট

বাসদ (মার্কসবাদী): গণতান্ত্রিক সুযোগ তৈরি হলে এবং সকল ক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশ ভোটের বিধান করা হলে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) গণভোটের প্রস্তাবে একমত হতে সম্মত রয়েছে মর্মে জানায়।

কমিশনের পক্ষ হতে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধনসহ অন্যান্য প্রস্তাবসমূহের পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় এবং বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)কে বিষয়গুলো বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

নির্বাহী বিভাগ

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল: কমিশনের পক্ষ হতে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বিষয়ে কমিশনের প্রস্তাবসমূহে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) একমত পোষণ করে।

জরুরি অবস্থা: বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) অন্তর্বর্তী সরকারের সময় জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল কর্তৃক জরুরি অবস্থা জারির বিষয়ে একমত নয় মর্মে জানায়।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) বিস্তারিত লিখিত প্রস্তাব জমা দেয়। বৈঠকে আলোচনাকালে তারা রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিষয়ে নিবন্ধন না রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। তারা মনে করে নিবন্ধন ঐচ্ছিক থাকতে পারে। কমিশনের পক্ষ হতে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার প্রস্তাবসমূহের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগের বিধান পূর্বের নিয়মে রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। কমিশনের পক্ষ হতে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) যখন পুনরায় মতামত দিবে তখন প্রস্তাবসমূহের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

কমিশনের প্রস্তাব: Official Secrats Act, 1923 সংশোধন করা।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): Official Secrats Act, 1923 বাতিল করা উচিত।

নাগরিক কমিটি গঠন

কমিশনের প্রস্তাব: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে জেলা নাগরিক কমিটি ও উপজেলা নাগরিক কমিটি গঠন করা।

জাতীয় পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি থাকলেও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারের কার্যক্রম ওয়াচ ডগ হিসেবে তত্ত্বাবধান করার জন্য কোনো কমিটি নেই। তাই নন পলিটিক্যাল লোকজনের সমন্বয়ে এই নাগরিক কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): এতে কারা থাকবেন কিছুই সুনির্দিষ্ট নয়। এরকম স্থায়ী ব্যক্তির প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন সময় নাগরিকদের মতামত নেওয়া যেতে পারে।

নতুন দুটি বিভাগ গঠন: কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি নতুন বিভাগ গঠন করা।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): একমত নয় মর্মে মতামত দিয়েছে।

জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তন: পদসমূহের নামকরণে একইরকম করার জন্যই এই প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): সরকার নিজস্ব ব্যবস্থায় এগুলো করতে পারে।

উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার

কমিশনের প্রস্তাব: উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): সরকার নিজস্ব ব্যবস্থায় এগুলো করতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনর্নির্ধারণ

কমিশনের প্রস্তাব: উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃঙ্খলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা

কমিশনের প্রস্তাব: দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন বাবস্থা চালু করা।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): বাংলাদেশের আয়তন এবং বাস্তবতা বিবেচনায় প্রাদেশিক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। এতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আরও বাড়বে।

বিচার বিভাগ সংস্কার

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ

কমিশনের প্রস্তাব: সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনের কমিশনসংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): তবে এক্ষেত্রে কমিশনের গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবনার সঙ্গে আমরা একমত নই। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের দুইজন জ্যেষ্ঠ বিচারক–এই তিনজনের কমিশন হতে পারে।

আইন পেশার সংস্কার

কমিশনের প্রস্তাব: আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ, জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং তার প্রধান হিসাবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান, আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিরাজনীতিকরণে ক্ষতি করে। অধিকারকে খর্ব করে। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এমন কিছু করতে চায় না।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী): পুলিশ সংস্কার কমিশনের বিষয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন বলে জানায়।

ঐকমত্য কমিশন: পুলিশ সংস্কার কমিশনের পক্ষ হতে যে সকল সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হতো। তবে পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহের বেশিরভাগই স্বল্পতর সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়নযোগ্য, পুলিশ বাহিনীর সেবার মান বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা সংক্রান্ত। যে সকল বিষয় আইন সংশোধন বা আদেশ জারির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের মত সেগুলোতে রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রয়োজন হবে সেরকম নয়। তাই পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলো ঐকমত্য কমিশনের আওতাভুক্ত করা হয়নি। তবে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) যদি পুলিশ সংস্কার কমিশন নিয়ে কোনো মতামত প্রদান করতে চায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর প্রতি অনুরোধ করা হয়। পরিশেষে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কমিশনের প্রস্তাবসমূহের যে সকল প্রস্তাবে একমত হয়েছে এবং পর্যালোচনার পর এর বাইরে যদি আরও কোনো প্রস্তাবের বিষয়ে একমত হতে পারে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় লিখিতভাবে স্প্রেডশিটে প্রস্তাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তাতে করে জাতীয় সনদ তৈরিতে সুবিধা হবে। অতঃপর আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
১২ দলীয় জোটের সংলাপের সারসংক্ষেপ

২১ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৪ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয়	:	**জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে ১২ দলীয় জোটের সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি	:	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ	:	২১ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৪ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	রবিবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান	:	এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ১২ দলীয় জোটের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার	চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি ও জোট প্রধান, ১২ দলীয় জোট
২.	জনাব শাহাদাত হোসেন সেলিম	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ও মুখপাত্র ১২ দলীয় জোট
৩.	অ্যাডভোকেট সৈয়দ এহসানুল হুদা	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল ও সমন্বয়ক ১২ দলীয় জোট
৪.	ডক্টর গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম	মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ
৬.	জনাব রাশেদ প্রধান	সহ-সভাপতি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)
৭.	লায়ন ফারুক রহমান	চেয়ারম্যান, লেবার পার্টি বাংলাদেশ
৮.	জনাব শামসুদ্দিন পারভেজ	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি
৯.	মাওলানা আব্দুল রাকিব	চেয়ারম্যান, ইসলামী ঐকমত্য জোট
১০.	জনাব আবুল কাশেম	মহাসচিব, বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি
১১.	জনাব ফিরোজ মোহাম্মদ লিটন	চেয়ারম্যান, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল (পিএনপি)
১২.	জনাব এম এ মান্নান	চেয়ারম্যান, নয়া গণতান্ত্রিক পার্টি

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী আন্দোলনসমূহে বীর শহিদ এবং বিশেষ করে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে যে সকল অকুতোভয় ছাত্র, তরুণ, কিশোর, সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে এই দেশকে এক ভয়ংকর ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছেন সে সমস্ত অকুতোভয় বীর শহিদদের

প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। জুলাই অভ্যুত্থানকালে যারা আহত হয়েছেন এবং নানারকম ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানান এবং তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই জানি কোন পটভূমিতে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিগত ১৬ বছর বাংলাদেশ এক ফ্যাসিবাদী দানবীয় জাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, এই দেশ আর স্বাভাবিক হিসেবে চলার অবস্থায় নেই। এই দেশকে যদি সুষ্ঠুভাবে চালাতে হয়, গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো নির্মাণ করতে হয়, যদি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন করতে হয় তাহলে আমাদের এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। এই উপলব্ধিতে এই আকাঙ্ক্ষার পটভূমিতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নোবেল জয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে ব্যাপক সংস্কারের লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করে। উক্ত সংস্কার কমিশনের মধ্যে বিশেষ ৬টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো যে মতামত দিয়েছে সেই রিপোর্টের আলোকে একটি জাতীয় ঐকমত্য তৈরির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো কমিশনের সুপারিশের বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই একমত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নমত রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে আংশিক ভিন্নমত রয়েছে। সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্যই এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে বিশেষ করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষ থেকে ১২ দলীয় ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, যে অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব সময়ে আমরা একত্র হতে পেরেছি তার পেছনে বিগত ১৬ বছরের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে ১২ দলীয় জোট অংশগ্রহণ করেছে, নিপীড়ন সহ্য করেছে, প্রতিরোধ রচনা করেছে, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান তৈরির পটভূমি তৈরি করেছে। সেজন্য তিনি কমিশনের পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা জানান। বাংলাদেশ যে এক গভীর অন্ধকারে পতিত হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি। একটি ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের পদতলে পিষ্ট হয়ে মানুষ যখন প্রায় আশাহত, সেই সময় তরুণদের অভ্যুত্থানে গণ-আন্দোলনের ডাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সাড়া দিয়েছে। তারই ফলে আজকে এখানে সমবেত হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র পুনর্গঠনে, বিনির্মাণে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করতে পারছি। এই সুযোগ যারা তৈরি করে দিয়েছেন, যারা প্রাণ দিয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন, জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে এবং তার পূর্ববর্তী ১৬ বছরের সংগ্রাম এক অর্থে প্রায় ৫৩ বছর ধরে আমরা এই সংগ্রামের মধ্যে আছি। বাংলাদেশের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বারবার আমরা হোচট খেয়েছি, বারবার আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। বারবার আমরা লড়াই-সংগ্রাম করেছি। সেই লড়াই-সংগ্রামের ফসল আজকের এই আলোচনা। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আমাদের প্রতিবেদনগুলো দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর বিষয়ে আপনারা মতামত দিয়েছেন। অনেক বিষয়ে একমত আছে, অনেক বিষয়ে কিছু ভিন্নমত আছে, আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট। আমরা চাই সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করতে যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথরেখা নির্ধারণ করবে। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের যাত্রা শুরু হয়, ঐকমত্য কমিশনকে ৬ মাস সময় দেওয়া হয়েছে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি। আমরা আশা করছি ১৫ই মে এর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা শেষ করতে পারব। তারপর দ্বিতীয় ধাপের আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করছি। যে সমস্ত বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য তৈরি হবে সেগুলোর ভিত্তিতেই জাতীয় সনদ তৈরি হবে। রাজনৈতিক দল এবং জোটগুলো যে আন্তরিকতার সঙ্গে সংস্কার প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করতে চায়-এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সে কারণেই আমরা এখানে আসতে পেরেছি এবং কথা বলতে পারছি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে মতামত দিয়েছেন। জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করতে হলে সবাইকেই কিছু না কিছু ছাড় দিতে হবে। এক জায়গায় আসতে হবে। আমরা সব বিষয়ে একমত হতে পারব না। রাষ্ট্র পুনর্গঠনে মৌলিক চাহিদাগুলোতে একমত হয়েই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ১২ দলীয় জোট সংগ্রামে ছিল, এখনও আছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এই সংগ্রামে, এই প্রচেষ্টায় নিঃসন্দেহে আমাদের সঙ্গে থাকবে, আমরা সকলেই একত্রে থাকব। পাশাপাশি যা বলা দরকার তা হচ্ছে, জাতীয় ঐকমত্য তৈরির দায়িত্ব শুধু জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের নয়। সকলে সকলের সঙ্গে কথা বলতে হবে কী করে এক জায়গায় আসা যায়। শুধু এই টেবিলে বসে জাতীয় ঐকমত্যে আসার চূড়ান্ত জায়গায় যাওয়া যাবে তা মনে করার সুযোগ নেই। কমিশনের ভূমিকা হচ্ছে অনুঘটকের। সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ১২ দলীয় জোটের কাছে এই আশা, এই বিশ্বাস রয়েছে যে, ১২ দলীয় ঐক্যজোট অন্যদের সঙ্গে কথা বলে ভিন্নমতের বিষয়টিকে সংকুচিত করে এক জায়গায় আসবার জন্য রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে অনুপ্রাণিত করবে। তার মধ্য দিয়েই এক জায়গায় আসা সম্ভব হবে। সেই আশা রেখে, সেই প্রত্যাশা রেখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে ১২ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

৮. জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার (চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি ও জোট প্রধান, ১২ দলীয় জোট) জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দেশ এবং জাতিকে একটি পথ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য জাতীয় ঐকমত্য কমিশন অপরিসীম কষ্ট করে যাচ্ছে। ১২ দলীয় জোট কমিশনের পাশে থাকার উদ্দেশ্যে তাদের মতামত তুলে ধরেছে। সর্বক্ষেত্রে একমত হওয়া গিয়েছে এমন নয়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই একমত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এই উদ্যোগ আল্লাহর অসীম কৃপায় যেন সাফল্যমণ্ডিত হয় তিনি এই আশা করেন। আগামী দিনে আর যেন বিগত দিনের মতো ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি হতে না পারে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যেন আর কোনো স্বৈরশাসক চেপে না বসে। সংস্কারের একটি যৌক্তিক পরিণতি তিনি আশা করেন। যত দ্রুত সম্ভব ন্যূনতম একটি ঐকমত্যের জায়গায় যেন পৌঁছানো যায়।

৯. ১২ দলীয় জোট ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবসমূহের উপর যে লিখিত মতামত দিয়েছে তাতে দেখা যায়, প্রেরিত ১৬৬টি প্রস্তাবের মোট ১১১টি প্রস্তাবে একমত, ৪৮টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৭টি প্রস্তাবে কোনো মতামত প্রদান করেনি। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৪২টি প্রস্তাবে একমত, ২৫টিতে একমত নয় এবং ২টি প্রস্তাবে কোনো মতামত দেয়নি। নির্বাচন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ২১টি প্রস্তাবে একমত, ৬টি প্রস্তাবে একমত নয়। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৮টি প্রস্তাবে একমত, ৫টি প্রস্তাবে একমত নয়। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১১টি প্রস্তাবে একমত, ১২টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৩টি প্রস্তাবে কোনো মতামত দেয়নি। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৮টি প্রস্তাবে একমত এবং ২টি প্রস্তাবে কোনো মতামত দেয়নি।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

সহ-সভাপতি: রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্য কমিশনের যে সকল প্রস্তাবে একমত নয় এবং আংশিকভাবে একমত হয়েছে সেগুলো নিয়েই মূল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে, যাতে পরস্পরকে বুঝে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহের বিষয়ে দেখা যায় যে, ১২ দলীয় জোট ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৪২টি প্রস্তাবে একমত, ২৫টিতে একমত নয় এবং ২টি প্রস্তাবে কোনো মতামত প্রদান করেনি।

নাগরিকতন্ত্র

কমিশনের প্রস্তাব এবং ব্যাখ্যা: সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শব্দগুলোর পরিবর্তে ‘নাগরিকতন্ত্র’ এবং ‘জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ’ শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে ‘Republic’ ও ‘People’s Republic of Bangladesh’ শব্দগুলো বহাল রাখা হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা হলো যে, কমিশন চেয়েছে ‘‘People’s Republic-এর একটি জুতসই বাংলা শব্দ ব্যবহার করা। ‘Republic’ শব্দের বাংলা হিসেবে প্রজাতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রজা শব্দটি নিয়ে অনেকের আপত্তি আছে। অনুবাদটি ৭২ সালে ঠিকমতো করতে পারলে ভালো হতো। সে জায়গা থেকে বের হওয়ার জন্যই এই প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: ‘নাগরিকতন্ত্র’ এবং ‘জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ’ সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। এ পরিবর্তন দেশ ও জাতির কোনো উপকারে আসবে না। বরং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বাড়বে।

সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, যেটি আসলে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান এবং রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি করা হয়েছিল ৩টি নীতির উপর–সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ১৯৭২-এর সংবিধানে ঘটেনি। সেই বিষয়টি সংবিধানে আনা এবং এর সঙ্গে গণতন্ত্রকে যুক্ত করা হয়েছে। সেকুলারিজমেরও ভুল বাংলা করা হয়েছিল ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’। সেটি আসলে ধর্ম এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্দেশ করে। বিগত ৫৩ বছরের মধ্যে ১৭ বছর ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি সংবিধানে ছিল। এতে রাষ্ট্রের বা জাতির কোনো উপকারে আসেনি। বরং বিভিন্ন ফোবিয়ার জন্ম দিয়েছে। সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে Pluralism এর বাংলা ‘বহুত্ববাদ’ সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছে। অনেক দল ‘বহুত্ববাদ’ ‘একাত্ববাদ’ শব্দের বিপরীত উল্লেখ দ্বিমত পোষণ করেছে। আসলে ‘বহুত্ববাদ’ সেরকম শব্দ নয়।

১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: বহুত্ববাদ শব্দটি নিয়ে অপব্যবহারের সুযোগ থাকবে। তাই এর চেয়ে ভালো কোনো শব্দ যদি ব্যবহার করা যায়, সেটি সবার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র এ ৪টি বিষয়ে ১২ দলীয় জোট একমত পোষণ করে। তাই সুপারিশটিতে আংশিক একমত পোষণ করে।

রাষ্ট্রের মূলনীতি

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলো বাদ দেওয়া। কমিশনের পক্ষ হতে প্রস্তাবের পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

১২ দলীয় জোট: স্প্রেডশিডে ১২ দলীয় জোট একমত নয় মর্মে মতামত প্রদান করলেও কমিশনের ব্যাখ্যা এবং বিস্তারিত আলোচনার পর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮, ৯, ১০ ও ১২ বাদ দেওয়ার পক্ষে একমত পোষণ করে।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

কমিশনের প্রস্তাব: বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নামে একটি ভাগ হিসেবে একীভূতকরণ, আরও কিছু মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ, বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার ও প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণসহ মৌলিক অধিকারের বিষয়ে আরও ৪টি প্রস্তাব করা হয়। সুপারিশটির পক্ষে কমিশনের তরফ থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে বলা হয় যে, মৌলিক অধিকারসমূহকে enforceable করার প্রস্তাব করা হয়েছে। রাষ্ট্র সামর্থ্য অনুযায়ী এগুলো বাস্তবায়ন করবে। বাস্তবায়ন করতে না পারলে না পারার কারণ জনগণকে জানাবে।

১২ দলীয় জোট: বাস্তবতা অনুযায়ী বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ সকল মৌলিক অধিকার enforceable করা সম্ভব হবে না বিধায় সুপারিশটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে।

কমিশনের বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের ৪৪-৪৬ পৃষ্ঠায় যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা বিস্তারিত পর্যালোচনা করে কোন কোন মৌলিক অধিকারের বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব তা পরবর্তীকালে অল্প দিনের মধ্যে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

আইনসভা: নিম্নকক্ষ–তরুণ-তরুণীদের জন্য ১০% আসন সংরক্ষণ এবং বয়স ২১ বছর

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা এবং জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা। ১০ শতাংশ তরুণ-তরুণীদের মনোনীত করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয় শুধু উৎসাহিত করার জন্য। একজন ভোটার ১৮ বছর বয়সে ভোট দিতে পারে এবং উক্ত ভোটেই এমপি হয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে থাকে। কিন্তু সেই প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে ২৫ বছরের নিচে কেউ পারছে না। সেজন্য তরুণ প্রজন্মকে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে বয়স ২১ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

১২ দলীয় জোট: তরুণ-তরুণীদের জন্য ১০% আসন সংরক্ষণ এবং বয়স ২১ বছর করা সম্পর্কিত সুপারিশে দ্বিমত পোষণ করে। তরুণ-তরুণীদের সংজ্ঞা নির্ধারণ নিয়ে বড় ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে ২৫ বছরের নিচে রাখা একেবারেই অযৌক্তিক–ছাত্রত্বই শেষ হবে না। নির্বাচনি নেশায় জড়িয়ে পড়বে। তাছাড়া অনেক আইনও পরিবর্তন করতে হবে। কাউকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এটি করা হচ্ছে কি না জনগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে।

প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা এবং রাজনৈতিক দলের নেতা

কমিশনের প্রস্তাব: একজন সংসদ-সদস্য একই সঙ্গে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না (ক) প্রধানমন্ত্রী (খ) সংসদ নেতা এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। একজন উল্লিখিত ৩টি পদ দখল করে থাকায় তার মধ্যে স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী মনোভাবের সৃষ্টি হয়, যার দৃষ্টান্ত গত ১৬ বছর। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমানোর জন্য সুপারিশটি করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে বর্ণিত ৩টি পদ ৩ জন ভোগ করে থাকেন।

১২ দলীয় জোট: প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-নেতা আলাদা হলে অসুবিধা হতে পারে। কমিশনের ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত আলোচনার পর এ বিষয়টি নিয়ে জোটে পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে।

অনুচ্ছেদ ৭০

কমিশনের প্রস্তাব: অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যদের তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।

১২ দলীয় জোট: সুপারিশকৃত আকারে অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধনে একমত পোষণ করেছে।

কমিশনের বক্তব্য: বিভিন্ন দলের সঙ্গে এ পর্যন্ত আলোচনায় সকল দল অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধনের পক্ষে মত দিয়েছে। সেক্ষেত্রে অর্থবিলের সঙ্গে আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন এ ২টি সংযুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেছে। কারণ আস্থা ভোট সরকারের স্থায়ীত্বের জন্য জরুরি। তাই অর্থবিলের সঙ্গে সঙ্গে আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন এ ২টি বিষয়ও বিবেচনা করে অল্প দিনের মধ্যে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন।

কমিশনের প্রস্তাব: আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

১২ দলীয় জোট: স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। জোট মনে করে রাজনৈতিকভাবে শিষ্টাচার বা সংস্কৃতি সুন্দর হলে এটির প্রয়োজন হবে না।

কমিশনের বক্তব্য: অবগতির জন্য জানান, বিরোধীদল থেকে সবগুলো সভাপতি দেওয়ার জন্য বলা হলেও বাস্তবে তা সম্ভব হবে না। কমিশনের লক্ষ্য হলো, প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হওয়া। এ পর্যন্ত আলোচনায় ৩টি মতামত এসেছে- ১. ৫০:৫০, ২. রাজনৈতিক দলগুলোর আসন প্রাপ্তির আনুপাতিক হারে এবং ৩. সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু কমিটির সভাপতির পদ দেওয়া। সুনির্দিষ্ট করার পক্ষেই বেশি মতামত এসেছে–সেক্ষেত্রে সরকারি হিসাব কমিটি, প্রতিষ্ঠান কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি, প্রতিশ্রুতি কমিটি, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, পরিকল্পনা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ এরকম কিছু কমিটি বিরোধী দলকে দেওয়া। স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদের সুপারিশটির বিষয়ে ১২ দলীয় জোটকে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

ডেপুটি স্পিকার

কমিশনের বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশে দুইজন ডেপুটি স্পিকার থাকবে, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা হবে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশে একজন ডেপুটি স্পিকারই থাকবে এবং তিনি বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হবেন। দুটি প্রস্তাবেই সমর্থন রয়েছে। কারণ ডেপুটি স্পিকার ২ জন না হলে কোনো কারণে স্পিকারের কিছু হলে সরকারের গার্ড থাকবে না। আবার ২ জন ডেপুটি স্পিকার হলে বিরোধী দলের স্পিকারের কোনো সুযোগ না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যদিও ডেপুটি স্পিকারের তেমন কোনো কার্যক্রম নেই।

১২ দলীয় জোট: ১২ দলীয় জোট মনে করে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার মনোনীত হলে সংসদ অকার্যকর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর দ্বন্দ্বের কারণে অনেক মন্ত্রণালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তবে দুইজন ডেপুটি স্পিকারের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে রাখা হলে একমত পোষণ করে।

সংবিধান সংশোধনী–গণভোট

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদনের এবং গণভোটের বিধান করা।

১২ দলীয় জোট: সংবিধান সংশোধনের সুপারিশে আংশিকভাবে একমত পোষণ করে। অর্থাৎ উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদনে একমত। কিন্তু গণভোটে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ গণভোট করতে রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে, অপচয় হবে। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদনের পর গণভোট দেওয়া হলে গণভোটেও পাশ হয়ে যাবে। শুধু শুধু অর্থ অপচয়ের প্রয়োজন নেই।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গণভোট ছাড়া সংশোধন করার ক্ষমতা থাকলে জনগণের মতের প্রতিফলন হবে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়েও কোনো দল দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেতে পারে। অবগতির জন্য জানান, সকল সংশোধনীর ক্ষেত্রে গণভোটে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই একমত নয়। এতে খুব ঘন ঘন গণভোটের প্রয়োজন হবে, যা অনেকটা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান করা যেতে পারে, যাতে অনেক দলের সমর্থন রয়েছে। এ বিষয়ে ১২ দলীয় জোটকে পুনরায় বিবেচনা করে পরবর্তীকালে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

আন্তর্জাতিক চুক্তি

কমিশনের প্রস্তাব: জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।

১২ দলীয় জোট: আন্তর্জাতিক চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়। তাই বিষয়টি নিয়ে জোটে পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে জানায়।

কমিশনের বক্তব্য: অবগতির জন্য জানানো হয়, ২/১টি দল বিরোধিতা করলেও অধিকাংশ দল চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে না হলেও পরে সংসদের উভয় কক্ষে আলোচনা করার পক্ষে মত দিয়েছে। কোনো কোনোটি ক্লোজ সেশনেও আলোচনা হতে পারে। সংবিধানে বলা থাকলেও বাধ্যবাধকতা না থাকায় স্বাধীনতার ৫৩ বছরে ১টি আন্তর্জাতিক চুক্তিও জনগণ জানতে পারেনি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

কমিশনের বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচকমণ্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন স্থানীয় সরকারের সকল জনপ্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে সুপারিশ করেছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে ইলেক্টোরাল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। এতে একজন নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় রাষ্ট্রপতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১২ দলীয় জোট: ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে বলে যে প্রত্যেক ওয়ার্ডে সমান ভোট নেই। তাই অনেকেই হয়তো কম ভোট পেয়েও নির্বাচিত হয়ে যাবে। এছাড়া ইলেক্টোরাল ভোটে অর্থ এবং পেশিশক্তির প্রভাবে ভোট কেনাবেচা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনায় ১২ দলীয় জোট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বিষয়ে একমত পোষণ করে।

প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন

কমিশনের প্রস্তাব: আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন।

১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নের সুপারিশটিতে দ্বিমত পোষণ করে।

স্থানীয় সরকার

১২ দলীয় জোট: স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিশনের কোনো সুপারিশেই ১২ দলীয় জোট একমত নয় মর্মে জানায়।

স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের অধীনে একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান আইনে সরকার পিপি/জিপি নিয়োগ দিয়ে থাকে। তাতে কতজন, সুযোগ-সুবিধা কী, terms and conditions কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি। যা দেওয়া হয় তাতে survive করতে না পেরে বিকল্প পদ ব্যবহার করে থাকে। ফলে একটি জগাখিচুড়ি অবস্থা বিরাজ করছে। সরকার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা যে কোনো কারণে যে কোনো সময় পিপি/জিপি পরিবর্তন হওয়ায় মামলা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এর থেকে উত্তোরণের জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের সুপারিশ করছে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। সেখানে এই সার্ভিসকে জেলা ইউনিট এবং সুপ্রিমকোর্ট ইউনিট ২টি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এই সার্ভিস থেকে সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে সর্বোচ্চ পদ হবে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পর্যন্ত। কারণ অ্যাটর্নি জেনারেল সাংবিধানিক পদ। সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পদের সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা ইউনিটে সিভিল ও ক্রিমিনাল কোনো বিভাজন না করে সবাইকে বিভিন্ন পদমর্যাদার অ্যাটর্নি রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার প্রধান হবেন জেলা অ্যাটর্নি।

১২ দলীয় জোট: স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠায় প্রথমে একমত না হলেও আলোচনা এবং কমিশনের ব্যাখ্যায় কিছু আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত হওয়া যায় বলে মত প্রকাশ করে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

সহ-সভাপতি: সংবিধান সংস্কার কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ অন্যান্য কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে মিল থাকায় সেগুলো নিয়ে পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই বলে জানান।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

কমিশনের প্রস্তাব: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মেয়াদ ৪ মাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য জাতীয় নির্বাচনের পূর্বেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা প্রয়োজন। অবগতির জন্য জানান, জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে কোনো জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্কিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনেক দল মন্তব্য করেছে। সেজন্য তারা দ্বিমতও পোষণ করেছে।

১২ দলীয় জোট: অতীতে দেখা গেছে যে, স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু হয়েছে। শুধু বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের এক ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন ব্যবস্থাটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন এবং দলীয় সরকারের অধীনেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন হতে পারে। নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকলে এ বিষয়ে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আবার বিষয়টি স্বার্থের দ্বন্দ্ব হয় কি না সে বিষয়ে ভেবে দেখা দরকার। তাছাড়া সংস্কারের প্রশ্নে যে সকল আইন করা প্রয়োজন হবে তা করতে যে সময়ের প্রয়োজন হবে তাতে মনে হয় নির্বাচন থেকে দূরে সরে যাওয়া হচ্ছে। ছোট ছোট সংস্কারগুলো করে নির্বাচনে যাওয়া প্রয়োজন। ১২ দলীয় জোট বেশিরভাগ সংস্কারে একমত হয়েছে এবং নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে মতামত দিয়েছে। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মেয়াদ ৩ মাসেই সীমাবদ্ধ রাখা এবং জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন না করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

কমিশনের প্রস্তাব: Official Secrats Act, 1923 সংশোধন করা।

১২ দলীয় জোট: Official Secrats Act, 1923 এর কী সংশোধন করা প্রয়োজন তা উল্লেখ নাই। অতএব এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

নাগরিক কমিটি গঠন

কমিশনের প্রস্তাব: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে জেলা নাগরিক কমিটি ও উপজেলা নাগরিক কমিটি গঠন করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জাতীয় পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি থাকলেও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারের কার্যক্রম watchdog বা তত্ত্বাবধান করার জন্য কোনো কমিটি নেই। জনসেবা নিশ্চিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা। সেজন্য নির্দলীয় লোকজনের সমন্বয়ে এই নাগরিক কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: উক্ত সুপারিশের বিষয়ে ১২ দলীয় জোট দ্বিমত পোষণ করে।

জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তন: পদসমূহের নামকরণে একইরকম করার জন্যই এই প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২ দলীয় জোট বক্তব্য: নাম পরিবর্তন, পদবি পরিবর্তন সরকার নিজস্ব ব্যবস্থায় এগুলো করতে পারে।

উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার

কমিশনের প্রস্তাব: উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।

১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: সরকার নিজস্ব ব্যবস্থায় এগুলো করতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনর্নির্ধারণ

কমিশনের প্রস্তাব: উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃঙ্খলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।

১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: জনপ্রশাসনের যে সকল সংস্কারের প্রস্তাব করেছে অধিকাংশই সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব ব্যবস্থায় এগুলো করতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

বিচার বিভাগ সংস্কার সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

কমিশনের প্রস্তাব: শুধু রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরিবর্তে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এবং একই পদ্ধতিতে অপসারণযোগ্য অন্যান্য পদধারীদের বিষয়ে তদন্ত করার বিধান করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান ব্যবস্থায় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন/নির্দেশ ছাড়া কোনো অভিযোগই আমলে নিতে পারে না। ফলে কোনো তদন্ত কার্যক্রম সম্ভব হচ্ছে না। সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য সুপারিশটি করা হয়েছে। অর্থাৎসুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল যে কোনো উপায়ে অভিযোগ পেলে যাচাই বাছাই করে আমলযোগ্য হলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। এতে স্বচ্ছাত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলেও কমিশনের ব্যাখ্যায় ও আলোচনায় জোটে থেকে পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন

কমিশনের প্রস্তাব: রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান ব্যবস্থায় সরকারি দল যাকে খুশি তাকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন সুযোগে মুক্ত করে দিচ্ছে। ক্ষমা প্রদর্শনে স্বচ্ছতা আনয়নে বোর্ডের সুপারিশ করা হয়েছে, বিষয়টি সরকারের হাতে আর থাকবে না।

১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন সুপারিশে প্রথমে একমত না হলেও কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে এ সুপারিশটিতে একমত পোষণ করা হয়।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

১২ দলীয় জোট বক্তব্য: ৫টি কমিশনের প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব পাওয়া যায়নি, যেটি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কমিশনের বক্তব্য: পুলিশ সংস্কার কমিশনের সর্বমোট ১২২টি সুপারিশের মধ্যে ১০৮টি সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা জরুরি এবং আশু হয়ে পড়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা কর্তৃক রুটিন কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে। যার মধ্যে অধিকাংশই আইনকানুন, বিধিবিধান এবং কোর্টের নির্দেশনাও রয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কোন বাহিনী কী করতে পারবে না পারবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো আলোচনার টেবিলে আসলে বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা বা অসম্ভব হয়ে পড়ত। জুলাই অভ্যুত্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত পুলিশদেরকে আইনের আওতায় আনারও সুপারিশ করা হয়েছে। পুলিশ সংস্কার কমিশন বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত ২১টি ম্যানুয়েলের মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য কসোভোর ম্যানুয়েলটি অনুসরণ করা হয়েছে। পুলিশ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, প্রচলিত অনেকগুলো আইন পরিবর্তন করা এবং পুলিশের বাইরে এই কমিশনে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না–এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে। ফলে এভাবে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করা অযৌক্তিক। এর বাইরেও স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন বা জননিরাপত্তা কমিশন গঠনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে যেখানে বলা হয়েছে কমিশন পুলিশের বিরুদ্ধে পাওয়া বা জননিরাপত্তার বিষয়ের অভিযোগগুলো তদন্ত ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করবে। পুলিশের প্রস্তাবটিতে পুলিশ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত হবে, যা রাষ্ট্রের সংজ্ঞার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিএনপি 'স্বাধীন পুলিশ কমিশন' গঠনে লিখিত প্রস্তাবে কমিশনের প্রধান হবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং সদস্য হবেন সরকারি ও বেসরকারি দলের সদস্যসহ আরো অনেক। বিভিন্ন দেশে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বা নিরপেক্ষ কাউকে প্রধান করে এ ধরনের কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, পুলিশের অতীতের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে পুলিশকে জনবান্ধব করা এবং দায়বদ্ধতার আওতায় নিয়ে আসা। পুলিশের পাশাপাশি গ্রাম পুলিশকে যদি কাঠামোগতভাবে উন্নয়ন করা যায় তাহলে জনগণের অনেক বেশি উপকারে আসবে বলে কমিশন

মনে করছে। রূপরেখায় যে প্রস্তাব করা হয়েছে প্রায় সবগুলোই পুলিশ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। পুলিশ সংস্কার কমিশনের বিষয়ে আরো কোনো কিছু থাকলে লিখিত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: জাতীয় ঐকমত্য কমিশন অত্যন্ত কষ্ট করে একটি 'জাতীয় সনদ' তৈরিতে কাজ করছে। ১২ দলীয় জোটও চায় একটি জাতীয় সনদ তৈরি হোক। তবে বিগত দিনে যারা ফ্যাসিবাদী সরকারকে সহযোগিতা করেছে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তাদের সংলাপে অংশগ্রহণের প্রয়োজন নেই এবং তাদেরকে সংলাপে আহ্বান না জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। এছাড়া ৫ই আগস্টের পর নতুন নতুন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হচ্ছে, যাদের ইতঃপূর্বে কোনো ভূমিকা ছিল না এবং কোনো প্রকার আন্দোলন-সংগ্রামে ছিল না। সে সমস্ত দলকে সংলাপে ডাকার প্রয়োজন আছে বলে ১২ দলীয় জোট মনে করে না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান আছে, কষ্ট করেছে, জেল খেটেছে তাদেরকে মতামত প্রদানের জন্য ডাকা যেতে পারে। সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করার বিষয়ে ১২ দলীয় জোট দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করে এবং এ বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের সহযোগিতা কামনা করা হয়। তাদেরকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো ও দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করায় সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সহ-সভাপতি: বিস্তারিত আলোচনায় ১২ দলীয় জোট যে সকল প্রস্তাবে একমত হয়েছে এবং পর্যালোচনার পর এর বাইরে যদি আরও কোনো প্রস্তাবের বিষয়ে একমত হতে পারে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তাতে করে জাতীয় সনদ তৈরিতে সুবিধা হবে। পরিশেষে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

২২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
৪ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ২২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ৪ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : রবিবার, বিকাল-৩:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান
৪.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	আব্দুল আলী	নির্বাহী সভাপতি
২.	মজিবুর রহমান	সহ-সভাপতি
৩.	অ্যাডভোকেট বাবুল মোল্লা	সাধারণ সম্পাদক
৪.	রুবেল সিকদার	সাংগঠনিক সম্পাদক
৫.	ফখরুদ্দীন রিয়াদ	আইন বিষয়ক সম্পাদক
৬.	রাজিব আহমেদ	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
৭.	মিজানুর রহমান	কার্যকরী সদস্য
৮.	আব্দুর রাজ্জাক	কার্যকরী সদস্য

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মদানকারীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সর্বোপরি জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। ১৬ বছরের শাসনামলে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র থাকেনি। সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এটিকে নতুন করে শুরু করতে হলে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গোটা জাতি অভিপ্রায় রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্কার করা প্রয়োজন। তিনি বলেন,

২০২৪-এর বিশাল গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

৭. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। ঐকমত্য কমিশনের প্রধান লক্ষ হচ্ছে জাতীয় সনদ তৈরি করা। যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র তৈরি সম্ভব হবে, এটিই গত ৫৩ বছরের সংগ্রাম। স্বাধীনতার পর থেকেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তা বারবার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। একই মানুষ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে। তারই একটি জুলাই আগস্ট ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেখা গেছে। গত ১৬ বছর এ সংগ্রামে যুক্ত থাকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে ভূমিকা থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন। সকলের মতামতের জায়গা যাতে তৈরি করা সম্ভব হয় এবং সকলে বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক দল মতামত দিচ্ছে। জাতীয় সনদ তৈরির জন্য সকলকে নমনীয়তা প্রদর্শন করা। যাতে একজায়গায় আসা সম্ভব হয়। সকল বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হবে না। যাতে মৌলিক বিষয়ে একমত হওয়া যায় তার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। কোনো অবস্থাতেই এত প্রাণ এবং এত সংগ্রাম ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না।

৮. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট বাবুল মোল্লা বিএসপির পক্ষ থেকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সদস্যসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সংস্কারে বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক দলকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি প্রশংসার দাবি রাখে। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং বিশেষ করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শোষণ থেকে মুক্তি, সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্তি এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক মুক্তি। সেই মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ফলে নতুন প্রজন্ম হতাশাগ্রস্ত এবং চিন্তিত। স্বাধীনতার পর যে সকল সরকার ক্ষমতায় এসেছে তারা শ্রমজীবী মানুষকে মূল্যায়ন করেনি। তারা স্ব স্ব দলের মাধ্যমে শোষণ লুটতরাজ কায়েমে কাজ করেছে। বিগত ১৬ বছর স্বৈরাচার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রাম জড়িত ছিল বলে জানান। জুলাই ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানে দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। জুলাই ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থানের ফলে রাষ্ট্র সংস্কারের যে সুযোগ এসেছে তা কাজে লাগানোর বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আগে কথা বলতে দেওয়া হতো না। আর এখন কথা শোনার মতো কেউ নেই। এ বাক্যটি কামনা করি না বলে জানান। এখান থেকে পথ উত্তরণের পথ খোঁজা হচ্ছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংস্কার প্রস্তাবসমূহ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

৯. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল কমিশনের যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত ও অস্পষ্ট রয়েছে সে সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

নাগরিকতন্ত্র

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'Republic'-এর সঠিক শব্দার্থ করা হয়নি। অনেক দল 'জনগণতন্ত্র' করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছে। 'প্রজা' বললে অধীন বোঝায়। রাজার প্রজা এরকম। এখান থেকে বের হওয়ার জন্যই সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অনেকের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। আবার অনেকে একমত হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' দীর্ঘ ৫৪ বছর যাবৎ পরিচিত। ইরেজি থেকে বাংলা করা যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। বাংলা থেকে ইংরেজি করাই যুক্তিযুক্ত। **তাই নাগরিকতন্ত্রে যা রয়েছে তাই বহাল রাখা পক্ষে মত প্রকাশ করে।**

সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: মূল সংবিধানের মূলনীতি 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা' বহাল রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের নাগরিক 'বাংলাদেশি' হিসেবে পরিচিত হবে। জাতীয়তাবাদের বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

যারা ক্ষমতায় ছিল তারা সমাজতন্ত্রের পরিবের্তে পুঁজিবাদের চর্চা করেছে। সমাজতন্ত্র একটি অপ্রাসঙ্গিক ধারণায় রূপান্তর করেছে। নাগরিক অধিকারকে সংকুচিত করার পক্ষে নই। সমাজতন্ত্রের চাহিদা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী রয়েছে। সমাজতন্ত্রেই মানুষের একমাত্র মুক্তি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২(ক) রাষ্ট্রধর্ম বহাল রেখে 'বহুত্ববাদ' কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেটি ভাবনার বিষয়। কারণ এ দুটি সাংঘর্ষিক। আদালতও রায় দিয়েছে, রাষ্ট্রধর্ম ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২(ক) বহাল রাখলে নাগরিক অধিকার এবং চেতনাকে ক্ষুণ্ন করে। মাজার ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। ২(ক) থাকলে এগুলো হতেই থাকবে। ফলে বহুত্ববাদে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না। সমাজতন্ত্রের উন্নত রূপ হচ্ছে গণতন্ত্র। পুঁজিবাদের গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র নয়। গণতন্ত্রের নামে সম্পদ লুণ্ঠন করছে এবং ফ্যাসিবাদ তৈরি হচ্ছে। সংবিধানের ২(ক) বহাল থাকলে ৮, ৯, ১০-এর কোনো কার্যকারিতা থাকে না। **অনুচ্ছেদ ৯-এ 'বাঙালী' এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' জাতীয়তাবাদ সংযোজন করতে হবে।** সাম্যে যাওয়ার প্রাথমিক ধাপ সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ যেমন থাকে তেমনি সাম্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পুঁজিবাদের ফলে পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। বাংলাদেশে উৎপাদনে সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ভোগ করার ক্ষমতা নেই। কারণ বণ্টনই প্রধান অন্তরায়। শ্রীলঙ্কায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে সুষম বণ্টন নিশ্চিত এবং শান্তিপ্রিয় হয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অতীতে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৭ বছর ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি যুক্ত ছিল। সেকুলারিজমের ভুল বাংলা করায় সমাজ ও দেশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আদর্শিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামোফোবিয়া তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। তার পরিবর্তে কমিশন মনে করেছে যে, সেকুলারিজমের যে সীমিত অর্থ তার বাইরে গিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, বিভিন্ন রকম জনগোষ্ঠী যেমন দলিত সমাজ, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে একত্র করার জন্য রাষ্ট্রের আদর্শের দিক থেকে আরও দৃঢ়তা আনয়নের জন্য 'বহুত্ববাদ' সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সমাজের যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদেরকে সমমর্যাদায় আনার জন্য এই বহুত্ববাদের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে সংবিধানে সমাজতন্ত্র শব্দটি একভাবে এবং পঞ্চম সংশোধনীতে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মৌলিক অধিকার

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: 'শিক্ষা, চিকিৎসা (স্বাস্থ্য), খাদ্য, বাসস্থান ও বস্ত্র' এই মৌলিক অধিকারগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করতে হবে এবং এজন্য একমত। কারণ সম্পদের কোনো ঘাটতি নেই। বরং সুষম বণ্টনের অভাব। প্রখ্যাত অর্থনীতি অমর্ত্য সেন বলেছেন যে, 'সম্পদের সঙ্কট নেই। সঙ্কট হচ্ছে সুষম বণ্টন।' বাংলাদেশেও সম্পদের ঘাটতি নেই। বাংলাদেশের অর্থ পাচার করে বেগমপাড়া তৈরি হয়। বাংলাদেশে উৎপাদনের যে সক্ষমতা রয়েছে তাতে মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। **সকল দল ঐকমত্য হলে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: কমিশন বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছে। রাষ্ট্র যদি না পারে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যাখ্যা করবে। মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি বলে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রের কাছে নেই সেক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে জানতে চান। অনেক দল প্রস্তাবিত মৌলিক অধিকার বাধ্যতামূলক না করে সংবিধানের বিদ্যমান অবস্থায় রাখার বিষয়ে মতামত পোষণ করেছে। **যদি সেভাবে ঐকমত্য হতে হয় সেক্ষত্রে তারা নমনীয় হবেন কিনা জানানোর অনুরোধ করেন।**

দ্বিকক্ষ আইনসভা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: ন্যায়পালের প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে। ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের প্রয়োজন হবে না। দেশের মানুষের মধ্যে নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষ সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় কষ্টসাধ্য হবে। বরং উচ্চকক্ষ হলে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। **সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সংসদে সকল দলের অংশগ্রহণ থাকবে।** বাংলাদেশে এ যাবৎ যতগুলো সরকার গঠিত হয়েছে তা পেশিশক্তির ওপর ভিত্তি করে হয়েছে। **সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন হলে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে এককভাবে সরকার গঠন করার সুযোগ থাকবে না। দ্বিকক্ষ সংসদ প্রতিষ্ঠায় সকল দল ঐকমত্য হলে পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করা হবে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ এক ধরনের Representation. অতীতের কতগুলো সংসদ নির্বাচন পর্যালোচনায় দেখে যায়, মোট ভোটের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং সরকারি দল যেভাবে চাইছে সেভাবে সবকিছু করেছে। সংবিধানের মাত্র ২টি সংশোধনী ব্যতীত সরকারি দল নিজের ইচ্ছামতো সংবিধান সংশোধন করেছে। যার জন্যই বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চকক্ষ থাকলে জাতীয় নির্বাচনে দলের মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে উচ্চকক্ষ আসন বণ্টন হবে। উচ্চকক্ষে শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি থাকলে সংবিধানে যা খুশি তা করা সম্ভব হবে না। যে কোনো বিষয় নিম্নকক্ষ পাশ করলে উচ্চকক্ষ পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে ফেরত পাঠাতে পারবে। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকলে একটি ভারসাম্য ফিরে আসবে।

চেক এন্ড ব্যালেন্স সৃষ্টির জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। **দ্বিকক্ষ আইনসভার বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করে জানানোর অনুরোধ করা হয়।**

সংসদ-সদস্য হওয়ার বয়স এবং তরুণ-তরুণীদের জন্য ১০% সংরক্ষণ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: সংসদ-সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ২১ বছর করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বিবেচনায় এবং তরুণ-তরুণী সংখ্যায় বেশি হওয়ায় সংসদ-সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ২১ বছর এবং ১০% সংরক্ষণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে তাদেরকে আইন তৈরি করার প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যায়। ১৮ বছর বয়সে ভোট দিতে পারছে কিন্তু সংসদ-সদস্য হওয়ার জন্য ২৫ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

নিম্নকক্ষের আসন সংখ্যা এবং ডেপুটি স্পিকার মনোনয়ন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: ২ জন ডেপুটি স্পিকার ১ জন সরকারি দল থেকে এবং ১ জন বিরোধী দল থেকে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের মাধ্যমে সংসদে ৪০০টি আসনের মধ্যে ১০০টি আসন নারীদের জন্য নির্ধারণ করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। ৩টি আসনের সমন্বয় ১ জন নারী সংসদ-সদস্য রাখা যেতে পারে। তাতে করে মোট ৪০০টি আসন হবে। ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে অর্থাৎ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হতে পারবে। যারা রাজনৈতিকভাবে সক্ষম তারাই ৩টি আসন মিলে প্রতিনিধিত্ব করবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ৩টি আসনের সমন্বয়ে ১টি আসন করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে নারীদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হবে। কারণ একজন নারীকে ৩টি আসনের সমান এলাকা নিয়ে নির্বাচন করা খুবই কষ্টসাধ্য। সেক্ষেত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ১০০টি নারী আসন নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। এ সুপারিশটিও পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

সংবিধান সংশোধন–গণভোট

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং গণভোটের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: জাতীয় সম্পদ উত্তোলন, সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতির কাছে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে হবে। সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি বাধ্যতামূলকভাবে সংসদে উত্থাপন করতে হবে। দেশে যে বৈদেশিক চুক্তি রয়েছে তা লাভের চেয়ে দেশের বেশি ক্ষতি হয়েছে। এখনো অনেকগুলো চুক্তি আছে তা বাস্তবায়ন করলে ক্ষতি হবে। তাই দেশবিরোধী চুক্তিগুলো ভঙ্গ করা হলে বাংলাদেশ ক্ষতির হার থেকে রক্ষা পাবে। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর আর অনুমোদনের কিছু থাকে না। সেজন্য চুক্তি করার আগেই চিন্তাভাবনা করতে হবে। অনেক চুক্তি গোপনে সম্পন্ন হয়। **আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো শ্রেণিবিন্যাস করা যায় কি না সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনেক সময় আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘসময় থাকে না। জরুরি প্রয়োজনে সরকারকে চুক্তি সম্পন্ন করতে হয়। কারণ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন। তাই চুক্তিগুলো পরবর্তী সময়ে সংসদে উপস্থাপন এবং অনুমোদন করাতে হবে। বিদ্যমান অবস্থায় আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে উপস্থাপনের বিধান রয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার ৫৩ বছরে আজ পর্যন্ত কোনো চুক্তি সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি। **আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো শ্রেণিবিন্যাস করা খুব কঠিন। তবে আন্তর্জাতিক চুক্তি সুনির্দিষ্ট করা যায় কি না তা সকলকে বিবেচনার অনুরোধ জানান।**

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য জাতীয় সংসদে অভিশংসন প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: যেহেতু কিছু বিষয় অমীমাংসিত রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এনসিসি গঠনের সুনির্দিষ্ট মতামত দেওয়া হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বা রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের বিষয়ে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব। এমন একটি কাঠামো তৈরি করা যেখানে সকলে এক টেবিলে বসে জাতীয় স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করবে এবং সমস্যার সমাধান করবে। সে বিবেচনায় ৯ সদস্যবিশিষ্ট এনসিসি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, প্রধান বিচারপতি, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার থাকবে। এনসিসি গঠিত হলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতারও বিকেন্দ্রীকরণ হবে। কারণ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, ৩ বাহিনী প্রধান নিয়োগ, অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগের ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে অনেক বিতর্ক হয়েছে। এনসিসি কর্তৃক নিয়োগ হলে এ বিতর্ক এড়ানো যাবে। এ ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগের বিষয়টাও এনসিসির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। **স্বল্পতম সময়ে মতামত প্রদানের অনুরোধ করা হয়।**

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: ইলেক্টোরাল পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে পরবর্তীকালে মতামত দেওয়া হবে বলে জানায়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অবগতির জন্য জানানো হয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ছাড়াও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার সুপারিশ করেছে।

প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের যে সুপারিশ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা জানতে চায়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: এনসিসির ৯ সদস্যের মধ্যে ৭ সদস্যের একমত্যের ভিত্তিতে সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সুপারিশ করবে। প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের পদ্ধতি কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনার জন্য অনুরোধ করা হয়।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

হাইকোর্টে বিকেন্দ্রীকরণ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: ইতঃপূর্বে বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। **বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ করার বিষয়টি বিবেচনা করে জানাবেন।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: দেশের প্রতিটি বিভাগে হাইকোর্টের স্থায়ী পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ থাকলে বিচার প্রার্থী সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কম হবে। মামলা বা বিচার সংক্রান্ত অন্য কোনো কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজন ঢাকায় না এসে বিভাগীয় পর্যায় থেকে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল (এসজিসি)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিষয়ে একমত কি না তা পরবর্তীকালে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সময় সময় জ্যেষ্ঠ বিচারকের সঙ্গে প্রধান বিচারপতি যে কোনো অভিযোগের বিষয়ে একসঙ্গে বসতে পারবেন। এসজিসির কাছে অভিযোগ দায়েরের বিষয়টি একেবারে উন্মুক্ত করায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেক বেশি নিশ্চিত হবে। প্রস্তাবিত এনসিসির কাছেও কোনো অভিযোগ গেলে সেগুলো এসজিসিতে প্রেরণ করা হবে। অভিযোগের হালনাগাদ তথ্য সময়ে সময়ে জনগণকে জানানোরও সুপারিশ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার কমিশন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: এ বিষয়ে একমত কি না তা পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কেন্দ্র থেকে এবং স্থানীয় বরাদ্দ মিলে অনেক জেলায় অতিরিক্ত অর্থ থাকে। কিন্তু অনেক জেলা বা উপজেলা স্থানীয় বরাদ্দ তুলনামূলক কম থাকায় সম উন্নয়ন সম্ভব হয় না। সমভাবে বাজেট বরাদ্দের জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা

হয়েছে। আইনের আওতায় কমিশন গঠিত হবে। স্থানীয় প্রতিনিধিদেরকেও এ কমিশন সুরক্ষা দিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব জনগণের সম্পদ। তাই জনগণের মধ্যে সুষম বণ্টন প্রয়োজন।

স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: আইনপেশাসহ অন্যান্য পেশায় দলীয়করণ বিদ্যমান। রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে জনগণের নিকট দায়বদ্ধতা রয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে অ্যাটর্নি নিয়োগ হবে। এডিএম কোর্ট এবং নির্বাহী কোর্টের বিচারকগণ বিসিএস দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও এ ২টি কোর্টের অবস্থা খুবই খারাপ। **তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকায় স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস নিয়োগে দ্বিমত পোষণ করে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: যে সরকার ক্ষমতায় যায় সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে। সরকারি সম্পদ রক্ষা ও সরকারি আইন কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর গাফিলতি ও প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে বেশির ভাগ মামলায় সরকার হেরে যাচ্ছে। আবার সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটর্নিও পরিবর্তন হওয়ায় মামলা পরিচালনায় তথ্যের ঘাটতি দেখা দেয়, যা মামলাকে বিলম্বিত করাসহ অনিক জটিলতা সৃষ্টি করে। সেজন্য স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠিত হলে এসকল জটিলতা নিরসনসহ আইনপেশায় জবাবদিহিতা ফিরে আসবে, রাষ্ট্র ও জনগণ উপকৃত হবে।

সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

কমিশনের ব্যাখ্যা: ৫টি কমিশনকে সাংবিধানিক কমিশনে রূপান্তর করা হবে, যাতে সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকে। এরা স্বাধীন ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে কাজ করতে পারবে।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: সাংবিধানিক কমিশনসমূহ সৃজনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হওয়ায় বিষয়টি বিবেচনা নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীকালে মতামত দেওয়া হবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্তকরণ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: বিদ্যমান সংবিধানের ৭ম তফশিল বাতিলের পক্ষে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ ৭ম তফশিল ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। ৫ম ও ৬ষ্ঠ **তফশিলে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বলে জানায়।**

জরুরি অবস্থা জারি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১-এর খ এবং গ বাতিলের সুপারিশ করায় সন্তোষ প্রকাশ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: এনসিসির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবে। অন্যথায় জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবে না।

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ও সদস্য সংখ্যা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে ৯০ দিন ও সদস্য সংখ্যা ১৫ জন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে ১২০ দিন ও সদস্য সংখ্যা ২০ জনে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। **অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ও সদস্য সংখ্যার বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত সংস্কার কমিশনগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করায় ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। এখন স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হবে, পরিবেশ পরিস্থিতি জটিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জাতীয় নির্বাচনের পর দলীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে দলীয় প্রভাব অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় এবং আইনশৃঙ্খলায় হস্তক্ষেপ সৃষ্টি হয়। ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য প্রতিনিধি পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের আগে করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করে জানানো হবে। সীমানা নির্ধারণে নিয়ে শুধু শুধু সময়ক্ষেপণ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখার জন্য সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণে একটি অস্থায়ী কর্তৃপক্ষ গঠন করার সুপারিশ করা হয়েছে। এতে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি কার্যক্রমে অধিক মনোনিবেশ করতে পারবে। সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি দীর্ঘমেয়াদি, জটিল, টেকনিক্যাল এবং বিশেষজ্ঞ কাজ, যা নির্বাচন কমিশনের নেই। ইতঃপূর্বে সংসদের সীমানা নির্ধারণ যথাযথভাবে করা হয়নি। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য জনসংখ্যা বিবেচনায় আসন পুনর্বিন্যাস ব্যতীত নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই স্বাধীন কমিশন/কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: উচ্চকক্ষের বিষয়ে যেহেতু একমত নয় সেহেতু নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশে দ্বিমত পোষণ করে। তবে নির্বাচন কমিশনারদেরকে দায়বদ্ধতায় নীতিগতভাবে একমত। সেজন্য সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাব অনুযায়ী দায়বদ্ধতা রাখার বিষয়ে একমত।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: রাজনীতি করা একটি সাংবিধানিক অধিকার। সদস্যের তালিকা দিয়ে দল নিবন্ধন ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করবে। তাছাড়া, নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ২০ বা ৩০ হাজার সদস্য সংগ্রহ একটি বাধা। **রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের পক্ষে নয় উল্লেখ করলেও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত রয়েছে, তা সংশোধন সাপেক্ষে একমত পোষণ করে।**

রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাজনৈতিক দলের সদস্যদের রোস্টার থাকবে এবং রোস্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। দলের আয়ের উৎস হবে সদস্যদের চাঁদা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রদত্ত অনুদান। সকল লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে হবে। দল অডিট করে নির্বাচন কমিশনকে দিবে তখন নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করবে। দলের স্বচ্ছতাসহ সকল বিষয় মানুষ যেন জানতে পারে সেজন্য তথ্য অধিকার আইনে নিয়ে আসার সুপারিশ করা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক দলকে কিছু বিধিনিষেধের মাধ্যমে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠনের বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সরকারের প্রতিটি অর্গানোগ্রামসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজের পরিধি বেড়ে গেছে কিন্তু জনবল ও অন্যান্য সামগ্রিক বিষয় অনুপস্থিত। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে কাজের পরিধি কমে গেছে কিন্তু জনবল বেশি। এগুলো পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। সেজন্য একটি স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

Official Secrets Act

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: Official Secrets Act-এর বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা নেওয়া হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জনগণের জন্য তথ্য প্রবাহ অবাধ করা উচিত। Official Secrets Act আইনটি ব্রিটিশ আমলে প্রণীত। সংশোধন করে জনবান্ধব এবং জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

নতুন দুটি বিভাগ গঠন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: নতুন দুটি বিভাগ করার বিষয়ে একমত।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কোনো বিভাগে জনসংখ্যা বেশি আবার কোনো বিভাগে জনসংখ্যা কম। এগুলো ব্যালেন্স করার জন্য দুটি নতুন বিভাগ করা প্রয়োজন। টাঙ্গাইল জেলাকে ময়মনসিংহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভাগ দূরে থাকলেও তেমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সেক্ষেত্রে এখন অনেক কিছু অনলাইনে করা সম্ভব।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে সাংঘর্ষিক হবে। নির্বাহী বিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ ভূমিসংক্রান্ত অনেক মামলা বিচারাধীন রয়েছে, তা নিস্পত্তি হচ্ছে না। তাছাড়া প্রশাসনের কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনেই হিমশিম খাচ্ছে। **নির্বাহী বিভাগে কোনো অভিযোগ দিলে তা যথাযথভাবে প্রতিকার না পাওয়ায় এ বিষয়ে একমত নয়।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: ছোটখাটো মামলা করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেতে পারে না। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের চাপ কমানোর জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শুধু নালিশ নিবেন। কিন্তু মামলা হবে কি না তা তদন্তের পর সিদ্ধান্ত হবে। মামলা হওয়ার পর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো এখতিয়ার থাকবে না।

উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন করা হলে স্থানীয় প্রভাব বিস্তার হবে বিধায় এ বিষয়ে একমত নয়। তবে রিমোট এলাকা বিবেচনায় অনেকগুলো উপজেলায় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট রয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: কিছু কিছু উপজেলায় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট রয়েছে। সেজন্য এটি সকল উপজেলায় বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এতে মানুষের বিচার প্রাপ্যতা সহজ ও নিশ্চিত হবে।

উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: উপজেলা পর্যায়ে পুলিশ ইনচার্জ ও পুলিশ (তদন্ত) অফিসার রয়েছে। থানা পর্যায়ে শুধু মানুষের ভোগান্তি কমাতে হবে। থানা পর্যায়ে পুলিশের সংখ্যা কমানো হলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। **বিষয়টি বিবেচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রতিটি থানায় একজন করে বিসিএস সহকারী পুলিশ সুপার থাকা প্রয়োজন। থানা পর্যায়ে সকলের তদারকির জন্য পদটি প্রয়োজন। এখন যারা কর্মরত তারা সকলেই পদোন্নতিপ্রাপ্ত। বিদ্যমান কাঠমোতে ২/৩ উপলোয় একজন বিসিএস সহকারী পুলিশ সুপার রয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনর্নির্ধারণ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধির ব্যাপারে পরে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সরকারের সঙ্গে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিনিয়ত কার্যক্রম থাকে। ইউএনও সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে বিধায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে বিঘ্নতা হয়। সেজন্য জেলা পরিষদ সচিবের ন্যায় উপজেলা পরিষদের সচিব পদের সুপারিশ করা হয়েছে।

SSB বাতিল করে SES গঠন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: এ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সচিব ব্যতীত উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব পদোন্নতির ক্ষেত্রে পিএসসির মাধ্যমে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এতে করে দক্ষতা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদোন্নতি হবে। সচিব পদটিতে নির্বাচিত সরকারের পছন্দ অপছন্দের বিষয় রয়েছে।

জেলা পরিষদ বাতিল

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: জেলা পরিষদ বাতিলের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। বর্তমান ব্যবস্থায় বহাল রাখা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জেলা পরিষদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে জানানোর অনুরোধ করেন।

পৌরসভা শক্তিশালীকরণ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: মুষ্টিমেয় লোকের নিকট ভোটাধিকার থাকলে অনিয়ম বৃদ্ধি পাবে। তাই এ বিষয়ে একমত নয়।

উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ বিলুপ্ত করার বিষয়ে একমত। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের কোনো কাজ নেই বিধায় এটি বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: নারী পুরুষ উভয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে সমভাবে নির্বাচিত হবেন এবং চেয়ারম্যান সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচন পদ্ধতিতে দ্বিমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ইউনিয়ন পরিষদকে আরো তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। নির্বাচিত মেম্বার দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। প্রতি ওয়ার্ডে ১ জন পুরুষ এবং ১ জন নারী সদস্য থাকবেন।

১৫ বছর চাকরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য: মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। সে জন্য ১৫ বছরে চাকরি থেকে অবসর যুক্তিযুক্ত নয়। **তাই এ বিষয়ে একমত নয়।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: সরকারি চাকরিতে ১৫ বছর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ করলে স্বাধীনতা থাকে। ১৫ বছরে চাকরি থেকে অবসর নিলে সরকারের অর্থ সাশ্রয় হবে।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

কমিশনের ব্যাখ্যা: পুলিশ সংস্কার কমিশন থেকে ১২২টি সুপারিশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০৮টি জরুরি এবং আশু বাস্তবায়নযোগ্য। অন্যান্যগুলো দীর্ঘমেয়াদি। জরুরিভাবে যেগুলো বাস্তবায়নযোগ্য তা যদি বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা করা হয় তাহলে বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা হবে। তন্মধ্যে কিছু সুপারিশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়ে গেছে, কিছু চলমান রয়েছে। পুলিশের কার্যক্রম সম্পর্কে জাতিসংঘে যে মডেল রয়েছে সে অনুযায়ী পুলিশ সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আন্দোলন-সংগ্রামে যাতে প্রাণহানি না হয় সে লক্ষ্যে পুলিশ ইতোমধ্যে কাজ করছে। পুলিশ রিমান্ডে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সহ-সভাপতি: দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করার জন্য বাংলাদেশর সমাজতান্ত্রিক দলের সম্মানিত সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানান। পরবর্তীকালে মতামত দেওয়ার বিষয়গুলো দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে স্বল্পতম সময়ে প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সন্ধ্যা ৬:২০ ঘটিকায় প্রথম পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (পীর চরমোনাই)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৭ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (পীর চরমোনাই)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ২৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৭ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : বুধবার, বিকাল ৩:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান
৪.	জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	সদস্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহম্মেদ সেখ	মহাসচিব, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
২.	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন	প্রেসিডিয়াম সদস্য, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৩.	অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান	প্রেসিডিয়াম সদস্য, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৪.	মাওলানা গাজী আতাউর রহমান	সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৫.	প্রকৌশলী মুহাম্মদ আশরাফুল আলম	যুগ্ম মহাসচিব, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৬.	হাফেজ মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ	যুগ্ম মহাসচিব, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৭.	মুফতি সৈয়দ ইসহাক মুহাম্মদ আবুল খায়ের	সহকারী মহাসচিব, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৮.	হাফেজ মাওলানা শেখ ফজলুল করীম মারুফ	কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়াহ বিষয়ক সম্পাদক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৯.	অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শওকত আলী হাওলাদার	আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
১০.	অ্যাডভোকেট এম হাসিবুল ইসলাম	রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের শহিদগণ এবং ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদগণ এবং বিগত প্রায় তিপ্পান্ন বছরে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে যে সমস্ত মানুষ প্রাণ দিয়ে শহিদ হয়েছেন তাঁদের সবার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের দুনিয়া কাপানো গণ-অভ্যুত্থানের তোড়ে ঘাড়ে চেপে বসা দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদের এক জগদ্দল পাথর নামানো সম্ভব হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ দ্বিতীয় দফা মুক্তির স্বাদ লাভ করে এবং গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা নতুন করে মানুষের মধ্যে জাগবার সুযোগ হয়। এই অভ্যুত্থানকালে শাহাদতবরণ করেছেন, জীবন দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। এই অভ্যুত্থানকালে যাঁরা আহত হয়েছেন এবং নানাভাবে অঙ্গহানি হয়েছেন, নানা রকম ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি গভীর সহানুভূতি, সমবেদনা এবং তাঁদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। বিগত ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসনামলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নির্বাসনে চলে গিয়েছে, গণতন্ত্রের স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। এই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখেছে। সেই প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার ব্যাপকভিত্তিক সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করে। এর মধ্যে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন গত ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদনগুলো সকল রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সুপারিশগুলোর একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে স্প্রেডশিট আকারে ১৬৬টি সুপারিশ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠিয়েছিল। তবে আলোচনা শুধু ১৬৬টি সুপারিশের উপরে নয়। আলোচনা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের উপরেই।

৭. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়ার সূচনা বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের প্রচেষ্টার অংশ। মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক দলের, জনমানুষের। প্রত্যেকের লক্ষ্য হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে নাগরিকের অধিকার সুনিশ্চিত হবে। যেখানে গুম, খুনের শিকার হবেন না মানুষ। কারও বিশ্বাসের জন্য কোনো অবস্থাতেই কেউ নিপীড়িত হবে না সে রকম একটি রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি করার আকাঙ্ক্ষা, প্রচেষ্টা এবং অর্জন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গত ১৬ বছর ধরে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের যে শাসন মানুষকে নিপীড়নের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সেই নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সেখানে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজনৈতিক দলগুলো প্রত্যেকে নিজস্ব অবস্থান থেকে একটি নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে, সেটিই স্বাভাবিক। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হচ্ছে তাদের চিন্তাভাবনা, আদর্শিক অবস্থান থেকে একটি রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে যাওয়া। সকলকেই মতপার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্র বিনির্মাণের কাঠামো তৈরির এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। জনগণের প্রত্যাশা, নাগরিকের প্রত্যাশা, যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যাশাকে ধারণ করে গণতান্ত্রিক সমাজ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি করার চেষ্টাই হচ্ছে 'জাতীয় সনদ' তৈরির উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যে আলোচনা করে জাতি, রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরে প্রত্যেককে কিছু কিছু জায়গায় ছাড় দিয়ে একটি জায়গায় আসা প্রয়োজন। সেই প্রচেষ্টায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, সেটিই প্রত্যাশা। ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কমিশনের ঐকমত্যের বিষয় নয়। ঐকমত্য হচ্ছে জাতির ঐকমত্য, ভবিষ্যতের পথরেখা তৈরি। ইমলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যের জায়গাগুলো প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে এবং মতভিন্নতাগুলো সীমিত স্বার্থের বাইরে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে উর্দ্ধে তুলে ধরে ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন তার নিজস্ব প্রক্রিয়া, পদ্ধতির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কথা বলছে এবং ভবিষ্যতে সেটি অব্যাহত থাকবে। আগামী ১৫ মে'র মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা শেষ হবে। এর পরে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়ায় উপনীত হওয়া যাবে।

৮. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতিসহ সদস্যবৃন্দ এবং গণমাধ্যম কর্মীসহ সকলকে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। শুরুতে তিনি বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য যাঁরা বিগত দিনে বিভিন্নভাবে জীবন দিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন, আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সর্বশেষ ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্যে, জন-আকাঙ্ক্ষার জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার দায়িত্বভার নিয়েই জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণে, জনপ্রত্যাশা পূরণে জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাকে, চেতনাকে ধারণ করে কিছু কমিশন গঠন করেছেন। এর মধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। সেই প্রস্তাবনাকে সামনে রেখেই যেখানে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একমত আছে তা লিখিতভাবে পেশ করা হয়েছে, দ্বিমতের জায়গাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় নতুন প্রস্তাবনাও দেওয়া হয়েছে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্যে অবশ্য একটি জাতীয় ঐক্য গঠন করা দরকার। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সম্মানিত সহ-সভাপতি বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক আলী রীয়াজের বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি আরও বলেন যে, শুধু রাজনৈতিক দলের ঐক্য হলে চলবে না। জনগণেরও জাতীয়ভাবে ঐক্য হতে হবে। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর চিন্তার বাইরেও অনেক জন-আকাঙ্ক্ষা আছে যেগুলোর ব্যাপারে হয়তো সব রাজনৈতিক দলগুলো

চিহ্নিত করতে পারবে না। এ জন্য হয়তো এ কমিশনকে সকল স্টেকহোল্ডারদের, সিভিল সোসাইটির এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, পেশার মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা প্রয়োজন হবে। যে বিষয়গুলোতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দ্বিমত আছে সে বিষয়গুলো নিয়ে হয়তো আজকে আলোচনা হবে। যে বিষয়গুলো নিয়ে একমত সে বিষয়গুলোতেও মানুষের মধ্যে কিছু আলোচনা আছে। এর আলোকে হয়তো আরও কিছু সংশোধনী দেওয়া হবে। এর জন্য পরবর্তীকালে আরও সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। জুলাই অভ্যুত্থানে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দল হিসেবে ছাত্র-জনতার সঙ্গে রাজপথে ছিল। বিগত ৫৪ বছরে যেভাবে রাষ্ট্র চলেছে তা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাষ্ট্র বিনির্মাণে যা করণীয় তাই অন্তর্বর্তী সরকার করবে। অতীতে অনেকবার অনেক সরকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু জনগণের কল্যাণে কেউ সংস্কার করেনি। তাই প্রয়োজনীয় মৌলিক সংস্কার অবশ্যই করতে হবে এবং তারপরেই জাতীয় নির্বাচনের দিকে যেতে হবে। সংস্কার কার্যক্রম থাকা অবস্থায় কীভাবে নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রস্তুতি নিচ্ছে তা বোধগম্য নয়। জুলাই বিপ্লবের সঠিক চেতনা ধারণ করেই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, সংস্কার কমিশন, ঐকমত্য কমিশন সঠিক জায়গা চিহ্নিত করে একটি পথরেখা তৈরি করবেন। আজকের আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ঐকমত্য কমিশনকে তিনি আবারও ধন্যবাদ জানান।

৯. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সংস্কার কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত বা অস্পষ্ট রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

নাগরিকতন্ত্র

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: বাংলাদেশের নাম হবে 'বাংলাদেশ জনকল্যাণ রাষ্ট্র' এবং ইংরেজি সংস্করণ হবে **'Bangladesh Welfare State'** জনকল্যাণ রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা হলো−জনকল্যাণ রাষ্ট্র নামটি শুনলেই যেন রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের মনে রাষ্ট্রের অকল্যাণমূলক চিন্তা ও কাজ করার অনুভূতি জাগ্রত না হয়। **সেজন্য নাগরিকতন্ত্র প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: নাগরিকতন্ত্র নিয়ে যে সুপারিশ করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল Peoples Republic-এর সহজ বাংলা অনুবাদ করা। ১৯৭২ সালে বাংলা অনুবাদ ঠিকমত হয়নি যার কারণে সঠিক বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। **এটি নিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রস্তাবনা বিবেচনায় রাখা হলো।**

সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি: 'বহুত্ববাদ'

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র' এর সঙ্গে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' স্থাপন করার প্রস্তাব করে। 'বহু-জাতি, বহু-ভাষী ও বহু সংস্কৃতির দেশ' শব্দগুলো থাকায় আলাদাভাবে 'বহুত্ববাদ' প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্রের মধ্যেই সবকিছু চলে আসে। তাছাড়া জনগণসহ অনেক দলই 'বহুত্ববাদ' শব্দটিকে ভালোভাবে নিচ্ছে না এবং এতে নতুন করে দেশে একটি সংকট তৈরি হতে পারে, যা কোনো দলই চাইবে না। **সুতরাং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ 'বহুত্ববাদ' সমর্থন করে না।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের মানুষের ভাষার, ধর্মের, সংস্কৃতির, নৃতাত্ত্বিকসহ বিভিন্ন দিক থেকে ভিন্নতা রয়েছে। সকলকে সমমর্যাদার জায়গায় আনাই কমিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যমান সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' দিয়ে সব কিছু কভার করা যায় না। তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামী ফোবিয়া তৈরি করে। সেজন্য সকলকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য 'বহুত্ববাদ' শব্দটি সুপারিশ করা হয়েছে। **'বহুত্ববাদ' শব্দটিতে আপত্তি করেছেন এবং বলেছেন গণতন্ত্র থাকলে বহুত্ববাদের প্রয়োজন নেই। বিষয়টি কমিশন আমলে নিয়েছে। অবগতির জন্য জানান, এ পর্যন্ত প্রায় সকল দলই 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র' এই ৪টিতে একমত পোষণ করেছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশও এই ৪টি বিষয়ে একমত।**

'নিম্নকক্ষ' ও 'উচ্চ কক্ষ'

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনুপাতে সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০ হতে পারে। নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে উচ্চকক্ষে নির্বাচন হওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করে এবং সুপারিশটি চমৎকার, ভালো বলে উল্লেখ করে। প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে পেশিশক্তি, কালো টাকা ব্যবহার করে নির্বাচনকে ম্যানিপুলেট করে অধিকাংশ নির্বাচনে নিম্নকক্ষের সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে থাকে। তাই নিম্নকক্ষের সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠন করা হলে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষে সকল রাজনৈতিক দলের ব্যালান্সিং অবস্থান থাকবে এবং এতে ফ্যাসিজম তৈরি হওয়া

কঠিন হয়ে যাবে। **উচ্চকক্ষে রাষ্ট্রপতির মনোনীত কোনো সদস্য থাকার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক/সমমান রাখা। সংসদের ১০০ আসনে শুধু নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এটি সমর্থনযোগ্য নয়**। কারণ বাংলাদেশে নারীদের কোনো জায়গায় বৈষম্য নেই। তারা পুরুষদের মতো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিগত ৫৩ বছরের ইতিহাসে ৩৩ বছর মহিলা শাসন করছে। মহিলাদের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, মন্ত্রী হতে কোনো বাধা ছিল না, এখনও নাই। সুতরাং তাদের আলাদা কোটার কোনো প্রয়োজন নেই।

কমিশনের বক্তব্য: সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে, যার মধ্যে ১০০টি আসনে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সমাজে নারীরা এখনও অবহেলিত। তাই তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা জরুরি। গত ৪টি নির্বাচন বিশ্লেষন করে দেখা গেছে এবং ২০০১ ও ২০০৮-এর নির্বাচনে ২টি দল ২/৩ অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ভোটের সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে হলে কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেত না। ফলে দেশে একটি অস্থিরতা বিরাজ করতো এবং অনেক জটিলতা দেখা যেত। তাছাড়া সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে ভোটের ক্ষেত্রে কারচুপি ও জাল-জালিয়াতি বাড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। শুধু উচ্চকক্ষে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপতিক হলে ভারসাম্য উচ্চকক্ষ হবে। উচ্চকক্ষে রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য থাকার ব্যবস্থা থাকলে সমাজের অবহেলিত অংশ এবং আলেম-উলামাদের অবস্থান নিশ্চিত করার একটি উপায় হতে পারে।

নির্বাহী বিভাগ

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলের নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি বরাবর পেশ করবেন এবং রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিরোধী দলের কাজ হলো সরকারের সমালোচনা করা, বিরোধিতা করা। তাকে সরকারি দলের অংশ বানালে রাষ্ট্রপরিচালনায় সমস্যা তৈরি হবে। বিরোধী দল সবকিছুইকেই জনস্বার্থ বলতে চাইবে। **নির্বাহী বিভাগ নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনার জন্য এটি pending রাখা হলো।**

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)-এর ধারণার সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন যে, এটির একটি স্থায়ী কাঠামো দরকার এবং এর নিরপেক্ষতার বিষয়টি রাজনৈতিক বিতর্কের উর্ধ্বে রাখা প্রয়োজন। **এনসিসি নিয়ে আরও বিশ্লেষণ করে পরবর্তীকালে মতামত জানানো হবে**।

কমিশনের বক্তব্য: এনসিসির উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের ০৩টি অঙ্গের প্রতিনিধি এক টেবিলে বসে একত্রে জাতীয় এবং রাষ্ট্রীর স্বার্থ নিয়ে বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। **এনসিসির অন্যতম কার্যক্রম হলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৩ বাহিনীর প্রধানকে এবং অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিরপেক্ষভাবে নিয়োগের সুপারিশ করা, যাতে বিতর্কের উর্ধ্বে থাকে।**

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: সরাসরি প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সুপারিশটি করা। সংবিধান সংস্কার কমিশন ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যসহ স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সুপারিশ করেছে, যা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্যে জটিলতা হতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে আরও পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে জানানোর অনুরোধ করেন।

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: রাষ্ট্রপতির অভিশংসনের প্রক্রিয়া উচ্চকক্ষ থেকেই সমাপ্ত হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রস্তাব নিম্নকক্ষে পাশ হওয়ার পর উচ্চকক্ষে যাবে এবং সেখানে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে। উচ্চকক্ষ অভিশংসন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারবে। এই

কমিটির দায়িত্ব হবে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা এবং শুনানি পরিচালনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা। **শুনানি শেষে প্রতিবেদন উপস্থাপিত হলে সাক্ষ্য, প্রমাণ এবং প্রতিবেদন বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতিকে যদি অপসারণের প্রয়োজন হয় তাহলে উচ্চকক্ষের ২/৩ অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হবে**।

অন্তর্বর্তী সরকার

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: অন্তর্বর্তী সরকার না হয়ে 'নির্বাচনকালীন সরকার' নাম হওয়ার জন্য মত পোষণ করে। এ সরকারের মুখ্য কাজই নির্বাচন করা। অন্যান্য রুটিন কাজও তারা করবে। যাতে কোনো সংশয় তৈরি না হয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচনকালীন সরকার বলা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচনের শিডিউল শুরু না হয়। এজন্য নাম অন্তর্বর্তী সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত সুপারিশে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একমত পোষণ করে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের ওপরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বেশ কিছু লিখিত মূল্যায়ন কমিশনকে প্রদান করেছে। তাদের মূল্যায়নগুলো সুবিবেচনায় নেওয়ার অনুরোধ করেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: উক্ত মূল্যায়নের কয়েকটি বিষয়ে কমিশন ব্যাখ্যা প্রদান করে। ১১ সদস্যবিশিষ্ট জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধানসহ ৯ জনই জনপ্রশাসনের সাবেক সদস্য হলেও জনপ্রশাসনের সাবেক এসকল সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষভাবে সংস্কার কমিশনের কাজ করেছেন এবং প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করেছেন। কমিশনের কার্যক্রমের পদক্ষেপগুলো স্পষ্টতা ও অবগতির জন্য তুলে ধরেন। বিস্তারিত সবকিছুই পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে রয়েছে বলে জানান।

Official Secrets Act

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: ঔপনিবেশিককালের আইনটি বাতিল করার প্রস্তাব করেন। তখন মানুষের মর্যাদাগত অবস্থান ছিল প্রজা। আর এখন মানুষ রাষ্ট্রের নাগরিক। ফলে বিদ্যমান আইন চরিত্রগতভাবেই যথার্থ না। ফলে আইনটি সংস্কার করার চেয়ে বাতিল করে নতুন আইন করার পক্ষে মত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: আইন বাতিল করে নতুন করে করা হলে এ আইনের অধীনে অনেক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। সুতরাং একে সংশোধন করে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। এছাড়াও নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার সুবিধার্থে তথ্য অধিকার আইনও সংশোধন করা প্রয়োজন।

জেলা প্রশাসকের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা

ইসলামী আন্দোলন বাং বাংলাদেশের বক্তব্য: সব জেলায় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থাকায় জেলা প্রশাসককে আলাদা ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং জুডিশিয়াল সার্ভিসকে আরো সম্প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন। জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুনির্দিষ্ট থাকা দরকার। জেলা প্রশাসকদেরকে নিজেদের কার্যক্রম নিয়েই হিমশিম খেতে হচ্ছে। আবার বিচারিক কার্যক্রম দেওয়া হলে বিচারের স্তর বৃদ্ধি পাওয়াসহ জটিলতা সৃষ্টি হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনেক কার্যক্রম আছে যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে জুডিশিয়ালদের দ্বারা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বিষয়টি পরিবর্তন করতে গেলে ফৌজদারি কার্যবিধিসহ অনেক আইনের সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে এতে জটিলতা সৃষ্টি হবে। তাই আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগের জন্য জেলা প্রশাসকের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

SSB পরিবর্তে SEB করা

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: কমিশন কর্তৃক সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (SEB)-এর সুপারিশের সঙ্গে একমত। কিন্তু মন্ত্রিসভা কমিটির মাধ্যমে অতিরিক্ত সচিব ও সচিব নিয়োগের বিধান রাখায় প্রশাসনে দলীয়করণে ভূমিকা রাখবে এবং অতিরিক্ত সচিব ও সচিবগণ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীদের বেআইনি নির্দেশ মানতে বাধ্য হবে। সকল পদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মাপকাঠি একমাত্র বিবেচ্য হতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: শুধুমাত্র সচিব নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা কমিটি বিবেচনা করবে। কারণ যে দল রাষ্ট্র পরিবচালনা করবে তদের বিষয়টি চিন্তা করতে হবে, যাতে রাষ্ট্র পরিচালনা মসৃণ হয়।

জেলা পরিষদ

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: জেলা পরিষদকে আরও কার্যকর করার জন্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত করতে হবে। জেলা প্রশাসকের কিছু ক্ষমতা কমিয়ে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে প্রদান করে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা প্রয়োজন।

ইউনিয়ন পরিষদ

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি মেয়র জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান করতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে নারী হোক বা পুরুষ হোক একজনই মেম্বার থাকতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হওয়া।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: সর্বোচ্চ শাস্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন না করা। তবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড হতে পারে যদি সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মতামত নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, দলীয় বিবেচনায় সন্ত্রাসী, দাগি আসামিরা রাষ্ট্রপতির ক্ষমার সুযোগে বের হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয় সেজন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন করার সুপারিশ করা হয়েছে এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করবে। সেখানে কিছু বিধিবিধান তো অবশ্যই থাকবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

দুদক আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: নির্বাচন কমিশনের মতো দুর্নীতি দমন কমিশনও একটি স্বাধীন, সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হবে যা নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকবে। দুদক আইনের ৫(১) সংশোধন করে সংখ্যা ৭ জন থেকে ৯ জনে উন্নতি করা। দুইজন সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমকে কমিশনে কমিশনার হিসেবে নিয়োগদান করা।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, যারা দুর্নীতিবাজ তারা নিজেদের অপরাধ স্ত্রী, সন্তানদের উপর চাপিয়ে দেয়। অর্থাৎ সম্পদ স্ত্রী-সন্তানদের নামে করে। যার ফলে স্ত্রী-সন্তানদের ওপর অপরাধ আইনিভাবে চলে আসে। এটিকে সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করে একজন নারী সদস্য রাখার বিবেচনা করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত ৭ থেকে ৯ জনের কমিশনের বিষয়টি নোট করা হলো।** তবে সাধারণত এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ৩ থেকে ৫ জন সদস্য থাকে। দুর্নীতি শুধু একটি আইনগত অপরাধ তাই নয় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেও অপরাধ, অগ্রহণযোগ্য, ঘৃণ্য এ চেতনাকে প্রচার করতে হবে। সকল ধর্মীয় ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

বিবিধ

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (পীর চরমোনাই)-এর প্রস্তাব

শরীয়াহ বোর্ড/বেঞ্চ

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য: গত ৫৩ বছর এদেশে ব্রিটিশ আইনেই চলছে। যার মাধ্যমে দেশে বা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। এখনও খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, ছিনতাই, ভেজাল, চুরি, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা অহরহ ঘটছে। উক্ত অপরাধ দমনে আলাদা শরীয়াহ বোর্ড/বেঞ্চ থাকবে যেখানে ইসলামী স্কলাররা এগুলোর বিচারকার্য পরিচালনা করবে। এতে সমাজে এ সমস্ত অপরাধগুলো কমে আসবে, ইনশাল্লাহ। তাই শরীয়াহ বোর্ড/বেঞ্চ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে শরীয়াহ আইনে ফৌজদারি অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনা করা হয় সেখানে অপরাধ কমছে এমন নয়। তাই শরীয়াহ আইনে বিচারকার্য পরিচালনা করলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা কমে যাবে এমন ধারণা সঠিক নয়।

১০. **মহাসচিব, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (পীর চরমোনাই):** ঐকমত্য কমিশনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং তাদের দলের অনেক বিষয় বিবেচনায় নেওয়ায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। দলীয় পর্যায়ও অনেক বিষয় পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে। যে কোনো সময় যে কোনো সুন্দর কার্যক্রমে তাদের দল সবসময় সাড়া দিবে। সবাই মিলে একটি সুন্দর দেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন।

১১. **সহ-সভাপতি:** ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকেও আপনাদের ধন্যবাদ। যে বিষয়গুলো পর্যালোচনায় রয়েছে তা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে লিখিত আকারে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। যাতে ২য় পর্যায়ের আলোচনা করতে সুবিধা হয়। কমিশনের সকল আপডেট তথ্য সংশ্লিষ্টদেরকে সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বলেন। অতঃপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ১ম পর্যায়ের সংলাপ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে ভাসানী অনুসারী পরিষদের সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৫ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

০৮ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে ভাসানী অনুসারী পরিষদের সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি,জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ২৫ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ভাসানী অনুসারী পরিষদের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু	চেয়ারম্যান
২.	ড. আবু ইউসুফ সেলিম	মহাসচিব
৩.	মোঃ আব্দুল কাদের	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৪.	পারভীন নাসের খান ভাসানী	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৫.	আমিনুল ইসলাম সেলিম	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৬.	রফিকুল ইসলাম রনো	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৭.	বাবুল বিশ্বাস	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৮.	অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন	প্রেসিডিয়াম সদস্য
৯.	অধ্যক্ষ তাসলিমা নাজনীন	প্রেসিডিয়াম সদস্য
১০.	জান্নাতুল ফেরদৌস	প্রেসিডিয়াম সদস্য
১১.	প্রিন্সিপাল মো. হারুন অর রশিদ	যুগ্ম মহাসচিব
১২.	প্রফেসর মাহমুদ নুর	সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
১৩.	অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী	আহ্বায়ক, ঢাকা জেলা কমিটি
১৪.	ব্যারিস্টার মিনহাজুল ইসলাম সিজদা	আইন বিষয়ক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
১৫.	শওকাত কামাল দীপ	সাধারণ সম্পাদক, যশোর জেলা কমিটি

৪. সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শুরুতেই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, গত ৫৩ বছরে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জীবনদানকারী শহিদগণ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে যে সকল অকুতোভয় ছাত্র, তরুণ, কিশোর, সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে দেশকে ভয়ংকর ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করেছেন; সে সকল বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। এছাড়াও তিনি আহতদের আশু আরোগ্য কামনা করেন। তিনি বলেন, গত ১৬ বছর বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসেছিল এবং জাতির গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছে এবং গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন ও রাষ্ট্রকাঠামো নতুন করে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মো. ইউনুসের নেতৃত্বে ব্যাপক সংস্কারের লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। বিশেষ ৬টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের আলোকে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে'র সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আজকের সংলাপে যোগদানের জন্য ভাসানী অনুসারী পরিষদের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

৭. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রধান এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষ থেকে ভাসানী অনুসারী পরিষদের নেতৃবৃন্দকে সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তাঁর সূচনা বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে যে সকল রাজনৈতিক শক্তি ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, তাদের সকলেরই চাওয়া এমন একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ; যেখানে নাগরিক অধিকার সুরক্ষার জন্য একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকবে, একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকবে। একজন ব্যক্তি যিনি প্রধানমন্ত্রী হন বা যা-ই হন, তিনি যেন ক্ষমতার ঊর্ধ্বে বা ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত না হয়ে যান। তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতি যেভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল, সেভাবে পরিবর্তনের ধারা সূচনা করতে হবে। কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলাদেশকে একটি আদর্শ জায়গা বলে বিবেচনা করতে পারে। এদেশের জনগণকে বা তরুণ প্রজন্মকে যেন আর কখনো তার অধিকার আদায়ের জন্য প্রাণ দিতে না হয়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, জবাবদিহিমূলক, জনকল্যাণমুখী এবং ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কমিশনের কার্যক্রম সফল এবং সার্থক করে তোলার জন্য তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

৮. নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভাসানী অনুসারী পরিষদের চেয়ারম্যান কমিশনসংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ভাসানী অনুসারী পরিষদ থেকে তাঁরা ভাসানী জনশক্তি পার্টি হিসেবে সংলাপে অংশগ্রহণ করছেন। তবে ভাসানীর রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভাসানী অনুসারী পরিষদ আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জুলাই আন্দোলনে তাঁর দল ভাসানী জনশক্তি পার্টি নানান ধরনের দমন-পীড়ন সত্ত্বেও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রেখে স্বৈরাচার পতনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশে আর যাতে কোনো ফ্যাসিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য ভাসানী জনশক্তি পার্টি বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করতে প্রস্তুত মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৯. ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, ভাসানী অনুসারী পরিষদ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১২৯টিতে একমত, ১৯টিতে আংশিকভাবে একমত, ১২টি দ্বিমত এবং ছয়টির ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বিরত থেকেছে। যে সকল বিষয় সম্পর্কে কমিশনের সঙ্গে ভাসানী অনুসারী পরিষদের দ্বিমত এবং আংশিকভাবে একমত রয়েছে, সে বিষয়গুলো নিয়ে তিনি আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব দেন।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

১০. ভাসানী অনুসারী পরিষদের পক্ষ থেকে কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত মূলনীতিতে সমকামিতা, তৃতীয় লিঙ্গ ও লিঙ্গ রূপান্তরকারী বাদ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও জাতির প্রতিষ্ঠিত বীরদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ স্থপতি শের-ই বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং তাঁদের 'ফোর ফাউন্ডিং ফাদার অব দ্যা নেশন' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হোক। এছাড়া ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল যোদ্ধা এবং ২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থানে নিহতদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সংবিধানের ৮, ৯, এবং ১২ বাতিলের বিপক্ষে এবং বাঙালি শব্দের পরিবর্তে বাংলাদেশি ১০ অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হলে পরবর্তীকালে

বিশদ আলোচনার পর কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলো বাদ দেওয়ার পক্ষে ভাসানী অনুসারী পরিষদের নেতৃবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

১১. কমিশন হতে জানানো হয়, সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে ভাসানী অনুসারী পরিষদের সুপারিশসমূহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় উপস্থাপন করা হবে। এছাড়াও সংবিধানের ৮, ৯, ১২ ধারা বাতিলের বিষয়ে বলা হয় যে, সংবিধানের মূল নীতিতে বহুত্ববাদ শব্দটির মাধ্যমে বহু জাতি, বহুধর্মী, বহুভাষী ও বহু সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এছাড়া ভাসানী অনুসারী পরিষদ কর্তৃক সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে একমত হওয়ায় সংবিধানে ৮, ৯ এবং ১২ অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়ার কোনও বিকল্প নেই। এছাড়াও ৬ (২) বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন মর্মে উল্লেখ আছে। সুতরাং রাষ্ট্রের মূলনীতির বিষয়ে ভাসানী অনুসারী পরিষদ যে দ্বিমত পোষণ করেছিল, সেগুলো সম্পর্কে একমত পোষণ করেছেন মর্মে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

১২. ভাসানী অনুসারী পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যাপারে একমত হলেও দলটি উভয় কক্ষের মেয়াদ চার বছরের স্থলে পাঁচ বছর করার পক্ষে। এছাড়াও দলটি কর্তৃক আইনসভার স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধীদল ৫০-৫০ অনুপাত রাখার প্রস্তাব রাখা হয়।

১৩. কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, শুধু দুই কক্ষের মেয়াদ নয়, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং কমিশনগুলোর মেয়াদ চার বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে ভাসানী অনুসারী পরিষদের সর্বক্ষেত্রে পাঁচ বছর মেয়াদের করার প্রস্তাব কমিশন কর্তৃক পরবর্তীকালে অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় উপস্থাপন করা হবে। এছাড়া আইনসভার স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধীদল ৫০-৫০ অনুপাত রাখা হলে কম গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলো বিরোধীদলকে দেওয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলোর সভাপতি বিরোধীদল থেকে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

১৪. ভাসানী অনুসারী পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, উচ্চকক্ষে মোট ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারণ এবং পিআর পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হলে তাঁরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত এক শতাংশ নিশ্চিত করার পক্ষে।

১৫. ভাসানী অনুসারী পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে পাঁচ বছর এবং রাষ্ট্রপতি দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। এছাড়া দলটি ইলেক্টোরাল কলেজের পক্ষে জেলা এবং সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলের পক্ষে একমত নয়।

১৬. কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ইলেক্টোরাল কলেজের পক্ষে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হয়, সেক্ষেত্রে ভাসানী অনুসারী পরিষদ ইলেক্টোরাল কলেজের পক্ষে আসবে কি না?

১৭. এর জবাবে ভাসানী অনুসারী পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিষয়টি নিয়ে দলীয় ফোরামে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তীকালে কমিশনকে জানানো হবে। প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে এনসিসি নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এ প্রস্তাবের সঙ্গে তাঁরা একমত পোষণ করেন। এ ছাড়াও সংবিধানের অনুচ্ছেদ '১৫০ (২) বিলুপ্ত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম তফসিল না রাখার পক্ষে ভাসানী অনুসারী পরিষদের নেতৃবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

১৮. ভাসানী অনুসারী পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয় দলটি নির্বাচন কমিশন গঠন, জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি পদে অযোগ্যতা, একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা হতে বাঁধা, সংসদে ১০০ আসন নিয়ে উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করার প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে একমত। তবে উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে সংখ্যানুপাতিকভাবে আসন বণ্টনের বিপক্ষে দলটি দ্বিমত প্রকাশ করে এক্ষেত্রে তাঁরা সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। এছাড়া উচ্চকক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ আসন দলীয় এবং বাকি ৩০ শতাংশ নির্দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করার প্রস্তাব করা হয়। সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া, সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে দলটি একমত পোষণ করে। এছাড়া জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান সম্পর্কে দলীয় ফোরামে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তীকালে কমিশনের কাছে মতামত প্রদান করা হবে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। তত্ত্বাবধায়ক

সরকারের চার মাসের স্বল্প মেয়াদে স্থানীয় সরকার এবং জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব নয় মর্মে মতামত প্রকাশ করে দলটি। এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে শুধু জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তাব দেয়। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মেয়াদ বাড়ানো হলে এর অধীন জাতীয় এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিষয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত করার লক্ষ্যে মানবতাবিরোধী ট্রাইবুনাল আইন ও আরপিও সংশোধন করার পক্ষে একমত পোষণ করে দলটি। পাশাপাশি দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপি, পেনশনভোগী, অর্থ পাচারকারী এবং নৈতিকস্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অযোগ্য ঘোষণা করার পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়। এছাড়া নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কার প্রস্তাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৫০০ জন ভোটারের স্বাক্ষর সংযুক্ত তালিকা প্রণয়নের বিরোধিতা করা হয়। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে হেরে গেলে যে ৫০০ জন ভোটার তার পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন, তাঁরা অত্যন্ত ঝুঁকিতে থাকবেন। এক্ষেত্রে তারা এ বিধানটি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

১৯. কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দুই মাসের মধ্যে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, এক মাসের মধ্যে দেশের সকল পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব। বাকি সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে দলীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে নির্বাচনে দলীয় প্রভাবে বাইরে রাখা কঠিনতর হবে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৫০০ জন ভোটারের স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে বলা হয় যে, এ ধরনের বিধান না থাকলে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হারে বেড়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহ নিয়ে আলোচনা

২০. দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের একটি বাদে সকল প্রস্তাবে একমত পোষণ করায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে ভাসানী অনুসারী পরিষদের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপের বিষয়টি কমিশন নোট হিসেবে গ্রহণ করছে। কমিশন থেকে আরও বলা হয়, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহের মধ্যে মাত্র দুইটি প্রস্তাবনা সংবিধান সংস্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বাকি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত সংস্কার প্রস্তাবসমূহ নির্বাহী আদেশ কিংবা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ভাসানী অনুসারী পরিষদ কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ নির্বাচনের পরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এ দলীয় সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও যে বিষয়গুলোর সঙ্গে সংবিধান সংস্কারের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই এবং অধিকাংশ দল একমত, সে বিষয়গুলো নির্বাচনের আগে যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করার জন্য কমিশন হতে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানোর সুপারিশ করা হয়।

২১. ভাসানী অনুসারী পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়, সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে দুর্নীতি বন্ধের ক্ষেত্রে ভাসানী অনুসারী পরিষদ দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহের সঙ্গে একমত। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহের মধ্যে সংবিধান সংস্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব দুটি বাদে বাকি প্রস্তাবসমূহ নির্বাচনের আগে আইনি কাঠামো মেনে বাস্তবায়ন করা হলে তাতে দলটির কোনও আপত্তি নেই।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ নিয়ে আলোচনা

২২. কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ভাসানী অনুসারী পরিষদ কর্তৃক বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের ১৯টি প্রস্তাবের সঙ্গে একমত, তিনটির সঙ্গে আংশিক একমত এবং একটি প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩. ভাসানী অনুসারী পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়, রাজনীতিবিদরা বিচার বিভাগকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে চান। সেটা সব সরকারই করেছে। এমনকি বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ও বিচারকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য দলটির পক্ষ থেকে নিম্নরূপ সংস্কার প্রস্তাব করা হয়:

- সংবিধান অনুযায়ী পৃথক বিচার বিভাগ বাস্তবায়ন;
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা;
- বিচার প্রার্থীদের জন্য দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজড ও প্রযুক্তি ব্যবহার;

- বিচারকদের জবাবদিহিতা ও আচরণবিধি নিশ্চিত করা ;
- আইনজীবীদের পেশাগত মানোন্নয়ন;
- মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা;

এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ (৩য় অধ্যায়) নিয়ে দলটি আংশিক একমত থাকলেও ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর এ প্রস্তাবটির সঙ্গে পুরোপুরি একমত পোষণ করা হয়। রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ যেন বিচার বিভাগের ওপর কোনও রকম হস্তক্ষেপ করতে না পারে, সে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া কমিশনের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়) প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন (৮ম অধ্যায়) বিষয়ে কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়। তবে ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের সদস্য ছয় জন থেকে একজন বাড়িয়ে সাত জন করার সুপারিশ করা হয়।

২৪. কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি করার রীতি প্রচলিত থাকলেও সবসময় তা মানা হয় না। রাজনৈতিক বিবেচনায় কোনো কোনো সময় জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে এ পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিশনের সুপারিশে প্রবীণতম বিচারককে শীর্ষপদে রাখার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কমিশনের এই সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতির কোনো স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকবে না বা নির্বাহী বিভাগের কোনো প্রভাব থাকবে না। প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য বিচারকদের নিয়োগে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার (৭ম অধ্যায়) ব্যাপারে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন এবং ওই সার্ভিসের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো, নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা, বেতন কাঠামোসহ আর্থিক সুবিধাদি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথাযথ বিধান প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠনের প্রেক্ষাপট এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভাসানী অনুসারী পরিষদ কর্তৃক বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন (৮ম অধ্যায়) সম্পর্কে বলা হয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন মর্মে অধিকাংশ মানুষ মনে করছেন। ক্ষমা প্রদর্শনের এই ঘটনাগুলো দেশে আইনের শাসনের ধারণাকে 'মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাই রাষ্ট্রপতির এ ক্ষমতাকে সীমিত করতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন এবং ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ অন্যান্য সব নির্বাহী ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা এই আইনের মাধ্যমে প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের সুপারিশে বলা হয়েছে, সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দিয়ে গঠিত ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করবে। এ বোর্ড বছরে ন্যূনতম দুইবার, জানুয়ারি ও জুলাই মাসে সভায় মিলিত হবে। আগ্রহী দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি নির্ধারিত ফরমে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন করবেন। সকল আবেদন যাচাই-বাছাই করে অ্যাটর্নি জেনারেল ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের সভা ডাকবেন। ক্ষমা প্রাপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণে বোর্ড একমত না হতে পারলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। গৃহীত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি বা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী দপ্তরকে অবহিত করা হবে। বোর্ডের গৃহীত সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি বা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী বিভাগ ক্ষমা প্রদর্শন করবে। অ্যাটর্নি জেনারেলের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের বোর্ড গঠিত হবে, যার অন্য সদস্যরা হবেন জাতীয় সংসদ কর্তৃক মনোনীত একজন করে সরকার ও বিরোধীদলীয় সংসদ-সদস্য, কারা মহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মনোনীত একজন সিভিল সার্জন ও এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন মনোবিদ। বিস্তারিত আলোচনার পর ভাসানী অনুসারী পরিষদ বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অধ্যায়-১৯) সম্পর্কে বলা হয়, বিচার বিভাগীয় সংস্কারে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অপরিহার্য। কার্যকর এডিআর ব্যবস্থার মাধ্যমে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও মামলা জট কমানো সম্ভব। এক্ষেত্রে কমিশন আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ রহিত করে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সংবলিত আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ ২০২৫ প্রণয়ন করা এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করার কথা উল্লেখ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর ভাসানী অনুসারী পরিষদ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অধ্যায়-১৯) সম্পর্কে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবসমূহ নিয়ে আলোচনা

২৫. কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩ অনেক পুরাতন হওয়ায় এ আইনের দোহাই এবং ফাঁক-ফোকর দিয়ে অনেক কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রদানে বিরত থাকেন। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংশোধন করা হলে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩-এ পরিবর্তন আনা অবশ্যম্ভাবী। অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩ সংশোধন নিয়ে ভাসানী অনুসারী

পরিষদের আপত্তি থাকলেও পরবর্তীকালে ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর তাঁরা জনপ্রশাসন কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে একমত পোষণ করে। নাগরিক কমিটির বিষয়ে বলা হয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলায় স্থানীয় অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে জেলা নাগরিক কমিটি এবং উপজেলা নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কমিশনের পক্ষ থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান, উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন এবং উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সভায় তুলে ধরা হয়।

২৬. ভাসানী অনুসারী পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয় জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবসমূহের মধ্যে নাগরিক কমিটি গঠন, নতুন দুইটি বিভাগ গঠন, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলার ক্ষমতা প্রদানের বিষয় সম্পর্কে তাঁদের অভিমত পুনর্বিবেচনা করবে। এক্ষেত্রে দলীয় ফোরামে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঐকমত্য কমিশনকে অবহিত করা হবে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন, উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার নিয়োগ, উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান, মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, সহকারী একান্ত সচিব পদায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের অভিপ্রায় অনুযায়ী সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগের বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে কমিশনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর এ বিষয়গুলো সম্পর্কে কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে পুরোপুরি একমত পোষণ করে। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কারের বিষয়ে ওয়ার্ড বৃদ্ধি করার প্রস্তাবে ভাসানী অনুসারী পরিষদ একমত হলেও ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান সম্পর্কে দলীয় ফোরামে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে জানানো হয়। এছাড়া স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপনের বিষয়ে দলটি সম্পূর্ণভাবে দ্বিমত পোষণ করে। এটি বাস্তবায়ন করা হলে বিচার বিভাগের প্রস্তাবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে মর্মে মতামত প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর নতুন বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সকল বৈষম্য নিরসনকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে প্রত্যাশা করা হয়।

২৭. কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সব সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে সকল দলের মতামত গ্রহণ করা হবে। দেশের বৃহৎ স্বার্থ এবং জাতীয় ঐক্যমতে পৌঁছানোর জন্য সকল দলের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কমিশনের অনেক বিষয়ের সঙ্গে আজকের সংলাপে একমত পোষণ করায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে ভাসানী অনুসারী পরিষদের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানানো হয়। অতঃপর বেলা ১২:৪৫ ঘটিকায় সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে গণফোরামের সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৭ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১০ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে গণফোরামের সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি
তারিখ : ২৭ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১০ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩:০০ ঘটিকা
স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান
৫.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	সদস্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী গণফোরামের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	ডা. মো. মিজানুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক
২.	বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত চৌধুরী, জ্যেষ্ঠ অ্যাডভোকেট	সভাপতি পরিষদের সদস্য
৩.	এ. কে. এম. জগলুল হায়দার আফ্রিক, জ্যেষ্ঠ অ্যাডভোকেট	সভাপতি পরিষদের সদস্য
৪.	জনাব মোশতাক আহমেদ	সভাপতি পরিষদের সদস্য
৫.	অ্যাডভোকেট সেলিম আকবর	সভাপতি পরিষদের সদস্য
৬.	অ্যাডভোকেট সুরাইয়া বেগম	সভাপতি পরিষদের সদস্য
৭.	শাহ নুরুজ্জামান	কোষাধ্যক্ষ
৮.	জনাব মুহাম্মদ রওশন ইয়াজদানী	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
৯.	জনাব লতিফুল বারী হামিম	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
১০.	জনাব রফিকুল ইসলাম পথিক	দপ্তর সম্পাদক
১১.	অ্যাডভোকেট সানজিদ রহমান শুভ	সাংস্কৃতিক সম্পাদক

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর বিশাল গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয় এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেওয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. মিজানুর রহমান ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি, সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলকেও আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। জাতীয় সংকট উত্তরণে প্রতিটি কমিশন অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ করেছে। যে সকল সুপারিশ স্প্রেডশিটে পাঠানো হয়েছে সেগুলোর জবাব প্রদান করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংকট উত্তরণ সম্ভব হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। সে রাষ্ট্রে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যমান সংবিধান প্রণয়ন ও গৃহীত হয়। স্বাধীনতার ৫৩ বছর অতিক্রান্ত হলেও কার্যত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা আইনের শাসন কায়েম হয়নি। লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের পরেও ব্যর্থ হতে হয়েছে। ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানে পরে ৩ জোটের রূপরেখার মাধ্যমে দেশ পরিচালনা হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। যার ফলে ২০২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। এ অভ্যুত্থানে অন্যান্য দল, ছাত্র-জনতা, শ্রমিক, রিকশাচালকের সঙ্গে গণফোরামও রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে, একাত্মতা প্রকাশ করেছে। যেভাবে ছাত্র-জনতাকে হত্যা করা হয়ে তা বর্ণনাতীত। আর যাতে ছাত্র-জনতার উপর কোনো গুলি না করা হয় সেজন্য অন্যান্য আইনজীবীদের সঙ্গে গণফোরামের আইনজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত চৌধুরী এবং ব্যারিস্টার সারা হোসেন হাইকোর্টে গিয়েছিলেন। জুলাই আন্দোলনে সকল স্তরের মানুষ রাজপথে নেমে এসেছিল বিধায় শেখ হাসিনা সরকারের পতনই হয়নি বরং দলবলসহ রাষ্ট্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আনয়ন এবং নির্বাচন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করার বিরাট সুযোগ এসেছে। এ মহতী কার্যক্রমে গণফোরাম অংশীদার হতে পারায় তিনি গর্ববোধ করেন। এ সুযোগকে হাতছাড়া করা যাবে না। রাষ্ট্র সংস্কার অবশ্যই জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন এবং মুক্তিযুদ্ধকে যেন প্রশ্নবিদ্ধ না করি। ১৯৭১ এবং জুলাই অভ্যুত্থানকে যেন মুখামুখি দাঁড় করানো না হয়। কারণ বাইরে এরকম প্রশ্ন উঠছে এবং কিছু গ্রুপ এ নিয়ে সক্রিয় রয়েছে। তাই এসকল বিষয়ে সজাগ ও সতর্কতা অবলম্বন করে কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জন-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এবং দেশের স্বার্থে সংবিধান সংশোধনসহ যে সকল সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে গণফোরাম সবসময় এর পক্ষে থাকবে। সংস্কার কার্যক্রম এমন হবে যাতে একটি মানবিক, অগ্রস্রিয়মান, সুন্দর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, যেখানে আর কোনো জুলাই অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হবে না। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৯. গণফোরাম সংস্কার কমিশনগুলোর যে সকল সুপারিশে একমত নয়, আংশিক একমত বা অস্পষ্ট রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

প্রজাতন্ত্র বা নাগরিকতন্ত্র

গণফোরামের বক্তব্য: 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী' এর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' ও 'জনগণতন্ত্রী' ব্যবহারে কমিশন থেকে গণফোরামের মতামত জানতে চাইলে গণফোরাম দ্বিমত পোষণ করে **এবং বিদ্যমান 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী' রাখার পক্ষে মতপ্রকাশ করে।**

কমিশনের বক্তব্য: গণফোরামের অবগতির জন্য জানানো হয়, অধিকাংশ দলই দ্বিমত পোষণ করেছে।

ভাষা

গণফোরামের বক্তব্য: ভাষা সম্পর্কিত কমিশনের প্রস্তাবের প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন এবং প্রস্তাবটির দ্বিতীয় অংশের সঙ্গে একমত পোষণ করে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

জাতীয়তা

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'বাঙালি' জাতীয়তা বললে শুধু বাঙালিদেরকে বোঝায়। কিন্তু বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও চাকমা, মারমা, ম্রো, খোয়াং, ত্রিপুরাসহ বহুজাতিগোষ্ঠীর বসবাস। সেজন্য বাংলাদেশের জনগণের জাতীয়তা 'বাংলাদেশি' সুপারিশ করা হয়েছে।

গণফোরামের বক্তব্য: যেহেতু বাংলাদেশের জনসংখ্যার অতিক্ষুদ্র কিছু অংশবাদে সবাই বাঙালি তাই জাতীয়তা 'বাঙালি' রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। তবে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর স্বীকৃতি সংবিধানে থাকবে। 'বাংলাদেশি' জাতীয়তায় দ্বিমত পোষণ করে।

অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং ৭(খ) বিলুপ্তকরণ

কমিশনের ব্যাখ্যা: গণফোরাম সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) বিলুপ্ত করার পক্ষে মতামত দিয়েছে। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৭(খ) পাঠ করে বলেন, অনুচ্ছেদটি এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, কয়েকটি ভাগসহ বেশকিছু অনুচ্ছেদ সংশোধনই করা যাবে না, যা বাস্তবসম্মত নয়। সময়ের প্রয়োজনে যে কোনো সংশোধনীর প্রয়োজন হতে পারে। অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং ৭(খ) এর বিষয় কোর্ট থেকেও একটি রায় হয়েছে।

গণফোরামের বক্তব্য: অনুচ্ছেদ ৭(ক) বিলুপ্তির পক্ষে। কিন্তু অনুচ্ছেদ ৭(খ) যেভাবে রয়েছে সেভাবেই রাখার পক্ষে। **তারপরেও অনুচ্ছেদ ৭(খ)-এ কোন কোন বিষয় থাকবে এবং কোনগুলো বাদ যাবে তা আগামী জাতীয় সংসদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভালো।** কারণ প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে গণফোরাম। **তবে কোর্টের রায় পর্যালোচনা করে অবশ্যই প্রতিপালন করা হবে।**

কমিশনের বক্তব্য: ৭(খ) যেভাবে আছে যদি সেভাবে রাখা হয় তাহলে সংবিধানের এক-তৃতীয়াংশসহ ৭(ক)ও বিলুপ্ত করা সম্ভব হবে না।

গণফোরামের বক্তব্য: কমিশন থেকে অনুচ্ছেদ ১৫০ পরিবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। কারণ **অনুচ্ছেদ ১৫০-এ স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংযুক্ত রয়েছে। ফলে গণফোরাম ১৫০ কখনই বাতিলের পক্ষে নয়।**

কমিশনের বক্তব্য: প্রথমে সংবিধানের অসংশোধনীয় ভাগ এবং অনুচ্ছেদগুলো সংশোধনের পথ উন্মুক্ত করতে হবে। তারপরে কোন ভাগে কী থাকবে বা রাখা হবে অথবা কোন অনুচ্ছেদ রাখা হবে বা কী ধরনের সংশোধন করা হবে এ বিষয়গুলো ৭(খ) বাতিল করার পরে আলোচনা করা যাবে। এর পূর্বে কিছুতেই সম্ভব নয়। **অধিকাংশ দল যদি অনুচ্ছেদ ৭(খ) সংশোধনে একমত হয় সেক্ষেত্রে গণফোরামের দলীয় অবস্থানসহ অনুচ্ছেদ ৭(খ) নিয়ে দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে জানানোর অনুরোধ করেন।**

সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি

গণফোরামের বক্তব্য: সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি পরিবর্তন সম্পর্কিত কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বিদ্যমান মূলনীতি রক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করে। **সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে বিদ্যমান রয়েছে** অর্থাৎ সংবিধানে রয়েছে। এছাড়া, **'বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী...নিশ্চিত করবে' সুপারিশটি বিদ্যমান সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নিশ্চয়তা রয়েছে বিধায়** প্রয়োজন নেই।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানের 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা' এই ৪টি মূলনীতি বাদ দিয়ে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতির বিষয়ে গণফোরামের indispensable position বিধায় এ নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করা যেতে পারে।

সংবিধানে 'মৌলিক অধিকার রক্ষা ও স্বাধীনতা' ভাগ সৃজন

কমিশনের বক্তব্য: 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' ভাগ সৃজনে দ্বিমত পোষণ করলেও মৌলিক অধিকার রক্ষায় আংশিক একমত পোষণ করা হয়েছে। 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' ভাগ সৃজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে enforceable করা। কারণ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে 'তবে' শব্দ ব্যবহার করায় সরকারকে বাস্তবায়ন না করার অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সভা সমাবেশ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ সবকিছু

কোনো কারণ ছাড়াই আটকে দিতে পারে। এর প্রতিকার চাওয়ার জন্য জনগণ কোথাও যেতে পারছে না। জনগণের অধিকারের দরজাটি খোলার জন্যই সুপারিশটি করা হয়েছে। ঐকমত্য কমিশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করা। **ঐকমত্যের ভিত্তিতে যেগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে বা বাদ যাবে সেক্ষেত্রে প্রস্তুতকৃত 'জাতীয় সনদ' গণফোরামের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না জানতে চাওয়া হয়।** বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৬টি কমিশনের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রতিটি দলের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং ওয়েবসাইডেও দেওয়া আছে।

গণফোরামের বক্তব্য: সংবিধানে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' ভাগ সৃজন সুপারিশটিতেও দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু স্প্রেডশিটের 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' ভাগের ২, ৩ ও ৫-এ আংশিক একমত পোষণ করে এবং ৪-এ দ্বিমত পোষণ করে। আলোচনায় যা বলা হয়েছে তাদের কাছে পাঠানো স্প্রেডশিটে সেরকম কিছু নেই। এটা সত্য যে, সরকার চাইলে সভা সমাবেশ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আটকে দিতে পারে। রাজনৈতিক দল পুলিশের অনুমতি ছাড়া সভাসমাবেশ করতে পারবে না, এটা খুবই ন্যক্কারজনক বিধান, যে সুযোগটি সরকার নিয়ে থাকে। এজন্য গণফোরাম সবসময় সরব ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। **সুপারিশটির উপর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পর্যালোচনার পরে মতামত দেওয়া হবে বলে জানান। তবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আগামী জাতীয় সংসদে বা আলোচনা মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে।**

আইনসভা-নিম্নকক্ষে আসন সংখ্যা ৪০০

গণফোরামের বক্তব্য: বিগত ৩টি নির্বাচনের জন্য নির্বাচনের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। সেজন্য প্রথমেই কাজ হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন। এভাবে কয়েকটি নির্বাচন করা গেলে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলে তখন সংসদই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আসন সংখ্যা কত প্রয়োজন। **নারী আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০-তে উন্নীতকরণ এবং সরসারি নির্বাচনে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। সেজন্য নিম্নকক্ষের আসন সংখ্যা ৪০০-তে দ্বিমত পোষণ করেন। একই সঙ্গে তরুণ-তরুণীদের জন্য ১০% সংরক্ষণ এবং বয়স ২১ করা সম্পর্কিত সুপারিশ এবং দ্বিকক্ষ আইনসভা প্রতিষ্ঠায় দ্বিমত পোষণ করে।**

কমিশনের বক্তব্য: শুধু অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে–বিশ্বাস করার মতো নয়। কারণ ২০০৮ নির্বাচন বিবেচনা করলেও এর পূর্ববর্তী ৩টি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তেমন পরিবর্তন হয়নি।

নিম্নকক্ষে ডেপুটি স্পিকার সংখ্যা

কমিশনের বক্তব্য: সংবিধান সংস্কার কমিশন নিম্নকক্ষে ২ জন ডেপুটি স্পিকার, যার মধ্যে ১ জন সরকারি দলের এবং ১ জন বিরোধী দলের থাকবে। কারণ ১ জন ডেপুটি স্পিকার সরকারি দল নাও মানতে পারে। তাছাড়া স্পিকারের কোনো কিছু হলে সরকারি দলের কোনো গার্ড থাকে না। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন বিরোধী দল থেকেই ১ জন ডেপুটি স্পিকারের সুপারিশ করেছে। কারণ সরকারি দলের ডেপুটি স্পিকার থাকলে বিরোধী দলের ডেপুটি স্পিকার কোনো সুযোগই পাবে না।

গণফোরামের বক্তব্য: বিরোধী দল থেকে ১ জন ডেপুটি স্পিকার রাখার সুপারিশে একমত পোষণ করে।

অনুচ্ছেদ ৭০

গণফোরামের বক্তব্য: অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধনের ক্ষেত্রে অর্থবিলের পাশাপাশি আস্থা ভোটে এবং সংবিধান সংশোধন রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনুচ্ছেদ ৭০-এর জন্যই একজন প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরাচার হয়ে ওঠে। অর্থ বিল বাদে অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন করা হলে প্রধানমন্ত্রী দলের মধ্যেও একটি চাপে থাকবে। অবগতির জন্য জানান, অধিকাংশ দল অর্থবিলের পাশাপাশি আস্থা ভোটে এবং সংবিধান সংশোধন রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। **একটি দল 'জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিল' রাখার প্রস্তাব করেছে। এ প্রস্তাবে প্রায় সব দলই দ্বিমত পোষণ করেছে। কারণ সরকারি দল তখন সবকিছু 'জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিল' বলে বিবেচনা করবে।**

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমান পদ্ধতিতে সরকারি দল না চাইলে বিরোধী দল থেকে স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য কমিশন থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আলোচনায় ৩টি পদ্ধতি সামনে এসেছে–(১) সবগুলো না দিয়ে পিআর পদ্ধতি, (২) ৫০:৫০

(৩) সুনির্দিষ্ট কিছু কমিটি বিরোধী দলকে দেওয়া। অর্থাৎ Financial Oversight Committee (FOC), স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র পরিকল্পনা, অর্থ, প্রতিশ্রুতি, বিশেষাধিকারসহ এরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুনির্দিষ্ট কমিটি। সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার পক্ষেই অধিকাংশ দল মত দিয়েছে।

গণফোরামের বক্তব্য: স্থায়ী কমিটির সভাপতি সম্পর্কিত সুপারিশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ। কমিশনের ব্যাখ্যায় তা স্পষ্ট ফুটে ওঠেছে। সেজন্য সুপারিশটি দলীয় পর্যায়ে পুনঃপর্যালোচনা করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কমিশনে প্রদান করা হবে।

সংবিধান সংশোধন-গণভোট

গণফোরামের বক্তব্য: দ্বিকক্ষ ও গণভোট থাকায় আপত্তি রয়েছে। কিন্তু সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের যে কোনো সংশোধনীতে গণভোটের সুপারিশ করার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে ৪র্থ, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশসহ এরকম গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীগুলোর সময় দুই-তৃতীয়াংশ দল কখনই নির্বাচনের পূর্বে বলেনি সংবিধানের এরকম সংশোধনী করবে। ১৯৭২-এর সংবিধানে গণভোটের কোনো বিধান রাখা হয়নি। সংবিধানে ৫ম সংশোধনীতে সুনির্দিষ্ট করে বেশ কিছু অনুচ্ছেদের জন্য গণভোটের বিধান করা হয়। ১২তম সংশোধনীতেও কিছু কিছু অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে গণভোট রাখা হয়। সর্বশেষ শেখ হাসিনা সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীতে গণভোটের বিধান একেবারেই তুলে দেন, যা সংবিধানকে সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করেছে। যদিও উচ্চ আদালত পঞ্চদশ সংশোধন অবৈধ ঘোষণা করেছে। গণভোট ব্যয়বহুল ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয় বিধায় ছোটখাটো সংশোধনীর জন্য গণভোট নয়। সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন রয়েছে, যে প্রস্তাবে প্রায় সবগুলো দল একমত পোষণ করেছে। এতে করে সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণ অবহিত হতে পারবে।

গণফোরামের বক্তব্য: কমিশন থেকে গণভোটের ব্যাখ্যা দেওয়ায় জন্য দলটি কমিশনকে ধন্যবাদ জানায় এবং গণভোটের বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে পুনঃপর্যালোচনা করে দ্রুত মতামত দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন

কমিশনের ব্যাখ্যা: গণফোরামের অবগতির জন্য জানায়, বিদ্যমান সংবিধানে বলা থাকলেও স্বাধীনতার ৫৩ বছরে এখন পর্যন্ত বৈদেশিক কোনো চুক্তিই সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে সংসদ বা জনগণ এ বিষয়ে অন্ধকারে থেকে যায়। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সংসদকে জানানোর প্রস্তাব করা হলেও রাষ্ট্রীয় বিবেচনায় সবচুক্তি আগেই আলোচনা সম্ভব নয় বলে দলীয় মতামত এসেছে। সেক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের পরে হলেও সংসদে আলোচনা করতে হবে এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলে ক্লোজ সেশনে আলোচনা করতে হবে। অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বা পরে যখনই হোক না কেন সংসদে আলোচনা করতে এবং অনুমোদন নিতে হবে।

গণফোরামের বক্তব্য: পূর্বে বা পরে যখনই হোক না কেন আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদকে অবহিত করা এবং অনুমোদন নেওয়া সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করে।

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

গণফোরামের বক্তব্য: সংবিধানের বিদ্যমান পদ্ধতিতে একমত পোষণ করে।

নির্বাহী বিভাগ–অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ২টি কাজ (প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ) প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া করতে পারেন। বাস্তবে তাও পারেন না। রাষ্ট্রপতিকে সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা দেওয়া যাতে চেক এন্ড ব্যালেন্সের মাধ্যমে ক্ষমতায় ভারসাম্য আসে। **সেজন্য অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি যাতে কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রপতির সুনির্দিষ্ট কাজ সকল দল মিলে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করবে।**

গণফোরামের বক্তব্য: গণফোরাম সবসময় বিশ্বাস করে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়নে। কমিশনের সুপারিশে সুনির্দিষ্ট কী কী ক্ষমতা দেওয়া হবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। সেজন্য আংশিকভাবে একমত পোষণ করে মতামত দেওয়া হয়েছে। **রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সুনির্দিষ্টকরণে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে দলীয় পর্যায়ে বিবেচনা করে জানানো হবে এবং কমিশনের অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো পরামর্শ থাকেল তাও শেয়ার করার অনুরোধ করা হয়।**

প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি নিয়োগ

কমিশনের বক্তব্য: প্রধান বিচারপতি হিসেবে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। ফলে এখানে প্রধানমন্ত্রীর আর কোনো ভূমিকা থাকবে না। অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল (জেএসি) নামে একটি কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। ফলে বিচারপতি নিয়োগে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)

কমিশনের বক্তব্য: এনসিসি গঠিত হলে সরকারি দল, বিরোধী দল, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ অর্থাৎ রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গ একজায়গায় হবে, পারস্পরিক আলোচনা হবে এবং রাষ্ট্র ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। সেক্ষেত্রে কোনো দলের পক্ষে দলীয় বিবেচনা করার সুয়োগ কম থাকবে। এনসিসি-তে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্য সকল সদস্যই নির্বাচিত প্রতিনিধি। কারণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে সুপারিশ করা হয়েছে তাতে রাষ্ট্রপতিও অনেকটা নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে প্রধান বিচারপতি যেহেতু জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচন হবে সেক্ষেত্রে তিনি দলীয় বা নির্বাচিত নন। অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পরে এনসিসি গঠনেও পরিবর্তন হবে। তখন ৫ সদস্য বিশিষ্ট এনসিসি হবে। কমিশনের সুপারিশে এনসিসি-এর গঠন ও কার্যক্রম বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এতে করে রাজনৈতিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং জনগণের বিশ্বস্ততার একটি জায়গা সৃষ্টি হবে, ক্ষমতায় চেক এন্ড ব্যালেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এনসিসি ন্যায়পালের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। **এনসিসি গঠনের বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে জানানোর অনুরোধ করেন।**

গণফোরামের বক্তব্য: এনসিসির মতো একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয়ে গণফোরাম সবসময়ই সরব ছিল। কমিশনের সুপারিশটি হয়তো বুঝতে সমস্যা হওয়ায় দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। **এনসিসি সম্পর্কিত সুপারিশটি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গ মতামত প্রদান করা হবে।**

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও মেয়াদ

কমিশনের ব্যাখ্যা: একজন এমপি হতে একটি নির্দিষ্ট এলাকার মাত্র কয়েক লক্ষ ভোটের প্রয়োজন হয় এবং এমপি হলেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে সারাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর উপরে ভাবতে পারে। ফলে পরবর্তী power excerching জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বা semi presidential রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন।

গণফোরামের বক্তব্য: জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তাব করা হলেও কমিশনের ব্যাখ্যার পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করা হবে। তবে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৪ বছরে দ্বিমত পোষণ করে ৫ বছর রাখার পক্ষে প্রস্তাব করে। এছাড়াও,

আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন–সুপারিশে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় একমত নয়।

আইনসভা ভেঙে দেওয়া সম্পর্কিত সুপারিশে দ্বিমত পোষণ করে। সংবিধানে বিদ্যমান ৫৭(২) বহাল রাখার পক্ষে।

প্রধানমন্ত্রীর টার্ম

গণফোরামের বক্তব্য: যে কোনো উপায়ে হোক না কেন প্রধানমন্ত্রীর টার্ম সর্বোচ্চ ২ বারে একমত পোষণ করে।

কমিশনের বক্তব্য: অবগতির জন্য জানান, কিছু কিছু দল প্রধানমন্ত্রীর টার্ম ২ বারে একমত। **আবার কিছু কিছু দল প্রধানমন্ত্রীর টার্ম সর্বোচ্চ ৩ বারে একমত। ৩ বারের ক্ষেত্রে একাদিক্রমে ২ বার তারপরে গ্যাপ দিয়ে ১ বার অথবা যে কোনোভাবে গ্যাপ দিয়ে ৩ বার।**

প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা, দলীয় নেতা এবং সংসদীয় দলের নেতা

কমিশনের বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী সবগুলো পদ ভোগ করায় স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং ভারসাম্য আনয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সংসদীয় দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাতে অসুবিধা নাই। কিন্তু অন্যান্য দেশের মতো সংসদ-নেতা ও দলীয় নেতা ভিন্ন ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন। এতে কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বেশি নিশ্চিত হবে। **অবগতির**

জন্য জানান, কোনো কোনো দল দলের নেতা কে হবে সেটা সংবিধানে সংযুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। করণ এটা দলের নিজস্ব বিষয়। বিষয়টিও পর্যালোচনায় রাখার অনুরোধ করেন।

গণফোরামের বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী সংসদ-নেতা না হলে সংসদীয় কার্যক্রমে জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তবে দলীয় নেতা ভিন্ন কেউ হওয়ায় একমত পোষণ করে। এতে করে কিছুটা হলেও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য ফিরে আসবে।

অন্তর্বর্তী সরকার–মেয়াদ

গণফোরামের বক্তব্য: অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ৯০ দিনে একমত পোষণ করে এবং আগামী জাতীয় সংসদে বিধানটি বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব করে।

প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ

কমিশনের বক্তব্য: প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগে সংবিধান সংস্কার কাউন্সিল এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কাউন্সিল ২টি সুপারিশ করেছে। যেখানে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগে সুস্পষ্ট সুপারিশ রয়েছে। গণফোরাম এনসিসি-এর বিষয় পরবর্তীকালে মতামত প্রদান করবে। তারপরেও প্রধান উপদেষ্টা/তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগে গণফোরামের কোনো প্রস্তাবনা আছে কি না জানতে চান।

গণফোরামের বক্তব্য: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগে প্রধান বিচারপতিকে নিয়েও ক্ষমতাশীল দল অনেক রাজনীতি করে বিতর্কিত করে ফেলেছে। যদিও সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে নিয়োগের জন্য খুবই যোগ্য। নাগরিকের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হলেও যে সঠিক ব্যক্তিকে দেওয়া হবে সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বিচার বিভাগ–হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ

হাইকোর্ট বিকেন্দ্রিকরণ

গণফোরামের বক্তব্য: বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বিধায় হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের সুযোগ নেই। এ বিষয়ে আদালতেরও একটি রায় রয়েছে। সেটিও পর্যালোচনায় নিতে হবে। তাছাড়া হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ করা হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা নয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: হাইকোর্টকে একবার বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রক্রিয়া শুরু হলে কোর্ট থেকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বিবেচনায় বাতিল করে দেয়। যদিও এ রায় নিয়ে অনেক সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি আর বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি এক নয়। বলা যায়, এটা জনগণের মৌলিক দাবি। কমিশনও দেশের বিশাল জনসংখ্যার সুবিচার নিশ্চিতে জনগণের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ করেছে। সকল দল বিচারের সহজলভ্যতায় একমত হলে জনগণের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বাস্তবায়নের চেষ্টায় অসুবিধা থাকার কথা নয়। স্বার্থান্বেষী কতিপয় লোকের জন্য হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে না তা যৌক্তিক নয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০ অনুযায়ী সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের কথা থাকলেও স্বাধীনতার ৫৩ বছরে এখন পর্যন্ত কোনো সার্কিট বেঞ্চ স্থাপন করা হয়নি। সার্কিট বেঞ্চ করা হলেও জনবল, অবকাঠামোসহ অনেক কিছু প্রয়োজন হবে, যা হবে অস্থায়ী। স্থায়ী বেঞ্চ করা হলে জনগণের বেশি উপকারে আসবে। সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন উক্ত রায় পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক unitary character রক্ষা করেই হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ করেছে। **বিষয়টি দলীয়ভাবে পুনরায় বিবেচনা করে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়।**

Judicial Appoinments Commission

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান পদ্ধতিতে বিচারক নিয়োগে কোনো ধরনের স্বচ্ছতা নেই। সেজন্য বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে **Judicial Appoinments Commission** (JAC) সৃজনের সুপারিশ করা হয়েছে। JAC নাম না হলেও অন্য নামে অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া সরকার ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

গণফোরামের বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যার পরে গণফোরাম নীতিগতভাবে JAC গঠনে একমত পোষণ করে।

গণফোরাম ৫টি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্তকরণ সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

সহ-সভাপতি: সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা ও মতামত প্রদানের সময় অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সম্পর্কিত যে সকল সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে সেগুলো নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন

কমিশনের ব্যাখ্যা: সকল পর্যায়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সবসময় স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার সুপারিশ করা হয়েছে। অতীতে সরকারি দল স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় ব্যাপক হস্তক্ষেপ করেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৪ মাস করা হলে ১ম ২মাসের মধ্যেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করে পরবর্তী ২ মাসে জাতীয় নির্বাচন করবে। একটি সার্ভে থেকে প্রতীয়মান ৬৫-৭০% জনগণ স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে চায়। সেজন্যই জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়েছে।

গণফোরামের বক্তব্য: আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন নয়। **তবে ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করে।**

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

কমিশনের ব্যাখ্যা: সীমানা নির্ধারণ একটি দীর্ঘমেয়াদি বিশেষজ্ঞ কাজ এবং এর জন্য বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হবে। প্রতি আদমশুমারির পরে একটি অস্থায়ী কর্তৃপক্ষ গঠন করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করা হবে। এতে অতীতের মতো নির্বাচন কমিশন বিতর্কিত হবে না। বরং নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করতে পারবে। পার্শ্ববর্তী দেশসহ অনেক দেশেই সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য আলাদা কর্তৃপক্ষ বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

গণফোরামের বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যায় সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করে।

নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা

কমিশনের ব্যাখ্যা: ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪-সহ এরকম নির্বাচনকে বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশনারগণ দায়িত্ব থেকে চলে যাওয়ার পরেও সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ, শপথ ভঙ্গ, অসদাচরণ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগের জন্য তাদেরকে আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। বিদ্যমান ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় অভিযোগের বিষয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে অভিযোগ দাখিল করা যায়। কিন্তু দায়িত্ব থেকে চলে গেল কোনো আইনে কাভার না করায় কিছু করার থাকে না। সেজন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে। উক্ত কমিটি দায়িত্ব থেকে চলে যাওয়া নির্বাচন কমিশনারদের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ নিয়ে কাজ করবে। মূল বিষয় হচ্ছে, প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেউ দায়বদ্ধতার উপরে নয়। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে দেওয়া যায় কি না জানতে চাইলে জানানো হয়, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে দেওয়া হলে সকল সাংবিধানিক সংস্থা চলে আসবে বিধায় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিচারিক কাউন্সিলে পরিণত হবে, যা কারোই কাম্য নয়। **নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতার বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে পুনর্বিবেচনা করে পরবর্তীকালে মতামত অথবা বিকল্প প্রস্তাব থাকলে তাও দেওয়ার অনুরোধ করেন।** উক্ত ৩টি নির্বাচনের সঙ্গে জড়িতদের বিষয় জানতে চাইলে জানানো হয়, **উক্ত ৩টি নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত সকলকে চিহ্নিত করার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।** বিস্তারিত নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

গণফোরামের বক্তব্য: যাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নির্বাচন কমিশন শপথ ভঙ্গ বা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাসহ অনৈতিক কাজ করলে তাদের কাছে তদন্ত ও বিচারের ভার দেওয়া হলে খুব একটা কাজে আসবে না। তবে গণফোরাম নীতিগতভাবে এদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে একমত। **নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতার বিষয়টি দলীয় পর্যায়ে পুনর্বিবেচনা করে পরবর্তীকালে মতামত দেওয়া হবে।** নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত ব্যয়ের বাইরেও বিপুল অর্থ নির্বাচনে ব্যয় হয়, যাকে কালো টাকা হিসেব আখ্যায়িত করা হয়। এই কালো টাকা নির্বাচনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। হাতে নাতে ধরা পড়ার পরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ব্যয়ের হিসাব নিকাশ নির্বাচনের ৭ দিনের মধ্যে জমা দিলেই নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করে। দাখিলকৃত হিসাব ভুয়া না সঠিক তা তদারকির কোনো ব্যবস্থা নেই। **নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার রোধ এবং যারা ব্যবহার করবে তাদেরকে ধরার বিধান করতে হবে। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনারসহ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট/জড়িত সকলকে আইনের আওতায় আনার বিষয়ে আইন বিধিবিধান করা একান্ত প্রয়োজন।**

প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা–মানবতাবিরোধী অপরাধ

কমিশনের ব্যাখ্যা: কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পর কোর্ট অভিযোগ গঠন করলে সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতাবিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। তবে তা যে কোনো অপরাধের জন্য নয়, শুধু মানবতাবিরোধী অপরাধের ক্ষেত্রে। যদি এটি সুপারিশ আকারে না রাখা হয় তাহলে বিগত ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচার সরকারের অনেকেই নির্বাচনে দাঁড়াবে, যারা মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত। ভবিষ্যতে কোনো দলও এরকম অপরাধ করতে পারে। তাদের ক্ষেত্রেও এ আইন প্রযোজ্য হবে। সবদিক বিবেচনায় সুপারিশটি করা হয়েছে।

গণফোরামের বক্তব্য: কারো অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা যাবে না। আমাদের দেশে কোনো দোষ ছাড়াই অনেককে অনেক সময় অভিযুক্ত করার প্রবণতা অতীতে লক্ষ করা গেছে। ভবিষ্যতেও যে হবে না তা নয়। অনেক অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। **সেজন্য শুধু অভিযোগ দায়ের হলেই নির্বাচন করতে পারবে না–সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক রায় না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের অযোগ্য করা ঠিক হবে না।**

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

তথ্য অধিকার আইন ও অফিস সিক্রেট অ্যাক্ট

কমিশনের বক্তব্য: গণফোরাম থেকে তথ্য অধিকার আইন ও অফিস সিক্রেট অ্যাক্ট-এ আংশিক একমত পোষণের কথা বলা হয়েছে। কোন ক্ষেত্রে আংশিক একমত তা জানতে চাওয়া হয়।

গণফোরামের বক্তব্য: তথ্য অধিকার আইন ও অফিস সিক্রেট অ্যাক্ট সংশোধন সম্পর্কিত সুপারিশ ২টিতে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। কিন্তু বাস্তবায়ন হতে হবে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের মাধ্যমে।

নাগরিক কমিটি গঠন

কমিশনের বক্তব্য: মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি রয়েছে। কিন্তু জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অর্থাৎ স্থানীয় কার্যক্রম watchdog করার কোনো ব্যবস্থা নেই। সেজন্য স্থানীয় পর্যায়ের কার্যক্রম watchdog করার জন্য অরাজনৈতিক কমিটি হিসেবে সাধারণ নাগরিকদের সমন্বয়ে 'নাগরিক কমিটি'র সুপারিশ করা হয়েছে। জনগণ যথাযথ সুযোগসুবিধা পাচ্ছে কি না তা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও এ বিষয়ে অন্য একটি সুপারিশ করেছে। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন কোনো সুপারিশ করে থাকলে সেটাও বিবেচনায় নিতে হবে।

গণফোরামের বক্তব্য: একটি দেশের বিশেষ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলন: যেমন ১৯৫২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ এবং সর্বশেষ ২০২৪ জুলাই আন্দোলনে তরুণ-তরুণী বিশেষ করে ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ৫ আগস্টের পরে দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে অতীতে তা কখনও হয়নি। ছাত্ররা পড়ালেখা করবে। কিন্তু তারা এখন শুধু রাজনীতিই নয় সকল জায়গায় তাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। এটা জাতির জন্য খুব একটি ভালো ফল বয়ে নিয়ে আসবে না। এর থেকে ছাত্রদেরকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। এ সমস্ত কমিটি যে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কমিটিতে পরিণত হবে না তাও বোধগম্য নয়। **তবে ছাত্র বাদ দিয়ে নাগরিক কমিটি গঠনে নীতিগতভাবে গণফোরাম একমত পোষণ করে।**

পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন

কমিশনের বক্তব্য: স্বাধীনতার পরে ২টি পাবলিক সার্ভিস কমিশন ছিল। পরবর্তীকালে ১টি করা হয়। দেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাপক ডাক্তার ও শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যাদের জন্য আলাদা পাবলিক সার্ভিস কমিশন হলে ভালো হয়। কারণ আলাদা সিলেবাস, পরীক্ষার সময়সীমা, আলাদা নিয়োগ পদ্ধতি প্রয়োজন। সংবিধানেও এক বা একাধিক বলা রয়েছে। সেজন্য আরও ২টি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

গণফোরামের বক্তব্য: বিদ্যমান পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে শক্তিশালী করা হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কতগুলো কমিশন করে অর্থ ব্যয়ের কোনো যুক্তি নাই। **পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে।**

SSB পরিবর্তন করে SES করা

কমিশনের বক্তব্য: উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতির জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থায় কেবিনেট সচিবের সভাপতিত্বে কেবিনেট কমিটি রয়েছে, যারা পদোন্নতির সুপারিশ করে থাকে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে, অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতি পাবে। অতিরিক্ত সচিব থেকে সচিব পদোন্নতির বিষয়টি সরকার পরিচালনার জন্য flexibility হিসেবে রাখা হয়েছে। সুপারিশ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা গেলে উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ইতোমধ্যে এসএসবি-এর পরিবর্তে পদোন্নতিতে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছে। **সুপারিশটি পুনঃপর্যালোচনার অনুরোধ করা হয়।**

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

সহ-সভাপতি: দুদকের কিছু বিষয় ইতোমধ্যে আলোচনা হয়ে গেছে। যে সকল সুপারিশে আংশিক একমত পোষণ করা হয়েছে সেগুলো মূলত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার জন্য। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যেটা যেভাবে হওয়ার সেভাবেই হবে বা সকল দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হবে। মূল বিষয় হচ্ছে একমত হওয়া।

দুদক আইন ২০০৪ এর ধারা ৬(১) সংশোধন

কমিশনের ব্যাখ্যা: দুদক আইন ২০০৪-এর ধারা ৬(১) সংশোধন করে ধারা ৭-এর অধীন ‘বাছাই কমিটি’ নাম পরিবর্তন করে ‘বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি’ করার সুপারিশ করা হয়েছে। বাছাইয়ের সঙ্গে পর্যালোচনা করা। কারণ বিদ্যমান আইনে দুদকের কোনো জবাবদিহিতা নাই। শুধু বার্ষিক একটি প্রতিবেদন দিতে হয়। দুদকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্যই সুপারিশটি করা হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। সুপারিশটির সঙ্গে একমত না হওয়ার কারণ জানতে চান।

গণফোরামের বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যার পরে দুদক আইন ২০০৪ এর ধারা ৬(১) সংশোধন করে ধারা ৭-এর অধীন ‘বাছাই কমিটি’ নাম পরিবর্তন করে ‘বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি’ করা সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

গণফোরামের বক্তব্য: প্রধান বিচারপতি আপিল বিভাগে কর্মরত সর্বোজ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে নিয়োগ দেওয়া সম্পর্কিত সুপারিশটিতে একমত পোষণ করে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ

কমিশনের ব্যাখ্যা: আপিল বিভাগের বিচারক সংখ্যা ন্যূনতম ৭ (সাত) জনের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রয়োজনে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে। তাছাড়াও, প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক বিচারক নিয়োগেরও সুপারিশ করা হয়েছে।

গণফোরামের বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যার পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করে। এ সংক্রান্ত গণফোরামও একটি প্রস্তাব দিয়েছে অর্থাৎ কমপক্ষে ১০ জন বিচারক।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা:

কমিশনের বক্তব্য: পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রায় সবগুলো প্রতিবেদনই নির্বাহী আদেশে বা অধ্যাদেশ প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় বিধায় এগুলো আলোচনার টেবিলে রাখা হয়নি। প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে অন্তর্বর্তী সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। কারণ আশু এবং এখনই বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সেজন্য আলোচনার টেবিলে থাকলে বাস্তবায়ন ধীর গতিতে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে ঐকমত্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনসহ সকল সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেওয়া আছে। যে কেউ বা যে কোনো দল উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে মতামত বা প্রস্তাব দিতে পারে।

গণফোরামের বক্তব্য: সংবিধান সংশোধনের বাইরে বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের যে সকল সুপারিশ রয়েছে সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে। আলোচনার নামে কোনো কিছু যেন ঝুলে না থাকে। কারণ বিপ্লবী সরকার, গণ পরিষদ, সংবিধান

স্থগিতকরণসহ বিভিন্ন কথাবার্তা মাঠে ময়দানে ভেসে বেড়াচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে শপথ নিয়েছে। সরকারকে সংবিধান অনুযায়ী চলতে হবে। তাই ন্যূনতম সাংবিধানিক কাঠামো বজায় রাখতে হবে। সুপারিশ যেখান থেকেই হোক না কেন ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন হবে জাতীয় সংসদে। 'জাতীয় সনদ'-এ সকল দল ঐকমত্য হয়েই দস্তখত করব। ক্ষমতায় গিয়ে বাস্তবায়ন না করলে সে দল জনগণের কাছে অভিযুক্ত থাকবে। জন-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাকি সুপারিশগুলো অর্থাৎ পুলিশ, জনপ্রশাসন, দুর্নীতি দমন, বিচার বিভাগ সম্পর্কিত সুপারিশগুলো অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নে কোনো অসুবিধা নেই। গণফোরামকে অনেক সময় আলোচনার সুযোগ দেওয়ায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানায়।

সহ-সভাপতি: অবগতির জন্য জানান, আলোচনায় যেগুলোতে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করা হবে। আশা করা যায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নিয়েও ঐকমত্যে পৌঁছানো যাবে। দীর্ঘক্ষণ আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য গণফোরামের সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ

৩০ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৩ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ৩০ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৩ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : মঙ্গলবার, সকাল-১০:০০ ঘটিকা।

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য
৫.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম	সভাপতি
২.	জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স	সাধারণ সম্পাদক
৩.	জনাব মিহির ঘোষ	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
৪.	অধ্যাপিকা এ এন রাশেদা	সদস্য, সভাপতিমণ্ডলী
৫.	কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন	সদস্য, সভাপতিমণ্ডলী
৬.	জনাব অনিরুদ্ধ দাশ অঞ্জন	সদস্য, সভাপতিমণ্ডলী
৭.	কাজী রুহুল আমিন	সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
৮.	জনাব রাগিব আহসান মুন্না	সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
৯.	ডা. সাজেদুল হক রুবেল	সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
১০.	জনাব আবিদ হোসেন	সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
১১.	অধ্যাপক ডা. ফজলুর রহমান	কোষাধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় কমিটি

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ঐতিহাসিক ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২০২৪-এর জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে যে সমস্ত লড়াকু তরুণেরা অকাতরে জীবন দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। যাঁরা আহত, অঙ্গহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি সহানুভূতি কামনা করেন। যাঁরা আহত অবস্থায় হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন তাঁদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। গত ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসনামলে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ভূলুণ্ঠিত করে দেওয়া হয়েছিল, গণতন্ত্রের নামে অদ্ভুত মাফিয়াতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুনভাবে গড়ে তোলার যে জন-আকাঙ্ক্ষা তা বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। আলোচনার সুবিধার্থে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সুপারিশগুলো একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে স্প্রেডশিট আকারে ১৬৬টি সুপারিশ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঐকমত্য কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্র গঠনের পুনর্বিনাসের যে আলোচনা, সংস্কারের আলোচনা তা প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ধারাবাহিকতার ফল। জুলাই ২০২৪ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আকাঙ্ক্ষা আরো উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়ে একটি পথরেখা প্রস্তুতের চেষ্টা করা হবে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে ‘জাতীয় সনদ’ তৈরি করা যা ভবিষ্যতের বাংলাদেশের পথরেখা কেমন হবে তার অগ্রযাত্রার পথ চিহ্নিত করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। একটি ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল হিসেবে যে লড়াই-সংগ্রাম করেছে তারই সুফল। বাংলাদেশের কাঠামোগত পরিবর্তনে সুনির্দিষ্ট করা এবং সেগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে মূল লক্ষ্য। ফ্যাসিবাদী শাসককে পরাস্তের বিজয়ের একধাপ মাত্র। রাষ্ট্র কাঠামোকে বদলে দিয়ে নাগরিকদের সুরক্ষা করা, সমতার বিধান নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এগুলো দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের অংশ। বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নমত থাকলেও অনেক বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হবে।

৮. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং সর্বশেষ জুলাই ২০২৪ অভ্যুত্থানে যাঁরা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, অসাম্প্রদায়িক সংগ্রাম, শোষণমুক্তির সংগ্রামে নিজের জীবন উৎসর্গ করায় তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। বাংলাদেশের মানুষ অল্পতে খুশি থাকে, কিন্তু যখন তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয় না তখন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু তা পূরণ হয়নি এবং বারবার হোঁচট খেয়েছে। ফলে ’৯০-এ গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে। ২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদী শাসক নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে। তরুণ, শিক্ষার্থী, শ্রমিকসহ দেশের আপামর জনগণ ফ্যাসিবাদ শাসককে হঠাতে সক্ষম হয়েছে। এ দেশের মানুষ পরাজয় মানে না। অন্তর্বর্তী সরকারের দৈনন্দিন কাজের বাইরে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য কাজ করে যাওয়ায় ধন্যবাদ জানান। প্রধান কাজের বাইরে অন্য কাজ করলে সংকট সৃষ্টি হতে পারে। সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করা। নির্বাচনের পথরেখা আগেই করা প্রয়োজন। জাতীয় সনদ একটি বড় বিষয়। তবে তার দলের দিক থেকে কোনো দ্বিমত নেই। যতটুকু ঐকমত্য দরকার তার ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া। দেশে আর কখনো স্বৈরতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদ ফিরে আসতে না পারে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে যা কাম্য নয়। ’৯০-এর আলোকে একটি আচরণ বিধি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা তা রক্ষা করেনি। এখন প্রশ্ন আসে যে, এগুলো তৈরি করলে বাস্তবরূপ দিবে কি না। তবে আগের প্রেক্ষাপট এবং এবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাতীয় ঐকমত্য সনদ যদি কেউ না মানে তাহলে জনগণই তাদের প্রত্যাখান করবে। যদিও ঐকমত্যের বড় সনদ করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে ঐকমত্য হয়ে একটি আচরণ বিধি করা সম্ভব কি না। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করে নির্বাচন সম্ভব হয়, অর্থাৎ সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য যা যা সংস্কার প্রয়োজন। কোনো কিছু বাস্তবায়নের জন্য জনগণের ম্যান্ডেট নিতে হবে। ম্যান্ডেট না নিয়ে যদি জোর জুলুমের মাধ্যমে করি তাহলে আখেরি ফল ভালো হয় না। যতটুকু করা সম্ভব, বাকিটুকু জনগণের ওপর ছেড়ে দেওয়া। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের ভিতরে যে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা, বৈষম্যমুক্তির আকাঙ্ক্ষা সামনে এসেছে, তা পরাজিত হবে না। ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপরিশ নিয়ে আলোচনা

সংবিধানের মূলনীতি-নাগরিকত্ব

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: নাগরিকত্বের বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে পরিচিত হবেন। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্যদের বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সুপারিশগুলোতে নীতিগতভাবে একমত হলে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বের করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের ঘোষণাপত্রের মধ্যে ৩টি আদর্শের বিষয় উল্লেখ রয়েছে, এটি সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে। ১৯৭২ সালে ৪ নীতির বিষয়ে বিভিন্ন সমালোচনা ছিল। ১৯৭১ সালকে অস্বীকার করে কোনো কিছুই করা সম্ভব হবে না। 'বহুত্ববাদ' আজকের নয়, হাজার বছরের। শুধু ধর্মের বিবেচনায় নয়, অন্যান্য বিবেচনায় কীভাবে ধারণ করা যায়। মূলনীতিতে ১৯৭১ এবং জুলাই ২০২৪ যেন অন্তর্ভুক্ত থাকে। নির্বাচন যেমন প্রাসঙ্গিক, তেমনি সংবিধানসহ অন্যান্য বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক। আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং সকলেই বাংলাদেশি। দেশের সকলকে সমান মর্যাদা দেওয়া।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: ১৯৭২ সালেই সংবিধান প্রণয়নের সময় 'শিক্ষা, বস্ত্র, চিকিৎসা (স্বাস্থ্য), খাদ্য, বাসস্থান' প্রভৃতিকে বাস্তবায়নযোগ্য মৌলিক অধিকারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সিপিবি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। এটা না করায় গণতন্ত্র শুধু মৌখিক গণতন্ত্র হয়ে আছে। মৌলিক অধিকারগুলোকে সুনির্দিষ্ট করা দরকার। দেশে মাথাপিছু আয়ের হিসাবে মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তাতে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন হবে না।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্বাধীনতা-পরবর্তী রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে তেমন সক্ষমতা ছিল না। বর্তমানে রাষ্ট্র সে অবস্থায় নেই। রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করেই শিক্ষা, চিকিৎসা (স্বাস্থ্য), খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারগুলো পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্র সামর্থ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবে। যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হয়ে সেটা রাষ্ট্রকে প্রমাণ করতে হবে। মৌলিক অধিকারে নতুন কোনো কিছু যুক্ত করার থাকলে চিন্তাভাবনা করে জানানোর অনুরোধ করেন।

আইনসভা-দ্বিকক্ষ

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রয়োজন নেই। তবে এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদে সংখ্যানুপাতে নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত। পিআর এর সঙ্গে স্থানীয় সরকার যুক্ত থাকবে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট এবং সংখ্যানুপাতিকের বিষয়টি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা, বিচার বিভাগের মধ্যে প্রথমেই আইনসভা আসা উচিত। অতীতের কতগুলো সংসদ নির্বাচন পর্যালোচনায় দেখে যায়, মোট ভোটের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এককক্ষ হলে সরকারি দল যা খুশি তাই করতে পারে–সরকারি দল নিজের ইচ্ছামতো সংবিধান সংশোধন করে ফেলে। দ্বিকক্ষ হলে এটা সম্ভব হবে না। আবার উচ্চকক্ষে জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের পিআর নির্বাচন হলে স্যাডো হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনে কোনো দল ১ শতাংশ ভোট পেলেই উচ্চকক্ষে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। সেক্ষেত্রে ভালো প্রস্তাব হলে বিরোধী দল সহযোগিতা করবে। যে কোনো বিষয় নিম্নকক্ষ পাশ করলে উচ্চকক্ষ পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে ফেরত পাঠাতে পারবে। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকলে ভারসাম্য ফিরে আসবে। চেক এন্ড ব্যালেন্স সৃষ্টির জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানানো হয়।

নিম্নকক্ষের আসন

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: নিম্নকক্ষে ৪০০টি আসনের ব্যাপারে একমত পোষণ করে। তন্মধ্যে নারীরা ১০০টি আসনে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নিম্নকক্ষে ৪০০টি আসনের সুপারিশ করা হয়েছে যার মধ্যে ১০০টি আসনে নারী প্রতিনিধি সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কারণ বিদ্যমান পদ্ধতিতে মহিলা সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে ২ জন পুরুষ সংসদ-সদস্যের সমর্থন নিতে হয়, যা একজন নারীর জন্য বিব্রতকর। এর থেকে বের হওয়া এবং নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন সারাদেশকে ১০০টি আসনে ভাগ করে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে

১০০টি আসনে নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। ২টি সুপারিশেরই সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। নারী আসনে নির্বাচন পদ্ধতি পর্যালোচনা করার অনুরোধ করা হয়।

ডেপুটি স্পিকার মনোনয়ন

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: ২ জন ডেপুটি স্পিকার মনোনীত করার বিষয়ে একমত।

প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা ও রাজনৈতিক দলের নেতা

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান একই ব্যক্তি থাকবেন না। নীতিগতভাবে একমত। তবে সংসদ-নেতা বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংসদ-নেতা এবং সংসদীয় দলের নেতা ভিন্ন বিষয়। প্রধানমন্ত্রী করা হবে সংসদীয় দল তা নির্ধারণ করে থাকে। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় দলের নেতা হতেই হবে। এর বিকল্প নেই। কিন্তু একই ব্যক্তি নির্বাহী বিভাগের প্রধান এবং আইনসভার প্রধানের অর্থাৎ সংসদ-নেতা হলে সংসদীয় কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় না। বর্তমান পদ্ধতিতে ৩টি পদই একই ব্যক্তি হওয়ায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার হয়ে ওঠছে। ভারত, যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন দেশে আলাদা আলাদা রয়েছে। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্যই প্রস্তাবটি করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৭০

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এ অর্থবিল এবং আস্থা ভোট রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এর জন্যও প্রধানমন্ত্রী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন, যেখান থেকেও ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করার কোনো পন্থা বাংলাদেশ সংবিধানে বিদ্যমান নেই, যা অন্যান্য দেশে রয়েছে। কয়েক দিন পরপর ক্ষমতা পরিবর্তন যাতে না হয় সেজন্য আস্থা ভোট যুক্ত করার পক্ষে অধিকাংশ দল মতামত দিয়েছে। পক্ষান্তরে অনুচ্ছেদ ৭০ পুরোপুরি বাদ দেওয়া হলে হর্স ট্রেডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অনেক দল গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধন যাতে আটকে না যায় সেজন্য সংবিধান সংশোধন রাখার পক্ষে মতামত দিয়েছে। সেজন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এ অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন এই ৩টি রাখার বিষয়ে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: স্থায়ী কমিটির সভাপতি সবগুলো বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন যুক্তিযুক্ত হবে না।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সবগুলো বিরোধী দল থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আলোচনায় ৩টি প্রস্তাব পওয়া গেছে, যথা– ১. ৫০:৫০, ২. সদস্য সংখ্যানুপাতিক এবং ৩. সুনির্দিষ্ট কিছু কমিটি বিরোধী দলকে দেওয়া। অধিকাংশ দল সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট কমিটিগুলো হলো Financial Oversight Committee (FOC), প্রতিশ্রুতি কমিটি, বিশেষাধিকার কমিটি, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, অর্থ, পরিকল্পনা এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। বিরোধী দলকে কোন কোন কমিটি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় তা চিন্তাভাবনা করে মতামত দেওয়ার অনুরোধ করেন।

সংবিধান সংশোধন–গণভোট

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোট রাখার বিষয়টি আলোচনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: এ পর্যন্ত কয়েকটি সুষ্ঠু নির্বাচনের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৩৫-৪০% ভোট পেয়েই একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং ঐ দল তাদের মতো করে সংবিধান সংস্কার করছে। জনগণের ধারে কাছেও যায়নি। ফলে প্রায় ঐ সকল সংশোধনীতে ৬০-৬৫% জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয়নি। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই গণভোটের প্রস্তাব করা হয়েছে। সকল সংশোধনীর ক্ষেত্রে নয়। সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ সংশোধনের জন্য গণভোটের বিধান রাখা একান্ত সমীচীন। ১৯৭২-এর সংবিধানে গণভোটের বিধান না রাখা হলেও ৫ম সংশোধনীতে গণভোটের বিধান যুক্ত করা হয়েছিল, যা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়। **গণভোটের বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন**।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল(এনসিসি)

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: এনসিসি-এর বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ বর্তমান বাস্তবতায় বাস্তবসম্মত হবে না। বিকল্প কোনো প্রতিষ্ঠান করা যায় কি না তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গের এক টেবিলে বসে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। এনসিসি হলে সেটা সম্ভব হবে এবং এক টেবিলে বসে জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত সবাই নির্বাচিত প্রতিনিধি। এনসিসি মূলত-(১) সকল সাংবিধানিক সংস্থায় নিয়োগ প্রদান, (২) তিন বাহিনী প্রধান নিয়োগ, (৩) অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগসহ আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর একক কর্তৃত্বে বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কোনো আলোচনা ব্যতীত বিতর্কিত ব্যক্তিদের পদায়ন করা হয়। এতে করে যোগ্য, সৎ, দক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ পাবে। শ্রীলঙ্কায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। **এনসিসি-এর বিষয়ে পর্যালোচনা করে মতামত দেওয়ার অনুরোধ জানান।**

রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ও টার্ম

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ও টার্ম বিদ্যমান অবস্থায় রাখার পক্ষে মত দেয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সিপিবি দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করায় উচ্চ কক্ষের সদস্যের প্রয়োজন নেই। তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করে। তবে ইলেক্টোরাল বা অন্য কীভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে তা পরবর্তীকারে পর্যালোচনা করে জানানো হবে।

কমিশনের বক্তব্য: অবগতির জন্য জানানো হয় যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন আইনসভার দুই কক্ষের সদস্যসহ স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ বৃহত্তর নির্বাচনমণ্ডলীর (প্রায় ৭০ হাজার) সমন্বয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। সেক্ষেত্রে অর্থের লেনদেন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এবং নিরপেক্ষ, সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়ে দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রীর টার্ম

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রীর টার্মে একমত পোষণ করে বলে একজন প্রধানমন্ত্রী পরপর ২ বার অর্থাৎ ২ মেয়াদের বেশি থাকতে পারবে না। তবে নির্বাচনের পরে সংবিধানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: নির্বাচনকালীন সরকার নীতিগতভাবে একমত হলেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করতে হবে। সেজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন প্রক্রিয়া এবং একটি অভিন্ন ফর্মুলা তৈরি করে পরবর্তীকালে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অন্তর্বর্তী সরকারকে শুধু নির্বাচনকালীন সরকার বলে কার্যক্রম সীমিত করা হলে সরকার পরিচালনায় সমস্যা হবে। কারণ নির্বাচনের জন্য আরপিও সংশোধনসহ নির্বাচন ব্যতীত বিভিন্ন কার্যাদি সম্পন্ন করতে হয়। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের বিষয়ে কেউ বাস্তবভিত্তিক পন্থা দিতে পারছে না। কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এনসিসির সুপারিশের আলোকে নির্বাচিত হবে।

বিচার বিভাগ-হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ দেওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে হাইকোর্টের বেঞ্চ দেওয়া হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। সে দিকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত আপিল বিভাগের রায়ে বেশ কিছু দুর্বল পয়েন্ট রয়েছে যেগুলো বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রায়ের মূল পর্যবেক্ষণ ছিল এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। কমিশন বিশদ পর্যালোচনা করে দেখেছে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রেখেই হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব, যা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না।

জুডিশিয়াল আপয়েনমেন্টস কমিশন (JAC)

কমিশনের ব্যাখ্যা: JAC একটি স্বাধীন কমিশন হবে, যারা শুধু উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ দিবে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর একক পরামর্শে বিচারপতি নিয়োগ দিয়ে থাকে। যার জন্য অনেক সমালোচনা হচ্ছে এবং সমালোচিত ব্যক্তিরা বিচারপতি নিয়োগ পাচ্ছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোনো প্রশ্ন ছিল না। সেখান থেকে বের হয়ে JAC-এর মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফিরে আসবে। মানুষের আস্থাও বৃদ্ধি পাবে। JAC-এর বিষয়ে পর্যালোচনা মতামত দেওয়ার অনুরোধ করেন।

বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুক্তিসঙ্গত যা যা করণীয় তাতে একমত পোষণ করে।

স্থানীয় সরকার–এলজিআই

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য এলজিআই প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্থানীয় সরকারকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে স্থানীয় সরকার স্বাধীনভাবে কাজে করতে পারে। স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার জন্য এলজিআই প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করার বিষয়টি আইন দ্বারা নির্ধারণ হবে।

স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস সৃজনের বিষয়ে বিষয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করার প্রস্তাব করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান আইনে সরকার পিপি/জিপি নিয়োগ দিয়ে থাকে। তাতে কতজন, সুযোগ-সুবিধা কী, terms and conditions কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি। যা দেওয়া হয় তাতে survive করতে না পেরে বিকল্প পদ ব্যবহার করে থাকে। ফলে একটি জগাখিচুড়ি অবস্থা বিরাজ করছে। সরকার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা যে কোনো কারণে যে কোনো সময় পিপি/জিপি পরিবর্তন হওয়ায় মামলা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এর থেকে উত্তরণের জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের সুপারিশ করছে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেখানে এই সার্ভিসকে জেলা ইউনিট এবং সুপ্রিমকোর্ট ইউনিট ২টি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এই সার্ভিস থেকে সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে সর্বোচ্চ পদ হবে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পর্যন্ত। কারণ অ্যাটর্নি জেনারেল সাংবিধানিক পদ। সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পদের সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা ইউনিটে সিভিল ও ক্রিমিনাল কোনো বিভাজন না করে সবাইকে বিভিন্ন পদ মর্যাদার অ্যাটনি রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার প্রধান হবেন জেলা অ্যাটর্নি। স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস সৃজনের বিষয়ে পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সাংবিধানিক কমিশনসমূহ গঠনের বিষয়ে একমত।

সংবিধানের ১৫০(২) বিলুপ্ত করা

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সম্পূর্ণ বাতিল করার বিপক্ষে মত দেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) এর ৭ম তফসিলে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক', সংযোজন করা হয়েছে। যেটি বিতর্কিত। ফলে ৭ম তফসিল রাখা হলে ঐতিহাসিকভাবে ভুল তথ্য রাখা হবে। সেজন্য একটি বিতল করে অন্যটি রাখা যাবে না। সবগুলোই বাতিল করতে হবে। এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে পরবর্তী সময়ে মতামত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) ও (খ) বিলুপ্তকরণ

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) ও (খ) বাতিলের পক্ষে মত প্রকাশ করে। তবে Safety clause রাখা হবে কি না তাই এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

কমিশনের বক্তব্য: অনুচ্ছেদ ৭(ক) বহাল থাকলে যে কাউকেই উসকানিদাতা বা অন্য কোনো কারণে দোষী সাব্যস্ত করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাসহ যে কোনো মামলা ঠুকে দেওয়া যাবে। তাছাড়া সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কোর্ট থেকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করায় অনুচ্ছেদ ৭(ক) ও (খ) আপনা-আপনি বাতিল হয়ে গেছে। ৭(খ) সংশোধনের কোনো জায়গা নেই। সেক্ষেত্রে নতুন করে লেখা প্রয়োজন। গণপরিষদ করলে এ সকল বিষয় রক্ষা করা সহজ হবে। সেক্ষেত্রে এটা বহাল রাখতে হলে জনগণের মতামত গ্রহণ করতে হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) ও (খ) নিয়ে আরো চিন্তাভাবনা করার অনুরোধ করা হয়।

জরুরি অবস্থা জারি

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: জরুরি অবস্থা জারির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতীয়মান হলেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি স্বাক্ষর নিয়ে জরুরি অবস্থা জারি করবে– এটা ১৮ কোটি লোকের দেশে যুক্তিসঙ্গত নয়। মানবাধিকার লঙ্ঘন করলেও এ নিয়ে কেউ আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না। এনসিসি যুক্ত করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন তখন জরুরি আইন জারি করতে না পারা। এনসিসির 'সিদ্ধান্ত' থাকলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা দিতে বাধ্য থাকবে। তবে 'পরামর্শক্রমে' থাকলে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকবে না। জরুরি অবস্থা শুধু রাজনৈতিক কারণে হবে না। ভূমিকম্প, বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জরুরি অবস্থা হতে পারে। সেক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা যাবে না। অবগতির জন্য জানান, অনেক দল দ্বিমত পোষণ করে বলেছে, জরুরি অবস্থা জারি করতে হলে কিছু কিছু অধিকার রহিত করতেই হবে। তা না হলে জরুরি অবস্থা জারির কোনো প্রয়োজন পড়ে না। জরুরি অবস্থার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে মতামত দেওয়ার অনুরোধ জানান।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতা

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে করা উচিত। তবে একক মতামতের বিপক্ষে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: পরিবারতন্ত্র বা এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্যই প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতার বিধান রাখা।

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ৩ মাসের করার বিষয়ে এবং সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার নির্বাচন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে নির্বাচন কমিশন সম্পন্ন করবে সুপারিশেও একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য নিরপেক্ষ, সৎ ও যোগ্য স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি দরকার। উক্ত বিচেনায় অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদেই স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়েছে। তা না হলে জাতীয় নির্বাচনের পর দলীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে না। দলীয় প্রভাবে নির্দলীয় ব্যক্তিরা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ৩ মাস হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন কষ্টকর। ৪ মাস হলে প্রথম ২ বা আড়াই মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করবে এবং অবশিষ্ট শেষ মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করবে। সেজন্য নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ৪ মাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণে অস্থায়ী কর্তৃপক্ষ গঠনে একমত পোষণ করে। তবে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যেন সাংঘর্ষিক না হয় তা বিবেচনার জন্য বলেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ভারতসহ বিভিন্ন দেশে স্বাধীন সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ রয়েছে। সীমানা নির্ধারণ একটি বিশেষায়িত কাজ, যা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশনের কাজ সহজ করার জন্য একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করা। এতে করে নির্বাচন কমিশন বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে এবং নির্বাচনি কার্যক্রমে অধিকতর মনোনিবেশ করতে পারবে।

নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: মেয়াদ পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনারদেরকে আইনের আওতায় আনতে আলোচনার মাধ্যমে আইন করার বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। সর্বদলীয় থাকলেও এক দলের দোহাই দিয়ে অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান ব্যবস্থায় রিটার্নিং অফিসারের প্রদত্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণা করে। নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে 'নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে' এরকম সনদ প্রদান করবে। নির্বাচন কমিশনার দায়িত্বে থাকাকালীন কোনো অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত থাকলে SJC-এর মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া বিধান রয়েছে। তবে দায়িত্বে না থাকলে কী করণীয় সেরকম কোনো বিধান নেই। সেজন্য উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি বা উচ্চকক্ষ না হলে নিম্নকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রেরণ করবে। বিশেষ করে, ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪-এর নির্বাচনের দায়দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনররা এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে। কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন সম্পর্কিত সুপারিশের বিষয়ে একমত পোষণ করে। নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত সকল দলকে তথ্য অধিকারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন দলের সঙ্গে যে ঐকমত্য হয়েছে, সেটি জনগণের কাছে নিয়ে গেলে আরো সুফল পাওয়া যাবে। নির্বাচনের সময় দলের প্রচার-প্রচারণা ঐক্যবদ্ধের মাধ্যমে করার ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার অনুরোধ জানায়। রাষ্ট্র থেকে নির্বাচনি ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হলে দুর্নীতি, অনিয়ম না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে করারোপ করা যেতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান অর্থের নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনি ব্যয় নির্বাচন কমিশন তদারকি করবে। নির্বাচনে পোস্টার ব্যবহার করতে পারবে না। গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা করা। প্রতিনিয়ত নির্বাচন কমিশন projection মিটিং করলে নির্বাচনি ব্যয় কমে আসবে। প্রত্যেক প্রার্থী নির্বাচনি ব্যয়ের তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে এবং তা যাচাই-বাছাই করতে হবে। অদৃশ্য ব্যয় রোধ করার বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের হলফনামায় যদি মিথ্যা তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলেই অদৃশ্য ব্যয় বন্ধ করা সম্ভব।

প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে 'অভিযুক্ত' এর পরিবর্তে 'দণ্ডিত' শব্দ সংযোজন করা। আইন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে বিবেচনা করে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ পরবর্তী সময়ে এ আইনের অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরপিও এর ক্ষেত্রে পৃথক বিবেচনা করা যেতে পারে। সাধারণ আইন অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তি অযোগ্য হবেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: শুধু অভিযুক্ত হলেই হবে না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তের মাধ্যমে চার্জ গঠন করা হলে অযোগ্য হবে। মানবতাবিরোধী অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ৪৭(ক) অনুযায়ী মৌলিক অধিকারও প্রযোজ্য নয়। কমিশন থেকে 'অভিযুক্ত' এবং 'দণ্ডিত' এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। সংবিধানে 'দণ্ডিত' রয়েছে এবং আইনে 'অভিযুক্ত' রয়েছে। 'অভিযুক্ত' বলেই 'অযোগ্য' হিসেবে বিবেচিত হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তি ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: যে কোনো দুর্নীতিকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ UNCAC-এর সদস্য রাষ্ট্র। বেসরকারি খাতে ঘুস বাণিজ্য হলেও সেগুলো আইনের আওতায় আনার কোনো ভিত্তি তৈরি হয়নি। ব্যবসা, রাজনীতি এবং আমলাতন্ত্রের যোগসাজশে যে ত্রিমাত্রিক ঘুস বাণিজ্য ও দুর্নীতি হচ্ছে তা অবারিত রয়েছে, এগুলো প্রতিরোধ করার জন্য সুপারিশটি করা হয়েছে। এককভাবে দুর্নীতি দমন সম্ভব নয়। সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশল নির্ধারণ করারও দরকার রয়েছে।

আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে (CRS)-এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে (CRS)-এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৮(১) সংশোধন

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৮(১)সহ প্রয়োজনীয় সংশোধন করার বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তবে দলীয় পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তীকালে জানানো হবে।

দুদক কমিশনারের মেয়াদ ৪ বছর নির্ধারণ

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: দুদক আইন ২০০৪-এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে দুদক কমিশনারের মেয়াদ ৪ বছর নির্ধারণ সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: দুদকের পূর্বে আইনে কমিশনারের মেয়াদ চার বছর ছিল বিধায় পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ৪ বছরের সুপারিশ করা হয়েছে। অবগতির জন্য জানানো হয় যে কিছু কিছু দল ৫ বছর রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

বাছাই কমিটির স্থালে 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' নির্ধারণ

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' নির্ধারণ সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করে। তবে আরো ২/১ বিষয় যুক্ত করা গেলে সকলেই পর্যালোচনা করে দেখতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: দুদকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ করা হয়েছে। এতে করে জনগণের কাছে দুদককে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP-এর পক্ষভুক্ত হওয়া

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: OGP-তে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তবে OGP-এর সঙ্গে ১৭০টি দেশ যুক্ত হয়েছে। আমরাও সরাসরি বিরোধিতা করছি না। বাংলাদেশ যুক্ত না হওয়ার বিষয়ে জানতে চান। সকল ধরনের সাপোর্টিং পেপার সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানায় দলটি।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ২টি কারণে বাংলাদেশ যোগ্যতা অর্জন করেনি। ১. জাতীয় বাজেট পর্যাপ্ত স্বচ্চতা ও জবাবদিহিতা অভাব এবং ২. সরকারি কর্মচারী আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা দেওয়ার বিধান OGP-এর আওতায় রয়েছে সেটাও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এতে যুক্ত হতে পারলে বৈশ্বিক মানদণ্ডে যে সকল ভালো চর্চা রয়েছে তা বিনিময়ের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরো উন্নত করা

সম্ভব হবে। জনপ্রতিনিধি, উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব, সরকারি-বেসরকরি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণ প্রকাশ করা হচ্ছে না। জাতীয় অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হলেও প্রকাশ করা হয় না। এ ধরনের মানদণ্ড পরিপূর্ণ করা যাবে যদি OGP-তে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়।

সহ-সভাপতি: আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। আলোচনার ভিত্তিতে দ্বিমত ও আংশিক দ্বিমত পোষণকৃত সুপারিশে একমত হয়েছে সে সমস্ত প্রস্তাব এবং যে সকল প্রস্তাবে পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে তা পুনর্বিবেচনা পূর্বক আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বরাবর একটি সংশোধিত লিখিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। আলোচনার সুবিধার্থে চাহিত তথ্যাদি ওয়েব লিংকসহ সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর পুনরায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুপুর ২:০০ ঘটিকায় সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মুলতুবি বৈঠকের সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৯ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মূলতুবি সভার সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : **অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি**

তারিখ : ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৯ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : সোমবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান
৫.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স	সাধারণ সম্পাদক
২.	জনাব অনিরুদ্ধ দাশ অঞ্জন	সদস্য, সভাপতিমণ্ডলী
৩.	জনাব মিহির ঘোষ	সহকারী সাধারণ সম্পাদক
৪.	অ্যাডভোকেট হাসান তারিক চৌধুরী	সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
৫.	জনাব আবিদ হোসেন	সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
৬.	অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন রেজা	সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
৭.	লুনা নূর	সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রীবৃন্দকে স্বাগত জানান। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আজকে মুলতুবি আলোচনা। আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রথম পর্বের আলোচনা সমাপ্ত হবে। গত প্রায় দুই মাস ধরে বিভিন্ন

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে তার একটি অগ্রগতি জানানোর জন্য কমিশনের তরফ থেকে অচিরেই প্রেস কনফারেন্স করা হবে।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। গত পর্বের আলোচনায় কিছু কিছু বিষয়ে অগ্রগতি লাভ করেছে। কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা বাকি ছিল যেগুলো আজকে আলোচনা হবে। আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রথম পর্বের আলোচনা সমাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে। প্রথম পর্বের আলোচনার যতদূর অগ্রগতি হয়েছে তা দ্রুত সময়ে সকলকে অবহিত করা হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আলোচনায় অনেক বিষয় একমত হয়েছে। যে সকল বিষয় ভিন্নমত আছে সেগুলো নিয়ে পরবর্তী সময়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যে সমস্ত মতামত দেওয়া হয়েছে তারই ভিত্তিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় একটি 'জাতীয় সনদ'-এর খসড়া তৈরি করা হতে পারে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘদিনের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত এবং এ আলোচনায় মতামত দিয়েছে। তেত্রিশটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় অনেকেই কমিশন থেকে দেওয়া স্প্রেডশিটে তাদের মতামত দিয়েছে। কেউ অতিরিক্ত মন্তব্য দিয়েছে। সেগুলোকে সম্মিলিত আকারে গ্রহণ করেই অগ্রসর হতে হবে। জাতীয় ঐকমত্য গঠনের ক্ষেত্রে ঐকমত্য কমিশনের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগের প্রত্যেকেই অংশীদার। রাজনৈতিক দলগুলো, সিভিল সোসাইটি, সামাজিক শক্তিগুলোর ভূমিকা আছে।

৮. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স জাতীয় একমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ সম্মানিত সদস্যবৃন্দসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এ কমিশন আন্তরিকভাবে খোলামেলা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করেছে। অনেক বিষয়ে দ্বিমত, ঘোরতর দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও আলোচনায় কোনো ঘাটতি হয়নি। এটিই গণতন্ত্রের বিউটি। সেই ধারায় যদি পুরো দেশবাসীকে আনা যায় এবং আগামী দিনের পথচলা নিশ্চিত করা যায় তাহলে গণতন্ত্রের পথে আরেকধাপ অগ্রগতি হবে। এ কমিশনের বাইরে আরও কিছু কমিশন রয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন যেটি জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এগুলো অনলাইনে আছে এগুলোকে যদি আরও উন্মুক্ত করা যায় এবং আলোচনায় নিয়ে আসা যায় তাহলে আগামীতে জনস্বার্থের যে বিষয়গুলো আছে সেটি আরও বেশি গুরুত্ব পাবে। সংস্কারের সুনির্দিষ্ট প্রশ্নগুলো জনগণের সামনে নিয়ে আসা গেলে এবং জনগণ যদি তা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করে তাহলে এই অগ্রগতি এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। নির্বাচন ব্যবস্থার একটা আমূল সংস্কার করে নির্বাচনে যেতে হবে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা করলে তাদেরও এই বিষয়ে মতামত দেওয়ার সুযোগ হবে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন যে, সবাই সবার মতো মতামত দিবে। সবাই মিলে যেটা গ্রহণ করবে সেটা গ্রহণ করা হবে। উনিশবিশ পার্থক্য থাকলে তাকে একমত করার চেষ্টা করা হবে। সবার প্রচেষ্টায় মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ এবং সর্বশেষ ২০২৪-এর রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা, গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা, যে হত্যাযজ্ঞ হয়েছে তার বিচারের আকাঙ্ক্ষা, শেখ হাসিনার এই ব্যবস্থা যাতে ফিরে আসতে না পারে তার আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাবে।

৯. একমত নয় এবং আংশিক একমত এমন সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন

কমিশনের ব্যাখ্যা: মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরসহ শত শত অফিস রয়েছে। প্রতিটি অফিসের অর্গানোগ্রাম, জনবল কাঠামো পুনর্গঠন করা দরকার। ১৯৮২ সালে 'এনাম কমিটি'র মাধ্যমে একবার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল। বিগত ৪০ বছরের মধ্যে পিসমিল ব্যতীত সমন্বিত আর কোনো কাজ হয়নি। দীর্ঘমেয়াদি কাজ করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা দরকার। অনেক অফিসের কাজের পরিধি বেড়েছে আবার অনেক অফিসে কাজের পরিধি কমায় পুনর্গঠন দরকার।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠনে একমত পোষণ করে। তবে যেগুলো বিদ্যমান আইনে এখনই করা দরকার তা করা যেতে পারে। অপরদিকে যেগুলো গুরুতর সেগুলো নির্বাচিত সরকারের জন্য রেখে দেওয়া দরকার।

তথ্য অধিকার আইন

কমিশনের ব্যাখ্যা: তথ্য অধিকার আইনে কিছু অসচ্ছতা রয়েছে। এ বিষয়ে আরো স্বচ্ছতা দরকার। নাগরিকরা যাতে পরিষেবার তথ্য সহজে পেতে পারে সেজন্য সুপারিশটি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: নীতিগতভাবে একমত। তবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের মতামত প্রয়োজন।

Official Secrets Act

কমিশনের ব্যাখ্যা: Official Secrets Act-এর দোহাই দিয়ে সরকারি চাকরিজীবীরা তথ্য দিতে চায় না। তাই নাগরিক যাতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পেতে পারে। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা যাতে বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রেখে Official Secrets Act আইনটি সংশোধন করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: নীতিগতভাবে একমত। তবে এ বিষয়ে দলের সঙ্গে আরো আলাপ-আলোচনা এবং চিন্তাভাবনা প্রয়োজন।

নাগরিক কমিটি গঠন

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/অধিদপ্তরের কার্যক্রম তদারকির জন্য স্থায়ী কমিটি রয়েছে। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকির জন্য তেমন কোনো কমিটি নেই। সেজন্য জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নির্দলীয় লোকদের নিয়ে পরিষেবার বিষয়ে 'নাগরিক কমিটি গঠন' করার সুপারিশ করা হয়েছে।। উক্ত কমিটি প্রতি চার মাসে একটি সভা করবে এবং সভার প্রতিবেদন প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানের নিকট প্রেরণ করবে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: নির্বাচিত সরকারের অধীন দেশ পরিচালিত হবে বিধায় রাজনৈতিক দলের বাইরে কমিটি গঠন যথাযথ হবে না। নির্দলীয় বলা হলেও নির্দলীয় থাকবে না। এক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হবে। তাই নাগরিক কমিটি গঠনে দ্বিমত পোষণ করে।

নতুন দুটি বিভাগ গঠন

কমিশনের ব্যাখ্যা: জনসংখ্যার বিবেচনায় আরো দুটি বিভাগ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জনগণেরও চাহিদা রয়েছে। প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ দরকার।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: নতুন দুটি বিভাগ গঠনে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। আরো যদি বিভাগ গঠনের প্রয়োজন হয় তাহলে একই সঙ্গে প্রস্তাব করা যেতে পারে। প্রশাসনিক বিষয় জড়িত বিধায় বিচার-বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হওয়া দরকার।

'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন

কমিশনের ব্যাখ্যা: 'প্রশাসক' বলতে শাসন করা বোঝায়। তার থেকে বের হওয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনার, জেলা কমিশনার, উপজেলা কমিশনারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: প্রশাসক শব্দটি বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তাই এ বিষয়ে একমত।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিভিন্ন কারণে কোর্টে মামলা করতে অসুবিধা হয় বা অনেক সময় কোর্টে হয়রানির শিকার হতে হয়। জেলা প্রশাসকের নিকট শুধু অভিযোগ দায়ের করবে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্ত করার জন্য নির্দেশনা দিবেন। তদন্তের পর cognizable হলে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য মামলাটি কোর্টে প্রেরণ করবে। সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের আর কোনো ভূমিকা থাকবে না।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: মামলা গ্রহণ বিচারিক বিষয়। তাই এ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে জানানো হবে।

উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন

কমিশনের ব্যাখ্যা: আইনি সেবা মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। একজন বিচার প্রার্থীকে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে জেলা পর্যায়ে বারবার আইনজীবীদের কাছে যেতে হয়। গরিব মানুষের জন্য জেলা পর্যায়ে বিচার পাওয়া খুবই কষ্টকর। এখনও বেশ কিছু উপজেলায় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট রয়েছে। বিচারব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ না হলে সহজে বিচার প্রাপ্তি উন্নত হবে না। সেজন্য উপজেলা পর্যায়ে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: উপজেলা পর্যায়ে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপনের সুপারিশে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তবে সেটা অর্থপূর্ণ হতে হবে। সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে হাইকোর্টকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছিল, কিন্তু উহার বাস্তব অভিজ্ঞতা ভালো না। একইসঙ্গে সালিশ আইনকে বিবেচনায় নেওয়া দরকার।

উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার

কমিশনের ব্যাখ্যা: উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক কাজে সহায়তার জন্য অসংখ্য বিসিএস কর্মকর্তা রয়েছে। কিন্তু থানা পর্যায়ে তদারকি করার জন্য পুলিশের কোনো বিসিএস পুলিশ কর্মকর্তা নেই। বর্তমানে একজন এএসপি দুই অথবা তিনটি থানা দেখাশুনা করেন। প্রতিটি থানায় দায়িত্বরত ওসিসহ অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাদের সার্বিকভাবে তদারকির জন্য একজন বিসিএস এএসপি দেওয়া প্রয়োজন। জনসংখ্যার তুলনায় পুলিশের সংখ্যা খুবই কম।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসারের বিষয় চিন্তাভাবনা করে পরে জানানো হবে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন

কমিশনের ব্যাখ্যা: ১৯৭২ সালের সংবিধানে দুটো পিএসসির কথা ছিল। পরবর্তীকালে একটি বাদ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্যাডার ও স্বাস্থ্য ক্যাডারের জনবল সবচেয়ে বেশি। তাদের কাজের প্রকৃতিও ভিন্ন। বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করতে প্রায় তিন থেকে চার বছরও লেগে যায়। ফলে একটিমাত্র কমিশনের পক্ষে যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এ জন্য একাধিক কমিশন প্রয়োজন। তাই তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: পাবলিক সার্ভিস পুনর্গঠন সম্পর্কে কমিশনের আজকের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে অবহিত হওয়া গেছে। আরও পর্যালোচনা করে পরে পরে মতামত জানানো হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনর্নির্ধারণ

কমিশনের ব্যাখ্যা: উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয় যেমন, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। অর্থাৎ তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব পালন করবে। উপজেলা পরিষদ ভিন্ন একটি অবয়ব এবং এর কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ের। ফলে এর একজন সচিব থাকা প্রয়োজন, যিনি শুধু উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকবে। এরজন্য সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা পরিষদেও উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা জেলা পরিষদ সচিবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: এ সুপারিশটির বিষয়ে পর্যালোচনা করে পরে মতামত জানানো হবে।

সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গঠন

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) বাতিল করে সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (এসইএস) গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এসইএস উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় ১০০০ নম্বরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাভিত্তিক পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এতে কোনো ধরনের বৈষম্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তবে শুধু সচিব পদটি সরকারের বিবেচনায় রাখা হয়েছে। কারণ অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত মেধাভিত্তিক পদোন্নতি হলে তখন আর তেমন সমস্যা হবে না।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (এসইএস) গঠনের বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরে মতামত জানানো হবে।

স্বাধীন তদন্ত কমিশন

কমিশনের ব্যাখ্যা: জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনে কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে একমত পোষণ করা হয়।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

কমিশনের ব্যাখ্যা: দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়।

জেলা পরিষদ বাতিল

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে জেলা পরিষদসমূহের সকল সম্পত্তি প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: বিদ্যমান জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন সরাসরি নির্বাচিত জনপ্রতিনিদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠন করা।

পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচন

কমিশনের ব্যাখ্যা: পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: বাস্তবতার নিরিখে মানুষের কালচারাল অবস্থা উন্নত না করে এই জায়গায় যাওয়ার মত পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি। তাই প্রস্তাবিত বিষয়ে একমত নয়।

ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রস্তাবিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারায়ণগঞ্জকে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের সমপর্যায়ের ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট গঠন করা।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সিটি গভর্নমেন্ট জেনারেল ধারণার সঙ্গে দ্বিমত নয়। তবে ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট গঠন করার মতো উপযুক্ত পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি বিধায় দ্বিমত পোষণ করে।

উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান

কমিশনের ব্যাখ্যা: উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদ রাখার পক্ষে মত পোষণ করা হয়।

উপজেলা পরিষদের সদস্য

কমিশনের ব্যাখ্যা: ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরে মতামত জানানো হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার

কমিশনের ব্যাখ্যা: ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনাপূর্বক শুধু ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যা ৯টি থেকে ১১টি করায় একমত পোষণ করে। বাকিগুলোতে দ্বিমত পোষণ করা হয়। তাই ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার প্রস্তাবে আংশিক একমত।

হিসাব বিভাগ হতে অডিট বিভাগ পৃথক করা

কমিশনের ব্যাখ্যা: হিসাব বিভাগ হতে অডিট বিভাগ পৃথক করে একটি নিরীক্ষা আইন প্রণয়ন করা।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে একমত পোষণ করে।

স্বতন্ত্র ভূমি আদালত

কমিশনের ব্যাখ্যা: মামলার প্রকৃতি পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশের অধিকাংশ মামলাই ভূমি এবং ড্রাগ বিষয়ক। তাই ভূমিসংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: স্বতন্ত্র ভূমি আদালত বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরে মতামত জানানো হবে।

স্বেচ্ছায় অবসরের বিধান

কমিশনের ব্যাখ্যা: সরকারি চাকরিতে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান বাতিল এবং ১৫ বছর চাকরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরে মতামত জানানো হবে।

পিএস/এপিএস নিয়োগ

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমানে মন্ত্রীরা এপিএস তাদের পছন্দ মতো চাকরিজীবী অথবা বাইরে থেকেও নিতে পারে। কিন্তু পিএস নিতে হয় ১ম শ্রেণির সরকারি চাকরিজীবী থেকে। মন্ত্রী যখন থাকে না তখন এপিএস-এর চাকরিও থাকে না। শুধু সরকারি চাকরিজীবীদের চাকরি থাকে। এক্ষেত্রে সরকার পরিবর্তনের পর অনেক ভালো এবং নিরপেক্ষ অফিসারও শুধু পিএস থাকার কারণে পলিটিক্যালি ভিকটিম হয়ে যায়। সেজন্য মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস), সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিস থেকে অথবা যে কাউকে নিয়োগ করা যাবে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরে মতামত জানানো হবে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

কমিশনের ব্যাখ্যা: দেশের বিদ্যমান শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী যাকে ইচ্ছা তাকে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এতে দলীয়করণের জন্য উচ্চ আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা নেই। সেজন্য প্রধান বিচারপতি নিয়োগে সর্বোজ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করার সুপারিশ করা হয়েছে। বেশির ভাগ দল সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছে। ২/১ দল সর্বজ্যেষ্ঠ ২ জন রাখার পক্ষে মতামত দিয়েছে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো যোগ্যতা নেই। বিচারপতি নিয়োগে স্বচ্ছতার জন্য জুডিশিয়াল অ্যাপয়েনমেন্ট কমিশন এবং বিচারপতিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। ফলে বিচারপতি নিয়োগ এবং বিচারপতিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে বিচারপতিদের দলীয়করণ বন্ধ হবে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হলে বিচার বিভাগে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সাধারণভাবে একমত। প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন। উক্ত বিষয়ে আলোচনা করে পরে জানানো হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানে আপিল বিভাগে কতজন বিচারক থাকবে তা নির্ধারিত নেই। এতে আপিলেড ডিভিশনের কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মামলার সংখ্যা বিচারে যদি বিচারক ন্যূনতম ৭ জন রাখা যায় তাহলে কমপক্ষে দুটি বেঞ্চ গঠন করা সম্ভব হবে। ৭-এর অধিক প্রয়োজন হলে প্রধান বিচারপতি তা নির্ধারণ করবে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: উক্ত বিষয়ে আলোচনা করে পরে জানানো হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ

কমিশনের ব্যাখ্যা: সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল অ্যাপয়েনমেন্ট কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত কমিশনের সুপারিশের আলোকে বিচারক নিয়োগ হবে, ভিন্ন অন্য রকম কিছু করা যাবে না। সংবিধানে এই রকম একটা বিধান থাকবে

যে জুডিশিয়াল অ্যাপয়েনমেন্ট কমিশনের পরামর্শ অনুসারে বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে। সংবিধানে বিস্তারিত লেখা যায় না বিধায় আইনে বিস্তারিত করা হবে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: আলোচনা করে পরে জানানো হবে।

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের তদন্ত করার ক্ষমতা

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বা নির্দেশনা ব্যতীত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কোনো অভিযোগ আমলে নিতে পারে না। ফলে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ এলেও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কিছু করার থাকে না। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল যে কোনো উপায়ে প্রাপ্ত অভিযোগ যাচাই-বাছাই করে আমলে নিতে পারবে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠাতে পারবে। এর বাইরেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর অভিযোগগুলো জনসাধারণের জন্য প্রকাশও করতে হবে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের তদন্ত করার ক্ষমতা সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের দায়িত্বরত বিচারপতি, সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লঙ্ঘনের ফল এবং অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরি সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমানে সংবিধানে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের জন্য কিছু বিধান আছে। তারা অবসরের পর কোনো এক্সিকিউটিভ পদ হোল্ড করতে পারবেন না। হাইকোর্টের জাজরা আপিলেট ডিভিশনে ওকালতি করতে পারবে। কিন্তু আপিলেট ডিভিশনের জাজরা ওকালতি করতে পারবে না। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা আরও কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। যেমন হাইকোর্টের জাজরা ফুল পেনশন পান যেটা গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টরা পান না। এর কারণে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। তাই যে আচরণ করা হচ্ছে সেখানে অবসরপ্রাপ্তদের জন্যও কিছু আচরণ বিধির প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে এর প্রভাব যারা বর্তমানে বিচার বিভাগে কর্মরত আছেন তাদের উপরে এসে পড়বে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: এই বিষয়ে আলোচনা করে পরে জানানো হবে।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমানে সংবিধানে বিচারবিভাগকে পৃথকীকরণের কনসেপ্ট অর্ধেক আছে অর্ধেক নেই। তাই সুপ্রিম কোর্টের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, কার্যকরতা নিশ্চিত করতে হলে নিজস্ব সচিবালয় থাকা দরকার।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা একমত পোষণ করা হয়।

হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: উচ্চ আদালতের সেবা নিতে হলে একজন মানুষকে তৃণমূল থেকে ঢাকায় আসতে হয়, যা অনেক ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষে। এর ফলে বিচারিক কার্যক্রম সহজলভ্য না হওয়ায় অনেকে আইনি সহায়তা পায় না। উচ্চ আদালতের সেবা কিছুটা হলেও মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তবে বিকেন্দ্রীকরণে অর্থপূর্ণ হতে হবে। সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে হাইকোর্টকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছিল। সেটার বাস্তব অভিজ্ঞতা ভালো না। সালিশ আইনকে বিবেচনায় নেওয়া জন্য কমিশনকে অনুরোধ করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে আদালত

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: প্রত্যন্ত এলাকা থেকে জেলা পর্যায়ে একজন ব্যক্তিকে মামলা নিষ্পত্তির জন্য বারবার যেতে যেতে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাই বিচারব্যবস্থা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া প্রধান লক্ষ্য। সেজন্য প্রতি উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র সহকারী জজ এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করার সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি উপজেলায় উক্ত আদালত রয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: উপজেলা পর্যায়ে আদালত স্থাপন সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করা হয়।

স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

কমিশনের: বিদ্যমান ৪৩ লক্ষ মামলার মধ্যে সিভিল, ক্রিমিনাল এবং হাইকোর্ট মিলে প্রায় ২৭ লক্ষ মামলায় সরকারের স্বার্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছে। এগুলোর দেখার দায়িত্ব সংবিধানে শুধু অ্যাটর্নি জেনারেলের কথা বলা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেলকে সাপোর্ট করার জন্য যে ওয়ার্কফোর্স দরকার সে বিষয়ে সংবিধানে কোনো কিছু বলা নেই। ছোটখাট এক/দুইটা আইন দিয়ে অর্থাৎ ল' অফিসার্স অর্ডার নামক একটি আইন দিয়ে তিনটি স্তরে ল' অফিসার দেওয়া হয়। আবার জেলা পর্যায়ে জিপি, পিপিদের তিনটি স্তর আছে, যাদের কোনো সুযোগসুবিধা নেই বললেই চলে। তাছাড়া সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জিপি, পিপি পরিবর্তন হওয়ায় মামলা পরিচালনার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। জিপি, পিপিদের জবাবদিহিতার বিষয়ে কিছু লেখা নেই। বলা যায় এ ক্ষেত্রে হযবরল অবস্থা। এ সমস্য থেকে উত্তরণের জন্য স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: স্থায়ী আ্যাটর্নি সার্ভিস সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করা হয়।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রদর্শন

কমিশনের ব্যাখ্যা: সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারিত ফরমে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবরে ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন করবেন। সকল আবেদন যাচাই-বাছাই করে অ্যাটর্নি জেনারেল ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের সভা আহ্বান করবেন। বোর্ড আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাষ্ট্রপতি বরাবরে সুপারিশ প্রেরণ করবে। ক্ষমাপ্রাপ্তির সিদ্ধান্তে বোর্ড একমত না হলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। গৃহীত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি বা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী দপ্তরকে অবহিত করা হবে। বোর্ডের গৃহীত সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি বা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী বিভাগ ক্ষমা প্রদর্শন করবে। এতে করে কার্যত রাষ্ট্রপতির নিয়মের বাইরে কিছু করার নেই। এই বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকবে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন সম্পর্কিত সুপারিশে একমত পোষণ করা হয়। তবে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার বলে জানানো হয়।

স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। স্বতন্ত্র তদন্ত সার্ভিস না থাকায় তদন্ত কার্যক্রম ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে ঘনঘন বদলি হওয়ায় তদন্তে অভিজ্ঞ জনবল নেই বললেই চলে। পুলিশের ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পৃথক তদন্ত সার্ভিস করার সুপারিশ করা হয়েছে, যা পুলিশ বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠনে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করা হয়। তবে এ বিষয়ে আলোচনা করে জানানো হবে।

সংবিধান সংশোধন- গণভোট

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিগত কয়েকটি নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৩৫-৪০% ভোট পেয়েই একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করছে এবং সে দল তাদের মতো করে সংবিধান সংস্কার করছে। অবশিষ্ট ৬০-৬৫% জনগণের মতামত প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলেই হবে না সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই গণভোটের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্ততপক্ষে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান রাখা সমীচীন।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ সংবিধান সংশোধনে গণভোট আয়োজনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

অধস্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধি

কমিশনের ব্যাখ্যা: অধস্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধি করা না হলে ব্যাপক মামলার জট কমানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। কিছু কিছু থেকে বিশেষ আদালতের প্রস্তাবও উঠে এসেছে যেমন ভূমি আদালত, নারী নির্যাতন দমন আদালত, বাণিজ্যিক কোর্ট এরকম। এর জন্য জনবল, পরিসর ও অবকাঠামো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: অধস্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধিতে একমত পোষণ করা হয়।

বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নির্ধারণকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কমিশনের ব্যাখ্যা: সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্বল্পতম সময়ে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এতে করে মামলা ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নসহ হয়রানি নিরসন ও মামলার দীর্ঘসূত্রিতা দূর করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সুপ্রিম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে একমত পোষণ করা হয়।

বিচার বিভাগের দুর্নীতি প্রতিরোধ

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রিম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: সুপারিশটির সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়।

আইনগত সহায়তা

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: মানুষ যাতে দ্রুত ও সহজ উপায়ে আইনগত সহায়তা পায় সেজন্য জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: আইনগত সহায়তা সুপারিশে একমত পোষণ করা হয়।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ রহিত করে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সংবলিত আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন করা এবং সালিশ আইন ২০০১ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সুপারিশে একমত পোষণ করা হয়।

আইন পেশার সংস্কার

কমিশনের ব্যাখ্যা: আইনজীবীদের আচরণবিধি, আইনজীবীদের এনরোলমেন্ট বা সার্টিফিকেট বার কাউন্সিল পরীক্ষার মাধ্যমে দিয়ে থাকে। বার কাউন্সিলে আইনজীবীদের আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু বিধিমালাও আছে। যদি বিধি ভঙ্গ করা হয় সেটার জন্য একধরনের বিচারব্যবস্থাও আছে যেটাকে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল বলা হয়। এইরকম ৬টা ট্রাইব্যুনাল আছে যার সবগুলোই ঢাকায় অবস্থিত। এই ট্রাইব্যুনালগুলোতে প্রায় সাড়ে চারশত অভিযোগ পেন্ডিং আছে। গত ৮-১০ বছরে এসব ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা খুবই কম। মামলাগুলোর বেশিরভাগই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে। যদি কেউ অ্যাডভোকেটের আচরণে অসন্তুষ্ট হয় তাহলে তাকে বিচার চাওয়ার জন্য ঢাকায় আসতে হয়। বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য এটা দরকার। অ্যাডভোকেটদের মিসকনডাক্ট ডেফিনেশন যুগোপযোগী করা এবং ট্রাইব্যুনাল বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ বিচার পায়। কারণ আইনজীবীদের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ আছে। আইনজীবীরাও বিচার বিভাগের অংশ। সেই হিসেবে কমিশনের পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: আংশিকভাবে একমত অর্থাৎ শুধু ট্রাইব্যুনাল বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ

কমিশনের ব্যাখ্যা: কোর্ট প্রাঙ্গণকে সকল মিছিল, মিটিং, অস্থিরতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত না করতে পারলে বিচারের পরিবেশ থাকবে না। বিচারিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, নষ্ট করা, দূষিত করার ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেটদের রাজনীতিকীকরণ একটা প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার বিচারপতি নিয়োগ হয় অ্যাডভোকেটদের মধ্য থেকে। যেহেতু তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কোর্ট প্রাঙ্গণে আছে, তিনি আবার হাইকোর্ট বিচারপতিও হয়ে যাচ্ছেন, তাই সেটার প্রভাব সমস্ত বিচার ব্যবস্থায় পড়ছে। তাই কোর্ট ক্যাম্পাসকে রাজনৈতিকীকরণ থেকে দূরে রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। গত ২-৩টা বার কাউন্সিল নির্বাচনে মারামারি, নির্বাচন পণ্ড, নির্বাচন কমিশনারদের পদত্যাগ সবই হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, দলীয় প্যানেলে নির্বাচন। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় আছে। সেজন্য এটাকে নিরুৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। এটা বন্ধ করা খুবই কঠিন। তারপরেও রাজনৈতিক দলকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, বারকাউন্সিল নির্বাচন রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে হবে না। স্থায়ী অ্যাটর্নী সার্ভিস চালু করা গেলে অ্যাডভোকেটদের আকর্ষণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কমে যাবে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য: বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন এর বিষয়টি সঠিক। আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের যে কোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়ার বিষয়ে একমত না। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে শুধু দলীয়করণ না হয়, পেশাজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে কাজ করে তার জন্য আলাদা আইন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করার পক্ষে। তবে এটা সঠিক যে বিচারালয়ে মিছিল, মিটিং, অস্থিরতা এগুলো দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ তো থাকবেই। যার যার সংগঠনের সভা করতে পারবে। তবে মিছিল, মিটিং বা এ ধরনের কর্মকাণ্ড করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ, আইনে এ রকম সেফটি ক্লজ আনা যায় কি না তা বিবেচনার কারার অনুরোধ জানান। অন্যথায় বিরাজনীতিকরণের একটা ধারায় চলে যেতে পারে।

সহ-সভাপতি: বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে সংলাপে সুচিন্তিত মতামত দেওয়ায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পরবর্তী সময়ে ২য় পর্যায়ের সংলাপে তারিখ নির্ধারণ করে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ১ম পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৯ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১২ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সঙ্গে সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ২৯ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১২ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : সোমবার, বিকাল-৩:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান
৪.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	আল্লামা আব্দুল মাজেদ আতহারী	সিনিয়র নায়েবে আমির
২.	মাওলানা মুসা বিন ইযহার	মহাসচিব
৩.	মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান মাহমুদী	যুগ্ম মহাসচিব
৪.	মাওলানা হাফেজ আবু তাহের খান	সংগঠন সচিব
৫.	আলহাজ্ব আনোয়ারুল কবীর	অর্থসচিব
৬.	মুফতি দীনে আলম হারুনী	দফতর সচিব
৭.	আব্দুল্লাহ আল মাসউদ খান	প্রচার সচিব
৮.	আমীর জিহাদী	নির্বাহী সদস্য

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ঐতিহাসিক ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২০২৪-এর জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে যে সমস্ত লড়াকু তরুণেরা অকাতরে জীবন দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। যাঁরা আহত, অঙ্গহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি সহানুভূতি কামনা করেন। যাঁরা আহত অবস্থায় হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন তাঁদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। গত ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসনামলে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস

করে দেওয়া হয়েছিল, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল, গণতন্ত্রের নামে অদ্ভুত মাফিয়াতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুনভাবে গড়ে তোলার যে জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। আলোচনার সুবিধার্থে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সুপারিশগুলো একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে স্প্রেডশিট আকারে **১৬৬**টি সুপারিশ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। তবে আলোচনা শুধু **১৬৬**টি সুপারিশের উপরে নয় পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের উপরে। **১৬৬**টি সুপারিশের মধ্যে সর্বোচ্চ **১৫৫**টি একমত, ৬টি আংশিক একমত হওয়ায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

৭. সহসভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে প্রকৃতপক্ষে অনুঘটকের কাজ করা হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেমন মতভিন্নতা আছে। তেমনি জাতি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এক ধরনের ঐকমত্য আছে। প্রমাণ হচ্ছে গোটা জাতি একটি ফ্যাসিবাদী শাসককে মোকাবিলা করে পরাস্ত করতে পেরেছে। সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। সমস্ত রকমের মতভিন্নতা ভুলে একটি ফ্যাসিবাদী শাসকের বিরুদ্ধে অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। বীরত্বের প্রমাণ হলো স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো নতুন করে রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য সকলে মিলে আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে। এটি গৌরবের বিষয় এবং একই সঙ্গে দায়ও বটে। এক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। গোটা জাতির ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাদের স্বপ্ন, তাদের আকাঙ্ক্ষা, তাদের আত্মদানকে সম্মান করা সম্ভব হয়। ভবিষ্যতে যেন আর কাউকে কোনো অবস্থাতে নিপীড়িত হতে না হয়, গুম, খুনের শিকার হতে না হয়, যেন রাজপথে প্রাণ দিতে না হয়, নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত হয়, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করার জন্য রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভিন্নতা থাকবে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন চেষ্টা করেন তাদের আদর্শকে অগ্রসর করার জন্য। দেশপ্রেম একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, একটি জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে প্রত্যেকের একইভাবে অঙ্গীকার, সেই অঙ্গীকারের মাধ্যমে একটি জাতীয় সনদে রূপান্তরের আশা করেন। ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্তরিকভাবে যুক্ত হয়ে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় একইভাবে যুক্ত থেকে একটি জাতীয় সনদ তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবেন। সকলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব। ফ্যাসিবাদী শাসক পলায়ন করেছে কিন্তু কাঠামোগত রূপান্তর ব্যতীত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তর সম্ভব নয়।

৮. সিনিয়র নায়েবে আমির আল্লামা আব্দুল মাজেদ আতহারী জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। গত ৫৩ বছরে বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করায় সাধুবাদ জানান। দেশের মানুষের অধিকার রক্ষা, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ কেউ গ্রহণ করেনি। ক্ষমতার মসনদে বসে প্রত্যেকেই ফায়দা লুটেছে। প্রত্যেকে নিজের স্বার্থে জনগণের অধিকারকে ভূলণ্ঠিত করেছে। অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের যে উদ্যোগ নিয়েছে তা স্থায়ী রূপ নিবে বলে আশা করেন। দেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্য নতুন এক মাইলফলক সৃষ্টি হবে। পাঁচ দশক পরে হলেও নতুন আঙ্গিকে দেশ গঠন হবে। দেশকে আর কেউ কড়ালগ্রাসে নিমজ্জিত করতে পারবে না। দেশে ফ্যাসিবাদ, স্বৈরাচার কায়েম করতে পারবে না। ইতঃপূর্বে যেভাবে রুখে দাঁড়ানো হয়েছে। আগামীতেও রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সংবিধান সংস্কার কমিশন

সংবিধানের মূলনীতি

বহুত্ববাদ

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: <u>সমাজে ভুল বার্তা যাতে না যায়। সেজন্য ‘একত্ববাদ’ ‘বহুত্ববাদ’-এর বিপরীত। তাই শব্দটি বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে ‘মহান আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস’ সংযোজন করার প্রস্তাব করে</u>। সংবিধানে এমন বিধান সংযুক্ত করা যাতে জনগণের সম্মতি ব্যতীত সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা সম্ভব না হয়। <u>মূলনীতি শুধু ‘বহুত্ববাদ’ বাদ দিলে অন্যসব দল একমত হলে তার দলও একমত হবে</u>।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ‘ধর্মনিপেক্ষতা’ বাদ দিয়ে ‘বহুত্ববাদ’ প্রতিস্থাপনের চিন্তা থেকে শব্দটি প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দল ‘বহুত্ববাদ’ শব্দটিকে ‘একত্ববাদ’ শব্দের বিপরীত হিসেবে চিহ্নিত করছে। যে কারণে এক ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে উঠেছে। ইংরেজি শব্দ ‘pluralism’ এ কারো আপত্তি নেই।

আইনসভা

নিম্নকক্ষের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম যোগ্যতা ২৫ বছরের স্থলে ১৮ বছর করার প্রস্তাব করেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: অনেক দেশেই ২১ বছর বয়সে সংসদ-সদস্য হওয়ার বিধান রয়েছে। সেই আলোকে ২৫ বছরের পরিবর্তে ২১ বছর প্রস্তাব করা হয়েছে।

নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: প্রতিনিধিত্বের বিষয় থাকায় ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি না রেখে তিনটি আসনে একজন নারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে ৩০০ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত এবং ১০০ আসন নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাখা হয়েছে। সারা দেশে ৪০০টি আসনে বিভক্ত করা এবং ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। তিনটি আসন মিলে একজন নারী নির্বাচন করা খুবই কষ্টসাধ্য। বিষয়টি উন্মুক্ত থাকবে এবং অন্য দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

অন্তর্বর্তী সরকার

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: উপদেষ্টা পরিষদ সর্বোচ্চ ২৫ সদস্যবিশিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে ২০ সদস্যবিশিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ডেপুটি স্পিকার মনোনয়ন

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: সরকারি এবং বিরোধী দল মিলেই সরকার। স্পিকার সরকারি দলের এবং ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে মনোনীত হলে ভারসাম্য রক্ষা হবে। তাই বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার নির্ধারণ করার বিষয়ে একমত।

কমিশনের ব্যাখ্যা: স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদে সভাপতিত্ব ব্যতীত ডেপুটি স্পিকারের তেমন ভূমিকা নেই। একজন সরকারি দল এবং একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত হলে বিরোধী দলের ডেপুটি স্পিকার তেমন সুযোগ পাবে না। বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার থাকলে সংসদে সভাপতিত্বে করার সুযোগ পাবে। সেক্ষেত্রে কিছু কিছু দল সুনির্দিষ্ট করার পক্ষে মতামত দিয়েছে বলে জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: সংসদ নেতা না হলেও প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধান পৃথক হওয়া প্রয়োজন। তাতে কিছুটা হলেও ফ্যাসিবাদ কম হবে। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ-নেতা এক অথবা প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধান এক করার বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা ও দলীয় প্রধান ভিন্ন ভিন্ন হলে কিছুটা হলেও ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। বর্তমান পদ্ধতিতে ৩টি পদই একই ব্যক্তি হওয়ায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার হয়ে উঠছে। ভারত ও যুক্তরাজ্যে আলাদা আলাদা রয়েছে। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্যই প্রস্তাবটি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী বিভাগের প্রধান এবং সংসদ নেতা আইনসভার প্রধান হলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব হবে। অনেক দল প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ-নেতা এক অথবা প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধান এক। সেক্ষেত্রে সম্মত আছেন কি না।

অনুচ্ছেদ ৭০

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: ৭০ অনুচ্ছেদে অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন রাখার বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমান ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন, যেখান থেকেও ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করার কোনো পন্থা বাংলাদেশ সংবিধানে বিদ্যমান নাই, যা অন্যান্য দেশে রয়েছে। কয়েক দিন পরপর ক্ষমতা পরিবর্তন যাতে না হয় সেজন্য ৭০ অনুচ্ছেদে আস্থা ভোট যুক্ত করা। পক্ষান্তরে অনুচ্ছেদ ৭০ পুরোপুরি বাদ দেওয়া হলে হর্স ট্রেডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অনেকেই অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন রাখার পক্ষে।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: Financial Oversight Committee (FOC)-তে অবশ্যই বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্য হতে সভাপতি মনোনীত হবে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতিও বিরোধী দলের সদস্যদের জন্য সংবিধানে সুনির্দিষ্ট করার বিষয়ে একমত।

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংস্কার কমিশনের পক্ষ সবগুলো বিরোধী দল থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। অনেক দল থেকে ৫০:৫০ দেওয়া হলে বিরোধী দলকে যা দেওয়া হবে তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। অপরটি সংখ্যানুপাতে। Financial Oversight Committee (FOC)-তে অবশ্যই বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্য হতে সভাপতি মনোনীত হবে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতিও বিরোধী দলের সদস্যদের জন্য সংবিধানে সুনির্দিষ্ট করা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করার বিষয়ে একমত।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জাতীয় নির্বাচনের পর স্থানীয় নির্বাচন সম্পন্ন হলে দলীয়করণের প্রভাব পড়ে। সেক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা থাকে না। অন্তর্বর্তী সরকার স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করলে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হবে। সেইজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে চারমাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: উচ্চকক্ষে সদস্য নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ৩%-এর পরিবর্তে ১% ভোটের ভিত্তিতে করার প্রতি জোর দেয়।
কমিশনের ব্যাখ্যা: নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ৩%-এর সুপারিশ করলেও সংবিধান সংস্কার কমিশন ১% এর সুপারিশ করেছে।

সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্বাধীন মতামত থাকা দরকার। পূর্বের সংসদে কৃষক, শিক্ষক, শ্রমিকসহ অন্যান্য পেশাজীবীদের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। সংখ্যানুপাতে তৃণমূল থেকে বিভিন্ন পেশাজীবী অন্তর্ভুক্ত করা। কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১০৫ জনের পরিবর্তে সংখ্যানুপাতে ১০০ জন নির্বাচিত হবেন।

কমিশনের ব্যাখ্যা: উচ্চকক্ষ সৃষ্টির প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে ভারসাম্য আনয়ন। এজন্যই একটি ব্যালেন্স উচ্চকক্ষের জন্য পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সংসদ যেন দলদাসে পরিণত না হয়। দলীয়ভাবে ৫০ শতাংশ এবং বিভিন্ন পেশাজীবী থেকে ৫০ শতাংশ অন্তর্ভুক্ত করা। ১০০টি সরাসরি নির্বাচিত হবেন এবং রাষ্ট্রপতি ৫ জনকে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী থেকে মনোনীত করবেন। কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তার জনসমর্থন থাকে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ এবং জোটবদ্ধভাবে হলে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন না হলে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ জনগণের কোনো জনপ্রতিনিধি উচ্চকক্ষে থাকবে না। উচ্চকক্ষ যদি নিম্নকক্ষের কপি হয় তাহলে উচ্চকক্ষ করার যৌক্তিকতা নেই।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাজনৈতিক দল শিক্ষার্থীদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করে। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে না। এগুলো থাকলে নিবন্ধন পাবে না।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন

বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: বিচার বিভাগ দলীয়করণমুক্ত থাকবে। একটি বিচারপতি এবং অন্যটি আইনজীবী। আইনজীবী কোনো দলের হতে পারে। বিচারপতিরা দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ফ্যাসিবাদের জন্ম হবে। সেই ক্ষেত্রে বিচারপতিরা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না মর্মে শর্তারোপ করা। **এ বিষয়ে একমত নয়।**

কমিশনের ব্যাখ্যা: দলীয় ব্যানারে নির্বাচন প্রতিরোধ করা সম্ভব হলে বিচারপতিরা নির্দলীয় থাকবে। বিচারপতিদের সততা ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা। অন্য কোনো ক্রাইটেরিয়া যুক্ত করলে সুফল পাওয়া যাবে না।

পৌরসভা শক্তিশালীকরণ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: যেখানে উপজেলা রয়েছে সেখানে পৌরসভা দরকার নেই। স্থানীয় সরকারের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ বিলুপ্ত করা। তবে যেখানে পৌরসভা আছে কিন্তু উপজেলা নেই। স্থানীয় সরকারের আওতায় দুটি বিষয় থাকবে। স্থানীয় সরকার হিসেবে সিটি করপোরেশন এবং উপজেলা থাকবে। সাংবিধানিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। একজন সংসদ সদস্যের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে আইন-প্রণয়ন। কিন্তু স্থানীয় যেকোনো কাজে হাত বাড়ায়। ফলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কোনো ক্ষমতা থাকে না। স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ধাপ উপজেলা পরিষদ হবে। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর নির্বাচিত হবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলরের পরিধি বড় করতে হবে। সংসদ-সদস্যরা যাতে উপজেলা পরিষদে হস্তক্ষেপ করতে না পারে সেজন্য পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে লিখিত প্রস্তাবনা দেওয়া হবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে মেয়র নির্বাচিত হবেন যা সর্বেসর্বা না হয়। জেলায় জেলায় সরকার হওয়া দরকার। সেজন্য জেলা পরিষদ থাকা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ জেলা ভিত্তিক বিতরণ হওয়া দরকার। নগণ্য পরিমাণ অর্থ তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে। সংসদ-সদস্যরা স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না মর্মে উচ্চ আদালতের রায় থাকলেও তা কেউ প্রতিপালন করে না। যেহেতু প্রাদেশিক সরকারে অনাগ্রহ। সেক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে একটি স্তর থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে একটি লিখিত প্রস্তাবনা দেওয়ার অনুরোধ করেন।

ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট বা রাজধানী মহানগর সরকার

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: সিটি করপোরেশন বহাল থাকবে। পৌরসভা এবং ইউনিয়ন বিলুপ্ত হবে। জাতীয় সরকার, সিটি করপোরেশ সরকার ও উপজেলা সরকারব্যবস্থা এর সমন্বয়ে দেশ পরিচালিত হবে। জনসংখ্যা বা ঘনত্বের দিক দিয়ে এগিয়ে নিলে দেশের মানুষের মধ্যে বৈষম্যের আশঙ্কা থাকবে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: ঢাকা যেহেতু আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেজন্য পৃথক ৪টি প্রদেশ হবে। সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে আইনসভার সদস্যদের স্থানীয় সরকারের হস্তক্ষেপ কমানোর বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্ষমতার বিন্যাস করে ভারসাম্য তৈরি সম্ভব।

ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার

উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: ইউনিয়ন পরিষদ বিলুপ্ত করে নির্বাচিত ওয়ার্ডে কাউন্সিলরকে সরাসরি উপজেলা পরিষদের সদস্য করার প্রস্তাব করে।

ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য: প্রতি ওয়ার্ডে একজন নির্বাচিত মেম্বারের পরিবর্তে একজন কাউন্সিলর রাখার প্রস্তাব করে।

অতঃপর দুপুর ১-৪৫ ঘটিকায় প্রথম পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৯ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১২ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ২৯ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১২ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : সোমবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান
৫.	জনাব মো. আইউব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব আবুল কালাম আজাদ	সমন্বয়ক, গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ও আহ্বায়ক সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (SDP)
২.	জনাব তোফাজ্জল হোসেন	সদস্য, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৩.	জনাব মো. এনামুল হক	সদস্য, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৪.	জনাব ফজলুল হক	সদস্য, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৫.	জনাব মো. রুবেল হোসেন	সদস্য, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৬.	কমরেড হারুন চৌধুরী	সভাপতি, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল এম এল
৭.	খান মো. নুরে আলম	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল এম এল
৮.	জনাব মো. শাহজালাল মোল্লা	পলিট ব্যুরোর সদস্য, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল এম এল
৯.	জনাব মো. দীন ইসলাম	পলিট ব্যুরোর সদস্য, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল এম এল
১০.	জনাব মো. সেলিম হোসেন	পলিট ব্যুরোর সদস্য, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল এম এল
১১.	কমরেড আলি হোসেন	ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি
১২.	কমরেড ডাক্তার সামছুল আলম	সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি
১৩.	কমরেড কাওসার মনসুর	পলিট ব্যুরোর সদস্য, সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি
১৪.	আমরুল হক প্রামাণিক	জাতীয় কমিটির সদস্য, সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি
১৫.	কমরেড জাহিদুল ইসলাম	সদস্য, সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি
১৬.	হারুন আল রশীদ খান	মহাসচিব, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল-পিডিপি
১৭.	মোঃ মনির হোসেন	ভাইস চেয়ারম্যান, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল-পিডিপি
১৮.	নুরে আলম সিদ্দিকী	ভাইস চেয়ারম্যান, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল-পিডিপি
১৯.	কাজী আদনান তাজীম তুষার	যুগ্ম মহাসচিব, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল-পিডিপি
২০.	আমানতউল্লাহ আমান	যুগ্ম মহাসচিব, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল-পিডিপি

৪. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই মহান শহিদ বীরদের শ্রদ্ধা জানায়। ঐতিহাসিক বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শহিদগণ এবং ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদগণ যাঁদের জীবন ও রক্তের বিনিময়ে এই ভূখণ্ড একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে গত প্রায় তিপ্পান্ন বছরে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে যে সমস্ত মানুষেরা প্রাণ দিয়েছেন শহীদ হয়েছেন তাঁদের সবার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে দুনিয়া কাঁপানো গণ-অভ্যুত্থানের তোড়ে ঘাড়ে চেপে বসা দীর্ঘ ষোলো, সতেরো বছরের ফ্যাসিবাদের এক জগদ্দল পাথর নামানো সম্ভব হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ দ্বিতীয় দফা মুক্তির স্বাদ লাভ করে এবং গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা নতুন করে মানুষের মধ্যে জাগবার সুযোগ হয়। এই অভ্যুত্থানকালে যাঁরা শাহাদতবরণ করেছেন, জীবন দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। এই অভ্যুত্থানকালে যাঁরা আহত হয়েছেন এবং নানাভাবে অঙ্গহানি হয়েছেন, নানা রকম ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি গভীর সহানুভূতি, সমবেদনা এবং তাঁদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। তিনি আলোচনার পটভূমি উল্লেখ করে বলেন যে, গত ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসনামলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নির্বাসনে চলে গিয়েছে, গণতন্ত্রের স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। এই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষ নতুর করে স্বপ্ন দেখেছে। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের সুযোগ আবার সামনে এসেছে এবং এর প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার ব্যাপকভিত্তিক সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করে। এর মধ্যে ছয়টি গুরুত্বপূণ কমিশন গত ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। এ সমস্ত রিপোর্টে শত শত সুপারিশ আছে। সেগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে আলোচনার সুবিধার্থে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সুপারিশগুলোর একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে স্প্রেডশিড আকারে ১৬৬টি সুপারিশ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করে। আজকের আলোচনা শুধু ১৬৬টি সুপারিশের উপরে নয়। আলোচনা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের উপরে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা যাবে। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। তিনি বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন হতে পাঠানো স্প্রেডশিটে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য মতামত দিয়েছে। আজকের এ আলোচনার পর ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে আলোচনা শেষ হবে। আশা করা যায় যে, আগামী ১৫ মে ২০২৫-এর মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা শেষ হতে পারে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সে সমস্ত বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেগুলোর ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে। গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের শরিক যারা, তারা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিল। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বিশেষ করে জুলাই-আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের সময় সক্রিয় ছিল। এ সময় বাম ঐক্যের অনেকেই আহত হয়েছেন। এ অবদান নিঃসন্দেহে সকলের বিবেচনায় আছে। গত ৫৩ বছর ধরে বিভিন্নভাবে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি লক্ষ্য, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি করা। মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। বারবার ব্যত্যয় ঘটেছে। বাংলাদেশের নাগরিকরা, বাংলাদেশের জনসাধারণ বিভিন্নভাবে এই সংগ্রামে যুক্ত থেকেছে এবং এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এটি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে গিয়েছে ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান। মানুষের মধ্যে সৃষ্ট আকাঙ্ক্ষার বিবেচনায় নয়, যারা প্রাণ দিয়েছেন তারা আমাদের কাছে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যেন আমরা তাদের এই প্রাণদানকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারি। আমরা যেন তাদের সেই অর্পিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে ভূমিকা রাখতে পারি। রাজনৈতিক দল হিসেবে, জোট হিসেবে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য সে ভূমিকা রাখবে। নাগরিক সমাজ রাখছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ফ্যাসিস্ট শাসকের পলায়ন প্রাথমিক বিজয়কে নিশ্চিত করেছে। কিন্তু আরও বড় দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পিত হয়েছে তা হলো এই রাষ্ট্র কাঠামোকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন মধ্য দিয়ে সংশোধনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর

হওয়া। যাতে করে ভবিষ্যতে এ রকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে না হয়। ফলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের চেষ্টা যেমন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা তেমনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর, জোটগুলোর, শক্তিগুলোর। আমাদের সকলের দায়িত্ব হচ্ছে এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা, ঐক্যকে সুদৃঢ় করা এবং একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এটি একদিনে হবে না। এটি এখনি শুরু করতে হবে। কেননা আমরা একটি ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণে আছি। এর চেয়ে বড় সুযোগ গত ৫৩ বছরে জাতি পায়নি। ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি পথরেখা তৈরি করার। গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য তাতে অংশ নিচ্ছে যেমনটি করেছে আন্দোলনে, সংগ্রামে। আশা করা যায় রাষ্ট্র পুনর্গঠনে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য সহযোগিতা করে যাবে।

৮. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের সমন্বয়ক ও আহ্বায়ক, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (SDP) জনাব আবুল কালাম আজাদ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সকল সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন যাঁরা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহিদ হয়েছেন। এই সংস্কার প্রস্তাবনার চূড়ান্ত পর্যায়ে যে সিদ্ধান্তগুলো হবে সেগুলো তাঁদেরই রক্তে লিখিত হবে। এ আন্দোলন হয়েছিল বৈষম্যবিরোধী। বৈষম্য দূর করার মূল পন্থা সমাজতন্ত্র। সকলের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সংস্কার প্রস্তাবনার চূড়ান্ত পর্যায়ে যেন সমাজতন্ত্রের একটি রূপরেখা থাকে তিনি সেই উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে সূচনা বক্তব্য শেষ করেন।

৯. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের স্প্রেডশিটে ১৬৬টি সুপারিশ ছিল যার মধ্যে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১১৭টি প্রস্তাবে একমত হয়েছে, ৩০টি প্রস্তাবে একমত হয়নি এবং আংশিকভাবে একমত হয়েছে ১৯টি প্রস্তাবে। উল্লিখিত ১৬৬টি প্রস্তাবের সংবিধান সংস্কার কমিশনের ৭০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৪৯টি প্রস্তাবে একমত, ১১টি প্রস্তাবে একমত নয়, ১০টি প্রস্তাবে আংশিকভাবে একমত। নির্বাচন সংস্কার কমিশনের ২৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৫টি প্রস্তাবে একমত, ৮টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ১২টি প্রস্তাবে আংশিক একমত। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ২৩টি প্রস্তাবে একমত। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৭টি প্রস্তাবে একমত, ৭টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ২টি প্রস্তাবে আংশিক একমত। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে ১২টি প্রস্তাবে একমত, ৪টি প্রস্তাবে একমত নয় এবং ৪টি প্রস্তাব আংশিক একমত।

১০. একমত নয় এবং আংশিক একমত সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

' নাগরিকতন্ত্র'

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য অংশিক একমত পোষণ করে এবং বিকল্প পরামর্শ দেয় যে, নাগরিক বাংলাদেশি, জাতি বাঙালি।

কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বৃহত্তর স্বার্থে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য তাদের বিকল্প পরামর্শ প্রত্যাহার করে কমিশনের প্রস্তাবে একমত পোষণ করে।

'মূলনীতি'

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত। গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য সামাজিক সুবিচারের স্থলে সমাজতন্ত্র প্রস্তাব করছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এই ৩টি বিষয় যুক্ত করা হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই ৩টি সেই আদর্শ। সেই কারণে সামাজিক সুবিচার ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। তাই বহুত্ববাদ প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে অনেক দল সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, এবং গণতন্ত্র এই চারটি বিষয়ে একমত হয়েছে। জাতীয় সনদ তৈরির ক্ষেত্রে এই চারটি মূলনীতি হিসেবে রাখার ব্যাপারে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য এর অবস্থান স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: সামাজিক সুবিচারের স্থলে সমাজতন্ত্র হবে। বৈষম্য নিরসনে সমাজতন্ত্রের বিকল্প নাই। বিদ্যমান সংবিধানের বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র এই ৪টি মূলনীতিতে একমত।

'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা'

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নামে একটি 'ভাগ' হিসেবে একীভূতকরণ।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: মৌলিক অধিকারগুলো মৌলিক অধিকারের জায়গায় থাকবে। বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ একীভূতকরণে একমত নয়।

দ্বিকক্ষ (উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ) বিশিষ্ট আইনসভা ও সংসদ আসন সংখ্যা

কমিশনের ব্যাখ্যা: একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা যার একটি নিম্নকক্ষজাতীয় সংসদ এবং একটি উচ্চকক্ষ (সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ চার বছর। নিম্নকক্ষের ৩০০ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত এবং ১০০ আসন নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাখা। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে তরুণদের জন্য ১০% সংরক্ষণ এবং বয়স ২১ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী তরুণ। দেখা যায় যে, ২৫ বছর হওয়ার কারণে তারা আইন প্রণয়নে যুক্ত থাকতে পারে না। তাছাড়া ৬৯, ৭১, ৯০ ও ২৪ যখনই আন্দোলন হয়েছে তরুণেরা যুক্ত থেকেছে। এসব বিবেচনায় তরুনদের জন্য ১০% সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: দ্বিকক্ষ (উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ) বিশিষ্ট আইনসভা সৃষ্টিতে একমত নয়। জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০ যার মধ্যে ৩০০ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত এবং ১০০ আসন নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচনে একমত। তরুণ নেতৃত্বের জন্য ১০ সংরক্ষিত রাখার বিষয়ে আংশিক একমত। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তারুণ্যের উদ্দীপনা থাকে। আন্দোলনে মাঠে অংশগ্রহণ করা আর আইন প্রণয়ন করা ভিন্ন বিষয়। ২৫ বছর হলে সাধারণত পরিপক্বতা আসে। তাই প্রার্থীর বয়স ২১ বছর করার প্রস্তাবে একমত নয়। একটি সংসদ নির্বাচন করা ব্যয়বহুল তাই দেশের বিরাজমান ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় সংসদের মেয়াদ ৫ বছর রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা ও দলীয় প্রধান ভিন্ন ভিন্ন হলে কিছুটা হলেও ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল বর্তমান পদ্ধতিতে ৩টি পদই একই ব্যক্তি রাখার পক্ষের আবার কোন কোন রাজনৈতিক দল ২টি পদে একই ব্যক্তি রাখার পক্ষে। যদি অধিকাংশ দল যে কোন দুটি পদে একই ব্যক্তি রাখার পক্ষে মত দেয় সে ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের মত আছে কি না।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি হওয়ায় একটি সাংঘর্ষিকতা তৈরি হয়। কারণ অতীতে এ ধরনের পদ্ধতি থাকায় স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি জাতির জন্য একটি দুঃসংবাদ, মঙ্গলজনক নয়। তাই যিনি দলীয় প্রধান হবেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন না। তবে বৃহত্তর স্বার্থে সকলে ঐক্যবদ্ধ হলে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য যতটুকু প্রয়োজন ছাড় দিতে প্রস্তুত আছে।

অনুচ্ছেদ ৭০

কমিশনের ব্যাখ্যা: অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করার প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য সম্পূর্ণ একমত। তবে আলোচনার মাধ্যমে আস্থা ভোট ও সংবিধান সংশোধনের বিষয় সামনে এসেছে। অর্থবিল, আস্থা ভোট ও সংবিধান সংশোধন এই ৩টি বিষয় দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া যাবে না এ ধরনের প্রস্তাব যুক্ত হতে পারে। গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে পারে।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: কেউ যদি মনে করে যে, বর্তমান সরকারের পরিবর্তে অন্য সরকার আসলে দেশের জন্য ভালো হবে তাতে তো কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়।

স্থায়ী কমিটির সভাপতি

কমিশনের ব্যাখ্যা: আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য সম্পূর্ণ একমত। তবে আলোচনায় উঠে এসেছে অধিকাংশ দল সবগুলো কমিটির সভাপতি বিরোধী দলকে দিতে রাজি নয়। এ বিষয় তিনটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ১. যতগুলো কমিটি হবে তার ৫০% সরকারি দল থেকে এবং ৫০% বিরোধী দল থেকে; ২. সংখ্যানুপাত; ৩. সুনির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের জন্য নির্ধারণ করা (যেমন, সরকারি হিসাব, বিশেষ

অধিকার, স্বরাষ্ট্র, অর্থ ইত্যাদি)। বাকিগুলো আলোচনা মাধ্যমে বণ্টন করা। গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের এ বিষয়ে বিকল্প কোনো প্রস্তাব আছে কি না জানতে চাওয়া হয়।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের একজন সদস্য স্বরাষ্ট্র, অর্থ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিটির সভাপতি সরকারি দলের থাকা যুক্তিসংগত মনে করলেও সমন্বয়ক তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন এবং পূর্বের অবস্থানে অর্থাৎ কমিশনের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন।

সংবিধান সংশোধনী

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদনের এবং গণভোটের বিধান করা।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: সংসদের উচ্চকক্ষের বিষয়ে দ্বিমত। তবে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও গণভোটে আপত্তি নাই।

রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ও নির্বাচন

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ ৪ বছরে দ্বিমত পোষণ করে ৫ বছর রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হতে প্রায় জাতীয় নির্বাচনের মতো ব্যয়বহুল হবে। তাই জাতীয় সংসদ-সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষে একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জেলা সমন্বয় কাউন্সিল, প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান, প্রতিটি উপজেলা থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান, দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান, প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র মিলে জেলা সমন্বয় কাউন্সিল হবে। এই জেলা সমন্বয় কাউন্সিলের ভোটে এবং সংসদের উভয় কক্ষের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে। ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শুধু ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছায় হবে না। নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রস্তাব হলো; জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর (প্রায় ৭০ হাজার) ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া বিধান করা। নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা বেশি হলে নির্বাচন কলুষিত হওয়ার সুযোগ কমে যায়।

প্রধানমন্ত্রী

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য একমত পোষণ করে।

স্থানীয় সরকার কমিশন

কমিশনের ব্যাখ্যা: একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা, যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। স্থানীয় সরকার কমিশন থাকলে কেন্দ্রীর সরকারের আধিপত্য কমবে, বৈষম্য দূর হবে, আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। স্থানীয় সরকারের ব্যয় পর্যালোচনা করা, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সমন্বয়ক হিসেবে ভূমিকা রাখা এবং স্থানীয় সরকারের আপিলের জায়গা। এটি হবে প্রভাবমুক্ত একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক কমিশন।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: দুর্নীতি দমন কমিশনকে এক সময় সরকার বিরোধীদলের মত দমনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই ভাবে যেন এই কমিশন ব্যবহার না হয় সেজন্য ভিন্ন মত ছিল।

অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের ১৫০(২) বিলুপ্ত করা, এবং সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা। ৫ম তফসিলে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণকে সংবিধানের অংশ করা হয়েছে, ৬ষ্ঠ তফসিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা যুক্ত করা হয়েছে এবং ৭ম তফসিলে স্বাধীনতার ঘোষণা যুক্ত করা হয়েছে। এগুলো করা হয়েছে ১৫০(২) এর মাধ্যমে। এ জন্য ১৫০(২) বাতিল করলে এই তফসিলগুলো থাকবে না। বিষয়টি পর্যালোচনা করে জানানোর জন্য আপাতত পেন্ডিং রাখা যেতে পারে।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: পঞ্চদশ সংশোধনী পর্যন্ত কেউ কেউ ব্যক্তি স্বার্থে দলীয় স্বার্থে সংবিধান কাটা-ছেঁড়া করছে। জাতিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থে, দলীয় স্বার্থে সংবিধানের যে যে জায়গায় কাটা-ছেঁড়া করছে সেগুলো বাদ দেওয়ার জন্য শতভাগ একমত।

নির্বাচন সংস্কার কমিশন

উচ্চ কক্ষ

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংসদের উচ্চকক্ষ হলো চেক এন্ড ব্যালান্স। নিম্নকক্ষে অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে দলীয় স্বার্থে আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেক কিছু করে। উচ্চকক্ষে সমাজের বিশিষ্ট জন থাকবে, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা থাকবে সেখানে অনেক চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত হবে। যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়। উল্লেখ্য, আলোচনায় উঠে এসেছে যে, অধিকাংশ দলই উচ্চকক্ষে পক্ষে। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার করে জানাতে পারে।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এককক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট রাখার পক্ষে মত পোষণ করে। তবে এ বিষয়ে ডিবেট জাতীয় সংসদে হতে পারে এবং জাতীয় সংসদ হতেই একটি সিদ্ধান্ত হতে পারে।

সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংসদের নিম্নকক্ষের চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এর ফলে চার টার্মে ২০ বছর মেয়াদকালের মধ্যে চারশতটি আসনের প্রত্যেকটি আসন থেকে সরাসরি নারী প্রার্থীরা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। ভারতের পঞ্চায়েতে এ ধরনের বিধান আছে।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: সংসদের ১০০টি আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রস্তাবে একমত পোষণ করে।

জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা প্রস্তাবে একমত নয়।

সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

কমিশনের ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।

ভারত, পাকিস্তান এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে এলাকাগুলো নির্ধারণ করে এমন একটি কমিশন যার দায়িত্ব ভোট গ্রহণ নয়। আদমশুমারি হয়ে গেলে বোঝা যায় যে, কোন এলাকায় কত লোক আছে। প্রতি ১০ বছর পর পর ঐ অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণ হওয়া উচিত। সেটি নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয় যার অধীনে বিশেষজ্ঞরা থাকে। যেমন: ডেমোগ্রাফার, স্ট্যাটিস্টিশিয়ান থাকে ইত্যাদি। জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে সীমানা নির্ধারণের প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে এবং পরবর্তীকালে আপিল শুনানি বিবেচনা করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর কমিশন বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই নির্ধারিত সীমানা ধরেই নির্বাচন কমিশন কাজ করে। নির্বাচন কমিশন যাতে বিতর্কে না পড়ে সেই জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যে প্রতি ১০ বছরে একটি কমিশন গঠন করা হবে আদমশুমারির পরপর। এটি হবে একটি অস্থায়ী কমিশন যার কাজ হবে শুধু সীমানা নির্ধারণ করা।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠনে একমত পোষণ করে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তন

কমিশনের ব্যাখ্যা: বিভাগ, জেলা ও উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পদবির মধ্যে কোনো সংগতি নেই। তাই এসকল কর্মকর্তাদের পদবির মধ্যে সংগতি আনয়নের জন্য পদবি পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট' ও 'জেলা কমিশনার' ও 'উপজেলা কমিশনার' এবং 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবি পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা)' করার প্রস্তাবে একমত পোষণ করে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি

এ বিষয় কমিশন যুক্তিসহকারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। তবে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য তাদের সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন করেনি।

সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গঠন

কমিশনের ব্যাখ্যা: বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা (যে কমিটি অতিরিক্ত সচিব থেকে সচিব এবং সচিব থেকে মুখ্যসচিব পদে পদোন্নতির সুপারিশ করবে)। একইসঙ্গে বিভিন্ন সার্ভিসের বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (এসইএস) গঠন করা।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে একজন কর্মকর্তা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অনেক সময় দেখা যায় সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষ লোক পিছনে চলে আসে এবং কিছু কিছু অদক্ষ লোক সামনে চলে আসে। এতে অনেক মেধাবী কর্মকর্তাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন হয় না। তাই সকল পদেই রাজনৈতিক বা ব্যক্তি বিবেচনা নয় মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদোন্নতি হতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার

কমিশনের ব্যাখ্যা: ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা পূর্বক শুধু ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা প্রস্তাবে একমত বাকিগুলোতে একমত নয়। সে মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার প্রস্তাবে আংশিক একমত।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান: সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া প্রস্তাবের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য একমত অপর দিকে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথিকীকরণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন কার প্রস্তাবেও একমত যা পরস্পরবিরোধী। আলোচনা ও পর্যালোচনার পর পেন্ডিং রাখা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন

বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতাদানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা

কমিশনের ব্যাখ্যা: সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতাদানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য একমত পোষণ করে।

সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য একমত পোষণ করে।

কমিশনের ব্যাখ্যা: দুদক আইন, ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা। তারা হলেন–(১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকেসুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি

[পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান], (২) সুপ্রিম কোর্টেও হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান, (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য-এর বক্তব্য: কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য একমত পোষণ করে।

১১. জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ব্রডশিটে **১৬৬টি** সুপারিশ ছিল যার মধ্যে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য **১১৬টি** প্রস্তাবে পূর্বেই একমত হয়েছিল। কমিশনের ব্যাখ্যা এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয়ে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য আরও (সংবিধান সংস্কার কমিশনের ০৪টি, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের ০২টি, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের ০৮টি, নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশনের ৪টি প্রস্তাব) অতিরিক্ত **১৮টি** প্রস্তাবে একমত হয়। এ বৈঠকের পর গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য সর্বমোট **১৩৪টি** প্রস্তাবে একমত পোষণ করে।

গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য: জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সকলকে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়। দেশে একটি চরম স্বৈরাচার ক্ষমতায় ছিল তাকে আন্দোলনের মাধ্যমে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে অসামাঞ্জস্য বিষয়গুলো ছিল তা নিয়ে এ সংস্কার কমিশন কাজ করছে। বাংলাদেশের সংবিধান ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসেবে প্রণয়ন হবে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সহ-সভাপতি: গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সংলাপে সুচিন্তিত মতামত দেওয়ায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য যে নমনীয়তা দেখিয়েছে সেটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে একটি জাতীয় ঐক্য গঠনে ভূমিকা রাখতে চায়। জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বার্থকে উর্ধ্বে রেখে করে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য যে নমনীয়তা দেখিয়েছে সেটি অন্য রাজনৈতিক দলও যেন দেখায়। তার মাধ্যমে একটি জাতীয় সনদ তৈরিতে পৌঁছানো যাবে। এ ধরনের নমনীয়তা কাজকে সহজ করে। পরবর্তীকালে ২য় পর্যায়ের সংলাপে তারিখ নির্ধারণ করে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে **১ম** পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ

০২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৫ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ০২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা

স্থান : এলডি হল, জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি
১.	জনাব বজলুর রশীদ ফিরোজ	সাধারণ সম্পাদক
২.	জনাব রাজেকুজ্জামান রতন	
৩.	জনাব নিখিল দাস	সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য
৪.	জনাব জনার্দন দত্ত নান্টু	সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য
৫.	প্রকৌশলী শম্পা বসু	
৬.	ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী	
৭.	জনাব জুলফিকার আলী	
৮.	জনাব আহসান হাবিব বুলবুল	
৯.	জনাব খালেকুজ্জামান লিপন	
১০.	জনাব আবু নাঈম খান বিপ্লব	
১১.	জনাব রাহাত আহম্মেদ	

৪. সংলাপ সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা

করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তীসরকার রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগের আওতায় ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং কমিশনগুলো মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট তাদের সুপারিশগুলো ইতোমধ্যে দাখিলও করেছে। সুপারিশগুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ করা হলে রাজনৈতিকদলগুলোও তাদের মতামত পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছে। যে সকল সুপারিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত বা আংশিক ভিন্নমত রয়েছে সেগুলোতে ঐকমত্যে পৌছানোর জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সঙ্গে রাজনৈতিক দল গুলোর সঙ্গে সংলাপের আয়োজন করেছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে কিছু বলার আহ্বান জানান।

৭. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ মুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশমালার যে সকল সুপারিশে ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব হয়নি বা আংশিক ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোতেও সংলাপ, আলোচনা, পর্যালোচনাপূর্বক ঐকমত্যে পৌছানো এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এ প্রচেষ্টাকে কাঠামোগত রূপ দেয়াই এই কমিশনের মূল লক্ষ্য। তিনি আশা করেন সকলের সহযোগিতায় আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৮. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব বজলুর রশীদ ফিরোজ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনূসকে এরকম একটি উন্মুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য তার দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সকল সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের চালিকা শক্তি ছিল ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা ও বৈষম্য বিলোপের আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যতে যেন আর কোনো ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচারের জন্ম এ দেশে না হয়। সে লক্ষ্যে বাসদ সকল যৌক্তিক সংস্কারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাবে। ৫টি সংস্কার কমিশনের যে সুপারিশগুলো পাঠানো হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একমত পোষণ করা হয়েছে। যেগুলোকে দ্বিমত বা আংশিক একমত রয়েছে সেগুলোও আলাপ-আলোচনা বা সংলাপের মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব হবে।

৯. একমত নয়, আংশিক একমত ও অস্পষ্ট সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব

নাগরিকতন্ত্র

কমিশনের প্রস্তাব এবং ব্যাখ্যা: সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে 'Republic' ও 'People's Republic of Bangladesh' শব্দগুলো বহাল রাখা হবে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: সংবিধান সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ব্রিটিশ ভারতের সংগ্রামের ইতিহাসগুলো অসম্পূর্ণ আছে। তাই সেগুলো সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। এই বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে কোনো লিখিত দেওয়া হয়নি। তবে পরবর্তী সময়ে তা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে জনগণতন্ত্রী-তে দ্বিমত পোষণ করা হয়। কারণ রাজনীতির পরিভাষায় জনগণতন্ত্রীর একটা আলাদা অর্থ আছে। এতে ভবিষ্যতে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। আবার এই ব্যবস্থায় যেতে হলে আলাদা একটা রিভল্যুশনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। তাই এখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

ভাষা

কমিশনের প্রস্তাব এবং ব্যাখ্যা: নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে–বাংলা। সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: নাগরিকতন্ত্র না লেখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়। তবে ভাষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই একমত পোষণ করা হয়।

জাতি হিসেবে বাঙালি আর জাতীয়তা হিসেবে বাংলাদেশি (নাগরিক)

কমিশনের প্রস্তাব এবং ব্যাখ্যা: বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন' হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: ন্যাশন ও ন্যাশনালিটি দুটো ভিন্ন জিনিস। জাতি রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। তাই বলা হয়েছে জাতি হিসেবে বাঙালি আর নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি। অর্থাৎ উক্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে একমত পোষণ করা হয়।

এছাড়াও রাষ্ট্রধর্ম ও বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম না রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করা হয়।

কমিশনের ব্যাখ্যা: জাতি হিসেবে বাঙালি আর নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি বিষয়টি স্ববিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

সংবিধানের মূলনীতি

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা।

কমিশনের যুক্তি হলো যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দেওয়া হয়েছিল যেটি আসলে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান যেখানে রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি করা হয়েছিল ৩টি: সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সংবিধান প্রণীত হয় যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হিসেবে পরিচিত। সেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তিনটা মৌলিক আদর্শ দৃষ্টিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেগুলো সংবিধানের বা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে উল্লিখিত হয়নি। উপরন্তু চারটা মূলনীতির কথা বলা হয়েছে যে মূলনীতিগুলো নিয়ে কোনো দীর্ঘ আলোচনা হয়নি। তদুপরি বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া যখন শুরু হয় তার আগে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, বাংলাদেশের মূলনীতি হবে চারটা। সেই জায়গা থেকে এগুলো বাদ দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ এটি একটি রাজনৈতিক দলের আদর্শকে ধারণ করেছে। উপরন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের কথা বলা হয়েছে। এর বাইরে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কারণই হচ্ছে গণতন্ত্র। এছাড়া বহুত্ববাদিতার কথা বলা হয়েছে। এর পেছনে যুক্তি ছিল যে, ধর্মনিরপেক্ষতা বিগত ৫৩ বছরের মধ্যে ১৭ বছর ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি সংবিধানে ছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটা নিয়ে মূলত একটা বিভক্তি তৈরির চেষ্টা করছে। তাছাড়া ধর্ম নিরপেক্ষতার খুব একটা ইনক্লুসিভ নয়। তারচেয়ে Pluralism অনেক বেশি ইনক্লুসিভ। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে Pluralism ব্যবহার করা যায়। সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে যদি Pluralism ব্যবহার করা হলে সেটিতে আরও ব্যাপকভাবে সমাজের বিভিন্নরকম সম্প্রদায়ের সমঅধিকারের বিষয়টি আসবে। এক্ষেত্রে চার মূলনীতির পরিবর্তন করে পাঁচটি মূলনীতি করার প্রস্তাব করেছি।

রাষ্ট্র ও সংবিধানের মূলনীতির ক্ষেত্রে চারটা মূলনীতিতে প্রায় সকল দলই একমত। তবে এর বাইরেও কিছু যুক্ত করার সুযোগ থাকা উচিত। এটা বিবেচনায় রাখার কথা বলেন।

বহুত্ববাদী

কমিশনের প্রস্তাব: ৫.২ কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে 'বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহুধর্মী, বহুভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।'

বহুত্ববাদী শব্দটি কেউ কেউ বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন। এই বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়ে পেন্ডিং রাখা হয়।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর ব্যাখ্যা: ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণাটা আসার একটা ইতিহাস রয়েছে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাকে বহুত্ববাদীতা দিয়ে রিপ্লেস না করার পক্ষে এবং জাতিগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, চিন্তাগত বহুত্ববাদের বিষয়টা ঠিক আছে মর্মে মতামত দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রের মূলনীতি

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের মুলনীতি ও ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮,৯,১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলো বাদ দেওয়া।

কমিশনের পক্ষ হতে প্রস্তাবের পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল: সংবিধানের ৮,৯,১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলো বাদ দেওয়ার বিষয়ে একমত নয়।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

কমিশনের প্রস্তাব: বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নামে একটি ভাগ হিসেবে একীভূতকরণ, আরও কিছু মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ, বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার ও প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণসহ মৌলিক অধিকারের বিষয়ে আরও ৪টি প্রস্তাব করা হয়।

কমিশনের পক্ষ হতে এসকল প্রস্তাবের পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে বলা হয় যে, মৌলিক অধিকারসমূহকে এনফোর্সেবল করার প্রস্তাব করা হয়েছে। রাষ্ট্র সামর্থ্য অনুযায়ী এগুলো বাস্তবায়ন করবে। যেগুলো সকলে একমত হবে সেগুলো তৃতীয় ভাগে ক, খ, গ অর্থাৎ ৩(১), ৩(২) হিসেবে যুক্ত করতে বলা হয়।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল: খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এর সঙ্গে কর্মের সুযোগ যোগ করতে বলা হয়।

২৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো আইন করা যাবে না। এছাড়া রাষ্ট্র এই ভাগের কোনো বিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন করবে না করলে যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঠিক ততোখানিই বাতিল হয়ে যাবে। এই বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আইনসভা

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং উচ্চকক্ষ (Senate- সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে চার বছর। এছাড়া সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার যুক্তিটা ছিল যে, লোয়ার হাউসের উপর এক ধরনের তদারকির ব্যবস্থা করা। এছাড়াও যদি এমন কোনো আইন প্রণীত হয় যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইটকে কারটেইল করে, কোনোরকম ডিসক্রিমিনেটেড হয় তাহলে এটা আপার হাউসে গেলে রিচেকড হবে। আপার হাউস করার আর একটা যুক্তি ছিল যে, প্রপশনাল রিপেজেন্টেশনকে যদি অ্যাপরুভ করে নেওয়া হয় তাহলে বাংলাদেশের যে ডিভার্স পলিটিক্যাল স্পার্কটার্মটা আছে সেটারও একধরনের রিপ্রেজেনটেশন হয়।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল: ফান্ডামেন্টাল রাইটকে কারটেইল করে কোনো আইন প্রণয়ন করা হলে তবে তা রিচেক করার সুযোগ থাকবে। তাই অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো আইন প্রণয়নই করা যাবে না মর্মে সংবিধানে বাধ্যতামূলকভাবে লিখে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া আপার হাউসের পরিবর্তে জুডিশিয়ারির কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা রাখার পক্ষে মতামত দেওয়া হয়। অর্থাৎ আপার হাউসের প্রবিশন না রাখা। তাছাড়া আইনসভাটা সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে হতে হবে এবং নিম্নকক্ষ পিআর সিস্টেমে করতে হবে।

কমিশন: নিম্নকক্ষ পিআর সিস্টেমে করলে চারটা ইলেকশন যদি ফেয়ার হতো তাহলে কোনোবারই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারতো না। তাহলে একটা আনস্টাবল গভর্নমেন্টের দিকে দেশ এগিয়ে যেতো। বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে নিম্নকক্ষে পিআর-এর অসুবিধাসমূহ তুলে ধরা হয় এবং এই বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ করা হয়।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল: এই প্র্যাকটিসটা প্রগ্রেসিভলি/ধীরে ধীরে করার পক্ষে মতামত দেওয়া হয়।

নারী প্রার্থী

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল: প্রস্তাবের পক্ষে একমত পোষণ করা হয়। তবে নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

প্রার্থী হিসেবে তরুণ-তরুণী

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা; সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।

কমিশনের পক্ষ হতে বলা হয় যে, ১০ শতাংশ তরুণ-তরুণীদের মনোনীত করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়নি, এটি শুধু উৎসাহিত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বয়সের বিষয়ে বলা হয় যে, ১৮ বছর বয়সে আমরা ভোট দিতে পারি, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে মতামত দিতে পারি তরুণ প্রজন্মকে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে এ প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল: তরুণ-তরুণীদের কোটার ভিত্তিতে নয় যোগ্যতার ভিতিত্তে আসতে হবে।

ডেপুটি স্পিকার

সংবিধান সংস্কার কমিশন এর প্রস্তাব: দুইজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা হবে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল: একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন এবং তিনি বিরোধী দল থেকে হবেন।

প্রধানমন্ত্রী

কমিশনের প্রস্তাব: একজন সংসদ-সদস্য একইসঙ্গে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না (ক) প্রধানমন্ত্রী (খ) সংসদ নেতা এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান।

কমিশনের পক্ষ হতে প্রস্তাবের পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এক্সিকিউটিভ এবং লেজিসলেটিভের মধ্যে যে পার্থক্য তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল: সংসদ নেতা, প্রধানমন্ত্রী, দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি হবেন কি না সেটা স্ব স্ব দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারণের এখতিয়ার রাখা এবং প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ দুই বারের বেশি হবে না মর্মে মতামত দেওয়া হয়।

অনুচ্ছেদ ৭০

কমিশনের প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা: বাজেট, অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়ে অনেকেই বলেছে। এটা অ্যাকনলেজ করা হচ্ছে, রিকগনাইজ করা হচ্ছে যে আসলে ইনস্টাবিলিটি তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশ এখনও সেই জায়গায় যায়নি। আর একটা প্রস্তাব হলো এর সঙ্গে সংবিধান সংশোধন যুক্ত করা যাতে করে ক্ষমতাসীন দল এটা নিশ্চিত হতে পারবে যে অন্তত্পক্ষে তার দলের সমর্থন আছে। অর্থবিলের সঙ্গে আস্থা ভোট ও সংবিধান সংশোধনের বিষয়টিও আছে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: অর্থবিল, বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি, অনাস্থা প্রস্তাব ছাড়া সকল ক্ষেত্রে ৭০ অনুচ্ছেদের কার্যকারিতা বাতিল করা। তবে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি একটু চিন্তা করতে হবে।

আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি

কমিশনের বক্তব্য: আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।

বর্তমান পদ্ধতিতে সরকারি দল না চাইলে বিরোধী দল থেকে স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য কমিশন থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আলোচনায় সবগুলো না দিয়ে পিআর পদ্ধতি অথবা ৫০:৫০ অথবা Financial Oversight Committee (FOC), স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্রসহ এরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু কমিটি সুনির্দিষ্ট করে বিরোধী দলকে দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে। পাবলিক অ্যাকাউন্স কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, এস্টিমেইট কমিটি, প্রিভিলেইজ কমিটি এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। প্রিভিলেইজ কমিটি সংসদ-সদস্যদের আচরণে যদি সংসদের মর্যাদাহানি হয়, সংসদের অবমাননা সম্পর্কিত এবং সংসদে বাক্ স্বাধীনতা সম্পর্কিত কমিটি যেটা আমাদের সংবিধানে আছে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: এক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি নির্দিষ্ট করে দিলে ভালো হয়। যেমন: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি। তবে এই বিষয়ে আরও চিন্তাভাবনা করা দরকার।

সংবিধান সংশোধনী

কমিশনের প্রস্তাব: সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদনের এবং গণভোটের বিধান করা।

কমিশনের পক্ষ হতে গণভোটের বিধান চালু ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। বলা হয় যে, সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গণভোট ছাড়া সংশোধন করার ক্ষমতা থাকলে সেক্ষেত্রে জনগণের মতের প্রতিফলন হবে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ ভোট

পেয়েও কোনো দল দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেতে পারে। তবে সকল সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটে অনেক রাজনৈতিক দলই একমত নয়। এতে খুব ঘন ঘন গণভোটের প্রয়োজন হবে যা অনেকটা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদন এবং গণভোটের ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সকল সংশোধনীর ক্ষেত্রে গণভোট না রেখে নির্দিষ্ট কিছু সংশোধনীর ক্ষেত্রে গণভোট রাখা।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

কমিশনের ব্যাখ্যা: সুনির্দিষ্ট বিশেষ কার্যাবলি বা সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর দেশ পরিচালনা করতে যেন বিঘ্ন না ঘটে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এনসিসি

কমিশনের ব্যাখ্যা: প্রধান বিচারপতি যেহেতু জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন সেক্ষেত্রে তিনি দলীয় এবং নির্বাচিত নন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে সুপারিশ করা হয়েছে তাতে রাষ্ট্রপতির অনেকটা নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনা করার সুযোগ কম থাকবে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পরে এনসিসি গঠনের পরিবর্তন হবে। তখন ৫ সদস্যবিশিষ্ট এনসিসি হবে। কমিশনের সুপারিশে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এনসিসি গঠিত হলে সরকারি দল, বিরোধী দল, বিচার বিভাগ একজায়গায় হবে, পারস্পরিক আলোচনা হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গ এক টেবিলে বসার সুযোগ পাবে। এতে করে রাজনৈতিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং জনগণের বিশ্বস্ততার একটি জায়গা সৃষ্টি হবে, ক্ষমতায় চেক এন্ড ব্যালেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এনসিসি ন্যায়পালের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

রাষ্ট্রপতির মেয়াদ

কমিশনের ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। এছাড়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচকমণ্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে জানানোর অনুরোধ করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা

কমিশনের প্রস্তাব: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।

কমিশন প্রস্তাবের পক্ষে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে। বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে কনস্টিটিউশন কাউন্সিল ঠিক করবে। যদি না হয় তারপর বিচার বিভাগে যাবে। তবে প্রশ্ন আসে যে বিচারবিভাগে প্রধান বিচারপতি বা অন্য যারা আছেন তারা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবেন। বিচার বিভাগে নিয়োগ ব্যবস্থাটা এমন করতে হবে যেন এই প্রশ্নটা না উত্থাপন হয়। এই বিষয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি যিনি সিনিয়র মোস্ট তিনি হবেন। অস্বচ্ছতা ও একক ক্ষমতার পরিবর্তে স্বচ্ছ ও কালেকটিভ সিদ্ধান্তের জন্য একটি কমিশনের প্রস্তাব করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: ত্রয়োদশ সংশোধনীর ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বহাল রাখার পক্ষে তবে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে হবে। তবে এই বিষয়ে আরও চিন্তা করতে হবে।

হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ

কমিশনের ব্যাখ্যা: কেন বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব করা হয় তার ব্যাখ্যা প্রদান করে। বিচার ব্যবস্থাতে অ্যাকসেস টু জাসটিস নিশ্চিত না করতে পারলে অনেক সমস্যা হবে। এটা নিশ্চিত করতে হলে হাইকোর্টকে বিভিন্ন জায়গায় নিতে হবে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: এরশাদের সময় হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছিল। তবে তা পরবর্তীকালে বাতিল করা হয়। এগুলো বিবেচনা করা দরকার। সকল অবকাঠামোগত উন্নয়ন না করে বিকেন্দ্রীকরণ করলে তা কতটুকু সফল হবে ভেবে দেখা দরকার। জাজমেন্ট এবং ভারডিক্ট এই দুইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয় কিন্তু বাকি ক্ষেত্রে একমত পোষণ করা হয়।

আপিল বিভাগের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

কমিশনের ব্যাখ্যা: জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: একমত পোষণ করা হয়।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়

কমিশনের ব্যাখ্যা: সুপ্রিম কোর্ট বিচারক নিয়োগ থেকে শুরু করে যাতে টোটাল জুডিশিয়াল সিস্টেম অপারেট করতে পারে সেজন্য সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের প্রস্তাব করা হয়। এছাড়াও এ সংক্রান্ত বিষদ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। আরও বলা হয়, স্থায়ী অ্যাটর্নী সার্ভিস ও আলাদাভাবে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস সিস্টেম প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যথায় জাস্টিস পাওয়া যাবে না। ডিসট্রিক্ট লেভেলে যে সকল বিচারক আছেন তারাও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের আওতায় আসবেন।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া অন্যসকল বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

বিবিধ

কমিশনের সুপারিশ ও ব্যাখ্যা: সংবিধানের ১৫০ (২) বিলুপ্ত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা।

৫ম তফসিল, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, ৬ষ্ঠ তফসিল ২৬শে মার্চের ঘোষণাপত্র, ৭ম তফসিলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ইত্যাদি বিলুপ্ত করা।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: ইতিহাসের পার্ট থেকে বাদ দেওয়া যায় না। সংবিধানের লিখিত অংশে এটা থাকবে কীনা তা ভেবে দেখতে হবে। সংবিধানকে যতটাসম্ভব বিতর্কের বাহিরে রাখতে চাই। এই বিষয়ে আলোচনা করে জানানো হবে।

জরুরি অবস্থা

কমিশনের সুপারিশ ও ব্যাখ্যা: কেবলমাত্র এনসিসির সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকদের কোনো অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১ (খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১ (গ) বাতিল।

এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান থাকলে একটা আইনগত ভিত্তি থাকে।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা জারির বিষয়টি ঠিক আছে তবে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জরুরি অবস্থা জারির বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়।

কমিশন: কমিশন থেকে প্রদত্ত স্প্রেডশিট যথাযথভাবে পূরণ করে দেওয়ার জন্য বলা হয়।

দুদক

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: দুর্নীতি দমন কমিশনকে একটা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে করার প্রস্তাব প্রদান করা হয়। এছাড়া দুর্নীতির বিষয়টি এর তদন্ত, বিচার প্রক্রিয়া এগুলোর দীর্ঘসূত্রতা দূর করার জন্য এই সংক্রান্ত আলাদা আদালত গঠন এবং বিচারকার্য সম্পন্ন করার বিষয়ে বলা হয়।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার

কমিশনের সুপারিশ ও ব্যাখ্যা: এনসিসি এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন করা যায় কি না এই বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এদের কেউই দুই মেয়াদের/বারের অধিক থাকতে পারবেন না।

কমিশনের সুপারিশ: প্রধানমন্ত্রী দুইবার থাকার পর তাকে রাষ্ট্রপতি না করা।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: একমত পোষণ করা হয়।

একইসঙ্গে দলীয় প্রধানসহ তিনটি পদের বিষয়টি পেন্ডিং।

নারীদের ১০০ আসনের বিষয়ে একমত।

উচ্চ কক্ষের বিষয়ে দ্বিমত।

নারীর প্রতিনিধিত্ব: ১০০ সরাসরি নির্বাচন। ঘূর্ণায়ন পদ্ধতি বা অন্য কোনো পদ্ধতি আলাপ-আলোচনা করে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোরালের বিষয়টি পরবর্তীকালে আলাপ-আলোচনা করে জানানো হবে।

ডেপুটি স্পিকারের ক্ষেত্রে একমত

তত্ত্বাবধায়কের ক্ষেত্রে এনসিসি এর বিষয়টি বিবেচনাধীন অর্থাৎ পেন্ডিং

বিচারক নিয়োগে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ্যতা লঙ্ঘন না করা সুপারসিড না করা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মেয়াদ চার মাস করা। এক্ষেত্রে প্রথম তিন স্থানীয় সরকার নির্বাচন। তারপরে জাতীয় নির্বাচন। এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে। অর্থাৎ পেন্ডিং।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাহিরে অন্যকোনো কার্যক্রম করবে না–একমত।

জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন–পেন্ডিং

সীমানা পুনঃনির্ধারণ–পেন্ডিং

স্থানীয় সরকার নির্বাচন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচন কমিশনে আনা–একমত পোষণ করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা–দায়বদ্ধতার বিষয়ে একমত। তবে বিচারের বিষয়টি সংসদীয় কমিটির কাছে না দেওয়া। দায়বদ্ধতার পদ্ধতির বিষয়ে ভাবতে হবে। অর্থাৎ যেকোনো পদ্ধতি যেন রাজনৈতিকভাবে না হয়।

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইনে আনা–বিবেচনা করতে হবে (অর্থাৎ পেন্ডিং)।

কমিশনের সুপারিশ: মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে তাড়িত করার লক্ষ্যে মানবতাবিরোধী ট্রাইব্যুনাল আইন আরপিও সংশোধন করা–

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-এর প্রস্তাব: এইক্ষেত্রে যেকোনো অপরাধে অভিযুক্ত হলেই তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। আগে রায় দিতে হবে তারপরে শাস্তি দিতে হবে।

খুনি এবং মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণার জায়গায় একমত।

সহ-সভাপতি: বাসদ অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ সময় সংলাপে অংশগ্রহণ করে সুচিন্তিত মতামত দেওয়ায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পরবর্তীকালে ২য় পর্যায়ের সংলাপে তারিখ নির্ধারণ করে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ১ম পর্যায়ের সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিশিষ্ট-১৩

প্রথম পর্যায়ের আলোচনার পর স্প্রেডশিটের ওপর রাজনৈতিক দল ও জোটের সংশোধিত মতামত

কালার কোড পরিচিতি

বাঁ দিকের (পূর্বের অবস্থান) কালার কোড

- (হলুদ) - আংশিকভাবে একমত

- (লাল) – একমত নই

ডান দিকের (বর্তমান অবস্থান) কালার কোড

- (হলুদ) – আংশিকভাবে একমত

- (সবুজ) – একমত

- (লাল) – একমত নই

বিঃ দ্রঃ যেসব প্রশ্নের ঘরে কোন কালার ব্যবহার হয়নি, সেসব বিষয়ে পূর্বে থেকেই একমত।

সর্বমোট প্রশ্ন সংখ্যা

পূর্বের	সর্বমোট প্রশ্নের সংখ্যা	সর্বমোট একমত	সর্বমোট একমত নই	সর্বমোট আংশিকভাবে একমত
	১৬৬ টি	১০৮ টি	৩২ টি	২৬ টি
বর্তমান	সর্বমোট প্রশ্নের সংখ্যা	সর্বমোট একমত	সর্বমোট একমত নই	সর্বমোট আংশিকভাবে একমত
	১৬৬ টি	১৩৮ টি	১০ টি	১৮ টি

সংবিধান সংস্কার কমিশন

পূর্বের	প্রশ্নের সংখ্যা	একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত
	৭০ টি	৪২ টি	১৬ টি	১২ টি
বর্তমান	প্রশ্নের সংখ্যা	একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত
	৭০ টি	৫৮ টি	২ টি	১০ টি

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন

পূর্বের	প্রশ্নের সংখ্যা	একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত
	২৭ টি	১২ টি	৮ টি	৭ টি
বর্তমান	প্রশ্নের সংখ্যা	একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত
	২৭ টি	২২ টি	০ টি	৫ টি

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন

পূর্বের	প্রশ্নের সংখ্যা	একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত
	২৩ টি	২১ টি	১ টি	১ টি
বর্তমান	প্রশ্নের সংখ্যা	একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত
	২৩ টি	২১ টি	১ টি	১ টি

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

পূর্বের	প্রশ্নের সংখ্যা	একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত
	২৬ টি	১৫ টি	৭ টি	৪ টি
বর্তমান	প্রশ্নের সংখ্যা	একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত
	২৬ টি	১৭ টি	৭ টি	২ টি

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন

পূর্বের	প্রশ্নের সংখ্যা	একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত
	২০ টি	১৮ টি	০ টি	২ টি
বর্তমান	প্রশ্নের সংখ্যা	একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত
	২০ টি	২০ টি	০ টি	০ টি

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ- ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংশোধিত

রাজনৈতিক দল: আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নাগরিকতন্ত্র	১. সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।	√			√						
	২. ভাষা নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে '-বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।	√			√						
	৩. বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন" হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।	√			√						
	৪. সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা , অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা।	√			√						
সংবিধানের মূলনীতি	৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা।			√	√						**পূর্বেঃ** 'বহুত্ববাদ' এর পরিবর্তে 'বহুত্ত্ববাদ' শব্দটি অধিকতরও গ্রহনযোগ্য হবে বলে এবি পার্টি মনে করে। অথবা ইংরেজী 'Pluralism' শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'বহুত্ববাদ' না লিখে সরাসরি বাংলায়ও 'প্লুরালিজম' লিখা যেতে পারে। কেননা বহুত্ববাদ শব্দটি অনেকের কাছে আকিদাগতভাবে একত্ববাদের বহুবচন হিসেবে মনে হতে পারে যা জনমনে বিভ্রান্তি তৈরীর আশংকা রয়েছে। **বর্তমানঃ** ঐ।
	৫.২ কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"			√	√						পূর্বেঃ "বাংলাদেশ সকল জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করবে।" উপরোক্তভাবে লিখলে অধিকতরও সহজভাবে ভাব প্রকাশ করা যাবে। বর্তমানঃ ঐ।
রাষ্ট্রের মূলনীতি	সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেওয়া।	√			√						

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা		১. বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে '*মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা* নামে একটি '*ভাগ' হিসেবে একীভূতকরণ*।		√			√						
		২. সংবিধানের '*মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা* ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা।			√								পূর্বেঃ এই অধিকারগুলোর সব কয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না করে প্রয়োজন মোতাবেক পৃথক পৃথক আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। বর্তমানঃ ঐ।
		৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তি করা।		√			√						
		৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।		√			√						তবে এই বিষয়টি সর্বোচ্চ আদালতের Judicial Interpretation এর জন্য রেখে দেয়া যেতে পারে।
		৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।		√			√						
আইনসভা		১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ ('Senate'-সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।				√							**পূর্বেঃ** এবি পার্টি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারকে বিবেচনা করে এবি পার্টি মনে করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উপযোগী রাজনৈতিক পরিবেশ বাংলাদেশে এখনো প্রস্তুত হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রণয়নের বিষয়ে একমত পোষণ করছি। তবে, আইনসভার উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৫ (পাঁচ)
	নিম্নকক্ষ	১। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)				√							**পূর্বেঃ** দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ব্যাপারে এবি পার্টির ভিন্ন প্রস্তাবনা রয়েছে যা উপরের মন্তব্যে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে জনগনের সরাসরি ভোটে ৩০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। সংরিক্ষত ১০০টি আসন সংখ্যানুপাতিক (PR) হারে নারীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সমন্বয়ে পূরন করা হবে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে অ।মরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রণয়নের বিষয়ে একমত পোষণ করছি। তবে, জাতীয় সংসদে জনগনের সরাসরি ভোটে ৩০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। সংরিক্ষত ১০০টি আসন সংখ্যানুপাতিক (PR) হারে নারীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সমন্বয়ে পূরন করা হবে।
		প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।				√							**পূর্বেঃ** জাতীয় সংসদে জনগনের সরাসরি ভোটে ৩০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। সংরিক্ষত ১০০টি আসন সংখ্যানুপাতিক (PR) হারে নারীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সমন্বয়ে পূরন করা হবে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে অ।মরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রণয়নের বিষয়ে একমত পোষণ করছি। তবে, জাতীয় সংসদে জনগনের সরাসরি ভোটে ৩০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। সংরিক্ষত ১০০টি আসন সংখ্যানুপাতিক (PR) হারে নারীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সমন্বয়ে পূরন করা হবে।

		২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।				√							**পূর্বেঃ** এ ধরনের বিধান সংবিধানে সরাসরি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নেই। তবে এই শর্তটি RPO তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে 'তরুণ-তরুণীর' সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা উল্লেখ থাকতে হবে। **বর্তমানঃ** রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করার বিষয়টিতে আমরা একমত। তবে, 'তরুণ-তরুণীর' সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা উল্লেখ থাকতে হবে। অধিকন্তু, এ ধরনের বিধান সংবিধানে
		৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।		√			√						
		৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা।		√			√						
		৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√			√						
		৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।				√	√						পূর্বেঃ অর্থবিল এর পাশাপাশি <u>অভিশংসন</u> প্রক্রিয়াটি যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বাক্যটি হবে নিম্নরূপ: "অর্থবিল ও অভিশংসন প্রক্রিয়া ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা"। **বর্তমানঃ** ঐ।
		৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।				√	√						**পূর্বেঃ** জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক (PR) হারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। তবে এ বিষয়ে আরও অধিকতর আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় ঐকমত্য প্রয়োজন। বর্তমানঃ ঐ।
	উচ্চকক্ষ	১। উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা; (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√									**পূর্বেঃ** এবি পার্টি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারকে বিবেচনা করে এবি পার্টি মনে করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উপযোগী রাজনৈতিক পরিবেশ বাংলাদেশে এখনো প্রস্তুত হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রণয়নের বিষয়ে একমত পোষণ করছি।
		উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√									ঐ
		২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√									ঐ
		৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√									ঐ

		৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় ব্যতিত উচ্চকক্ষের জন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√									ঐ
	সংবিধান সংশোধনী	১। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদনের এবং গণভোটের বিধান করা।		√			√						
	আন্তর্জাতিক চুক্তি	জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।		√			√						পূর্বেঃ তবে জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে গোপনীয়তা (Confidentiality) রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আন্তর্জাতিক চুক্তিটি সম্পাদনের পূর্বে বিষয়টি ন্যূনতম সংসদীয় কমিটিতে অনুমোদন নিতে হবে। বর্তমানঃ জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
	অভিশংসন	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।		√			√						
নির্বাহী বিভাগ		১। আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা।		√			√						
		২। সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।		√			√						পূর্বেঃ সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষ কার্যাবলীর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বর্তমানঃ ঐ।
		৩। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল(এনসিসি) গঠন করা।		√			√						

	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	১। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল "এনসিসি' রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-এর সদস্য হবেন: ১. রাষ্ট্রপতি; ২. প্রধানমন্ত্রী; ৩. বিরোধীদলীয় নেতা; ৪. নিম্নকক্ষের স্পিকার; ৫. উচ্চকক্ষের স্পিকার; ৬. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ৭. বিরোধীদল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৮. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার, ৯. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উচ্চ কক্ষের গঠনের অরিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√			√						**পূর্বে:** জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলে প্রধান বিচারপতির অন্তর্ভুক্তি দেশের বিচার বিভাগকে দুর্বল করে ফেলবে। তাই সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণকে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে এবি পার্টি। বর্তমানঃ জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
		২। আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না-নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর যাদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠিত হবে: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধান উপদেষ্টা, ৩. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ৪. প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন সদস্য। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√			√						**পূর্বে:** * ৩. প্রধান বিচারপতির স্থলে প্রধান বিচারপতির দ্বারা মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি। **বর্তমানঃ জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।**
		৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: ১. নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ২. এটর্নি জেনারেল; ৩. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৪. দুর্নীতি কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৫. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৬. স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৭. প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান; ৮. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√			√						
	রাষ্ট্রপতি	১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।				√	√						**পূর্বে:** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি, আইনসভা এবং সরকারের মেয়াদ ৫ বছর থাকায় শ্রেয়। **বর্তমানঃ** রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। তবে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি, আইনসভা এবং সরকারের মেয়াদ ৫ বছর থাকায় শ্রেয়।

		২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে ১. আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট, ২. প্রতিটি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট (উদাহরণঃ ৬৪ টি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে ৬৪টি ভোট), ৩. প্রতিটি '*সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে একটি করে ভোট। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√									**পূর্বেঃ** রাষ্ট্রপতি জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
		৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।		√			√						**পূর্বেঃ** দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ক্ষেত্রে এবি পার্টির ভিন্ন প্রস্তাবনা রয়েছে যা ইতোমধ্যে মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
	প্রধানমন্ত্রী	১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√			√						দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ক্ষেত্রে এবি পার্টির ভিন্ন প্রস্তাবনা রয়েছে যা ইতোমধ্যে মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে।
		২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।		√			√						
		৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।		√			√						
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।		√			√						
	অন্তর্বর্তী সরকার	১। আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।		√			√						

		২। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান '*প্রধান উপদেষ্টা* বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যন ১৫ দিনের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হতে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।		√			√						
		৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।				√	√						পূর্বেঃ অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১২০ (একশত বিশ) দিন হবে। বর্তমানঃ ঐ
	প্রধান উপদেষ্টা	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নুন্যতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।		√			√						
		৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।		√			√						**পূর্বেঃ** বিচারকগণকে এনসিসি তে অন্তর্ভুক্ত না করায় শ্রেয় হবে। তবে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
		৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি '*প্রধান উপদেষ্টা* হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।		√			√						
		৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।		√									**পূর্বেঃ** বিচারকগণকে এনসিসি তে অন্তর্ভুক্ত না করায় শ্রেয় হবে। তবে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
		৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।		√									ঐ

		৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।		√									ঐ
		৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।		√									ঐ
বিচার বিভাগ	সুপ্রিম কোর্ট	১। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।		√			√						
		২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (জুডিশিয়াল আপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)) গঠন করা হবে। সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান), আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)। হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); এটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।		√			√						
		৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।		√			√						
		৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।			√								পূর্বেঃ সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠতা বজায় রেখেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা উচিৎ। তবে জ্যেষ্ঠতার পাশাপাশি বিচারকের দক্ষতা, নিষ্ঠা, সততা, বিচার বিভাগ পরিচালনার সক্ষমতাও বিবেচনায় নিয়ে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে। বর্তমানঃ ঐ।
		৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি) - এর থাকবে।		√			√						

		৬। বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা।		√			√						
	অধস্তন আদালত	৭। অধ:স্তন আদালত' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার করা।		√			√						
		৭.১। স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যাস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিকার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়ন সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।		√			√						
	স্থানীয় সরকার	১। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এল জি আই) আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে)।		√			√						
		২। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।		√			√						
		৩। এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।		√			√						
		৪। প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন: ১। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।		√			√						

		৫। এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।		√			√						
		৬। একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা , যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√			√						
	স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	১। সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এই বিষয়ের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√			√						
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ		পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে (এই কমিশনগুলো হচ্ছে: (ক) মানবাধিকার কমিশন, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সরকারি কর্ম কমিশন, (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন, (ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন) । সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।		√			√						
বিবিধ		১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা , এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা ।		√			√						ঘোষণাপত্রে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অংশে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অবদানের কথা সম্মানের সাথে উল্লেখ করতে হবে।
		২। কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১(খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল।		√			√						

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ- ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংশোধিত

রাজনৈতিক দল: আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন	জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা।	√			√						
তথ্য অধিকার আইন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংশোধন করা (সংশোধন প্রস্তাবের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।	√			√						পূর্বেঃ এ বিষয়ে অধিকতর পর্যালোচনা প্রয়োজন। বর্তমানঃ জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি। তবে আমরা এখনো মনে করছি যে, এ বিষয়ে অধিকতর পর্যালোচনা প্রয়োজন।
Official Secrets Act	Official Secrets Act ১৯২৩ সংশোধন করা।	√			√						
নাগরিক কমিটি' গঠন	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে 'জেলা নাগরিক কমিটি' ও উপজেলা নাগরিক কমিটি' গঠন করা।		√								পূর্বেঃ নাগরিক কমিটি গঠন করলে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নাগরিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তৈরীর আশংকা রয়েছে। **বর্তমানঃ** এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান আগের মতোই আছে। রাজনৈতিক দলগুলো ছায়া সরকারের আদলে (i.e., Shadow Affairs of Westminister Parliament) নিজেদের অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং স্বায়ত্বশাশিত ও আধা-স্বায়ত্বশাশিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারে।
নতুন দু'টি বিভাগ গঠন	কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি নতুন বিভাগ গঠন করা	√			√						
জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন	'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'উপজেলা কমিশনার' ও 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' করা। 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবী পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা) করা।			√	√						পূর্বেঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবীটি পরিবর্তন অনাবশ্যক ও নিষ্প্রয়োজন বর্তমানঃ ঐ।
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।		√								পূর্বেঃ এ প্রস্তাব মাজদার হোসেন মামলার রায়ের সাথে সাংঘর্ষিক। বর্তমানঃ ঐ।

উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা।	√			√						
উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার	উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।		√								পূর্বেঃ নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত নয়। বিকল্প হিসেবে সকল থানায় এ.এস.পি. পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের পদায়ন করা যেতে পারে। বর্তমানঃ ঐ।
পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন	বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনের মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) নামে দুটি নতুন কমিশন সৃষ্টি করা। বাকি সকল সার্ভিস বর্তমান কমিশনের অধীনে রাখা।			√	√						প্রথমতঃ বিষয়টিতে ঐকমত্য প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এরকম আরও ক্যাডার সার্ভিস পৃথকীকরণ এর দাবী আসতে পারে। এ বিষয়ে 'গো স্লো' (ধীরে চলুন) নীতি অনুসরণীয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।		√								পূর্বেঃ অপ্রয়োজনীয়। বর্তমানঃ ঐ।
সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল এবং সচিব নিয়োগে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন ও সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গঠন	বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা (যে কমিটি অতিরিক্ত সচিব থেকে সচিব এবং সচিব থেকে মুখ্যসচিব পদে পদোন্নতির সুপারিশ করবে)। একইসঙ্গে বিভিন্ন সার্ভিসের বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (SES) গঠন করা।	√			√						
স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন	জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সংগে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন - ১২(ঙ))	√			√						

সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের নিয়োগ	জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে নিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	√			√						জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে (PR) নিয়োগ করা যেতে পারে।
প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা	দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।		√								পূর্বেঃ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে এবি পার্টির ঘোরতর আপত্তি রয়েছে। কারন প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে আমাদের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানঃ ঐ।
জেলা পরিষদ বাতিল	বিদ্যমান জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে জেলা পরিষদসমূহের সকল সম্পত্তি প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।		√								পূর্বেঃ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে এবি পার্টির ঘোরতর আপত্তি রয়েছে। কারন প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে আমাদের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানঃ ঐ।
পৌরসভা শক্তিশালীকরণ	পৌরসভার চেয়্যারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন। ১৮ (ঘ))	√			√						
ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট' বা 'রাজধানী মহানগর সরকার'	প্রস্তাবিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারয়ণগঞ্জকে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের সমপর্যায়ের 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট'-গঠন করা।		√								পূর্বেঃ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে এবি পার্টির ঘোরতর আপত্তি রয়েছে। কারন প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে আমাদের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। সিটি গভর্নেন্স খুবই প্রয়োজনীয়। তবে অগাধ ক্ষমতায়ন সমস্যা সৃষ্টি করবে এবং অন্যান্য জেলাতেও এই দাবী উঠবে। বর্তমানঃ ঐ।

উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা।	√			√						
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা।	√			√						
ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার	ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।	√			√						
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ	হিসাব বিভাগ হতে অডিট বিভাগ পৃথক করে একটি নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা।	√			√						
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	ফৌজদারি (পিপি) ও দেওয়ানি মামলা (জিপি) পরিচালনার জন্য দু'টি স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করা। এজন্য একটি আইন প্রণয়ন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পিপি ও জিপি নিয়োগ করা। (এই বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	√			√						
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা।	√			√						
১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ	সরকারি চাকুরিতে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামুলক অবসরের বিধান বাতিল এবং ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।	√			√						
মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) /সহকারী একান্ত সচিব পাদয়ন	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস), সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগ করা।	√			√						ঐচ্ছিক রাখা যেতে পারে।

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ- ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংশোধিত

রাজনৈতিক দল: আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নির্বাচন কমিশন গঠন	রাজনৈতিক ঐকমত্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্টীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।	√			√						
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।	√			√						
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						যদিও সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে বিষয়টি স্পষ্ট করা আছে তারপরও বিভ্রান্তি এড়াতে প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপে নিম্নরূপ লিখা বাঞ্ছনীয়ঃ "প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ <u>একাধিক্রমে বা অন্য যেকোন ভাবে</u> সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা"।
প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতা	দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।	√			√						

একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা হতে বাধা	একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						**পূর্বেঃ** এবি পার্টি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারকে বিবেচনা করে এবি পার্টি মনে করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উপযোগী রাজনৈতিক পরিবেশ বাংলাদেশে এখনো প্রস্তুত হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						**পূর্বেঃ** এবি পার্টি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারকে বিবেচনা করে এবি পার্টি মনে করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উপযোগী রাজনৈতিক পরিবেশ বাংলাদেশে এখনো প্রস্তুত হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	উচ্চ কক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০টি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।	√			√						**পূর্বেঃ** এবি পার্টি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারকে বিবেচনা করে এবি পার্টি মনে করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উপযোগী রাজনৈতিক পরিবেশ বাংলাদেশে এখনো প্রস্তুত হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।	√									**পূর্বেঃ** এবি পার্টি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারকে বিবেচনা করে এবি পার্টি মনে করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উপযোগী রাজনৈতিক পরিবেশ বাংলাদেশে এখনো প্রস্তুত হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।

সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের যোগ্যতার অনুরূপ করা।	√			√						**পূর্বেঃ** এবি পার্টি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারকে বিবেচনা করে এবি পার্টি মনে করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উপযোগী রাজনৈতিক পরিবেশ বাংলাদেশে এখনো প্রস্তুত হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে অ।মরা একমত পোষণ করছি।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						**পূর্বেঃ** এবি পার্টি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারকে বিবেচনা করে এবি পার্টি মনে করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উপযোগী রাজনৈতিক পরিবেশ বাংলাদেশে এখনো প্রস্তুত হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে অ।মরা একমত পোষণ করছি।
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			√	√						**পূর্বেঃ** জাতীয় সংসদে জনগনের সরাসরি ভোটে ৩০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। সংরিক্ষত ১০০টি আসন সংখ্যানুপাতিক (PR) হারে নারীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সমন্বয়ে পূরন করা হবে। বর্তমানঃ ঐ।
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।			√	√						**পূর্বেঃ** জাতীয় সংসদে জনগনের সরাসরি ভোটে ৩০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। সংরিক্ষত ১০০টি আসন সংখ্যানুপাতিক (PR) হারে নারীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সমন্বয়ে পূরন করা হবে। বর্তমানঃ ঐ।
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।	√			√						
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						**পূর্বেঃ** দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ব্যাপারে এবি পার্টির ভিন্ন প্রস্তাবনা রয়েছে যা উপরের মন্তব্যে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এবি পার্টি মনে করে রাষ্ট্রপতি জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়া উচিৎ। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে অ।মরা একমত পোষণ করছি।

ডেপুটি স্পিকার	বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা	√			√						
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা।			√	√						**পূর্বে:** প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। তবে যদি কোন আইন বা বিধি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে 'গনভোট' আয়োজন করে জনগণের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা যেতে পারে। **বর্তমান: ঐ।**
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।			√	√						**পূর্বে:** জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই ইস্যুটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ বিষয়ে এবি পার্টির অবস্থান উন্মুক্ত রয়েছে। বর্তমানঃ ঐ
সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ	ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।	√			√						**পূর্বে:** এটি নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত রাখলেই হবে। বর্তমানঃ জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	√			√						
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।	√			√						**পূর্বেঃ** দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ব্যাপারে এবি পার্টির ভিন্ন প্রস্তাবনা রয়েছে যা উপরের মন্তব্যে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা	√			√						
জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটি সমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা	√			√						**পূর্বেঃ** দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ব্যাপারে এবি পার্টির ভিন্ন প্রস্তাবনা রয়েছে যা উপরের মন্তব্যে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা।			√	√						**পূর্বেঃ** এ বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করে জাতীয় ঐকমত্য গঠন প্রয়োজন। **বর্তমানঃ** ঐ।
প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা	মানবতা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতা বিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।	√			√						

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ- ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংশোধিত

রাজনৈতিক দল: আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রদ করে আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা (সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)			√	√						**পূর্বেঃ** সাধারণতঃ জ্যেষ্টতার ভিত্তিতে আপীল বিভাগের বিচারপতিগণের মধ্যে প্রধান বিচারক নির্বাচিত হবেন সেটাই কাম্য। তবে জ্যের সাথে সাথে তাঁর সততা, নিঠা, যোগ্যতা ও বিচার ব্যবথা পরিচালনার দষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলের নেতার পরামর্শক্রমে। **বর্তমানঃ আমরা ঐকমত্য পোষণের স্বার্থে উপরের শেষের লাইনটি (অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলের নেতার পরামর্শক্রমে) প্রত্যাহার করে নিলাম।**
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ (৩য় অধ্যায়)	আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ৭ (সাত) জন নির্ধারণ এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আপীল এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা	√			√						
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনের কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√								**পূর্বেঃ** সংবিধানে আলাদা করে বিধান অন্তর্ভুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে আইন প্রণয়নই যথেষ্ট। **বর্তমানঃ** ঐ। অধিকন্তু, বাংলাদেশের সংবিধানকে যতটা সম্ভব ছোট ও সহজবোধ্য করে পুনর্লিখন প্রয়োজন। সংবিধানে সকল আইনের সমাহার না ঘটিয়ে সংবিধান সংক্রান্ত আইনসমূহকে সংবিধানে তফসিল (Schedule) আকারে সন্নিবেশিত করা বাঞ্চনীয়।
নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করার ক্ষমতা (৩য় অধ্যায়)	শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরিবর্তে, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং একই পদ্ধতিতে অপসারণযোগ্য অন্যান্য পদধারীদের বিষয়ে তদন্ত করার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্বরত বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ ও প্রয়োগ।	√			√						

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লংঘনের ফল (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা।	√			√						বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিচারপতি পদবী ব্যবহার করা বাঞ্চনীয়। সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের ক্ষেত্রে 'বিচারপতি' পদবী ব্যবহার না করে 'বিচারক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত করা।
অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন (৪র্থ অধ্যায়)	বিচারকদের চাকুরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা (৫ম অধ্যায়)	নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন এবং রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) বজায় রেখে এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুন্ন না করে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
উপজেলা পর্যায়ে আদালত (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র সহকারি জজ এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করা।	√			√						
অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়)	সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন (৮ম অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন' নামে একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা।	√			√						

স্বতন্ত্র ফৌজদারী তদন্ত সার্ভিস (৯ম অধ্যায়)	একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।	√			√						
সংবিধান-সংশোধন (১০ম অধ্যায়)	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সংবিধানের বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৬ষ্ঠ ভাগ ও অন্যান্য ভাগের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও নতুন কিছু বিধান সংযোজন করা।	√			√						সার্বিক বিবেচনায় এবি পার্টি একমত। তবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির বদলে আলাদা আইন প্রণয়নের মাধ্যমেও এই প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
অধঃস্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধি (অধ্যায়-১১)	বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং নতুন ও বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা।	√			√						
বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা (অধ্যায়-১২)	বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নির্ধারণকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (অধ্যায়-১৫)	দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রনয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা।	√			√						
বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ (অধ্যায়-১৭)	প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।	√			√						
আইনগত সহায়তা (অধ্যায়-১৮)	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করা।	√			√						

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অধ্যায়-১৯)	'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' রহিত করে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করা	√			√						
আইন পেশার সংস্কার (অধ্যায়-২৫)	আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ; জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং তার প্রধান হিসাবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান; আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ।	√			√						
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যেকোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া।	√			√						
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা।	√			√						

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ- ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংশোধিত

রাজনৈতিক দল: আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)   দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সংশোধন	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-০১)	√			√						
দুদকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি	প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১১) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশল দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন; বাস্তবায়নে ন্যায়পাল	রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২)	√			√						**পূর্বেঃ** ন্যায়পালের পদটি বাহুল্য অনুভূত হয়। **বর্তমানঃ** জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা	সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৩)	√			√						
স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন	রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ- ৪)	√			√						
সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৫)	√			√						

রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা	নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৬) • রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; • সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন; এবং • রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না।	√			√						
পর্যায়ক্রমে সেবাখাতের সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশন	সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের- বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৭)	√			√						
বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা	UN Convention against Coruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৮)	√									**পূর্বেঃ** বেসরকারী খাতের দূর্নীতি সব সময়/ অনেক ক্ষেত্রে public money related নয়। তবে বেসরকারী খাত এর Public Limited Company (PLC) এর জন্য করা যেতে পারে। বর্তমানঃ জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা একমত পোষণ করছি।
আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে Common Reporting Standards (CRS) এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার	দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা। [কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধে বিশ্বব্যাপী Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters or Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রণীত ও ২০১৭ সালে কার্যকর হওয়া Common Reporting Standards (CRS) এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদানের জন্য CRS ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (১৪৯টি) দেশ MCAA এর পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং ১২০ টি দেশ CRS ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। বাংলাদেশ এখনও এ উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।]	√			√						
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ৫(১) ধারার সংশোধন করে কমিশনার সংখ্যা পাঁচে উন্নীতকরণ	দুদক আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১২) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৩)	√			√						

দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে কমিশনারের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা । (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৪) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন করে বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন পূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৫)	√			√						
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৬)	√			√						
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা- • পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে; • প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবন বৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে; • আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে; • সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে; • সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজনে কমিটি দুইজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন প্রার্থীর নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করবে; • জনসম্মুখে নাম প্রকাশের ন্যূনতম সাত দিন পরে কমিটি প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন প্রার্থীর নাম গোপনীয়তার সহিত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৭)	√			√						

দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে- • প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করা; • উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে, প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হল- (১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা (২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা (৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন (৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ (৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে অবহিতকরণ (৮) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রতিবেদন (৯) দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন বিষয়ে অগ্রগতি (১০) দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধী কার্যক্রমের বিবরণ; • কমিটি দুদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করবে; • কমিটি যথাসম্ভব উক্ত শুনানি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেবে; • উক্ত শুনানি শেষে কমিটি তার লিখিত পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করবে; • কমিটিকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, উক্ত শুনানির কারণে কোনো অবস্থাতেই যেন চলমান তদন্ত বা অনুসন্ধানের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা মামলা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত না হয়; • কমিটি উন্মুক্ত শুনানিতে অনুসরণীয় Standard operating procedure (SOP) প্রণয়ন করবে এবং এর যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করবে। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৮)	√			√						

দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা। [উক্ত ধারা অনুসারে কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুদককে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন করবে। এর ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুদককে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশনের মতে ২০১৩ সালের এই সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক ও দুদকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ইতিমধ্যে ৩২ক ধারাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।] (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৪)	√			√						
আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। (আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে NBR দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক NBR থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারতো, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।) (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৯)	√			√						
রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP এর পক্ষভুক্ত হওয়া	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া। (২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ Open Government Declaration (OGD) প্রণয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত সরকারের ধারনা আন্তর্জাতিকীকরণের সূচনা করেছে। OGD সমর্থনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত সরকার বিষয়ক নূন্যতম মানদন্ড পূরণ সাপেক্ষে, যে কোন রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার Open Government Partnership (OGP)'র সদস্যভুক্ত হতে পারে। OGP'র সদস্যদের স্বচ্ছ, অংশিদারিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমুলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও সুযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৭টি দেশ এবং ১৫০টির বেশি স্থানীয় সরকার OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ OGP'র সদস্যভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। অদ্যাবধি বাংলাদেশ এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়নি। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১০)	√			√						

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সার্বভৌমত্ব স্বনির্ভরতা সুশাসন

আমজনতার দল

৬ষ্ঠ তলা (লিফ্‌টের-৫), প্রীতম জামান টাওয়ার, ৩৭/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
E-mail: amjanatardoloffice@gmail.com

সূত্রঃ আ.জ.দ/জা.ঐ.ক/০০১৩/২৫/০৬/২০২৫ তারিখ ঃ ২৪/০৬/২৫ ইং

বরাবর,
জাতীয় ঐক্যমত কমিশন।
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিষয়: সংস্কার প্রস্তাবের স্প্রেডশিটের সংশোধনী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্মারক নং-৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৫-৪০৮, তারিখ: ১৮ জুন ২০২৫ ইং

জনাব,

সুত্রে উল্লেখিত পত্রের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের সূত্র আ.জ.দ/জা.ঐ.ক/০০১২/২২/৬/২০২৫ ইং তাং মারফত বিচার বিভাগ সংক্রান্ত স্প্রেডশীট পাঠানো হয়নি। এই পত্রের উক্ত স্প্রেডশীটটি পাঠানো হলো।

ইতি,

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

মোবাইলঃ ০১৭২৫৫৪৫৯৫০, ০১৯৯১১৫৫৮৭৩, ০১৯৭৯৬৩০৮৫২, ০১৭২৩১৬২৯৫৯, ০১৮১৩১৬৯০৫০

"আমজনতার দল"

(৭)

সংবিধান সংস্কার কমিশন

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
নাগরিকতন্ত্র		১. সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		২. ভাষা নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে '-বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৩. বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন" হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৪. সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা, অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
সংবিধানের মূলনীতি		৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

1

CamScanner

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	মতামত: একমত নই	মতামত: আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		৫.২ কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
রাষ্ট্রের মূলনীতি		সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেওয়া।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা		১. বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে '*মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা* নামে একটি '*ভাগ* *হিসেবে একীভূতকরণ*।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		২. সংবিধানের '*মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা* ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার' অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তি করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

2

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
আইনসভা		১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ ('Senate'-সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	নিম্নকক্ষ	১। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

3

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণক্ষমতা প্রদান করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	সকল বিলে বিপক্ষে ভোট দেয়ার ক্ষমতা থাকবে।

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

4

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
	উচ্চকক্ষ	১। উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা; (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

5

সংবিধান সংস্কার কমিশন

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় ব্যতিত উচ্চকক্ষের জন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	সংবিধান সংশোধনী	১। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদনের বিধান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	একটি কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদনের বিধান করা
	আন্তর্জাতিক চুক্তি	জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	এক কক্ষের সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।
	অভিশংসন	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	এক কক্ষের সংসদে অনুমোদিত সাপেক্ষে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।
নির্বাহী বিভাগ		১। আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

6

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		২। সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৩। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল(এনসিসি) গঠন করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	১। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল "এনসিসি" রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-এ সদস্য হবেন: ১. রাষ্ট্রপতি; ২. প্রধানমন্ত্রী; ৩. বিরোধীদলীয় নেতা; ৪. নিম্নকক্ষের স্পিকার; ৫. উচ্চকক্ষের স্পিকার; ৬. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ৭. বিরোধীদল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৮. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৯. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উচ্চ কক্ষের গঠনের তারিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	উচ্চকক্ষ বাদে বাকি অংশে একমত।
		২। আইনসভা ভেঙে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না-নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর যাদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠিত হবে: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধান উপদেষ্টা, ৩. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ৪. প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন সদস্য। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

7

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: ১ নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ২. এটর্নি জেনারেল; ৩. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৪. দুর্নীতি কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৫. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৬. স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৭. প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান; ৮. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	রাষ্ট্রপতি	১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে ১. আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; ২. প্রতিটি *'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট (উদাহরণ: ৬৪ টি *'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে ৬৪টি ভোট), ৩. প্রতিটি *'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে একটি করে ভোট। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	প্রধানমন্ত্রী	১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	এক-কক্ষ — বিশিষ্ট- সংসদ।

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
	অন্তর্বর্তী সরকার	১। আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		২। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান '*প্রধান উপদেষ্টা*' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অনূন্য ১৫ দিনের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
	প্রধান উপদেষ্টা	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

10

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
বিচার বিভাগ	সুপ্রিম কোর্ট	১। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (জুডিশিয়াল আপয়েন্টমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)) গঠন করা হবে। সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান), আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য); হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); এটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

11

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি) - এর থাকবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৬। বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
	অধস্তন আদালত	৭। 'অধঃস্তন আদালত' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৭.১। স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিকার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়নে সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	স্থানীয় সরকার	১। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এল জি আই) আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে)।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

12

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		৩। এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪। প্রতিটি জেলায় পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন: ১। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৫। এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৬। একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা, যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	১। সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এই বিষয়ের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ		পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে (এই কমিশনগুলো হচ্ছে: (ক) মানবাধিকার কমিশন, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সরকারি কর্ম কমিশন, (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন, (ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন)। সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
বিবিধ		১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা, এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা।	☑	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	
		২। কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১(খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

14

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
পৌরসভা শক্তিশালীকরণ	পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন। ১৮ (ঘ))	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট' বা 'রাজধানী মহানগর সরকার'	প্রস্তাবিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারায়ণগঞ্জকে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের সমপর্যায়ের 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট'-গঠন করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার	ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

কর্ণেল মিয়া মশিউজ্জামান। অবঃ
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

4

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ	হিসাব বিভাগ হতে অডিট বিভাগ পৃথক করে একটি নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	ফৌজদারি (পিপি) ও দেওয়ানি মামলা (জিপি) পরিচালনার জন্য দুটি স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করা। এজন্য একটি আইন প্রণয়ন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পিপি ও জিপি নিয়োগ করা। (এই বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ	সরকারি চাকুরিতে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান বাতিল এবং ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	২৫ বছর পূর্তিতে অবসর প্রদানের বিধি বহাল রেখেই ১৫ বছর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরে বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে।

কর্ণেল মিয়া মশিউজ্জামান (অবঃ)
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

5

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস)/সহকারী একান্ত সচিব পদায়ন	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস), সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগ করা।	☐	☐ (crossed out)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	যথাযথ যোগ্যতার ও নিজের পছন্দের ক্ষেত্রে নেয়া যেতে পারে।

কর্ণেল মিয়া মশিউজ্জামান (অবঃ)
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

Update

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন	জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
তথ্য অধিকার আইন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংশোধন করা (সংশোধন প্রস্তাবের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Official Secrets Act	Official Secrets Act ১৯২৩ সংশোধন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	মানুষের এবং সরকারি দপ্তরের মধ্যে তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
নাগরিক কমিটি গঠন	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে 'জেলা নাগরিক কমিটি' ও উপজেলা নাগরিক কমিটি গঠন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
নতুন দুটি বিভাগ গঠন	কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি নতুন বিভাগ গঠন করা	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তন	'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'উপজেলা কমিশনার' ও 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' করা। 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবী পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা)' করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	পদবী পরিবর্তন কি সংস্কার হবে?

কর্নেল মিয়া মশিউজ্জামান (অবঃ)
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

1

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[illegible]
উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার	উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন	বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনের মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) নামে দুটি নতুন কমিশন সৃষ্টি করা। বাকি সকল সার্ভিস বর্তমান কমিশনের অধীনে রাখা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[illegible] করা যেতে পারে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[signature]

কর্নেল মিয়া মশিউজ্জামান (অবঃ)
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

2

CamScanner

(৭)

আমজনতার দল

Update

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নির্বাচন কমিশন গঠন	রাজনৈতিক ঐকমত্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্টীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	১+১+০+১ পদ্ধতিতে।
প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতা	দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[signature]

কর্ণেল মিয়া মশিউজ্জামান (অবঃ)
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

1

(৭)

Update

আমজনতার দল

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নির্বাচন কমিশন গঠন	রাজনৈতিক ঐকমত্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্টীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	~~[illegible]~~ ১ + ১ + ০ + ১ পদ্ধতিতে।
প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতা	দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

কর্ণেল মিয়া মশিউজ্জামান (অবঃ)
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

1

CamScanner

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা হতে বাধা	একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীগণ উচ্চকক্ষে নির্বাচনে অযোগ্য বিবেচিত হবেন।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	এই ক্ষেত্রে দলগুলো নির্বাচনের পূর্বেই তাদের প্রার্থী তালিকা নির্বাচন কমিশনে প্রদান করবেন।

কর্ণেল মিয়া মশিউজ্জামান
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

2

CamScanner

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	উচ্চ কক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০টি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[illegible]
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের যোগ্যতার অনুরূপ করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

কর্ণেল মিয়া মশিউজ্জামান (অবঃ)
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

3

CamScanner

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি-র সাথে একমত নই।
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হওয়া উচিত।

[signature]

কর্নেল মিয়া মাশউজ্জামান (অবঃ)
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

4

CamScanner

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
ডেপুটি স্পিকার	বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম থেকে বাদ দেয়া হোক।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

কর্ণেল মিয়া মাশউজ্জামান (অবঃ)
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

5

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ	ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

কর্ণেল মিয়া মশিউজ্জামান (অবঃ)
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

6

CamScanner

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটি সমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা	মানবতা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতা বিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

কর্নেল মিয়া মশিউজ্জামান (অবঃ)
আহ্বায়ক
আমজনতার দল

CamScanner

'[illegible] দল'

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রদ করে আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা (সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ (৩য় অধ্যায়)	আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ৭ (সাত) জন নির্ধারণ এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আপীল এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনের কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করার ক্ষমতা (৩য় অধ্যায়)	শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরিবর্তে, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং একই পদ্ধতিতে অপসারণযোগ্য অন্যান্য পদধারীদের বিষয়ে তদন্ত করার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্বরত বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ ও প্রয়োগ।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	

১. * বিচার হস্তক্ষেপমুক্ত [illegible]
২. * নিম্ন আদালতের [illegible] [illegible]
৩. * ৭৭ [illegible]

CamScanner

প্রযোজ্য নহে

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি- নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লংঘনের ফল (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন (৪র্থ অধ্যায়)	বিচারকদের চাকুরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা (৫ম অধ্যায়)	নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	

2

CamScanner

CamScanner

আমজনতার দল

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলামে দ্রষ্টব্য)	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন এবং রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) বজায় রেখে এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুন্ন না করে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা পর্যায়ে আদালত (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র সহকারি জজ এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করা।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়)	সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন (৮ম অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন' নামে একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা।	✓	☐	☐		☐	☐	☐	☐	✓	
স্বতন্ত্র ফৌজদারী তদন্ত সার্ভিস (৯ম অধ্যায়)	একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
সংবিধান-সংশোধন (১০ম অধ্যায়)	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সংবিধানের বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৬ষ্ঠ ভাগ ও অন্যান্য ভাগের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও নতুন কিছু বিধান সংযোজন করা।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
অধঃস্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধি (অধ্যায়-১১)	বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং নতুন ও বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	

3

CamScanner

CamScanner

[illegible]

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: [illegible] প্রতিনিধির নাম ও পদবী: [illegible]

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা (অধ্যায়-১২)	বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নির্ধারণকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐		☐	☐	☐	☐	✓	
সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (অধ্যায়-১৫)	দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রনয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	এই কাজে দীর্ঘসূত্রিতা না করে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ (অধ্যায়-১৭)	প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
আইনগত সহায়তা (অধ্যায়-১৮)	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করা।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐		☐	এই সংস্থাকে কার্যকরী ও [illegible] [illegible] [illegible] দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অধ্যায়-১৯)	'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' রহিত করে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করা	✓	☐		✓	☐	☐	☐		☐	এই প্রক্রিয়া দ্রুত চালু করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
আইন পেশার সংস্কার (অধ্যায়-২৫)	আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ; জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং তার প্রধান হিসাবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান; আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	

4

CamScanner

CamScanner

[illegible]

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২১)	আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যেকোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	[illegible]
বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২১)	বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	

5

CamScanner

CamScanner

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অন্য/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২১)	আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যেকোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া।		☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২১)	বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা।		☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	

5

CamScanner

CamScanner

' আমজনতার দল '

(৪)

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সংশোধন	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-০১)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	এরূপ পরিবর্তন হলে ভালো হয় [illegible]।
দুদকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি	প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১১) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	দুদক [illegible] দলীয়, জাতীয় অবস্থান। দুর্নীতি তদন্ত করার ক্ষমতা [illegible] / বর্তমান সরকারি ও বেসরকারি দুর্নীতি তদন্ত [illegible]।
দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশল দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন; বাস্তবায়নে ন্যায়পাল	রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	দুর্নীতি কার্যক্রম [illegible] দুর্নীতি [illegible] সেটা সুনির্দিষ্ট বলা হয়নি।

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

1

CamScanner

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা	সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৩)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন	রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ- ৪)	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৫)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

মিয়া মশিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

CamScanner

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা	নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৬) • রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; • সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন; এবং • রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
পর্যায়ক্রমে সেবাখাতের সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশন	সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের-বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৭)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা	UN Convention against Coruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৮)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

মিয়া মসিউজ্জামান
সভাপতি
আমজনতার দল

3

CamScanner

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে Common Reporting Standards (CRS) এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার	দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা। [কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধে বিশ্বব্যাপী Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters or Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রণীত ও ২০১৭ সালে কার্যকর হওয়া Common Reporting Standards (CRS) এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদানের জন্য CRS ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (১৪৯টি) দেশ MCAA এর পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং ১২০ টি দেশ CRS ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। বাংলাদেশ এখনও এ উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।]	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ৫(১) ধারার সংশোধন করে কমিশনার সংখ্যা পাঁচে উন্নীতকরণ	দুদক আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১২) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৩)	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	১০ বছর পূর্বেই তিন অর্থনীতি হবে, তবে ক্ষেত্রেতে মূল সাধারণত হবে হতেও, [illegible]।
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে কমিশনারের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৪) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[signature] মিয়া মশিউজ্জামান, সভাপতি, আমজনতার দল

4

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন করে বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন পূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৫)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	শুধু নামের মধ্যে পরিবর্তন নিয়েই সংস্কার নয়।
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৬)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	মিয়া মশিউজ্জামান সভাপতি আমজনতার দল

5

CamScanner

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা- • পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে; • প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবন বৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে; • আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে; • সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে; • সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজনে কমিটি দুইজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন প্রার্থীর নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করবে; • জনসম্মুখে নাম প্রকাশের ন্যূনতম সাত দিন পরে কমিটি প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন প্রার্থীর নাম গোপনীয়তার সহিত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৭)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	মিয়া মশিউজ্জামান সভাপতি আমজনতার দল

6

CamScanner

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে- • প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করা; • উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে, প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হল- (১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা (২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা (৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন (৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ (৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে অবহিতকরণ (৮) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রতিবেদন (৯) দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন বিষয়ে অগ্রগতি (১০) দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধী কার্যক্রমের বিবরণ; • কমিটি দুদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করবে; • কমিটি যথাসম্ভব উক্ত শুনানি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেবে; • উক্ত শুনানি শেষে কমিটি তার লিখিত পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করবে; • কমিটিকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, উক্ত শুনানির কারণে কোনো অবস্থাতেই যেন চলমান তদন্ত বা অনুসন্ধানের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা মামলা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত না হয়; • কমিটি উক্ত শুনানির অনুসরণীয় Standard	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	মিয়া মশিউজ্জামান সভাপতি আমজনতার দল

7

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা। [উক্ত ধারা অনুসারে কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুদককে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন করবে। এর ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুদককে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশনের মতে ২০১৩ সালের এই সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক ও দুদকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ইতিমধ্যে ৩২ক ধারাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।] (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৪)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। (আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে NBR দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক NBR থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারতো, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।) (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৯)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	মিয়া মশিউজ্জামান সভাপতি আমজনতার দল

CamScanner

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP এর পক্ষভুক্ত হওয়া	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া। (২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ Open Government Declaration (OGD) প্রণয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত সরকারের ধারনা আন্তর্জাতিকীকরণের সূচনা করেছে। OGD সমর্থনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত সরকার বিষয়ক নুন্যতম মানদন্ড পূরণ সাপেক্ষে, যে কোন রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার Open Government Partnership (OGP)'র সদস্যভুক্ত হতে পারে। OGP'র সদস্যদের স্বচ্ছ, অংশিদারিত্বমূলক, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমুলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও সুযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৭টি দেশ এবং ১৫০টির বেশি স্থানীয় সরকার OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ OGP'র সদস্যভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। অদ্যাবধি বাংলাদেশ এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়নি। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১০)	☑	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	মিয়া মশিউজ্জামান সভাপতি আমজনতার দল

মুক্তির মূলমন্ত্র
ইসলামী শাসনতন্ত্র
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)
কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

তারিখ: ২৫/০৫/২০২৫ইং

রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন, ন্যায়বিচার, উন্নয়ন, দুর্নীতি, মানবাধিকার রক্ষা এবং দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিম্ন লিখিত ৪টি মৌলিক প্রস্তাব পেশ করছি যা বাস্তাবায়ন একান্ত প্রয়োজন। যা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ কল্যাণরাষ্ট্রে পরিনত হবে।

৪টি মৌলিক প্রস্তাব সমূহ

০১। আত্মশুদ্ধি বা শুদ্ধাচার :

জাতীয়ভাবে সকল ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধি বা শুদ্ধাচার বাস্তাবায়ন করা। এক্ষেত্রে সকলকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার দিকনির্দেশনা প্রদান করা। একজন সত্যিকারের ধার্মিক ব্যাক্তি কখনও দেশ বিরোধী ও জনস্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করতে পরে না।

০২। জবাবদিহিতা :

সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ। জবাবদিহিতা হবে ৪টি ক্ষেত্রে :

১. আল্লাহর কাছে।
২. নিজের বিবেকের কাছে।
৩. জনগণের কাছে।
৪. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।

০৩। শরীয়াহ আইন :

শরীয়াহ আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন। শরীয়াহ আইনের বৈশিষ্ট সমূহ:

১. শরীয়াহ আইন সর্বজনীন।
২. শরীয়াহ আইন পূর্ণাঙ্গ।
৩. শরীয়াহ আইন নির্ভুল নির্ভেজাল।
৪. শরীয়াহ আইন মানব স্বভাবসুলভ।
৫. শরীয়াহ আইন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে অত্যন্ত কার্যকর।
৬. শরীয়াহ আইন ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, দূর্নীতি, সন্ত্রস বন্ধে এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান।
৭. শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকার ভক্ষক না হয়ে রক্ষকে পরিনত হবে।
৮. খুন, গুম, নির্যাতন, নিপিড়ন, দুর্নীতি, ঘুষ, ধর্ষণ, মানবতা বিরোধী অপরাধ ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন বন্ধে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শরিয়াহ বোর্ড ও বেঞ্চ গঠন করে শরিয়াহ্ বিশেষজ্ঞদের বিচারক নিয়োগ করা। এ লক্ষ্যে অধ্যাদেশ বা গণভোটের আয়োজন করে উক্ত বিষয়টি বাস্তবায়ন করা।

০৪। P.R পদ্ধতির নির্বাচন :

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উভয়কক্ষে P.R পদ্ধতির নির্বাচন।

১. P.R স্থায়ীভাবে স্বৈরাচারের প্রতিরোধ করার একটি কার্যকর পদ্ধতি।
২. রাষ্ট্র সংস্কারে সবচেয়ে কার্যকর উপাদান আনুপাতিক বা P.R পদ্ধতির নির্বাচন।
৩. P.R ২০২৪ জুলাই গণঅভ্যত্থানের চেতনা বাস্তবায়নের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।
৪. P.R দেশের রাজনীতি এক নতুন যুগে প্রবেশ করার হাতিয়ার।
৫. P.R রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অন্তর্ভূক্তিমূলক কার্যকর সংসদ, জনমতের সঠিক প্রতিফলন ও সংসদে মেধাবিকাশে এক বাস্তব পদক্ষেপ।
৬. P.R পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষে যেসকল দেশে P.R পদ্ধতি আছে তা বিশ্লেষণ করে P.R -এর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া।

ওয়াসসালাম

(ইউনুছ আহমাদ)
মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

CamScanner

মুক্তির মূলমন্ত্র ইসলামী শাসনতন্ত্র
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)
কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

সুত্র : আইএবি- ১৬৮/ ৩৮ (১) তারিখ : ২৫-০৫-২০২৫ইং

বরাবর,
জনাব অধ্যাপক আলী রিয়াজ
সহ সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

বিষয় : ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের উপর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আনীত সংশোধনীর হালনাগাত প্রস্তাবনা জমা প্রসঙ্গে।

জনাব,
আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ,
উপরোল্লিখিত বিষয়ে বিগত ২০ মে ২০২৫ইং তারিখে প্রাপ্ত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পত্রের (পত্র নম্বর : ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৫-২১৪) আলোকে ছয়টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বিষয়ে বিগত ৭ মে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আনীত সংশোধনীর হালনাগাত প্রস্তাবনাসমূহ আপনার দফতরে জমা দেয়া হলো।

হালনাগাত প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

১. সংবিধান সংস্কার কমিশন :
- মোট ৭০ টি প্রস্তাবনার মধ্যে ৬৩ টিতে একমত, ৩টিতে একমত নই, ৪টিতে আংশিক একমত।
- মন্তব্য বা নতুন প্রস্তাবনা ৮টি। মৌলিক প্রস্তাবনা ৪টি।

২. বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন
- মোট ২৩ টি প্রস্তাবনার মধ্যে ২১টিতে একমত এবং ২টিতে দ্বিমত পোশন।
- নতুন প্রস্তাবনা ২টি।

৩. জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন :
- মোট ২৬টি প্রস্তাবনার মধ্যে ১৫টিতে একমত ও ৯টিতে একমত নই এবং ২টিতে আংশিক একমত।
- বিশেষ মূল্যায়নসহ নতুন প্রস্তাবনা ১৩টি।

৪. নির্বাচন সংস্কার কমিশন :
- মোট ২৭ টি প্রস্তাবনার মধ্যে ২২টিতে একমত ও ৫টিতে একমত নই।
- প্রস্তাবনা ১টি।

৫. দুদক সংস্কার কমিশন :
- মোট ২১টি প্রস্তাবনার মধ্যে ১৮টিতে একমত ও ৩ টিতে একমত নই।
- সুপারিশ ৩টি।
- নতুন প্রস্তাবনা ৫টি।

৬. পুলিশ সংস্কার কমিশন :
- মোট ১৫টি প্রস্তাবনার মধ্যে ১৫টিতে একমত।
- নতুন প্রস্তাবনা ৯টি।

কমিশনের মোট প্রস্তাবনা	**: ১৮২টি।**
একমত মোট	**: ১৫৪টিতে।**
একমত নই	**: ২২টিতে।**
আংশিক একমত	**: ৬টি।**
নতুন প্রস্তাবনা	**: ৩৮টি।**

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলাম, দেশ ও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত থাকার তাওফিক দিন।

ওয়াসসালাম
(ইউনুস আহম্মেদ সেখ)
মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১২৫৫৫৮৬

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য, 01723-745556

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নাগরিকতন্ত্র		১. সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।		√								**বাংলাদেশের নাম হবে- বাংলাদেশ জনকল্যাণ রাষ্ট্র, ইংরেজী সংস্করণে হবে BANGLADESH PEOPLE'S WELFARE STATE জনকল্যাণ রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা হলো- জনকল্যাণ রাষ্ট্র নামটি শুনলেই যেন রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের মনে রাষ্ট্রের অকল্যাণমূলক চিন্তা ও কাজ করার অনুভূতি জাগ্রত না হয়।**
		২. ভাষা নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে '-বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।	√									
		৩. বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন" হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।	√									
		৪. সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা, অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা।	√									
সংবিধানের মূলনীতি		৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করা।			√							**আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। বহুত্ববাদ প্রয়োজন নেই।**
		৫.২ কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"			√						√	**বহুত্ববাদ প্রয়োজন নেই।**
রাষ্ট্রের মূলনীতি		সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেওয়া।	√					√				
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা		১. বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে '*মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা* নামে একটি '*ভাগ হিসেবে একীভূতকরণ*।	√								√	
		২. সংবিধানের '*মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা* ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার' অন্তর্ভুক্ত করা।	√								√	
		৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তি করা।	√									
		৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।	√									

		৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।	√									
আইনসভা		১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ ('Senate'-সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	√									
	নিম্নকক্ষ	১। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√								**৪০০ আসনেই সংখ্যানুপাতিক PR পদ্ধতিতে নির্বাচন**
		প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।		√								**৪০০ আসনেই নারী-পুরুষ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে**
		২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।	√									
		৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।	√									
		৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা।	√									
		৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√									
		৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।	√									
		৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।	√									
	উচ্চকক্ষ	১। উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা; (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√									উচ্চ কক্ষের সকল সদস্য নির্বাচিত হবেন। পিসিডেন্ট এর মনোনীত কোনো সদস্য থাকবেন না
		উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			√							উভয় কক্ষই সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন হওয়া একান্ত প্রয়োজন
		২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√									
		৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√									
		৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় ব্যতিত উচ্চকক্ষের জন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√									
	সংবিধান সংশোধনী	১। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদনের বিধান করা।	√									
	আন্তর্জাতিক চুক্তি	জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।	√									
	অভিশংসন	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	√									

	প্রধানমন্ত্রী	১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√									
		২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।	√									
		৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।	√									
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	√									
	অন্তর্বর্তী সরকার	১। আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।	√									
		২। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান '*প্রধান উপদেষ্টা*' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।	√									
		৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।	√									
	প্রধান উপদেষ্টা	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	√								√	
		৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	√								√	
		৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি '*প্রধান উপদেষ্টা*' হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।	√								√	
		৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	√								√	
		৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	√								√	

		৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	√							√	
		৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যহতিতে পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত অপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	√							√	
বিচার বিভাগ	সুপ্রিম কোর্ট	১। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।	√							√	
		২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (জুডিশিয়াল আপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)) গঠন করা হবে। সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান), আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)। হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); এটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।	√							√	
		৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।	√							√	
		৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।	√							√	
		৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি) - এর থাকবে।	√							√	
		৬। বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা।	√							√	
	অধস্তন আদালত	৭। 'অধঃস্তন আদালত' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার করা।	√							√	
		৭.১। স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিকার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়ন সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	√							√	
	স্থানীয় সরকার	১। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এল জি আই) আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে)।	√							√	

		২। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।	√								√	
		৩। এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।	√								√	
		৪। প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন: ১। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।	√								√	
		৫। এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।	√								√	
		৬। একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা , যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√								√	
	স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	১। সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এই বিষয়ের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√								√	
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ		পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে (এই কমিশনগুলো হচ্ছে; (ক) মানবাধিকার কমিশন, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সরকারি কর্ম কমিশন, (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন, (ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন) । সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	√								√	
বিবিধ		১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা , এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা ।	√								√	
		২। কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১(খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল।	√								√	
		মোট বিষয়	70									
		একমত	63									
		একমত নই	1									
		আংশিকভাবে একমত	6									
		মন্তব্য	8									

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য, 01723-745556

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন	জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা।	✓									
তথ্য অধিকার আইন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংশোধন করা (সংশোধন প্রস্তাবের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।	✓									
Official Secrets Act	Official Secrets Act ১৯২৩ সংশোধন করা।	✓									তবে এই আইন উপনিবেশিক আমলে করা। যখন রাষ্ট্রের সাথে মানুষের সম্পর্ক ছিলো রাজা-প্রজার। এবং আমরা পরাধিন ছিলাম। আর এখন মানুষ রাষ্ট্রের মালিক। এই বিষয়টা মাথায় রেখে আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করা হচ্ছে।
নাগরিক কমিটি গঠন	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে 'জেলা নাগরিক কমিটি ও উপজেলা নাগরিক কমিটি গঠন করা।	✓									এখানে কারা থাকবে তা সুনির্ধারিত করা এবং সেখানে উলামা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আইনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকাত
নতুন দুটি বিভাগ গঠন	কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি নতুন বিভাগ গঠন করা	✓									
জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন	'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'উপজেলা কমিশনার' ও 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' করা। 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবী পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা) করা।	✓									জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এখানে কেবল নাম পরিবর্তন করে কাংখিত লক্ষ অর্জন হবে না। আমাদের জনপ্রশাসন উপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহন করে আসছে। যারা শাষ্টত উন্নাসিকতায় আক্রান্ত। অথচ তারা জনতার সেবক হওয়ার কথা। তার বদলে তারা প্রশাসক ও "স্যার" হয়ে আছেন। তাদের আচরণ ও প্রথা দেখলে যে কেউ বুঝবেন যে, তারা সমাজের উচ্চতর শ্রেণী হিসেবে বিরাজ করছেন। এর চরিত্রগত বিষয়টি আমলে নিয়ে পুরো জনপ্রশাসনকে ঢেলে সাজালো দরকার। তারই অংশ হিসেবে নাম পরিবর্তন হতে পারে।তবে যে শব্দ প্রস্তাব করা হয়েছে তার নিয়ে আরো পর্যালোচনা করা দরকার।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।		✓								
উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা।	✓									বিচার বিভাগীয় বিচারক
উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার	উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।		✓								আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বাড়বে। এবং জনপ্রশাসনের পেছনে খরচ বাড়বে। বরং বিদ্যমান পদ্ধতিতে দক্ষতা ও সততা যুক্ত হলে এটাই যথেষ্ট।
পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন	বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনের মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) নামে দুটি নতুন কমিশন সৃষ্টি করা। বাকি সকল সার্ভিস বর্তমান কমিশনের অধীনে রাখা।	✓									
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।		✓								
সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল এবং সচিব নিয়োগে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন ও সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গঠন	বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা (যে কমিটি অতিরিক্ত সচিব থেকে সচিব এবং সচিব থেকে মুখ্যসচিব পদে পদোন্নতির সুপারিশ করবে)। একইসঙ্গে বিভিন্ন সার্ভিসের বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (SES) গঠন করা।			✓							সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিসের প্রস্তাবের সাথে একমত। কিন্তু মন্ত্রীসভা কমিটির মাধ্যমে সচিব ও মুখ্যসচিব নিয়োগের পদ্ধতি প্রশাসনকে দলীয়করণে ভূমিকা রাখবে এবং সচিব ও মুখ্যসচিবদেরকে মন্ত্রীদের বেআইনী নির্দেশ মানতে বাধ্য করবে। এর মাধ্যমে নেতিবাচক patron client সম্পর্ক তৈরি হবে। ফলে এটা দরকার নাই। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার একমাত্র বিবেচ্য হবে।

স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন	জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সংগে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন - ১২(ঙ))	✓									
সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের নিয়োগ	জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে নিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	✓									
প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা	দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।		✓								এটা বিভাজন তৈরি করবে। বর্তমানের একক ও অখন্ড দেশালুভূতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যা দীর্ঘমেয়াদে নানা প্রশ্ন জন্ম দেবে। যেমন সরকারে কোন প্রদেশ থেকে কতজন মন্ত্রী? এক প্রদেশের প্রাপ্ত রেভিনিউ অন্য প্রদেশে কেন ব্যবহার হবে? ইত্যাদি প্রশ্ন উঠবে। আর আমাদের দেশ ছোট। এখানে প্রদেশের ধারণার যৌক্তিক কোন কারণ নাই।
জেলা পরিষদ বাতিল	বিদ্যমান জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে জেলা পরিষদসমূহের সকল সম্পত্তি প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।		✓								জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। এ পরিষদকে আরো কার্যকরী করতে হবে।
পৌরসভা শক্তিশালীকরণ	পৌরসভার চেয়্যারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন। ১৮ (ঘ))		✓								পৌরসভার চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে হতে হবে।
ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট' বা 'রাজধানী মহানগর সরকার'	প্রস্তাবিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারায়ণগঞ্জকে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের সমপর্যায়ের 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট'-গঠন করা।		✓								এর মাধ্যমে শাসনব্যবস্থায় জটিলতা তৈরি হবে। বরং সেবাখাতগুলোকে মেয়রের অধিনে দিলেই সমন্বয়ের জন্য তা যথেষ্ট। এবং পুরো দেশের সকল অংশে সমান্তরাল উন্নয়ন করলে নির্দিষ্ট এই এলাকায় অতিরিক্ত চাপ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা।	✓									

উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা।	✓									
ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার	ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়্যারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।		✓								একটা ওয়ার্ডে একজন পুরুষ একজন নারী এভাবে দেয়ার কোন কারণ নাই। কারণ ওয়ার্ড মেম্বারের কাজের পরিধি তেমন না। সেখানে লিংগভিত্তিক জনপ্রতিনিধি তৈরি করা আরো জটিলতা বাড়াবে। বরং নারী হোক বা পুরুষ একজনই মেম্বার হবে। এবং চেয়ারম্যানকে অবশ্যই সরাসরি ভোটে জিতে আসতে হবে।
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ	হিসাব বিভাগ হতে অডিট বিভাগ পৃথক করে একটি নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা।	✓									
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	ফৌজদারি (পিপি) ও দেওয়ানি মামলা (জিপি) পরিচালনার জন্য দুটি স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করা। এজন্য একটি আইন প্রণয়ন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পিপি ও জিপি নিয়োগ করা। (এই বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	✓									
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা।	✓							✓		
১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ	সরকারি চাকুরিতে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান বাতিল এবং ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।			✓					✓		২৫ বছর পরে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর বিধান জরুরী। কারণ তা না হলে সমস্যাজনক কর্মকর্তাদের বিষয়ে করণীয় কঠিন হয়ে যাবে। তবে ১৫ বছর পরে স্বেচ্ছাঅবসরের বিষয়টাতে একমত।

CamScanner

মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) /সহকারী একান্ত সচিব পাদয়ন	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস), সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগ করা।		✓								রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তারা দুর্নীতি বেড়ে যাবে। এবং দক্ষতা ও কার্যকারীতার প্রশ্নও তৈরী হবে। ইন সার্ভিস থেকে নিলে যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা বন্ধ হবে যদি পিএস ও এপিএস হিসেবে নিয়োজিতরা প্রফেশনাল বিহেইভ করেন।

বিষয়	26
একমত	15
একমত নই	9
আংশিকভাবে একমত	2

মুক্তির মূলমন্ত্র
ইসলামী শাসনতন্ত্র
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)
কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

তারিখ: ২৫/০৫/২০২৫ইং

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের ওপরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মূল্যায়ণ

ভূমিকা:- জনপ্রশাসন রাষ্ট্রের প্রধান চালিকাশক্তি। দক্ষ ও সৎ জনপ্রশাসন একটা রাষ্ট্রকে কাংঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে আর জনপ্রশাসন দক্ষ, সৎ ও নৈতিকতা সম্পন্ন না হলে শুধু রাজনৈতিকদের দিয়ে যথাযথভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব না।

এই অঞ্চলে আধুনিক ধরণের জনপ্রশাসন ব্যবস্থা শুরুর পরে দুইবার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু তিক্ত সত্য হলো, উপনিবেশিক আমলে তৈরি জনপ্রশাসন ব্যবস্থার চরিত্র ও ধরণে সেই অর্থে পরিবর্তন হয় নাই। ফলে আমাদের জনপ্রশাসন "সমাজের উচ্চবর্গের একটা সম্ভ্রান্ত বর্গ", তারা জনগণকে শাসন করেন, তাদেরকে স্যার বলাই রীতি, তাদের অফিসে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হয়। সার্বিকভাবে "জনতার সেবক বা রাষ্ট্রের কর্মচারী" চরিত্রের চেয়ে তাদের মধ্যে "প্রশাসক ও কর্তা" চরিত্র বেশি। একই সাথে এটাও সত্য যে, দেশের যা দুর্নীতি হয় তার পুরোটাই হয় জনপ্রশাসনের মাধ্যমে; সেটা রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী যেই করুন।

সেই বাস্তবতায় ২৪ এর পরে জনপ্রশাসন সংস্কারে কমিশন গঠিত হলে জাতি আশান্বিত হয়েছে। এবার হয়তো স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রের মালিক জনতার সেবক চরিত্রে নৈতিকতা সম্পন্ন একটা জনপ্রশাসন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হবে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটি যে প্রতিবেদন দিয়েছে তাতে জনতার আকাংখার কিছুটার প্রতিফলন দেখা গেছে।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ছকে দেয়া বিষয়গুলো সম্পর্কে মতামত ছকেই দিয়েছে। সাথে এই জরুরী কথা গুলো সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। জনপ্রশাসন এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রশ্নে আমাদের কিছু পর্যাবেক্ষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. ১১ সদস্য বিশিষ্ট্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারমধ্যে কমিটির প্রধানসহ ৯ জনই জনপ্রশাসনের সাবেক সদস্য। অধ্যাপক ড. আকা ফিরোজ আহমদ ও ছাত্র প্রতিনিধি মেহেদী হাসান কেবল জনপ্রশাসনের বাইরের। ফলে এই কমিশনের সংস্কার প্রস্তাবে "জনপ্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গির" প্রতিফলন বেশি লক্ষ্যনীয়। সেবাগ্রহীতা ও নাগরিকদের দৃষ্টিকোন থেকে জনপ্রশাসনে কি কি সমস্যা আছে, বা নাগরিকরা জনপ্রশাসনের সাথে কাজ করতে গিয়ে কোন ধরণের সমস্যার শিকার হন তা কোন হদিস নাই এবং তা সমাধানে সেই অর্থে কোন প্রস্তাবনা দেয়া হয় নাই।

CamScanner

মুক্তির মূলমন্ত্র
ইসলামী শাসনতন্ত্র
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)
কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

২. কমিশন নানা অংশীজনের সাথে কথা বলেছে। কিন্তু তারা কারা? ৫৫নং পাতায় তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন উৎস হিসেবে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারাও সমাজের "সুবিধাপ্রাপ্ত জন"। ৫৬ নং পাতায় দেড়লক্ষ নাগরিকের অনলাইন মতামতের উল্লেখ রয়েছে। এই দেড়লক্ষ কি দৈবচয়ন? তাদের পেশাগত ও সামাজিক অবস্থান কি সারা দেশের নাগরিকদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? শিক্ষার্থীদের মতামত নেয়া হলেও সত্য হলো, একজন শিক্ষার্থী আদতে জনপ্রশাসনের সাথে সংযুক্তই হয় না এবং সেখানে কি গ্রামের, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিলো? অংশীজনের মতামত সংগ্রহের যে বিবরণ ৫৬ নং পাতায় দেয়া হয়েছে তাতে স্পষ্ট যে, এখানে সাধারণ মানুষের মতামত আসে নাই। সাবঅল্টার্নের ভাবনা এখানে অনুপস্থিত। সত্য হলো, একজন সাধারণ দোকানদার, একজন রিক্সাচালক, একজন ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোক্তা জানেন দেশের জনপ্রশাসন কি জিনিস! তাদের কাছে জনপ্রশাসনের সাথে সংযুক্ত হওয়া আতংকের নাম। সংস্কার কমিশনে সেই আতংক দুর করার জন্য প্রস্তাব নাই।

৩. যাদের কাছ থেকে মতামত নেয়া হয়েছে তাদের মতামতের যথার্থ প্রতিফলন প্রস্তাবে এসেছে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান হওয়ার কারণ আছে। কারণ (সন্মান ও বিশ্বাস রেখেই বলছি) কমিশনের প্রায় সকলেই সাবেক আমলা। ফলে জনতার মতামতের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব যে ব্যাখ্যা তাদের পরিমণ্ডলে বিরাজমান তাকে প্রধান্য দিয়ে জনতার মতামতকে গুরুত্ব না দেয়ার আশংকা খুবই যৌক্তিক।

৪. সংস্কার প্রস্তাবের শুরুতে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রতি যে চিঠি লেখা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, "কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত সংস্কারের সুপারিশ" করা হয়েছে। এখানে নীতিগত ও চরিত্রগত সংস্কারের কোন সুপারিশ করা হয় নাই। অথচ দেশের নাগরিকদের দৃষ্টিতে আমাদের বিদ্যমান জনপ্রশাসনের কাঠামো ও পদ্ধতি সমস্যা প্রকট না বরং নীতিগত ও চরিত্রগত সমস্যাই প্রকট। এই বিষয়টা সংস্কার কমিশনের কাজের পরিধির মধ্যেই ছিলো না। যদিও ভুমিকার মধ্যে "মনোজাগতিক ও আচরণ সংস্কারে গুরুত্ব" দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

৫. নির্বাহী সারসংক্ষেপের বিবরণে ১০ পাতায় কমিশনের ছয়টি লক্ষ্য বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। সেখানে "সততা ও নৈতিকতা"র বিষয়টি নাই। যদিও সচ্ছতা, জবাবদিহিতা ইত্যাদিকে বিবেচনা করা হয়েছে কিন্তু ব্যক্তি সৎ ও নৈতিকতা সম্পন্ন না হলে কোন বিধি ও আইন দিয়ে কাজ হয় না। সচ্ছতা ও জবাবদিহির বিদ্যমান নীতি ও পদ্ধতি একেবারে খারাপ না। তারপরেও জনপ্রশাসনে যে দুর্নীতি ও ভোগান্তি হয় তা রোধ করা যায় নাই।

৬. পাতা-১১ এর ৩.৬ ও ৩.৭ বলা হয়েছে, মন্ত্রণায়ল ও মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ জনপ্রশাসন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের রোডম্যাপ তৈরি করবে। এটা বাস্তবযোগ্য না। সংস্কার কর্মসূচির প্রতি নিজ থেকে আগ্রহী হবে বলে বিশ্বাস করা কঠিন। আগের সংস্কার কর্মসূচিগুলোর অভিজ্ঞতা তাই বলে।

CamScanner

ইসলামী শাসনতন্ত্র
মুক্তির মূলমন্ত্র
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)
কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

৭. নাগরিক পরিসেবা উন্নয়নে প্রশাসন অংশের ৫.১ এ ই-সেবার প্রস্তার সুন্দর। তবে তথ্যের নিরাপত্তা এবং ই-সেবা গ্রহণের পুর্বশর্ত নাগরিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টা বিবেচনার দাবী রাখে। ৫.৩ এ ওয়ান স্টপসার্ভিসকে আউটসোর্সিং এর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। নাগরিকের এমন মৌলিক সেবা আউটসোর্সিং করা জনপ্রশাসনের জন্য সন্মানজনক না। ৫.৬ এ প্রস্তাবিত নাগরিক কমিটিতে ধর্মীয় নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। ৫.৭ এ বর্ণিত প্রস্তাবে মসজিদ ও মাদরাসাগুলোকে জনপরিষেবার কাজে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করা হলো।

৮. ৬.৬ (খ) এ বর্ণিত বিগ্রেডিয়ার/সমমান ও তদুর্ধ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরকার প্রধানের পূর্বানুমতির সুপারিশের সাথে দ্বিমত পোষন করছি। ৬.১৫ এর প্রস্তাবের সাথে ভিন্নমত পোষণ করছি। এতে করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি পাবে।

৯. বাংলাদেশ সিভিল পুনর্গঠন এ ৭.১২ (ক) এ গনিতকে যোগ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। ৭.১৪ এ বিভিন্ন সার্ভিসের লাইন প্রমোশন অংশে বর্ণিত প্রশাসনিক পদবীগুলোর নামে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার পরিহার করা উচিৎ। নতুন পরিভাষা তৈরি করে তার ব্যবহার শুরু করা দরকার। শুরুতে অপরিচিত লাগলে আস্তে আস্তে তা শ্রুতিমধুর হয়ে যাবে। কারণ বিদ্যমান পরিভাষা উপনিবেশিক ঐহিত্য বহন করে এবং বাংলাভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। ৭.২০ এ মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মূখ্য সচিব ও সচিব পদে কোন বেতন গ্রেড বা স্কেল না থাকার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাখা হলো। এতে করে প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক তৈরি করে রাজনীতিবিদ ও আমলারা মিলে-মিশে দুর্নীতি করার সুযোগ তৈরি হবে। ৭.২৯ এর প্রস্তাব যথার্থ না। কারণ সরকারী বেতন বাড়ার সাথে মুদ্রাস্ফিতির সম্পর্ক আছে। ফলে এটা মুদ্রাস্ফিতি বাড়িয়ে দেবে। ৭.৩২ এর সাথে জোড়ালো একমত পোষণ করা হলো। ৭.৩৮ এর নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করা হলো।

১০. ধারা ৮.১৯ এ নাগরিক ও সেবাগ্রহিতার মতামতকে মূল্যায়নে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করা হলো।

১১. ধারা ১০.৮ এ অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রশিক্ষণে ধর্ম ও নৈতিকতা যোগ করার সুপারিশ করা হলো।

১২. ধারা ১১.০৮ এ ইমাম ও ধর্মীয় নেতৃত্বকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হলো।

১৩. ধারা ১৪.৪- অনার্স শিক্ষার বিষয়বস্তু ও তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গুরুত্বের সাথে গবেষণা করে প্রয়োজনে বিদ্যমান বিষয়গুলোকে কর্মমুখি বিষয় দিয়ে পরিবর্তন করা দরকার।

CamScanner

পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, ০১৭২৩-৭৪৫৫৫৬

বিষয়	সারসংক্ষেপ	বাস্তবায়নের ধরণ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিক ভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
০১। বলপ্রয়োগ	১) ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী আইন, ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন,১৯৪৩ সালের বেঙ্গল পুলিশ রেগুলেশন্স (পিআরবি)'র যথাযথ অনুসরণ করে এবং সেইসঙ্গে সময়ের বিস্তর ব্যবধানে আধুনিক বিশ্বে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে যে সকল প্রযুক্তিগত কৌশল ব্যবহার করা হয় তা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃব পাঁচ ধাপে বলপ্রয়োগের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত ধাপগুলোকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক বলপ্রয়োগের জন্য নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করে সুবিন্যাস্ত করা হয়েছে। এই পদ্ধতি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুসরণের লক্ষ্যে আইনগত বৈধতা দেওয়ার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে। এতে ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানির ঝুঁকি এড়িয়ে চলা সম্ভবপর হবে।	মধ্য মেয়াদী	√			√						
০২। আটক/গ্রেফতার,তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ	১) গ্রেফতার,তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা [8SCOB(2016)AD] অবিলম্বে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহহের জন্য সুপারিশ করা হলো। অধিকন্তু, রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত আপীল বিভাগের উক্ত রায় পুনর্বিবেচনার আবেদনটি প্রত্যাহার কিংবা দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করে উহার আলোকে, প্রয়োজনে, ফৌজদারী কার্যবিধিসহ সংশ্লিষ্ট আইন ও বধি-প্রবিধান সংশোধন করা যেতে পারে।	অবিলম্বে মধ্য মেয়াদী	√			√						

	২) আটক ব্যক্তি বা রিমান্ড নেওয়া আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতিটি থানায় স্বচ্ছ কাচের ঘোরাটোপ দেওয়া একটি আলাদা জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ (Interrogation room) অবশ্যই থাকবে। ৩) পুলিশের তত্ত্বাবধানে থানা হাজত ও কোর্ট হাজতের পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা ও বন্দিদের কোর্ট থেকে আনা নেওয়ার সময় ব্যবহারকারী যানবাহনগুলোতে মানবিক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলো। ৪) নারী আসামীকে যথেষ্ট শালীনতার সঙ্গে নারী পুলিশের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। ৫) তল্লাশীর সময় পুলিশ কর্মকর্তা পরিচয় দিতে অস্বীকার করলে অথবা সার্চ ওয়ারেন্ট না থাকলে জরুরী যোগাযোগের জন্য নাগরিক নিরাপত্তা বিধানে একটি জরুরী কল সার্ভিস চালু করা যায়। ৬) জব্দকৃত মালামালের যথাযথ তালিকা না হলে এবং তল্লাশি কার্যক্রমটি সন্দেহজনক মনে হলে তা তাৎক্ষণিক জানানোর জন্য মেট্রো এলাকায় ডেপুটি পুলিশ কমিশনার/জেলা পুলিশ সুপারের বরাবর জরুরী কল সার্ভিস চালু করা যায়। ৭) অভিযান পরিচালনা করার সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের কাছে জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম ও ভিডিও রেকর্ডিং ডিভাইসসহ (Body-worn-camera) ভেস্ট/ পোশাক পরিধান করতে হবে। ৮) রাতের বেলায় (সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়) গৃহ তল্লাশী করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/ স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি/ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। ৯) থানায় মামলা রুজু অথবা এফআইআর গ্রহণ ও তদন্ত কঠোরভাবে সার্কেল অফিসার বা পুলিশ সুপার কর্তৃক নিয়মিত												

	তদারকি জারী রাখতে হবে। ১০) কেইস ডায়েরী আদালতে দাখিল করে আদালতের আদেশ ব্যতীত কোনক্রমেই এফআইআর বার্হিভূত আসামী গ্রেফতার করা যাবে না। ১১) ভূয়া/ গায়েবী মামলায় অনিবাসী/মৃত/ নিরাপরাধ নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য করতে হবে। ১২) অজ্ঞাতনামা আসামীদের নামে মামলা দেওয়ার অপচর্চা পরিহার করতে হবে। কোন পুলিশ সদস্য যদি উদ্দেশ্যপ্রণদিত হয়ে কাউকে এ ধরণের মামলায় হয়রানি করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। ১৩) বিচার প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে চুড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত মিডিয়ার সামনে কাউকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।											
০৩। মানবাধিকার	১) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য সরাসরি সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যাস্ত করার জন্য পুলিশ সংস্কার কমিশনের তরফ থেকে জোর সুপারিশ করা হচ্ছে। ২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা বা তাদের প্ররোচনায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান নিজেই যাতে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয়েও একটি মানবাধিকার সেল কার্যকর থাকার বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করছে। ৩) সংবিধান, বিভিন্ন আইন এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশনা পুলিশ কর্তৃক অমান্য করার দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে তাৎক্ষণিক প্রতিকার পাওয়ার জন্য নতুন হেল্প লাইন চালু করা বিংবা	অবিলম্বে	√			√						

	ট্রিপল নাইন(৯৯৯) কর্তৃক সেবার মধ্যে এ ধরণের অপরাধ অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। ৪) ভূক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষার জন্য একটি সুরক্ষা আইন প্রণয়ণ করা উচিত, যা জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে ৫) পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে র‍্যাবের (র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন) অতীত কার্যক্রম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পর্যালোচনা করে এর প্রয়োজনীয়তা পুনর্মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ৬) জুলাই- আগষ্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্র জনতাকে হত্যা ও আহত করার জন্য দোষী পুলিশ সদস্যদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।											
০৪। প্রভাবমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক পুলিশ বাহিনী :	১) পুলিশ সংস্কার কমিশন সামগ্রিক বিষয় ধর্তব্যে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ প্রভাবমুক্ত 'পুলিশ কমিশন' গঠনের বিষয়ে নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে। ২) প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশন আইনের আওতায় অন্তর্ভূক্ত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে নাকি সাংবিধানিক কাঠামোভূক্ত একটি প্রতিষ্ঠান হবে তা সংশিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৩) পুলিশ কমিশন গঠন,কার্যপরিধি, সাংবিধানিক বা আইনি বাধ্যবাধকতা, আইনে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয়াদি বিচার- বিশ্লেষণ ও যথাযথ পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।	মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	√			√						
০৫। থানায় জিডি, রেকর্ড, মামলা রুজু, তদন্ত ও পুলিশ ভেরিফিকেশন	১) থানায় জিডি গ্রহণ বাধ্যতামুলক, কোনক্রমেই জিডি গ্রহণ প্রত্যাখান করা যাবে না; ২) মামলার এফআইআর গ্রহণে কোনরুপ অনীহা/ বিলম্ব করা যাবে না; ৩) ফৌজদারী মামলার তদন্তের জন্য একটি বিশেষায়িত দল গঠন করতে হবে, যাদের তদন্ত সংক্রান্ত ইউনিট ও থানা ব্যাতীত	অবিলম্বে	√			√						

CamScanner

	অন্যত্র বদলি করা যাবে না। ভবিষ্যতে মামলা পরিচালনা ও তদন্ত একটি ক্যারিয়ার প্ল্যানিং এর অধীনে পরিচালিত হবে এবং ফৌজদারী মামলা প্রসিকিউশন সংক্রান্ত একটি বিশেষ তদন্ত দল হবে। **পুলিশ ভেরিফিকেশন:** ৪) জাতীয় পরিচয়পত্রধারী (NID) চাকুরীপ্রার্থীদের স্থায়ী ঠিকানা অনুসন্ধানের বাধ্যবাধকতা রহিত করতে হবে। ৫) চাকরিপ্রার্থীর বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা/শিক্ষা সনদপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশিট ইত্যাদি যাচাই-বাছাই করার দায়-দায়িত্ব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে। এগুলো পুলিশ ভেরিভিকেশনের অংশ হবে না। ৬) পুলিশ ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে চাকরীপ্রার্থীর রাজনৈতিক মতাদর্শ যাচাই- বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তা রহিত করাসহ এতদসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংস্কার করা যেতে পারে।তবে, চাকরীপ্রার্থী বাংলাদেশের স্বাধীনতা,সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা সংক্রান্ত কোন কর্মকান্ডে জড়িত থাকলে তা ভেরিভিকেশন রিপোর্টে প্রতিফলিত করতে হবে। ৭) চাকুরীর জন্য সকল পুলিশ ভেরিভিকেশন সর্বোচ্চ ১(এক) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে এবং অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ ১৫(পনের) দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।											
০৬। যুগোপযোগী আইন ও প্রবিধানমালা :	ব্রিটিশ আমলে প্রণীত কিছু কিছু আইন ও প্রবিধান যুগের প্রয়োজনে সংস্কার বা হালনাগাদ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কমিশনে নিম্নলিখিত আইনগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তা যুগোপযোগী করার জন্য সুপারিশ করছে। ১) পুলিশ আইন,১৮৬১: পুলিশকে জনবান্ধব ও জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক বাহিনী/প্রতিষ্ঠানে পরিনত করার জন্য এই আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিমার্জন অথবা নতুন আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।	স্বল্প মেয়াদী ও মধ্য মেয়াদী	√			√						

	২) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮; বলপ্রয়োগ ও মানবাধিকার সুরক্ষায় এ আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করা হলো। ৩) পিআরবি, ১৯৪৩; জনবান্ধব ও জবাবদিহিমূলক পুলিশ বাহিনী গঠনে এ প্রবিধানমালায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবর্তন/পরিমার্জন অথবা নতুন প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে।											
০৭। পুলিশের দূর্নীতি ও প্রতিকার :	১) সর্বদলীয় কমিটি গঠন: পুলিশের কাজকর্মে ইচ্ছাকৃত ব্যত্যয় বা পেশাদারী দূর্নীতি রোধে স্বল্পমেয়াদি একটি কার্যক্রম হিসেবে'ওয়াচডগ বা ওভারসাইট কমিটি' গঠন করা যায়। প্রতিটি থানা বা উপজেলায় একটি 'সর্বদলীয় কমিটি' গড়ে তোলা যায়, যারা স্থানীয় পর্যায়ে 'ওভারসাইট বডি' হিসেবে কাজ করবে এবং দূর্নীতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। ২) বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন: উপরোল্লিখিত ১ম সুপারিশ চলমান অবস্থায় একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা যায় এবং 'সর্বদলীয় কমিটির' অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যাবতীয় বিষয় ধর্তব্যে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ প্রণয়নের জন্য এই টাস্কফোর্সকে দায়িত্ব প্রদান করা যায়। ৩) পুলিশের বর্তমান পুরস্কার কাঠামোকে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থামতে তাদের বিভিন্ন কাজের প্রণোদনা ও উৎসাহ দিতে বিভিন্ন পুরস্কার(মেডেল ও ভাতা/ বিপিএম/পিপিএম অন্যান্য) দেওয়া হয়। বর্তমান কাঠামোতে সুনির্দিষ্ট কোন মানদন্ড নেই এবং পুরো প্রক্রিয়াটি প্রভাবমুক্ত নয়। এই সুযোগের অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।এতদসংক্রান্ত নিয়মকানুন ও বিধিমালা যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন।	অবিলম্বে	√			√						
	১) নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সততা ও নৈতিকতার উচ্চমান নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। ২) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন ইত্যাদি উচ্চ পর্যায়ের একটি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে					√						

০৮। দুর্নীতি প্রতিরোধ ও চলমান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	পারে। যেকোন ধরণের অনিয়ম/ ব্যত্যয় তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় আনতে হবে। ৩) পদায়ন,বদলী এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে সততা ও নিষ্ঠাকে গুরুত্ব প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ৪) পদায়ন, বদলী এবং পদোন্নতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। ৫) থানার কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভয়ভীতির মাধ্যমে অর্থ আদায়ের অপবাদ/ অভিযোগ পুলিশ সুপার কর্তৃক তদন্তের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **সরকারী ক্রয়:** ৬) প্রতিটি থানায় বিবিধ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। যেমন- লাশ পরিবহন, সাক্ষী আনা- নেওয়া, বেওয়ারিশ মৃতদেহের সৎকার ইত্যাদি। ৭) পুলিশ হেডকোয়ার্টাসের অডিট ও ইন্সপেকশন শাখার মাধ্যমে অধীনস্ত ইউনিটসমূহের ক্রয়-সংক্রান্ত বিষয়াদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা রুটিন ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। ৮) একই সঙ্গে দৈবচয়ন/ আকস্মিক পরিদর্শন বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অডিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। **থানাকেন্দ্রিক আর্থিক বিষয়াদি:** ৯) জিডি গ্রহণে কালক্ষেপণ/ ওজর-আপত্তি বা কোন রকম দূর্নীতির প্রমাণে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ১০) মামলার তদন্ত ব্যয় বৃদ্ধিসহ জিডি, ভেরিফিকেশন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের জন্য প্রতি থানায় বিশেষ বরাদ্দ ও ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ১১) থানায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ ও মেরামতের নিয়মিত ব্যবস্থা করা উচিত। এজন্য প্রতি থানা বরাবর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে। ১২) পুলিশের টহল ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য টিওএন্ডইভূক্ত	মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	√										

	প্রয়োজনীয় গাড়ি এবং জ্বালানী সরবরাহ সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। ১৩) থানায় বাদী/বিবাদীদের নিয়ে কোন ধরনের মধ্যস্থতা, Arbitration বা Altarnative Dispute Resolutiuon (ADR) এর জন্য বৈঠক বা অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। **ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা :** ১৪) মামলা প্রদানের ক্ষেত্রে বডিওর্ন (Body-worn) ক্যামেরাসহ উন্নত প্রযুক্তির সন্নিবেশ করা যেতে পারে। ১৫) মামলা দায়ের, রেকার বিল চার্জ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ১৬) রাস্তায় যানবাহনে নিয়মিত চেকিং বা চেকপোস্টের মাধ্যমে চেকিংয়ের ক্ষেত্রে বডিওর্ন (Body-worn) ক্যামেরা বা সিসি ক্যামেরার সন্নিবেশন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা যেতে পারে।											
০৯। প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা :	প্রশিক্ষণ- ১) প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও ফলাফলকে পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে। ২) প্রশিক্ষণের ফলাফল প্রশিক্ষণার্থীর এসিআরের প্রাপ্ত নাম্বারে প্রতিফলিত হতে হবে। ৩) অর্গানাইজড ক্রাইম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ (Experise) এনে ট্রেনিং সেন্টারে প্রায়োগিক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে। ৪) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ(TOT) কর্মসূচীতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করে এর মাধ্যমে দক্ষ পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা যায়। যাতে তারা অন্যান্য পুলিশ সদস্যকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে সক্ষম হয়। ৫) বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পুলিশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষায়িত ইউনিটগুলোতে চাকর করতে বাধ্য থাকবেন। ৬) বলপ্রয়োগ অনুমোদিত Standard Operating	অবিলম্বে, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	√			√						

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
নিবন্ধন-০৩৪
কেন্দ্রীয় দপ্তর

	Procedure (SOP) অনুসরণের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তা মনিটরিং করতে হবে। ৭) পুলিশ সদস্যদের মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার জন্য এবং স্ব-স্ব ধর্মীয় নৈতিকতা শিক্ষা দিতে তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে এতদসংক্রান্ত পৃথক প্রশিক্ষণ মডিউল অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ৮) বৈধ ও অবৈধ আদেশ প্রতিপালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণে সাম্যক ধারণা দিতে হবে। ৯) পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের মানবাধিকার বিষয়াদি ওপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধকার নীতিমালার বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ১০) প্রত্যেক পুলিশ সদস্য' জনগনের সেবক এবং বন্ধু' এই মনোভাব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। **সক্ষমতা:** ভৌগলিক অবস্থানভেদে পুলিশি কার্যক্রম: ১১) বরিশাল, চাঁদপুর, শরীয়তপুর, খুলনা, ভোলাসহ সমগ্র দেশে আনুমানিক ২৪,১৪০ (প্রায়) বর্গকিলোমিটার জলপথমন্ডিত এলাকা নৌ নেটওয়ার্কভূক্ত রয়েছে, তাই এই অঞ্চলে নদীপথে দস্যুতা, চোরাচালান,মানব পাচারসহ অন্যান্য অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে এসমস্ত জেলায় ' ভাসমান থানা' গঠন করার সুপারিশ করা হচ্ছে। পুলিশ হেডকোয়াটার্স ভাসমান থানা চিহ্নিত করে এসমস্ত এলাকায় বিদ্যমান নৌযানসহ অন্যান্য লজিস্টিকসের সংখ্যা ও পরিমান নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ১২) পার্বত্য চট্টগ্রামে অপরাধের ধরণ শুধু ভূমি বিরোধ ও দৈনন্দিন অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়; বরং সশস্ত্র সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক সঙ্কা ও ঝুঁকির সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, চিটাগাং হিল ট্র্যাক্ট রেগুলেশন্স, ১৯০০ অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে সামাজিক বিচার আচার সম্পন্ন হওয়ার												

CamScanner

	সংস্কৃতি এখনও চালু আছে। উপর্যুক্ত অবস্থায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত পুলিশ তাদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সম্পাদন করতে উদ্যোগী থাকবে। **গবেষনা ও উন্নয়নঃ** ১৩) প্রস্তাবিত Centre for Police Research and Development(CPRD) গঠন এবং প্রতিষ্ঠায় এই কমিশন নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষন করে। প্রাথমিকভাবে জনবল এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি পুলিশ স্টাফ কলেজ ও পুলিশ একাডেমীর সঙ্গে সমন্বয় করে পরিচালিত হতে পারে।তবে দীর্ঘমেয়াদে পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের বাজেট প্রাপ্তি অনুসারে বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৪) টেক পুলিশিং: বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে পুলিশিং কার্যক্রমের প্রতিনিয়ত ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এসংক্রান্ত অ্যাডভান্সড ডিজিটাল ফরেনসিক এবং ডিএনএ এনালাইসিস, বায়োমেট্রিক ভিত্তিক, ডাটা ভিত্তিক,এআই(আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স) ভিত্তিক এবং সাইবার অপরাধ ও সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইত্যাদি সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশ পুলিশে প্রচলন করা যেতে পারে।এতদুদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুলিশের দক্ষ জনবল তৈরী করা প্রয়োজন। ১৫) আইসিটি ও টেক কোর: পুলিশ বাহিনীকে নতুন নতুন টেকনোলজির সঙ্গে পরিচিতি করানো এবং সেগুলোর যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, সাইবার ঝুঁকি প্রতিরোধ করা, আধুনিক প্রযুক্তিগত সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করা, আইসিটি খাতের উন্নয়ন, আইসিটি সরঞ্জামাদির প্রমিত মান Standard Specification(SS) অনুসরণ করে সংগ্রহ ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন,ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি আইসিটি ও টেক কোর গঠনের সুপারিশ করা হলো।												

১০। নারী, শিশু ও জেন্ডার সচেতনতা:	১) শিশু অধিকার ও শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিশু আইন,২০১৩ এর বিধানসমূহ পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। ২) বিভিন্ন পর্যায়ে যে হটলাইন নাম্বারগুলো আছে সেগুলোর তৎপরতা ও কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। মহিলাকেন্দ্রিক সেবামূলক কার্যক্রম যেমন-Victim Support Centre সহ Women Support and Investigation Division এবং Police Cyber Support for Women ৬৪ জেলায় স্থাপন করতে হবে। ৩) পুলিশের মধ্যে জেন্ডার ও চিলড্রেন সেনসিটিভিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রাখতে হবে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বিবেচ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহে যেসকল বিধিবিধান রয়েছে তা কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।	অবিলম্বে, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	√										
১১। পুলিশের কল্যান ও কর্মপরিবেশ	১) পুলিশের জন্য একটি পরিপূর্ণ মেডিকেল সার্ভিস গঠনের প্রস্তাব করা হচ্ছে। ২) প্রতি জেলায়/ মেট্রোপলিটন পুলিশে লিগ্যাল অফিসার্স সেল গঠন করে 'লিগ্যাল এক্সপার্ট' নিয়োগের বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করছে। ৩) পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত ডোপ টেস্টের ও সাইকোলজিক্যাল টেস্টের আওতায় আনতে হবে। ৪) পুলিশ লাইন্স, থানা পুলিশ ক্যাম্প, ব্যারাকে সর্বত্র স্বাস্থ্যসম্মত ও মানবিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ৫) অতিরিক্ত কাজের চাপ কমানোর জন্য তাদের কর্মঘন্টা সুনির্দিষ্ট রাখতে হবে। ০৮ (আট) ঘন্টার অতিরিক্ত ডিউটির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা চালু করতে হবে। ৬) স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এর অংশ হিসেবে পুলিশ সদস্যদের মানসিক চাপ হ্রাসকল্পে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ও	অবিলম্বে, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	√										

	মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। ৭) মাঝে মধ্যে বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও সতেজতা তৈরী করতে হবে। ৮) প্রতিটি থানায় আগত মহিলা (ভিকটিম/আটক) এবং মহিলা পুলিশ সদস্যদের জন্য চেঞ্জিং/ড্রেসিং/ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৯) পুলিশ লাইন্স, থানা, ক্যাম্প ইত্যাদি অবস্থানে কনস্টবেল পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের জন্য শতভাগ/পর্যাপ্ত সংখ্যক ডরমিটরী/ কোয়ার্টারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ১০) ডরমিটরীতে প্রতি নারী-পুরুষের স্বাস্থ্য সম্মত আবাসন সুবিধা (নারী-পুরুষের আলাদা বিশ্রামাগার, শৌচাগার, পৃথক ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা) নিশ্চিত করতে হবে। ১১) আউটসোর্সিং এর ভিত্তিতে ট্রাফিক পুলিশের জন্য বিশেষত নারী পুলিশ সদস্যদের জন্য মোবাইল টয়লেটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ১২) কনস্টেবল এবং সমমানের পুলিশ সদস্যদের কাজের ব্যাপকতা, পরিধি ও সময়কাল বিবেচনা করে তাদের জন্য একটি পৃথক ছুটি গ্রহণ এবং ভোগের অনুশাসন/নীতিমালা সরকার বিবেচনা করতে পারেন। ১৩) পুলিশ ব্যারাকে অতিরিক্ত কাজের চাপে থাকায় পুলিশ সদস্যদের মানসিক চাপ হ্রাস করার জন্য তাদের বছরে একবার ভাতাসহ নির্দিষ্ট মেয়াদে ছুটিভোগ বাধ্যতামূলক করা উচিত।												
১২। নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতি :	১) বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগের জন্য বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল এবং কাঠামোগত দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় সহকারী পুলিশ সুপারের নিয়োগ নিম্নোক্তভাবে করা যেতে পারে: বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ধরনের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার প্রয়োজন, তা উপেক্ষিত হচ্ছে। এজন্য	অবিলম্বে, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	√										

	বর্তমান বিসিএস পরীক্ষায় পুলিশ ক্যাডারে নিয়োগের জন্য আলাদাভাবে শারীরিক যোগ্যতা[উচ্চতা ও ওজন ইত্যাদি পরিমাপ,ফিজিক্যাল এনডিউরেন্স টেস্ট (PET) মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি] অন্তর্ভূক্ত করে আবেদনের যোগ্যতা নিরুপন করা যায়। এতে আগ্রহী এবং যোগ্য প্রার্থীরা পুলিশ ক্যাডারে আবেদন কারার জন্য সহজে বিবেচিত হতে পারবেন। এক্ষেত্রে The Bangladesh Civil Service(Enforcement:Police) Composition and Cadre Rules, 1980 সহ সংশ্লিষ্ট বিধি -বিধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনায়নের সুপারিশ করা হলো। ২) সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড(এসএসবি)সভায় বাংলাদেশ পুলিশের এজেন্ডা থাকলে আইজিপিকে বোর্ডে উপস্থিত রাখার সুপারিশ করা হলো। ৩) পুলিশ সার্ভিসের পুলিশ সুপার , ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ফিটলিষ্ট প্রস্তুত করে নিয়মিত বিরতিতে হালনাগাদ করতে হবে। হালনাগাদকৃত তালিকা থেকে পুলিশ সুপার ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদায়ন করতে হবে। ৪) বিশেষায়িত পুলিশ যথা (সিআইডি, সাইবার অপরাধ, বায়োমেট্রিক আইডেনটিফিকেশন ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইত্যাদি) স্ব-স্ব বিভাগের ভেতরে বা সংশ্লিষ্ট পদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদায়ন করতে হবে। ৫) কনস্টেবল থেকে এএসআই এবং এএসআই থেকে এসআই পদোন্নতিতে প্রতি বছর পরীক্ষা দেওয়া ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার রীতি বাতিল করে ১ বার উত্তীর্ণ হলে তাকে শারীরিক যোগ্যতাসাপেক্ষে পরবর্তী তিন বছরের জন্য পদোন্নতির যোগ্য হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করা হলো। ৬) বিভাগীয় পদোন্নতির নীতিমালা সংস্কার করে কনস্টেবল/এসআই নিয়োগ স্তর থেকে একটি ক্যারিয়ার প্ল্যানিং প্রণয়ন করতে হবে। যাতে সদস্যদের মধ্যে পেশাদারিত্ব উন্নয়ন												

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নিবন্ধন-০৩৪ কেন্দ্রীয় দফতর

	ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ৭) বর্তমানে থানাসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারী পুলিশের সংখ্যা শতকরা মাত্র ০৮ শতাংশ যা জনসেবা বৃদ্ধিতে নিতান্ত অপ্রতুল। থানাসহ, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন এবং অন্যান্য ইউনিট ও অফিসে কাঙ্ক্ষিত নারী পুলিশের সংখ্যা বর্তমানে ১৬,৮০১ থেকে বাড়িয়ে কমপক্ষে ২৯,২৪৮ করার জন্য সুপারিশ করা হলো। ৮) নারী পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান অর্গানোগ্রামে পদ সৃষ্টি করতে হবে।												
১৩। পুলিশের বিশেষায়িত সংস্থা/ইউনিট শক্তিশালীকরণ	১) পরীক্ষামূলকভাবে ৮টি বিভাগীয় মেট্রোপলিটন এলাকায় করোনার (Coroner) নিয়োগ এবং তাঁর অফিস স্থাপনের সুপারিশ করা হলো। ২) মামলার আলামত চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ, পরিবহন ও সংরক্ষণের পেশাগত জ্ঞানের উন্নয়নের জন্য একটি ফরেনসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (AFIT) প্রতিষ্ঠা করা যায়। ৩) সকল বিভাগীয় শহরে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি স্থাপনের সুপারিশ করা হলো। ৪) প্রতিটি বিভাগে একটি ক্রাইমসিন ইউনিট/ব্যালান্টিক শাখা গঠন করা থেকে গারে। ৫) প্রতিটি বিভাগে জাল নোট ও অন্যান্য জাল দলিলাদি শনাক্তকরণের জন্য ইউনিট গঠন করা যেতে পারে ৬) প্রতিটি বিভাগে একটি পদচিহ্ন শাখা, একটি হস্তলিপি শাখা ও একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট শাখা গঠন করা যেতে পারে। ৭) প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অটোমেটেড ডিএনএ ব্যাব স্থাপন করার সুপারিশ করা হলো।	মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	√										
১৪।	১) **টাউন হল সভা**- জনগণ ও পুলিশের মধ্যে আস্থা পুর্নগঠন ও পারস্পারিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত টাউন হল সভার	স্বল্প মেয়াদী	√										

জনকেন্দ্রিক ও জনবান্ধব পুলিশিং	আয়োজন করা যেতে পায়ে। স্থানীয় পর্যায়ে সংলাপে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। ২) **নাগরিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন-** আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও উন্নতির জন্য এলাকায় (প্রতি থানা) নাগরিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা যায়। ৩) নাগরিক সচেতনতা তৈরির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পঠনমূলক পাঠ/চর্চা অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কারিকুলামে পুলিশিং ও আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি রাখা জরুরি। যেমন: **'একদিন পুলিশ হয়ে দেখুন'** এ ধরনের রোল প্লে করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুলিশের কাজকর্ম সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে। ৪) পুলিশের আলাদা পিআর (পাবলিক রিলেশন) স্ট্র্যাটেজি থাকতে হবে, যাতে পুলিশের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ আরও জোরদার হয়। যেমন- পুলিশের বিভিন্ন হটলাইনের ব্যাপারে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রমোশন করা যেতে পারে। বিশেষ করে নারীদের জন্য পুলিশের যেই সেবাগুলো আছে তা আরও প্রচার-প্রচারণার দরকার আছে। ৫) **কমিউনিটি পুলিশিং-** বর্তমানে প্রচলিত কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করে এটিকে চেক এন্ড ব্যালেন্স-এর একটি পদ্ধতি হিসেবে প্রস্তাব করা হলো, যা পুলিশের জবাদিহিতা বৃদ্ধি করবে এবং পুলিশের কাছে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে। ৬) পুলিশের সেবামুলক ও জনবান্ধব কার্যক্রম: বর্তমানে চলমান পুলিশের সেবাধর্মী কার্যক্রমের যথেষ্ট উন্নতি প্রয়োজন। আরও আন্তরিক ও নিষ্ঠার সঙ্গে জনবান্ধব পুলিশিং-এর জন্য জোর প্রচেষ্টা ও প্রচার প্রয়োজন। পুলিশকে সেবাধর্মী ও জনবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের												

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নিবন্ধন-০৩৪ কেন্দ্রীয় দপ্তর

	সহায়তায় পুলিশ সদর দপ্তরের কার্যকর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বহুল প্রচারসহ গতিসঞ্চার করা অপরিহার্য। ৭) পুলিশের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে থানাভিত্তিক মামলা কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত। ৮) **জনবান্ধব পুলিশ গঠনে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ:** বাংলাদেশে বিগত ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বুদ্ধিভিত্তিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের পাশাপাশি পুলিশ বিভাগেও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির সুপারিশ করা হলো। **এই উদ্যোগ একদিকে পুলিশের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক উন্নত করবে, অন্যদিকে আহত ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে।**											
১৫। বিবিধ পর্যবেক্ষণ	১) কারাগারের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামীতে নতুন কারাগার ও পুলিশ লাইন্সের মধ্যবর্তী দূরত্ব যথাসম্ভব কম রাখতে হবে, যাতে একটি সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়। এক্ষেত্রে ফৌজদারি বিচার প্রশাসন ও জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হলো। ২) মাদক অপরাধ দমনে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের জন্য একটি সমন্বিত সফটওয়্যার বা ডাটাবেজ তৈরিকরণের সুপারিশ করা হলো। ৩) বাংলাদেশ পুলিশের ক্রিমিনাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CDMS) সফটওয়্যারে মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের প্রবেশাধিকার প্রদান বা বিকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব (CDMS) তৈরি ও সময় সময় জনগণের প্রবেশাধিকার প্রদানের সুপারিশ করা হলো।	মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	√									

সর্বমোট ১৫ টি বিষয়ের প্রস্তাব, সবগুলোতে একমত

মুক্তির মূলমন্ত্র
ইসলামী শাসনতন্ত্র
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)
কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ । ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কর্তৃক কতিপয় প্রস্তাবনা

১। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে দক্ষ পুলিশ অফিসার সরবরাহের জন্য ক্যাডেট কলেজ এর আদলে প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় শহরগুলোতে ১টি করে বিশেষায়িত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।

২। সিনিয়র পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ পরীক্ষার ভাইভা বোর্ডে ১জন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এবং ১জন মনোবিশেষজ্ঞ থাকা প্রয়োজন। এতে করে মানবিক পুলিশিং এর ব্যাপারে যাচাই করা সহজ হবে।

৩। সহকারী পুলিশ সুপার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত এক তৃতীয়াংশ ইন্সপেক্টরদের মধ্য থেকে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ সরাসরি নিয়োগ এর মাধ্যমে অর্থাৎ বিসিএস (পুলিশ) পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের দেয়া হয়ে থাকে ।

প্রস্তাবনা হলো- উপরোক্ত নিয়মের আমূল পরিবর্তন করে শতভাগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে (পিএসসি অথবা পুলিশ সার্ভিস কমিশন এর মাধ্যমে) শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে বাছাই করে এমসিকিউ, লিখিত ও ভাইভা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক নিয়োগ প্রদান করা এবং ০২ বছর শিক্ষানবীশকাল অতিক্রান্তের পর চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা।

৪। অফিসার্স ইনচার্জ পদ সম্পর্কে মতামত: বর্তমানে প্রতিটি থানাকে অফিসার ইনচার্জ তথা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদটি থেকে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ এখন থেকে একজন সহকারী পুলিশ সুপারকে থানার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এতে করে থানায় সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে,পুলিশ সদস্যদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন আসবে এবং জনগন কাঙ্খিত সেবা পাবেন। এক্ষেত্রে সহকারী পুলিশ সুপারদের অন্যান্য ট্রেনিং এর পাশাপাশি ০৬ মাসের Thana Police Management Cource (TPMC) বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৫। এসপি নিয়োগ বোর্ডে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করার জন্য ডিআইজি (প্রশাসন) পদে পূর্ণবকালীন নিয়োগ প্রদান করতে হবে। যাতে সারাবছর নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে করার জন্য সার্বক্ষনিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৬। এক একটি গোয়েন্দা সংস্থাকে একটি নির্দিষ্ট সাইটে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা। এতে করে আদালত কর্তৃক কোন বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজন হলে উক্ত বিষয়ে এক্সপার্ট গোয়েন্দা বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারেন যেমন ফৌজদারী সংক্রান্ত বিষয় সিআইডি, দেওয়ানী সংক্রন্ত বিষয় হলে পিআইবি কে তদন্ত কাজে এক্সপার্ট হিসাবে তৈরী করা যায়।

চলমান পাতা-০২

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় দফতর নিবন্ধন-০৩৪

পাতা-০২

৭। নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কনস্টেবল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম এইচ,এস,সি/সমমান এর পরিবর্তে স্নাতক/সমমান পাশ হওয়া প্রয়োজন। যারা পরবর্তীতে চাকরিকালীন সময় বিভিন্ন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যোগ্যতা অনুসারে পদোন্নতি পেয়ে ইন্সপেক্টর পদে নিজেদেরকে উন্নীত করতে পারেন। সমমানের শব্দটির ক্ষেত্রে আল-হাইয়াতুল উলয়া লিল-জামিয়াতিল কওমিয়া (কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড) মধ্যে থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশকৃত ব্যক্তিদেরকেও অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। এতে করে সহজেই সৎ , যোগ্য ও দেশপ্রেমিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

৮। ট্রেড পুলিশম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: এক্ষেত্রে ২টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

১) চালক, দেহরক্ষী, অফিস সহকারী, মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, হেয়ার ড্রেসার, সারেং, সুকানি, বাবুর্চি, টেইলার্স, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি এস,এস,সি/সমমান পাশ হতে হবে।

২) মুচি ও হরিজন পদের ক্ষেত্রে কেবল অষ্টমশ্রেণী/সমমান পাশ হতে হবে।

৯। কনস্টেবল, নায়েক, এএসআই (সশস্ত্র), এসআই (সশস্ত্র), ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র), সহকারী সার্জেন্ট প্রত্যেকের ক্ষেত্রে পর্বত্য অঞ্চলে কমপক্ষে ০২ বছর চাকরি করবেন। এক্ষেত্রে এ অঞ্চলে দায়ত্বপালন/ বদলী হওয়া পানিশমেন্ট-এর অংশ নয় বরং রুটিন কাজের অংশ, এ বিষয়টি তাদের কে অনুধাবন করাতে হবে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র
মুক্তির মূলমন্ত্র
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)
কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

তারিখ: ২৫/০৫/২০২৫ইং

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কর্তৃক পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতি কতিপয় প্রস্তাবনা

১। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে দক্ষ পুলিশ অফিসার সরবরাহের জন্য ক্যাডেট কলেজ এর আদলে প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় শহরগুলোতে ১টি করে বিশেষায়িত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।

২। সিনিয়র পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ পরীক্ষার ভাইভা বোর্ডে ১জন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এবং ১জন মনোবিশেষজ্ঞ থাকা প্রয়োজন। এতে করে মানবিক পুলিশিং এর ব্যাপারে যাচাই করা সহজ হবে।

৩। সহকারী পুলিশ সুপার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত এক তৃতীয়াংশ ইন্সপেক্টরদের মধ্য থেকে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ সরাসরি নিয়োগ এর মাধ্যমে অর্থাৎ বিসিএস (পুলিশ) পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের দেয়া হয়ে থাকে ।
প্রস্তাবনা হলো- উপরোক্ত নিয়মের আমূল পরিবর্তন করে শতভাগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে (পিএসসি অথবা পুলিশ সার্ভিস কমিশন এর মাধ্যমে) শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে বাছাই করে এমসিকিউ, লিখিত ও ভাইভা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক নিয়োগ প্রদান করা এবং ০২ বছর শিক্ষানবীশকাল অতিক্রান্তের পর চুড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা।

৪। অফিসার্স ইনচার্জ পদ সম্পর্কে মতামত: বর্তমানে প্রতিটি থানাকে অফিসার ইনচার্জ তথা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদটি থেকে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ এখন থেকে একজন সহকারী পুলিশ সুপারকে থানার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এতে করে থানায় সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে,পুলিশ সদস্যদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন আসবে এবং জনগন কাঙ্খিত সেবা পাবেন। এক্ষেত্রে সহকারী পুলিশ সুপারদের অন্যান্য ট্রেনিং এর পাশাপাশি ০৬ মাসের Thana Police Management Cource (TPMC) বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৫। এসপি নিয়োগ বোর্ডে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করার জন্য ডিআইজি (প্রশাসন) পদে পূর্ণবকালীন নিয়োগ প্রদান করতে হবে। যাতে সারাবছর নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে করার জন্য সার্বক্ষনিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৬। এক একটি গোয়েন্দা সংস্থাকে একটি নির্দিষ্ট সাইটে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা। এতে করে আদালত কর্তৃক কোন বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজন হলে উক্ত বিষয়ে এক্সপার্ট গোয়েন্দা বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারেন যেমন ফৌজদারী সংক্রান্ত বিষয় সিআইডি, দেওয়ানী সংক্রন্ত বিষয় হলে পিআইবি কে তদন্ত কাজে এক্সপার্ট হিসাবে তৈরী করা যায়।

চলমান পাতা-০২

CamScanner

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
নিবন্ধন-০৩৪
কেন্দ্রীয় দফতর

৭। নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কনস্টেবল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম এইচ,এস,সি/সমমান এর পরিবর্তে স্নাতক/সমমান পাশ হওয়া প্রয়োজন। যারা পরবর্তীতে চাকরিকালীন সময় বিভিন্ন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যোগ্যতা অনুসারে পদোন্নতি পেয়ে ইন্সপেক্টর পদে নিজেদেরকে উন্নীত করতে পারেন। সমমানের শব্দটির ক্ষেত্রে আল-হাইয়াতুল উলয়া লিল-জামিয়াতিল কওমিয়া (কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড) মধ্যে থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশকৃত ব্যক্তিদেরকেও অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। এতে করে সহজেই সৎ , যোগ্য ও দেশপ্রেমিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

৮। ট্রেড পুলিশম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: এক্ষেত্রে ২টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

১) চালক, দেহরক্ষী, অফিস সহকারী, মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, হেয়ার ড্রেসার, সারেং, সুকানি, বাবুর্চি, টেইলার্স, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি এস,এস,সি/সমমান পাশ হতে হবে।

২) মুচি ও হরিজন পদের ক্ষেত্রে কেবল অষ্টমশ্রেণী/সমমান পাশ হতে হবে।

৯। কনস্টেবল, নায়েক, এএসআই (সশস্ত্র), এসআই (সশস্ত্র), ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র), সহকারী সার্জেন্ট প্রত্যেকের ক্ষেত্রে পর্বত্য অঞ্চলে কমপক্ষে ০২ বছর চাকরি করবেন। এক্ষেত্রে এ অঞ্চলে দায়ত্বপালন/ বদলী হওয়া পানিশমেন্ট-এর অংশ নয় বরং রুটিন কাজের অংশ, এ বিষয়টি তাদের কে অনুধাবন করাতে হবে।

CamScanner

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল : ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী : অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য, 01723-745556

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নির্বাচন কমিশন গঠন	রাজনৈতিক ঐকমত্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্টীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।	√			√						পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যকরী জবাবদিহীতা জন্য ৪টি ক্ষেত্রে জবাবদিহীতা থাকতে হবে- ১. আল্লাহর কাছে, ২. নিজের বিবেকের কাছে, ৩. জনগণের কাছে, ৪. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।	√			√						
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতা	দুইবার নির্বাচত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।	√			√						
একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা হতে বাধা	একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√									

CamScanner

সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√									নোট: উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে হওয়া।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√								১ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারে
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	উচ্চ কক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০টি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।		√							র	উচ্চকক্ষ, নিম্নকক্ষ সকল ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতিক (PR) পদ্ধতিতে নির্বাচন
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।		√								৩০ বছর হওয়া (কমপক্ষে) স্নাতক/সমমান
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের যোগ্যতার অনুরূপ করা।	√									
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						

সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√			√					৪০০ আসনেই সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।		√								নারীর জন্য আলাদা কোটা সংরক্ষন না করা।
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।	√									
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√									
ডেপুটি স্পিকার	বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা	√			√						

CamScanner

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা।	√									
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।	√			√						
সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ	ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।	√									
স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	√									
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।	√									

CamScanner

CamScanner

নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা	√								
জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটি সমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা	√								
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা।	√								
প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা	মানবতা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতা বিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।	√								মানবতা বিরোধী অপরাধে সুনির্দিষ্ট সঙ্গা থাকা আবশ্যক

মোট বিষয়	27
একমত	22
একমত নই	5
আংশিকভাবে একমত	0

মুক্তির মূলমন্ত্র
ইসলামী শাসনতন্ত্র
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)
কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

তারিখ: ২৫/০৫/২০২৫ইং

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কর্তৃক নির্বাচন বিষয়ে বিশেষ প্রস্তাব

০১। বিগত ৫৩ বছরের নির্বাচনগুলো ছিল প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত। বর্তমান "ফাস্ট পাস্ট দ্যা পোস্ট" (এফ পিটিপি) এর পরিবর্তে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচনের দৃঢ় প্রস্তাব ব্যক্ত করছি। কেননা PR সিস্টেমের মাধ্যমে শতভাগ জনমত প্রতিফলন ঘটে। তাছাড়া কালোটাকা, পেশী শক্তি ও প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। যা অধিকতর ফ্রি ফেয়ার ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে। বিশ্বের প্রায় ৯১টি দেশে এ পদ্ধতি অনুসরন করা হয়।

CamScanner

মুক্তির মূলমন্ত্র
ইসলামী শাসনতন্ত্র
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)
কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

তারিখ: ২৫/০৫/২০২৫ইং

রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন, ন্যায়বিচার, উন্নয়ন, দুর্নীতি, মানবাধিকার রক্ষা এবং দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিম্ন লিখিত ৪টি মৌলিক প্রস্তাব পেশ করছি যা বাস্তাবায়ন একান্ত প্রয়োজন। যা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ কল্যাণরাষ্ট্রে পরিনত হবে।

৪টি মৌলিক প্রস্তাব সমূহ

০১। আত্মশুদ্ধি বা শুদ্ধাচার :

জাতীয়ভাবে সকল ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধি বা শুদ্ধাচার বাস্তাবায়ন করা। এক্ষেত্রে সকলকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার দিকনির্দেশনা প্রদান করা। একজন সত্যিকারের ধার্মিক ব্যাক্তি কখনও দেশ বিরোধী ও জনস্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করতে পরে না।

০২। জবাবদিহিতা :

সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ। জবাবদিহিতা হবে ৪টি ক্ষেত্রে :

১. আল্লাহর কাছে।
২. নিজের বিবেকের কাছে।
৩. জনগণের কাছে।
৪. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।

০৩। শরীয়াহ আইন :

শরীয়াহ আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন। শরীয়াহ আইনের বৈশিষ্ট সমূহ:

১. শরীয়াহ আইন সর্বজনীন।
২. শরীয়াহ আইন পূর্ণাঙ্গ।
৩. শরীয়াহ আইন নির্ভুল নির্ভেজাল।
৪. শরীয়াহ আইন মানব স্বভাবসূলভ।
৫. শরীয়াহ আইন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে অত্যন্ত কার্যকর।
৬. শরীয়াহ আইন ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, দূর্নীতি, সন্ত্রস বন্ধে এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান।
৭. শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকার ভক্ষক না হয়ে রক্ষকে পরিনত হবে।
৮. খুন, গুম, নির্যাতন, নিপিড়ন, দুর্নীতি, ঘুষ, ধর্ষণ, মানবতা বিরোধী অপরাধ ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন বন্ধে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শরিয়াহ বোর্ড ও বেঞ্চ গঠন করে শরিয়াহ্ বিশেষজ্ঞদের বিচারক নিয়োগ করা। এ লক্ষ্যে অধ্যাদেশ বা গণভোটের আয়োজন করে উক্ত বিষয়টি বাস্তবায়ন করা।

০৪। P.R পদ্ধতির নির্বাচন :

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উভয়কক্ষে P.R পদ্ধতির নির্বাচন।

১. P.R স্থায়ীভাবে স্বৈরাচারের প্রতিরোধ করার একটি কার্যকর পদ্ধতি।
২. রাষ্ট্র সংস্কারে সবচেয়ে কার্যকর উপাদান আনুপাতিক বা P.R পদ্ধতির নির্বাচন।
৩. P.R ২০২৪ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়নের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।
৪. P.R দেশের রাজনীতি এক নতুন যুগে প্রবেশ করার হাতিয়ার।
৫. P.R রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অন্তর্ভূক্তিমূলক কার্যকর সংসদ, জনমতের সঠিক প্রতিফলন ও সংসদে মেধাবিকাশে এক বাস্তব পদক্ষেপ।
৬. P.R পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষে যেসকল দেশে P.R পদ্ধতি আছে তা বিশ্লেষণ করে P.R -এর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া।

ওয়াসসালাম

(ইউনুছ আহমাদ)
মহাসচিব
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য, 01723-745556

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রদ করে আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা (সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)	√			√						
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ (৩য় অধ্যায়)	আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ৭ (সাত) জন নির্ধারণ এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আপীল এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা	√			√						
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনের কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করার ক্ষমতা (৩য় অধ্যায়)	শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরিবর্তে, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং একই পদ্ধতিতে অপসারণযোগ্য অন্যান্য পদধারীদের বিষয়ে তদন্ত করার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√								√	
সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্বরত বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ ও প্রয়োগ।	√			√						
সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লংঘনের ফল (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা।	√			√						

অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন (৪র্থ অধ্যায়)	বিচারকদের চাকুরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা (৫ম অধ্যায়)	নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন এবং রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) বজায় রেখে এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুন্ন না করে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
উপজেলা পর্যায়ে আদালত (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র সহকারি জজ এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করা।	√			√						
অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়)	সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন (৮ম অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন' নামে একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা।		√		√						কমিশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্য হয় যে, রাষ্ট্রপ্রতি এককভাবে নন একটি কমিটি থাকবে। ডিসিস্টের পরিবারের মতামত নিয়ে কমিটির সুপারিশ ক্রমে ক্ষমা প্রদর্শন করা যাবে।
স্বতন্ত্র ফৌজদারী তদন্ত সার্ভিস (৯ম অধ্যায়)	একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।	√			√						
সংবিধান-সংশোধন (১০ম অধ্যায়)	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সংবিধানের বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৬ষ্ঠ ভাগ ও অন্যান্য ভাগের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও নতুন কিছু বিধান সংযোজন করা।	√			√						

অধঃস্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধি (অধ্যায়-১১)	বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং নতুন ও বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা।	√			√						
বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা (অধ্যায়-১২)	বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নির্ধারণকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (অধ্যায়-১৫)	দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রনয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা।	√			√						
বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ (অধ্যায়-১৭)	প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।		√		√						প্রতি বছর সম্পদের বিবরণ ওয়েব সাইডের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে
আইনগত সহায়তা (অধ্যায়-১৮)	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করা।	√			√						
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অধ্যায়-১৯)	'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' রহিত করে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করা	√			√						
আইন পেশার সংস্কার (অধ্যায়-২৫)	আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ; জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং তার প্রধান হিসাবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান; আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ।	√			√						

বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যেকোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া।	√			√						
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা।	√			√						

* প্রচলিত আদালতের পাশাপাশি আদালতের প্রত্যেক স্থরে শরিয়াহ্ আদালত স্থাপন করতে হবে। বিচারপ্রার্থী চাইলে শরিয়াহ্ আদালতে বিচার চাইতে পারেন। যেহেতু ৯২ ভাগ মুসলমানের পারিবারিক ও সহায় সম্পত্তি ইসলামী অনুসাষোনে চালিত ফলে শরিয়াহ্ আদালতে বিচার হলে মামলা দ্রুত নিস্পতি হবে।
* ২৩ টির মধ্যে ২১ টিতে একমত এবং ২ টিতে দ্বিমত পোশন করছি।
* ৯২% মুসলিম অধ্যশিত দেশ বিধায় জনগণের ধর্মীয় ও সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং অধিতর ন্যায় বিচার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সারা দেশে প্রচলিত বিচারালয়ের পাশাপাশি “শরিয়াহ্ কোর্ট” স্থাপন করতে হবে।
* জাতীয় সংসদ-এর প্রথম অধিবেশনেই যেন অধ্যাদেশ সমূহ বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হয়, তদমর্মে নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য, 01723745556

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সংশোধন	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-০১)	√				√					
দুদকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি	প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১১) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√				√					
দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশল দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন; বাস্তবায়নে ন্যায়পাল	রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২)	√				√					
বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা	সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৩)	√			√						
স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন	রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ- ৪)	√			√						

সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৫)	√			√						
রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা	নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৬) • রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; • সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন; এবং • রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না।	√			√						
পর্যায়ক্রমে সেবাখাতের সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশন	সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের-বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৭)	√			√						
বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা	UN Convention against Coruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৮)	√			√						

আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে Common Reporting Standards (CRS) এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার	দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা। [কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধে বিশ্বব্যাপী Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters or Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রণীত ও ২০১৭ সালে কার্যকর হওয়া Common Reporting Standards (CRS) এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদানের জন্য CRS ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (১৪৯টি) দেশ MCAA এর পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং ১২০ টি দেশ CRS ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। বাংলাদেশ এখনও এ উদ্যোগে অন্তর্ভুর্ক্ত হয়নি।]	√			√						
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ৫(১) ধারার সংশোধন করে কমিশনার সংখ্যা পাঁচে উন্নীতকরণ	দুদক আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১২) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		√		√						দুদক আইনের ৫(১) সংশোধন করে সংখ্যা ৭জন/৯জন উন্নীত করা বি. দ্র. দুজন সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমকে দুদক কমিশনে কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দান করা -
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৩)		√		√						বিশেষ ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা শিথিল যোগ্য হবে।
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে কমিশনারের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৪) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	√			√						
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন করে বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন পূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৫)	√			√						

CamScanner

দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৬)		√			√					বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটিতে রাজনীতিবিদ, সামরিক বাহিনী, বিশিষ্ট আলেম, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী সদস্য নিয়োগ করা যেতেপারে যেন সেখানে বিচারপতিদের আধিক্য কমানো যায়।
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা- • পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে; • প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবন বৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে; • আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে; • সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে; • সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজনে কমিটি দুইজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিটি শূন্য	√			√						

দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে- • প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করা; • কমিটি দুদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করবে; • কমিটি যথাসম্ভব উক্ত শুনানি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেবে; • উক্ত শুনানি শেষে কমিটি তার লিখিত পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করবে;	√			√						
	• উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে, প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হল- (১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা (২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা (৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন (৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ (৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত সহযোগিতার ব্যপারে অবহিতকরণ (৮) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যপারে প্রতিবেদন (৯) দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন বিষয়ে অগ্রগতি (১০) দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধী কার্যক্রমের বিবরণ; • কমিটিকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, উক্ত শুনানির কারণে কোনো অবস্থাতেই যেন চলমান তদন্ত বা অনুসন্ধানের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা মামলা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত না হয়; • কমিটি উন্মুক্ত শুনানিতে অনুসরণীয় Standard operating procedure (SOP) প্রণয়ন করবে এবং এর যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করবে।	√			√						

দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা। উক্ত ধারা অনুসারে কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুদককে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন করবে। এর ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুদককে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশনের মতে ২০১৩ সালের এই সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক ও দুদকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ইতিমধ্যে ৩২ক ধারাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৪)	✓			✓						
আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। (আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে NBR দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক NBR থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারত, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।) (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৯)	✓			✓						

রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP এর পক্ষভুক্ত হওয়া	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া। (২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ Open Government Declaration (OGD) প্রণয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত সরকারের ধারনা আন্তর্জাতিকীকরণের সূচনা করেছে। OGD সমর্থনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত সরকার বিষয়ক নুন্যতম মানদন্ড পূরণ সাপেক্ষে, যে কোন রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার Open Government Partnership (OGP)'র সদস্যভুক্ত হতে পারে। OGP'র সদস্যদের স্বচ্ছ, অংশিদারিত্বমূলক, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও সুযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৭টি দেশ এবং ১৫০টির বেশি স্থানীয় সরকার OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ OGP'র সদস্যভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। অদ্যাবধি বাংলাদেশ এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়নি। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১০)	√			√						
	মোট বিষয়	21									
	একমত	18									
	একমত নই	3									

মুক্তির মূলমন্ত্র ইসলামী শাসনতন্ত্র

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
Islami Andolan Bangladesh (IAB)

কেন্দ্রীয় দপ্তর: ৫৫/ বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.islamiandolanbd.com, ই-মেইল : islamicandolanbd@gmail.com

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নিবন্ধন-০৩৪ কেন্দ্রীয় দফতর

তারিখ ২৫/০৫/২০২৫ইং

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কতৃক
দুদক সংস্কার প্রতিবেদনের অতিরিক্ত সংশোধন

সুপারিশ-৪০ : দুদক কর্মকর্তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় মানউন্নয়নের ব্যবস্থা করা এবং জেলা পর্যায়ে দুদক ট্রাইবুনাল গঠন করা।

সুপারিশ-৪৩ : জাতীয় বেতন কাঠামো নূন্যতম দ্বিগুণ হতে হবে বিষয়টি দ্বিমত রয়েছে। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় বেতন স্কেলের আওতায় থাকিবে।

সুপারিশ-৪৪ : জাতীয় বেতন কাঠামোর নীতিমালা অনুযায়ী দুদক কর্মকর্তাগণের বেতন হার নির্ধারিত হবে। প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট বৃদ্ধি করা যাবে না।

<u>প্রস্তাবিত সুপারিশ হিসাবে যুক্তকরণ</u>

১) সৎ ও দক্ষ ন্যায়পরায়ন কর্মকর্তাদের প্রতি বছর জাতীয় সততা পুরস্কার প্রদান করা।
২) মানি লন্ডারিং বা বিদেশে টাকা পাচারের বিষয়ে কঠোরতা আরেপ করা। দুদক কমিশনের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা টিম নিয়োগ করা।
৩) দুদকের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত অর্থই দুদকরে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ব্যয় ভাতা নির্ধারণের উৎস হিসেবে নীতিমালা প্রণয়ন করা।
৪) দুদকের মামলার বিচারের ক্ষেত্রে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা।
৫) উপজেলা/থানা পর্যায়ে দুদকের অফিস স্থাপন ও অভিযোগের বিধান রাখা।

CamScanner

নিবন্ধন নং- ০৩৮

খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলুন

খেলাফত মজলিস
KHELAFAT MAJLIS

সূত্র : তারিখ :

২৫ মে ২০২৫ ঈসায়ী

বরাবর,

সহ-সভাপতি মহোদয়
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়ঃ সংস্কার কমিশনসমূহের সুপারিশের উপর খেলাফত মজলিসের মতামত প্রসঙ্গ।

জনাব,
খেলাফত মজলিস (নিবন্ধন নং- ০৩৮) এর পক্ষ থেকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বরাবর ইতোমধ্যেই সংবিধান সংস্কার, জনপ্রশাসন সংস্কার, পুলিশ সংস্কার, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার, বিচার বিভাগ সংস্কার এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার বিষয়ে কমিশনসমূহের প্রতিবেদনের উপর মতামত (প্রদত্ত স্প্রেড শিটে) জমা দেয়া হয়েছে। এরপর জাতীয় সংসদের এলডি হলে ঐকমত্য কমিশনের সাথে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে খেলাফত মজলিসের সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন আমাদের কাছে সংস্কার প্রস্তাব বিষয়ে সর্বশেষ মতমত চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে পূর্বে প্রদত্ত মতামত পুন:বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

(ড. আহমদ আবদুল কাদের)
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস
ফোন: ০১৭১৫১১৬১৫২

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১৬, বিজয়নগর (৫ম তলা) ঢাকা- ১০০০। ফোন : ০২-৪৯৩৫৪৩২১
Central Office : 16, Bijoynagar (4th Floor), Dhaka-1000. Phone : 02-49354321
web : www.khelafat-majlis.org, e-mail : khelafatmajlis@gmail.com

নিবন্ধন নং- ০৩৮

খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলুন

খেলাফত মজলিস
KHELAFAT MAJLIS

সূত্র :

তারিখ :

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনার উপর খেলাফত মজলিসের মতামত (অতিরিক্ত কাগজে)

ক্রমিক	অনুচ্ছেদ/ উপ-অনুচ্ছেদ	বর্তমান সংবিধানে শব্দ/বাক্য	সংস্কার প্রস্তাবনা
১	২ক রাষ্ট্রধর্ম	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন]	১. জনতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র স্বীয়মর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবে] ২. সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী এবং রাসুল হযরত মুহাম্মদ সা. এর মর্যাদা রক্ষায় রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। [সংবিধানে সংযুক্ত করতে হবে।]
২	অনুচ্ছেদ ৭ঃ সংবিধানের প্রাধান্য		'(৩) দেশের ৯২% ভাগ মানুষের ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তি কুরআন সুন্নাহর অকাট্য বিধান বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না।' এই দফাটি যোগ করতে হবে।
৪	৪৯। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার	৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।	৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। তবে এই অধিকার কেবল ঐ সব ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে যে সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বনাম নাগরিক মামলায় রাষ্ট্র জয়লাভ করিবে। তবে কোন নাগরিককে হত্যার দায়ে উপযুক্ত নাগরিক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় আদালত কর্তৃক কেউ দণ্ডিত হইলে ন্যায়ের দাবি পূরণার্থে রাষ্ট্রপতি এই অধিকার প্রয়োগ করিয়া নাগরিক অধিকার খর্ব করিবেন না। তবে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাদী কর্তৃক মার্জনার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে কেবল সেই ক্ষেত্রেই তাহার মার্জনার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।
৫	২য় পরিচ্ছেদ– প্রধানমন্ত্রি ও মন্ত্রিসভা অনুচ্ছেদ ৫৫-৫৮		৫৮.প্রধানমন্ত্রী তার দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে একটি মন্ত্রিসভা নিয়োগ দেবেন। নির্বাচিত সংসদ সদস্যের বাইর থেকে মন্ত্রিসভার এক পঞ্চমাংশ সংখ্যক মন্ত্রি নিয়োগ দিতে পারবেন। তবে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহনের পূর্বে জাতীয় সংসদে মন্ত্রিসভার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে আস্থাভোট লাভ করতে হবে। কোন মন্ত্রির দায়িত্বপালন সম্পর্কে যদি জাতীয় সংসদে প্রশ্ন বা আপত্তি উঠে তাহলে তিনি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তার ব্যাখ্যা দান করবেন। সংসদ যদি তার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয় তাহলে তিনি তার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

(ড. আহমদ আবদুল কাদের)
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস
ফোন: ০১৭১৫১১৬১৫২

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

Page 1 of 1

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১৬, বিজয়নগর (৫ম তলা) ঢাকা- ১০০০। ফোন : ০২-৪৯৩৫৪৩২১
Central Office : 16, Bijoynagar (4th Floor), Dhaka-1000. Phone : 02-49354321
web : www.khelafat-majlis.org, e-mail : khelafatmajlis@gmail.com

নিবন্ধন নং- ০৩৮

খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলুন

খেলাফত মজলিস
KHELAFAT MAJLIS

সূত্র : তারিখ :

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনার উপর খেলাফত মজলিসের মতামত (অতিরিক্ত কাগজে)

৬.০ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

খ. সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের তথ্য দলের আভ্যন্তরীণ বিষয়। দলীয় সদস্যদের তালিকা/ তথ্য উন্মুক্ত করা নানা দিক থেকে ঝুকিপূর্ণ হতে পারে বিধায় প্রস্তাবটি যুক্তি সংগত নয়।

ট. প্রস্তাবের সাথে একমত হওয়ার সুযোগ নেই। এতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন হবে (রাজনীতি করা সাংবিধানিক অধিকার) ।

ড. প্রস্তাবের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করছি। দলের নিবন্ধন নবায়ন পদ্ধতি চালু করলে কোন কোন দল ক্ষমতাসীন দলের পছন্দ/ অপছন্দের শিকারে হতে পারে।

৮.০ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৮.১ প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা

ঝ. প্রস্তাবনা বাদ দেয়া। সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতার সুযোগ রাখা। বিশেষ কোটা সংরক্ষেণের প্রয়োজন নেই।

৮.২ মনোনয়নপত্র

ক. স্বশরীরে মনোনয়নপত্র জমাদানকে বাধ্যতামূলক না করা। বড় দল/ পেশী শক্তিধর প্রার্থীর লোকদের/ক্যাডারদের মহড়ার কারণে সাধারণ প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাঁধার সম্মুখীন হবে। অধিকন্তু অনলাইনেও মনোনয়ন পত্র জমাদানের সুযোগ রাখা।

৮.৫ নির্বাচনী আচারণবিধি

ক. প্রস্তাবনা হতে 'পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ' বাদ দেয়া। বিজ্ঞাপনের খরচ অনেক বেশী। বড় বড় দলের প্রার্থীরা এতে সুবিধা পাবে।

১৬.০ নির্বাচনী ব্যয়

ক. ভোটার প্রতি ৫টাকা হিসেবে নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারণের বিধান করা। অথবা সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা ব্যয় সীমা নির্ধারণ করা।

১৮.০ স্থানীয় সরকার নির্বাচন

চ. এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচনের পূর্বে শিক্ষকের পদ থেকে ছুটি নেয়াই যথেষ্ট। নির্বাচিত হলে শিক্ষকের পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

(ড. আহমদ আবদুল কাদের)
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস
ফোন: ০১৭১৫১১৬১৫২

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

Page 1 of 1

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১৬, বিজয়নগর (৫ম তলা) ঢাকা- ১০০০। ফোন : ০২-৪৯৩৫৪৩২১
Central Office : 16, Bijoynagar (4th Floor), Dhaka-1000. Phone : 02-49354321
web : www.khelafat-majlis.org, e-mail : khelafatmajlis@gmail.com

.ধৃত, ১১-০৩-২০২৫

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: খেলাফত মজলিস দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: ড. আহমদ আবদুল কাদের, মহাসচিব

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
নাগরিকতন্ত্র	১ সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	২. ভাষা নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে '-বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	৩. বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন" হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	৪. সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা, অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
সংবিধানের মূলনীতি	৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করা।	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	'মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংযুক্ত করতে হবে। 'বহুত্ববাদ' বাদ দিতে হবে।

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

ঢাকা, ১১-০৩-২০২৫ সংবিধান সংস্কার কমিশন

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		৩.২ কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে: বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	'বহুত্ববাদী' শব্দটি বাদ দিতে হবে।
রাষ্ট্রের মূলনীতি		সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯,১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেওয়া।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা		১. বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে '*মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা*' নামে একটি 'ভাগ' হিসেবে একীভূতকরণ।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		২. সংবিধানের '*মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা*' ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্ত করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আব্দুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

2

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
আইনসভা		১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ ('Senate'-সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৫ (পাঁচ) বছর।
	নিম্নকক্ষ	১। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে ৪০০টি আসনেই উন্মুক্ত নির্বাচন হবে।

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

3

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসেবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
	*	২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	*	৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।	☑	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	*	৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	'অর্থবিল' শব্দটি 'আস্থাভোট ও অর্থবিল' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

4

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসেবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	উচ্চকক্ষ	১। উচ্চকক্ষ মোট১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা. (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

5

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় ব্যতিত উচ্চকক্ষের জন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	সংবিধান সংশোধনী	১। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদনের এবং গণভোটের বিধান করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	আন্তর্জাতিক চুক্তি	জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	অভিশংসন	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
নির্বাহী বিভাগ		১। আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

[স্বাক্ষর]
ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২। সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল(এনসিসি) গঠন করা।	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	১। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল - এনসিসি রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-এ সদস্য হবেন: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধানমন্ত্রী; ৩. বিরোধীদলীয় নেতা;৪. নিম্নকক্ষের স্পিকার; ৫. উচ্চকক্ষের স্পিকার ৬. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ৭. বিরোধীদল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৮. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার, ৯. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উচ্চ কক্ষের গঠনের অরিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না-নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর যাদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠিত হবে: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধান উপদেষ্টা, ৩. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ৪. প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন সদস্য। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

৫, ১১-০৩-২০২৫

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
রাষ্ট্রপতি	৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: ১. নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ২. এটর্নি জেনারেল, ৩. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৪. দুর্নীতি কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৫. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৬. স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৭. প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান, ৮. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৫ (পাঁচ) বছর।
	২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে ১. আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; ২. প্রতিটি *'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট (উদাহরণঃ ৬৪ টি *'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে ৬৪টি ভোট), ৩. প্রতিটি *'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে একটি করে ভোট। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
প্রধানমন্ত্রী	১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

[signature]
ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

., ১১-০৩-২০২৫

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	অন্তর্বর্তী সরকার	১। আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান '*প্রধান উপদেষ্টা*' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
	প্রধান উপদেষ্টা	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি 'প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

10

১১-০৩-২০২৫

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
বিচার বিভাগ	সুপ্রিম কোর্ট	১। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (জুডিশিয়াল আপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)) গঠন করা হবে। সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান), আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)। হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); এটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	জে এ সি'র সদস্য হবেন ৯ জন বিদ্যমান ৭ জনের প্রস্তাবনার সাথে অতিরিক্ত ২ জন হবেন— ১. পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও ২. জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান
		৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

[signature]
ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

11

১১-০৩-২০২৫

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি) - এর থাকবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৬। বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	অধস্তন আদালত	৭। 'অধ স্তন আদালত' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৭.১। স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিকার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়ন সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	স্থানীয় সরকার	১। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এল জি আই) আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে)।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

১২

১১-০৩-২০২৫

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৩। এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪। প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন, ১। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৫। এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		৬। একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা, যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
	স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	১। সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এই বিষয়ের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

(স্বাক্ষর)

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

13

…০৩-২০২৫

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ		পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে (এই কমিশনগুলো হচ্ছে (ক) মানবাধিকার কমিশন, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সরকারি কর্ম কমিশন, (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন, (ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন)। সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৫ (পাঁচ) বছর
বিবিধ		১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা, এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১(খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

(স্বাক্ষর)

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

14

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: খেলাফত মজলিস

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: ড. আহমদ আব্দুল কাদের। মহাসচিব

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন	জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
তথ্য অধিকার আইন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংশোধন করা (সংশোধন প্রস্তাবের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Official Secrets Act	Official Secrets Act ১৯২৩ সংশোধন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
✓ নাগরিক কমিটি' গঠন	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে 'জেলা নাগরিক কমিটি' ও উপজেলা নাগরিক কমিটি' গঠন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
✓ নতুন দুটি বিভাগ গঠন	কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুটি নতুন বিভাগ গঠন করা	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	কুমিল্লা বিভাগের নামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া।
জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন	'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'উপজেলা কমিশনার' ও 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' করা। 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবী পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা) করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	[illegible]
উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার	উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন	বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনের মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) নামে দুটি নতুন কমিশন সৃষ্টি করা। বাকি সকল সার্ভিস বর্তমান কমিশনের অধীনে রাখা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

২

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল এবং সচিব নিয়োগে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন ও সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গঠন	বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা (যে কমিটি অতিরিক্ত সচিব থেকে সচিব এবং সচিব থেকে মুখ্যসচিব পদে পদোন্নতির সুপারিশ করবে)। একইসঙ্গে বিভিন্ন সার্ভিসের বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (SES) গঠন করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন	জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সংগে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন - ১২(ঙ))	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের নিয়োগ	জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে নিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা	দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[illegible]
জেলা পরিষদ বাতিল	বিদ্যমান জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে জেলা পরিষদসমূহের সকল সম্পত্তি প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
পৌরসভা শক্তিশালীকরণ	পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন। ১৮ (ঘ))	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	চেয়ারম্যান সরাসরি নির্বাচিত হবেন।
ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট' বা 'রাজধানী মহানগর সরকার'	প্রস্তাবিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারায়ণগঞ্জকে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের সমপর্যায়ের 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট'-গঠন করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	প্রদেশ হওয়া সাপেক্ষে হতে পারে। ৭০ প্রাদেশিক ব্যবস্থা না হলে বর্তমান ব্যবস্থাই বহাল থাকবে।
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ থাকবে, নারীর ক্ষমতায়ন ক্ষতি হতে পারে।
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার	ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	চেয়ারম্যান নির্বাচন সরাসরি জনগণের ভোটে হবে।

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

4

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ	হিসাব বিভাগ হতে অডিট বিভাগ পৃথক করে একটি নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	ফৌজদারি (পিপি) ও দেওয়ানি মামলা (জিপি) পরিচালনার জন্য দুটি স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করা। এজন্য একটি আইন প্রণয়ন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পিপি ও জিপি নিয়োগ করা। (এই বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ	সরকারি চাকুরিতে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান বাতিল এবং ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।	☑	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের

5

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) /সহকারী একান্ত সচিব পদায়ন	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস), সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগ করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

6

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: খেলাফত মজলিস

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: ড. আহমদ আবদুল কাদের, মহাসচিব

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নির্বাচন কমিশন গঠন	রাজনৈতিক ঐকমত্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্টীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতা	দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

1

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা হতে বাধা	একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	সংসদ নির্বাচনে ০৩% প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে PR পদ্ধতি দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন।

[signature]

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

রাজনৈতিক দল:

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	উচ্চ কক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০টি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	অবশিষ্ট ৫০% আসনে অন্যান্যদের সাথে 'আলেম' প্রতিনিধি সংযুক্ত করা।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের যোগ্যতার অনুরূপ করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

(স্বাক্ষর)
ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

২

রাজনৈতিক দল:

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
ডেপুটি স্পিকার	বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	✓ স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NCC এর সাথে পরামর্শ ক্র: প্রধান উপদেষ্টা ২০ জন নিয়োগ দেবেন

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

রাজনৈতিক দল:

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে সুনির্দিষ্ট [illegible]
সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ	ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

[signature]

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটি সমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[illegible]
প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা	মানবতা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতা বিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: খেলাফত মজলিস দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: ড. আহমদ আবদুল কাদের / মহাসচিব

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রদ করে আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা (সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[illegible]
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ (৩য় অধ্যায়)	আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ৭ (সাত) জন নির্ধারণ এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আপীল এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা	☐	☐	✓	☐	☐	☐	☐	☐	☐	আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক ৭-জন নির্ধারণ এবং প্রধান বিচারপতি চাহিদা মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা।
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনের কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করার ক্ষমতা (৩য় অধ্যায়)	শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরিবর্তে, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং একই পদ্ধতিতে অপসারণযোগ্য অন্যান্য পদধারীদের বিষয়ে তদন্ত করার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্বরত বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ ও প্রয়োগ।	✓	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

1

...ক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লংঘনের ফল (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন (৪র্থ অধ্যায়)	বিচারকদের চাকুরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা (৫ম অধ্যায়)	নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

(স্বাক্ষর)
ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

3

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন এবং রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) বজায় রেখে এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুন্ন না করে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা পর্যায়ে আদালত (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র সহকারি জজ এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়)	সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন (৮ম অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন' নামে একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা।	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	* [illegible]
স্বতন্ত্র ফৌজদারী তদন্ত সার্ভিস (৯ম অধ্যায়)	একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংবিধান-সংশোধন (১০ম অধ্যায়)	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সংবিধানের বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৬ষ্ঠ ভাগ ও অন্যান্য ভাগের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও নতুন কিছু বিধান সংযোজন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
অধঃস্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধি (অধ্যায়-১১)	বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং নতুন ও বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

3

রাজনৈতিক দল:

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা (অধ্যায়-১২)	বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নির্ধারণকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (অধ্যায়-১৫)	দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রনয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ (অধ্যায়-১৭)	প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	প্রতি তিন (৩) বছরের পরিবর্তে প্রতি বছর।
আইনগত সহায়তা (অধ্যায়-১৮)	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অধ্যায়-১৯)	'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' রহিত করে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করা	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
আইন পেশার সংস্কার (অধ্যায়-২৫)	আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ; জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং তার প্রধান হিসাবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান; আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

4

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যেকোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

5

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: খেলাফত মজলিস   দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সংশোধন	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-০১)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুদকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি	প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১১) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশল দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন; বাস্তবায়নে ন্যায়পাল	রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করা। মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ--	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[স্বাক্ষর]
ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

[সীলমোহর: খেলাফত মজলিস]

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা	সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৩)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন	রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ- ৪)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রিভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৫)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

2

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা	নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৬) • রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; • সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন; এবং • রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
পর্যায়ক্রমে সেবাখাতের সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশন	সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের- বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৭)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা	UN Convention against Coruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৮)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[signature]
ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

3

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে Common Reporting Standards (CRS) এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার	দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা। [কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধে বিশ্বব্যাপী Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters or Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রণীত ও ২০১৭ সালে কার্যকর হওয়া Common Reporting Standards (CRS) এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদানের জন্য CRS ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (১৪৯টি) দেশ MCAA এর পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং ১২০ টি দেশ CRS ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। বাংলাদেশ এখনও এ উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ৫(১) ধারার সংশোধন করে কমিশনার সংখ্যা পাঁচে উন্নীতকরণ	দুদক আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১২) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৩)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে কমিশনারের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১[illegible]) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব

4

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন করে বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন পূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৫)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৬)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসেবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা- • পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে; • প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবন বৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে; • আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে; • সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে; • সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজনে কমিটি দুইজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন প্রার্থীর নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করবে; • জনসম্মুখে নাম প্রকাশের ন্যূনতম সাত দিন পরে কমিটি প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন প্রার্থীর নাম গোপনীয়তার সহিত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৭)	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	প্রস্তাবিত জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (NCC) নিয়োগ চূড়ান্ত করবে।

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে- • প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করা; • উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে, প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হল- (১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা (২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা (৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন (৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ (৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে অবহিতকরণ (৮) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রতিবেদন (৯) দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন বিষয়ে অগ্রগতি (১০) দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধী কার্যক্রমের বিবরণ; • কমিটি দুদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করবে; • কমিটি যথাসম্ভব উক্ত শুনানি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেবে; • উক্ত শুনানি শেষে কমিটি তার লিখিত পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করবে; • কমিটিকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, উক্ত শুনানির কারণে কোনো অবস্থাতেই যেন চলমান তদন্ত বা অনুসন্ধানের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা মামলা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত না হয়;	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ড. আহমদ আবদুল কাদের মহাসচিব খেলাফত মজলিস

7

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা। (উক্ত ধারা অনুসারে কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুদককে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন করবে। এর ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুদককে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশনের মতে ২০১৩ সালের এই সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক ও দুদকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ইতিমধ্যে ৩২ক ধারাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।) (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৪)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। (আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে NBR দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক NBR থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারতো, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।) (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৯)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[signature]

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

৪

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP এর পক্ষভুক্ত হওয়া	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া। (২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ Open Government Declaration (OGD) প্রণয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত সরকারের ধারনা আন্তর্জাতিকীকরণের সূচনা করেছে। OGD সমর্থনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত সরকার বিষয়ক নুন্যতম মানদন্ড পূরণ সাপেক্ষে, যে কোন রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার Open Government Partnership (OGP)'র সদস্যভুক্ত হতে পারে। OGP'র সদস্যদের স্বচ্ছ, অংশিদারিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও সুযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৭টি দেশ এবং ১৫০টির বেশি স্থানীয় সরকার OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ OGP'র সদস্যভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। অদ্যাবধি বাংলাদেশ এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়নি। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১০)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ড. আহমদ আবদুল কাদের
মহাসচিব
খেলাফত মজলিস

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: মানবাধিকার পরিষদ **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:** কাবিলউজ্জামান, দপ্তর সম্পাদক, মানবাধিকার পরিষদ

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নাগরিকতন্ত্র		১. সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।	✓									
		২. ভাষা নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে '-বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।	✓									
		৩. বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন" হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।	✓									
		৪. সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা, অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা।	✓									
সংবিধানের মূলনীতি		৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করা।			✓							গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, ধর্মীয় সম্প্রীতি
		৫.২ কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"			✓							বহুত্ববাদী কাঠামোতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা, সং; স্কৃতির ঐক্য
রাষ্ট্রের মূলনীতি		সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেওয়া।	✓									
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা		১. বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে '*মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা*' নামে একটি '*ভাগ*' *হিসেবে একীভূতকরণ।*	✓									

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২. সংবিধানের *'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা'* ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার' অন্তর্ভুক্ত করা।	✓									
		৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তি করা।	✓									
		৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।	✓									
		৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।	✓									
আইনসভা		১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ ('Senate'- সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	✓									
	নিম্নকক্ষ	১। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
		প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	✓									

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২। রাজনতৈকি দলগুলো নম্নিকক্ষরে মোট আসনরে ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।	✓									
		৩। সংসদীয় নর্িবাচনে প্রতদ্বিন্দ্বতিা করার ন্যূনতম বয়স কময়িে ২১ বছর করা।		✓								বয়সসীমা ২৩ করতে হবে
		৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা।	✓									
		৫। একজন সংসদ সদস্যএকই সাথে নম্নিলখিতি যবে কোন একটরি বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
		৬। অর্থবলি ব্যতীত নম্নিকক্ষরে সদস্যরা তাদরে মনোনয়নকারী দলরে বিপক্ষে ভোট দেওযার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।			✓							অনাস্থা ও অর্থ বিল ব্যতীত দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে
		৭। আইনসভার স্থায়ী কমটিগিুলোর সভাপতসিবসময় বরিোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।	✓									
	উচ্চকক্ষ	১। উচ্চকক্ষমোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা; (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
		উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
		২। কোনো রাজনতৈকি দলকে সংখ্যানুপাতকি প্রতনিধিত্বি(পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
		৪। উচ্চকক্ষের একজন ডপেুটি স্পিকার থাকবনে যনি সরকার দলীয় ব্যতিত উচ্চকক্ষের জন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
	সংবিধান সংশোধনী	১। সংবধািনরে যকেনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদনের বিধান করা।	✓									
	আন্তর্জাতিক চুক্তি	জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।	✓									
	অভিশংসন	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	✓									
নির্বাহী বিভাগ		১। আইনসভার নম্নিকক্ষে যে সদস্যরে সংখ্যাগরষ্ঠি সদস্যদরে সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা।	✓									
		২। সুনর্দ্দিষ্টিকছিু বশিষে কার্যাবলী কংিবা সংবধািনে উল্লখেতি বষিয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।	✓									
		৩। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলতি স্বচ্ছতা ও জবাবদহিতিা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল(এনসিসি) গঠন করা।	✓									

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	১। জাতীয় সাংবধিানকি কাউন্সলি "এনসিসি রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-এ সদস্য হবেন: ১. রাষ্ট্রপতি; ২. প্রধানমন্ত্রী; ৩. বিরোধীদলীয় নেতা; ৪. নিম্নকক্ষের স্পিকার; ৫. উচ্চকক্ষের স্পিকার; ৬. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ৭. বিরোধীদল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৮. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার, ৯. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উচ্চ কক্ষের গঠনের তারিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✓							NCC এর কার্যপরিধি আরো স্পষ্ট হওয়া জরুরি।
		২। আইনসভা ভঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না-নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর যাদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠিত হবে: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধান উপদেষ্টা, ৩. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ৪. প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন সদস্য। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: ১. নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ২. এটর্নি জেনারেল; ৩. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৪. দুর্নীতি কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৫. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৬. স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৭. প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান; ৮. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
	রাষ্ট্রপতি	১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।			✓							৪ বছর ঠিক আছে কিন্তু নতুন আইন সভার পূর্বপর্যন্ত
		২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে ১. আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; ২. প্রতিটি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণঃ ৬৪ টি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে ৬৪টি ভোট], ৩. প্রতিটি '*সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে একটি করে ভোট। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
		৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।	✓									
	প্রধানমন্ত্রী	১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।	✓									
		৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।	✓									
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	✓									
	অন্তর্বর্তী সরকার	১। আইনসভার মেয়াদ শেষে হবার পর কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।	✓									
		২। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান '*প্রধান উপদেষ্টা*' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।	✓									
		৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।			✓							

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
	প্রধান উপদেষ্টা	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নুন্যতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	✓									
		৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	✓									
		৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি '*প্রধান উপদেষ্টা* হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।	✓									
		৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	✓									
		৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	✓									

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	✓									
		৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যহতিতে পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথব' তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	✓									
বিচার বিভাগ	সুপ্রিম কোর্ট	১। দেশের সকল বিভাগে হাইকে র্টেবিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।	✓									
		২। সুপ্রিম কে র্টের বিচারক নিয়োগে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (জুডিশিয়াল আপয়েন্টমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)) গঠন করা হবে। সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান), আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)। হাইকে র্টেবিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); এটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।	✓									
		৩। সুপ্রিম কে র্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।	✓									

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	...ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৪। আপলি বভিাগরে বচািরকদরে মধ্যথকেে সর্বোচ্চজ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।	✓									
		৫। সুপ্রমি জুডশিয়িাল কাউন্সলি বহাল থাকব। তদন্তও অনুসন্ধানরে জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি) - এর থাকবে।	✓									
		৬। বচিার বভিাগকে পূর্ণআর্থকি স্বাধীনতা প্রদান করা।	✓									
	অধস্তন আদালত	৭। 'অধ:স্তন আদালত' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার করা।	✓									
		৭.১। স্থানীয় আদালতরে বচিার বভিাগীয় কর্মকর্তাদরে নয়িোগ পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যাস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিকার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়ান সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	✓									
	স্থানীয় সরকার	১। সকল স্থানীয় সরকার প্রতষ্ঠিানরে (এল জি আই) আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে)।	✓									

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২। যে সকল সরকারি কির্ক্করতও কর্ক্মারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।	✓									
		৩। এলজিআই স্থানীয়ভাবে নজিস্বতহবলি সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।	✓									
		৪। প্রতটি জিলোয়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন; ১। প্রতটি উপজলো পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।	✓									
		৫। এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।	✓									
		৬। একটি স্থানীয় সরকার কমশিন প্রতষ্ঠি করা, যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		✓								
	স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	১। সংবধিানরে অধীন একটি স্থায়ী এটর্নিসার্ভসি প্রতষ্ঠি করা। (এই বিষয়ের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ		পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে (এই কমিশনগুলো হচ্ছে; (ক) মানবাধিকার কমিশন, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সরকারি কর্ম কমিশন, (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন, (8) দুর্নীতি দমন কমিশন)। সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	✓									
বিবিধ		১। সংবধিানরে অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা , এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা।	✓									
		২। কবেলমাত্রএনসসি-রি সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১(খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল।	✓									

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: গণঅধিকার পরিষদ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: শাকিল উজ্জামান, দপ্তর সম্পাদক, গণঅধিকার পরিষদ

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন	জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা।	✓									
তথ্য অধিকার আইন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংশোধন করা (সংশোধন প্রস্তাবের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।	✓									
Official Secrets Act	Official Secrets Act ১৯২৩ সংশোধন করা।	✓									
নাগরিক কমিটি' গঠন	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে 'জেলা নাগরিক কমিটি' ও উপজেলা নাগরিক কমিটি' গঠন করা।		✓								এতে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নষ্ট হবে
নতুন দু'টি বিভাগ গঠন	কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দু'টি নতুন বিভাগ গঠন করা	✓									
জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন	'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'উপজেলা কমিশনার' ও 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' করা। 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবী পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা) করা।	✓									
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।	✓									
উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা।	✓									
উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার	উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।		✓								

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন	বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনের মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) নামে দুটি নতুন কমিশন সৃষ্টি করা। বাকি সকল সার্ভিস বর্তমান কমিশনের অধীনে রাখা।	✓									
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।	✓									
সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল এবং সচিব নিয়োগে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন ও সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গঠন	বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা (যে কমিটি অতিরিক্ত সচিব থেকে সচিব এবং সচিব থেকে মুখ্যসচিব পদে পদোন্নতির সুপারিশ করবে)। একইসঙ্গে বিভিন্ন সার্ভিস/ক্যাডারে বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (SES) গঠন করা।			✓							
স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন	জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সংগে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন - ১২(ঙ))	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের নিয়োগ	জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে নিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	✓									
প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা	দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।		✓								
জেলা পরিষদ বাতিল	বিদ্যমান জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে জেলা পরিষদসমূহের সকল সম্পত্তি প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।		✓								
পৌরসভা শক্তিশালীকরণ	পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন। ১৮ (ঘ))		✓								জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।
ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট' বা 'রাজধানী মহানগর সরকার'	প্রস্তাবিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারায়ণগঞ্জকে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের সমপর্যায়ের 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট'-গঠন করা।		✓								
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা।			✓							অধিকতর আলোচনা প্রয়োজন
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা।		✓								
ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার	ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।			✓							অধিকতর আলোচনা প্রয়োজন

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ	হিসাব বিভাগ হতে অডিট বিভাগ পৃথক করে একটি নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা।		✓								
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	ফৌজদারি (পিপি) ও দেওয়ানি মামলা (জিপি) পরিচালনার জন্য দু'টি স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করা। এজন্য একটি আইন প্রণয়ন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পিপি ও জিপি নিয়োগ করা। (এই বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)			✓							অধিকতর আলোচনা
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা।			✓							অধিকতর
১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ	সরকারি চাকুরিতে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান বাতিল এবং ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।		✓								
মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) /সহকারী একান্ত সচিব পাদয়ন	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস), সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগ করা।		✓								

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: মানবাধিকার পরিষদ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: কাফিল উজ্জামান, দপ্তর সম্পাদক, মানবাধিকার পরিষদ

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নির্বাচন কমিশন গঠন	রাজনৈতিক ঐকমত্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্টীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।	✓									
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।	✓									
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতা	দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।	✓									
একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা হতে বাধা	একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) দলগুলোর মধ্যে আসন বন্টন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✓							১ শতাংশ প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	উচ্চ কক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০টি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।			✓							দলের প্রাপ্ত ভোটের ২০ শতাংশ নির্দলীয় ভিত্তিতে
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।			✓							নিম্নকক্ষের সংসদসদস্য নির্বাচন করার যোগ্যতা থাকলে উচ্চকক্ষের সদস্য হতে পারবে।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের যোগ্যতার অনুরূপ করা।	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।			✓							অধিকতর আলোচনা
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।		✓								দল বা জোট সিদ্ধান্ত
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
ডেপুটি স্পিকার	বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা			✓							স্থানীয় নির্বাচন ধাপে ধাপে হতে হবে

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা।	✓									
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✓							NCC রাজনৈতিক দল গুলোর সাথে আলোচনা করে প্রধান উপদেষ্টা সহ সকল উপদেষ্টা নিয়োগ দিবেন।
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।	✓									বর্তমান সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।
সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ	ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।		✓								
স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	✓									
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।		✓								নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে।

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা			✓							NCC সিদ্ধান্ত নিবেন
জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটি সমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা	✓									
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা।	✓									
প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা	মানবতা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতা বিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।			✓							ব্যক্তির পাকাপোক্তি ভিত্তিতে সংগঠন ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেনা

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: গণঅধিকার পরিষদ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: শাকিল উজ্জামান - দপ্তর সম্পাদক, গণঅধিকার পরিষদ

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রদ করে আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা (সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)	✓									
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ (৩য় অধ্যায়)	আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ৭ (সাত) জন নির্ধারণ এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আপীল এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা	✓									
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনের কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করার ক্ষমতা (৩য় অধ্যায়)	শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরিবর্তে, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং একই পদ্ধতিতে অপসারণযোগ্য অন্যান্য পদধারীদের বিষয়ে তদন্ত করার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									

সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্বরত বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ ও প্রয়োগ।	✓									
সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লংঘনের ফল (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা।	✓									
অধ:স্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন (৪র্থ অধ্যায়)	বিচারকদের চাকুরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা (৫ম অধ্যায়)	নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									

হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন এবং রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) বজায় রেখে এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুন্ন না করে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
উপজেলা পর্যায়ে আদালত (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র সহকারি জজ এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করা।	✓									
অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়)	সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন (৮ম অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা।		✓								NCC
স্বতন্ত্র ফৌজদারী তদন্ত সার্ভিস (৯ম অধ্যায়)	একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।	✓									
সংবিধান-সংশোধন (১০ম অধ্যায়)	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সংবিধানের বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৬ষ্ঠ ভাগ ও অন্যান্য ভাগের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও নতুন কিছু বিধান সংযোজন করা।	✓									
অধঃস্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধি (অধ্যায়-১১)	বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং নতুন ও বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা।	✓									
বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা (অধ্যায়-১২)	বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নির্ধারণকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									

সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (অধ্যায়-১৫)	দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রনয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা।	✓									
বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ (অধ্যায়-১৭)	প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।	✓									
আইনগত সহায়তা (অধ্যায়-১৮)	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করা।	✓									
বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (অধ্যায়-১৯)	'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' রহিত করে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করা	✓									
আইন পেশার সংস্কার (অধ্যায়-২৫)	আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ; জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং তার প্রধান হিসাবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান; আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ।	✓									
বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যেকোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া।	✓									
বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক	বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গ										

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: গণঅধিকার পরিষদ   দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: শাকিলউজ্জামান, দপ্তর সম্পাদক, গণঅধিকার পরিষদ

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সংশোধন	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-০১)	✓									
দুদকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি	প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১১) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশল দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন; বাস্তবায়নে ন্যায়পাল	রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২)	✓									
বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা	সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৩)	✓									
স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন	রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ- ৪)	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৫)			✓							সুবিধাভোগীর সকল তথ্য ব্যক্তিগত জনসম্মুখে প্রকাশ করাই উত্তম

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা	নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৬) • রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; • সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন; এবং • রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না।	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
পর্যায়ক্রমে সেবাখাতের সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশন	সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের- বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৭)	✓									
বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা	UN Convention against Coruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৮)	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে Common Reporting Standards (CRS) এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার	দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা। [কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধে বিশ্বব্যাপী Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters or Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রণীত ও ২০১৭ সালে কার্যকর হওয়া Common Reporting Standards (CRS) এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদানের জন্য CRS ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (১৪৯টি) দেশ MCAA এর পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং ১২০ টি দেশ CRS ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। বাংলাদেশ এখনও এ উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।]	✓									
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ৫(১) ধারার সংশোধন করে কমিশনার সংখ্যা পাঁচে উন্নীতকরণ	দুদক আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১২) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৩)	✓									
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে কমিশনারের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৪) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓									
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন করে বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন পূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৫)	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন	দুদক অ'ইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৬)	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা- • পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে; • প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবন বৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে; • আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে; • সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে;	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে- • প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করা; • উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে, প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হল- (১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা (২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা (৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন (৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ (৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা। [উক্ত ধারা অনুসারে কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুদককে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন করবে। এর ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুদককে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশনের মতে ২০১৩ সালের এই সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক ও দুদকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ইতিমধ্যে ৩২ক ধারাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।] (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৪)	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। (আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে NBR দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক NBR থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারতো, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।) (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৯)	✓									

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP এর পক্ষভুক্ত হওয়া	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া। (২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ Open Government Declaration (OGD) প্রণয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত সরকারের ধারনা আন্তর্জাতিকীকরণের সূচনা করেছে। OGD সমর্থনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত সরকার বিষয়ক নুন্যতম মানদন্ড পূরণ সাপেক্ষে, যে কোন রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার Open Government Partnership (OGP)'র সদস্যভুক্ত হতে পারে। OGP'র সদস্যদের স্বচ্ছ, অংশীদারিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমুলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও সুযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৭টি দেশ এবং ১৫০টির বেশি স্থানীয় সরকার OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ OGP'র সদস্যভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। অদ্যাবধি বাংলাদেশ এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়নি। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১০)	✓									

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের	মন্তব্য
নাগরিকতন্ত্র		১. সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		২. ভাষা নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে '-বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৩. বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন" হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৪. সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা , অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
সংবিধানের মূলনীতি		৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করা।	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☑	৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করা।
		৫.২ কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
রাষ্ট্রের মূলনীতি		সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেওয়া।	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা		১. বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে *'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা'* নামে একটি '*ভাগ' হিসেবে একীভূতকরণ*।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		২. সংবিধানের *'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা'* ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার' অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তি করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
আইনসভা		১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ ('Senate'-সিনেট) গঠন করা । উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
	নিম্নকক্ষ	১। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা । (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের	
		২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।	☐	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।	☐	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☑	লর সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রীর অনাস্থা প্রস্তাবে সে দিতে পারলেও দলীয় অনাস্থা প্রস্তাবে সত্তুর ধারা বলবোল্ট থাকেব।
		৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
	উচ্চকক্ষ	১। উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা; (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☑	১১০ আসনের উচ্চ কক্ষ করে রাষ্ট্রপতির পাঁচ জনের সাথে সাথে আরও পাঁচ জন সদস্য দলিত সম্প্রদায়, পাহাড়ি ও বনজীবী সম্প্রদায় থেকে নেয়া হবে।
		উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় ব্যতিত উচ্চকক্ষের জন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
	সংবিধান সংশোধনী	১। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদনের বিধান করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
	আন্তর্জাতিক চুক্তি	জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☑	উভয় কক্ষে আলোচনা হতে পারে কিন্তু অনুমোদন লাগবে না.
	অভিশংসন	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিকসংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
নির্বাহী বিভাগ		১। আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ												
রাজনৈতিক দল:		দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:										
বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের	
		২। সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৩। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল(এনসিসি) গঠন করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	১। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল "এনসিসি' রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-এ সদস্য হবেন: ১. রাষ্ট্রপতি; ২. প্রধানমন্ত্রী; ৩. বিরোধীদলীয় নেতা; ৪. নিম্নকক্ষের স্পিকার; ৫. উচ্চকক্ষের স্পিকার: ৬. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ৭. বিরোধীদল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৮. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার, ৯. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উচ্চ কক্ষের গঠনের অরিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	কম্পট্রোলার জেনারেল এর পদকে এই লিস্টে রাখতে হবে।
		২। আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না-নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর যাদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠিত হবে: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধান উপদেষ্টা, ৩. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ৪. প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন সদস্য। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: ১. নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ২. এটর্নি জেনারেল; ৩. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৪. দুর্নীতি কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৫. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৬. স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৭. প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান; ৮. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
	রাষ্ট্রপতি	১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে ১. আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; ২. প্রতিটি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল*' সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণঃ ৬৪ টি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল*' মিলে ৬৪টি ভোট], ৩. প্রতিটি '*সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল*' মিলে একটি করে ভোট। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
	প্রধানমন্ত্রী	১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
	অন্তর্বর্তী সরকার	১। আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।.	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		২। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান '*প্রধান উপদেষ্টা*' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হতে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের	
	প্রধান উপদেষ্টা	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নুন্যতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি '*প্রধান উপদেষ্টা* হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে অপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যহতিতে পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত অপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
বিচার বিভাগ	**সুপ্রিম কোর্ট**	১। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (জুডিশিয়াল আপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)) গঠন করা হবে। সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান), আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)। হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); এটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি) - এর থাকবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৬। বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
	অধস্তন আদালত	৭। 'অধ:স্তন আদালত' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার করা।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৭.১। স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যাস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিকার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়ান সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
	স্থানীয় সরকার	১। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এল জি আই) আর্থিক বাবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে)।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		২। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের	
		৩। এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☑	জাতীয় বাজেটের একাংশ সাংবিধানিক ভাবে এলজিই দেড় জন্য বরাদ্দ থাকবে যা তাদের জনসংখ্যা, প্রয়োজন এবং দক্ষতার বিচারে ভাগ হবে।
		৪। প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন; ১। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।	☐	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৫। এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		৬। একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা , যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
	স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	১। সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এই বিষয়ের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ		পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে (এই কমিশনগুলো হচ্ছে; (ক) মানবাধিকার কমিশন, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সরকারি কর্ম কমিশন, (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন, (ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন) । সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
বিবিধ		১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা , এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা ।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
		২। কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১(খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
সংযোজন		১৪৯ বাতিল করে দেশের সংবিধান পরিপন্থী সকল প্রচলিত আইনকে সংবিধানের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগ নিয়ে হবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার
সংযোজন		প্রতিটা জেলায় নাগরিক অধিকার আদালত গড়ে তুলতে হবে যাতে নাগরিকরা সরকার বা রাষ্ট্রের দ্বারা তার অধিকার লঙ্ঘনের উপশম দাবি করতে পারে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার
সংযোজন		পিপি বা এটর্নি সেবা দেবার জন্যে সরকার যাদেরকে দায়িত্ব দেবে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয় এবং তাদের বেতন যাতে তার যোগ্যতার অনুরূপ হয় সেটা নিশ্চিত করতে	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার সভার নির্বাচন বলতে চাই।
সংযোজন		আদালতের সমালোচনাকে কনটেম্পট আইনের বাইরে রাখতে হবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার
সংযোজন		জামিনের আইন এবং প্রয়োগকে সংস্কার করে বিচারহীন কারাবন্দির সংখ্যা সাজাপ্রাপ্ত কারাবন্দীদের চাইতে কমে নিয়ে আসতে হবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার
সংযোজন		দুদকের একটি অংশকে কেবলমাত্র সংসদ সদস্য এবং তাদের বর্ধিত পরিবারের সম্পত্তি এবং দুর্নীতির জন্য নিযুক্ত করতে হবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার
সংযোজন		পুলিশ প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে সরিয়ে জেলা সরকারের অধীনে নিয়ে আসতে হবে	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার
সংযোজন		বিকেন্দ্রীকরণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে স্বশাসিত, প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সাংবিধানিক ভাবে আর্থিক সক্ষমতা সম্পন্ন বিভাগীয় সরকার গঠন করতে হবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার
সংযোজন		দেশ থেকে অর্থ পাচার বন্ধ করার জন্যে একটি স্পেশাল ট্রাইবুনাল তৈরী করতে হবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার
সংযোজন		নির্বাচন সংস্কার প্রস্তাব গুলির সাথে সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবের সামঞ্জস্য আনতে হবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার
সংযোজন		১৪৯ বাতিল করে দেশের সংবিধান পরিপন্থী সকল প্রচলিত আইনকে সংবিধানের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগ নিয়ে হবে।	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	আমরা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে গণভোট অথবা গণপরিষদ ও আইনসভার নির্বাচন চাই কিন্তু যেহেতু আমরা আংশিক সংস্কারের পক্ষে সেজন্যে গণপরিষদের বদলে আমরা সেটাকে সংবিধান সংস্কার

ইসলাম ঈমান এহ্‌সান

জাকের পার্টি

সূত্র ঃ

তারিখ ঃ ৩০.৪.২০২৫ খ্রি.

বরাবর

অধ্যাপক আলী রীয়াজ

সম্মানিত সহ - সভাপতি

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

ব্লক-১, এমপি হোস্টেল, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয় : **আপনার আহ্বানের পরিপেক্ষিতে সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করে হালনাগাদ প্রস্তাব লিখিত আকারে জমাদান প্রসঙ্গে।**

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আহ্বানে গত ১২ এপ্রিল, ২০২৫ জাকের পার্টি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। আপনার সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনায় সংস্কার কমিশন সমুহের সম্মানিত প্রধানদের উপস্থিতিতে প্রস্তাবনার বিষয়গুলোতে সুস্পষ্ট বিশ্লেষণধর্মী প্রাঞ্জল আলোচনা হয়। সেখানে আপনার নেতৃত্বে নির্দিষ্ট ৫টি সংস্কার কমিশনের স্প্রেডশিটে প্রদত্ত জাকের পার্টির আন্তরিক উত্তরমালা বিশ্লেষণ কালে কিছু প্রস্তাবে সংশোধনী উল্লেখিত হয়।

তারই আলোকে গত ২৩ এপ্রিল নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে আপনি (স্মারক নং-৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৫-১৬৮) পত্র মারফত উক্ত সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করে হালনাগাদ প্রস্তাব ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের মধ্যে কমিশন কার্যালয়ে পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্মানিত সহ - সভাপতি

আপনার উক্ত আহ্বানের প্রতি যথাযথ সম্মান ও গুরুত্ব প্রদর্শন করে জাকের পার্টি উক্ত সংশোধনী আপনার প্রদত্ত পূর্বের স্প্রেডশিটে লিখিত আকারে হালনাগাদ করে এবং তার হার্ডকপি এই পত্রের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

বিনীত

৩০.৪.২০২৫

(শামীম হায়দার)

মহাসচিব, জাকের পার্টি

মোবাইল : 01718365713

জাকের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী ১৯, রোড ৩, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ; টেলিফোনঃ +৮৮০২৯৮৯৫৫১০, +৮৮৯৮৯৫৪৭৮; ইমেলঃ mostafaamirfaisal@zakerpartybd.com, saim.faisal@zakerpartybd.com
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন নম্বরঃ ১৬; ওয়েবসাইটঃ www.zakerpartybd.com; ফেইসবুকঃ www.facebook.com/zakerparty

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
নাগরিকতন্ত্র		১. সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।					✓					এই প্রস্তাবনার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের যেমন গুরুত্ব তেমনি পাশাপাশি প্রস্তাবনাটি অবশ্যই গণভোটে দেওয়া দরকার।
		২. ভাষা নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে '-বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা ও দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।	✓			✓						
		৩. বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন" হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।	✓			✓						
		৪. সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা , অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা।			✓		✓					
সংবিধানের মূলনীতি		৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করা।			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		৫.২ কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
রাষ্ট্রের মূলনীতি		সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেওয়া।					✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা		১. বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে *'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা'* নামে একটি *'ভাগ' হিসেবে একীভূতকরণ*।			✓		✓					গণভোটেই নির্ধারণ হওয়া দরকার।
		২. সংবিধানের *'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা'* ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার' অন্তর্ভুক্ত করা।			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তি করা।	✓				✓					
		৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।	✓				✓					
		৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।	✓			✓						
আইনসভা		১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ ('Senate'-সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	✓				✓					

	নিম্নকক্ষ	১। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓				✓					
		প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	✓				✓					
		২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।	✓				✓					মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূখ্য হবে যোগ্যতা এবং মেধা, শুধু অনুপাত নয়।
		৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।	✓			✓						
		৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা।	✓			✓						
		৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓				✓					
		৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।	✓			✓						
		৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চুড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
	উচ্চকক্ষ	১। উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা; (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চুড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চুড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		✓			✓					
		৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓				✓					
		৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় ব্যতিত উচ্চকক্ষের জন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓				✓					
	সংবিধান সংশোধনী	১। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদনের এবং গণভোটের বিধান করা।	✓				✓					
	আন্তর্জাতিক চুক্তি	জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।	✓			✓						
	অভিশংসন	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।			✓		✓					বিষয়টি গণভোটের মাধ্যমে চুড়ান্ত করা উচিত।
নির্বাহী বিভাগ		১। আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা।			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চুড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।

		২। সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।	✔				✔					
		৩। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল(এনসিসি) গঠন করা।			✔		✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	১। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল "এনসিসি' রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-এ সদস্য হবেন: ১. রাষ্ট্রপতি; ২. প্রধানমন্ত্রী; ৩. বিরোধীদলীয় নেতা; ৪. নিম্নকক্ষের স্পিকার; ৫. উচ্চকক্ষের স্পিকার; ৬. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ৭. বিরোধীদল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৮. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার, ৯. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উচ্চ কক্ষের গঠনের তারিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✔		✔					এক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।
		২। আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না-নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর যাদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠিত হবে: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধান উপদেষ্টা, ৩. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ৪. প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন সদস্য। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)					✔					প্রস্তাবনাটি বৃহত্তর পরিসরে মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারণ হওয়া দরকার তাই গণভোটই হবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
		৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: ১. নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ২. এটর্নি জেনারেল; ৩. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৪. দুর্নীতি কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৫. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৬. স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৭. প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান; ৮. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		✔			✔					
	রাষ্ট্রপতি	১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।	✔			✔						
		২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মণ্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে ১. আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; ২. প্রতিটি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল*' সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণঃ ৬৪ টি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল*' মিলে ৬৪টি ভোট], ৩. প্রতিটি '*সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল*' মিলে একটি করে ভোট। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✔		✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।	✔				✔					
	প্রধানমন্ত্রী	১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔			✔						

		২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।	✔				✔					
		৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।	✔			✔						
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।		✔			✔					
	অন্তর্বর্তী সরকার	১। আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।			✔		✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		২। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান '*প্রধান উপদেষ্টা*' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অনূন ১৫ দিনের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।					✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।			✔		✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
	প্রধান উপদেষ্টা	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।					✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।					✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি '*প্রধান উপদেষ্টা*' হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।			✔		✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।		✔			✔					
		৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।					✔					গণভোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।
		৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।					✔					গণভোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।

		৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।					✔					গণভোটের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।
বিচার বিভাগ	সুপ্রিম কোর্ট	১। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।	✔				✔					
		২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (জুডিশিয়াল আপয়েন্টমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)) গঠন করা হবে। সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান), আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)। হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); এটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।	✔			✔						
		৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।	✔			✔						
		৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।	✔				✔					
		৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি) - এর থাকবে।			✔		✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		৬। বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা।	✔			✔						
	অধস্তন আদালত	৭। 'অধঃস্তন আদালত' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার করা।	✔			✔						
		৭.১। স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যাস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিকার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়ন সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	✔			✔						
	স্থানীয় সরকার	১। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এল জি আই) আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে)।			✔		✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		২। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।			✔		✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		৩। এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।			✔		✔					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।

		৪। প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন; ১। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		৫। এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		৬। একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা , যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
	স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	১। সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এই বিষয়ের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ		পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে (এই কমিশনগুলো হচ্ছে; (ক) মানবাধিকার কমিশন, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সরকারি কর্ম কমিশন, (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন, (৪) দুর্নীতি দমন কমিশন) । সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।			✓		✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
বিবিধ		১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা , এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা ।					✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।
		২। কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১(খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল।					✓					জনগণের রায় নিয়ে বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। তাই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় নিশ্চিতে বিষয়টি গণভোটে দিতে হবে।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন	জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা।	✔			✔						
তথ্য অধিকার আইন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংশোধন করা (সংশোধন প্রস্তাবের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।	✔			✔						
Official Secrets Act	Official Secrets Act ১৯২৩ সংশোধন করা।	✔			✔						
নাগরিক কমিটি' গঠন	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে 'জেলা নাগরিক কমিটি' ও উপজেলা নাগরিক কমিটি' গঠন করা।			✔		✔					এটি হবে কি হবে না তা গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করা উচিত। জেলা বা উপজেলা নাগরিক কমিটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়া উচিত। এটা কোন ব্যাক্তি বিশেষ নির্ধারণ করে দিলে হবে না।
নতুন দু'টি বিভাগ গঠন	কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দু'টি নতুন বিভাগ গঠন করা	✔			✔						
জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন	'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'উপজেলা কমিশনার' ও 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' করা। 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবী পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা) করা।	✔			✔						

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।		✔						✔		
উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা।	✔			✔						
উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার	উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।	✔			✔						
পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন	বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনের মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) নামে দুটি নতুন কমিশন সৃষ্টি করা। বাকি সকল সার্ভিস বর্তমান কমিশনের অধীনে রাখা।			✔		✔					প্রস্তাবনার পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হলে তাতে জাকের পার্টির শ্রদ্ধা থাকবে, তবে বৃহত্তর পরিসরে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে গণভোটের মাধ্যমে বিষয়টি নির্ধারণ আবশ্যক।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।	✔			✔						
সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল এবং সচিব নিয়োগে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন ও সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গঠন	বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা (যে কমিটি অতিরিক্ত সচিব থেকে সচিব এবং সচিব থেকে মুখ্যসচিব পদে পদোন্নতির সুপারিশ করবে)। একইসঙ্গে বিভিন্ন সার্ভিসের বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (SES) গঠন করা।	✔			✔						

স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন	জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সংগে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন - ১২(ঙ))	✔			✔						
সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের নিয়োগ	জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে নিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন)	✔			✔						
প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা	দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।			✔		✔					পুরাতন ৪টি বিভাগ নয়, বিদ্যমান ৮টি বিভাগের সীমানাকে ৮টি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করতে হবে। তবে প্রস্তাবিত আরো ২টি নতুন বিভাগ সংযুক্ত করে ১০টি বিভাগের সীমানাকে ১০টি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা উচিত। যত বিকেন্দ্রীকরণ হবে তত অর্থের সুষম বন্টন ও গুণগত ব্যয় নিশ্চিত হবে। গরিব মেহনতী মানুষ ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে অর্থনীতির মুল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।
জেলা পরিষদ বাতিল	বিদ্যমান জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে জেলা পরিষদসমূহের সকল সম্পত্তি প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।			✔		✔					বৃহত্তর পরিসরে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে গণভোটের মাধ্যমে বিষয়টি নির্ধারণ আবশ্যক।
পৌরসভা শক্তিশালীকরণ	পৌরসভার চেয়্যারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন। ১৮ (ঘ))		✔			✔					
ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট' বা 'রাজধানী মহানগর সরকার'	প্রস্তাবিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারয়ণগঞ্জকে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের সমপর্যায়ের 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট'-গঠন করা।	✔				✔					

উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা।	✔			✔						
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা।	✔				✔					
ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার	ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।			✔		✔					বৃহত্তর পরিসরে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে গণভোটের মাধ্যমে বিষয়টি নির্ধারণ আবশ্যক।
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ	হিসাব বিভাগ হতে অডিট বিভাগ পৃথক করে একটি নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা।	✔			✔						
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	ফৌজদারি (পিপি) ও দেওয়ানি মামলা (জিপি) পরিচালনার জন্য দু'টি স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করা। এজন্য একটি আইন প্রণয়ন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পিপি ও জিপি নিয়োগ করা। (এই বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	✔			✔						

জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা।	✔			✔						বিদ্যমান দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতা নিরসনকল্পে স্বতন্ত্র ভূমি আদালত প্রতি জেলায় স্থাপন করা দরকার।
১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ	সরকারি চাকুরিতে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামুলক অবসরের বিধান বাতিল এবং ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।	✔			✔						
মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) /সহকারী একান্ত সচিব পদায়ন	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস), সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগ করা।			✔		✔					প্রস্তাবনার পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হলে তাতে জাকের পার্টি শ্রদ্ধা জানাবে, দলীয় রাজনীতির বাইরে আমাদের সিভিল সার্ভিসের ব্যাক্তি বিশেষকে এক্ষেত্রে নিযুক্ত করা উচিত, এটার একটা নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া থাকা উচিত, পেশাদারিত্বকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
নির্বাচন কমিশন গঠন	রাজনৈতিক ঐকমত্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্টীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।	✓			✓						
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।			✓	✓						একটি জাতীয় স্থায়ী সাংবিধানিক কাউন্সিল কোন প্রক্রিয়ায় গঠন করা হবে? ব্যক্তি বিশেষ যারা অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদের কোন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করা হবে? তাদের নিরপেক্ষতা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে? নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে গণভোটের মাধ্যমে জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করা। জনগণ রায় দিবে যে, কারা সাংবিধানিক কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তা না হলে নিরপেক্ষতা নিয়ে আজীবন এই প্রশ্ন রয়ে যাবে। রাজনৈতিক দলের ভিতরে দ্বিমত রয়ে যাবে। পরাজিত রাজনৈতিক দলগুলো সব সময় এই সাংবিধানিক কাউন্সিলকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ব্যাহত করবে।
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓			✓						
প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতা	দুইবার নির্বাচত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।	✓			✓						•
একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা হতে বাধা	একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✓			✓				এটি জনগণের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। গণভোটের মাধ্যমে তা চুড়ান্ত করা উচিত।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✓		✓					বিষয়টি গণভোটের মাধ্যমে চুড়ান্ত করা উচিত। ১০০ আসনে নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া তা কি করে সুষ্ঠু ভাবে নিশ্চিত করা যাবে এবং সত্যিকার অর্থে সমাজে আমাদের পরিশুদ্ধ মানুষগুলোকে কি করে নির্বাচিত করা যাবে। উচ্চকক্ষেও আমরা মনে করি জনগণের ভোটের অন্তর্ভুক্তিও প্রয়োজন। তারা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হতে পারে, তবুও তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা উচিত।

সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✔		✔					কালো টাকার প্রভাব কমাতে না পারলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। ভোট বানিজ্য হবে। এটা কোন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হবে না। কালোটাকার দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে, তা করতে না পারলে সৎ ও ভালো মানুষ কখনোই নির্বাচিত হতে পারবে না।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	উচ্চ কক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০টি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।			✔		✔					গণভোটের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত রায়ের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি বিশেষ বা স্বনামধন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের মতের বা চিন্তার দৃষ্টিতে পুরো জাতির উপর আইন বা এ ধরনের প্রক্রিয়া এটি কোন সময়েই কাঙ্ক্ষিত হবে না। ভবিষ্যতে এটি নিয়ে প্রশ্ন আসবে।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।	✔				✔					৩% কেন? যারা ১% পাবে, ০.৫% পাবে তাদেরও অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। তা না হলে ৫/৬ টি বড় রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিষয়টি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। মনে রাখতে হবে বহুমত, বহুপথ, বহু রাজনৈতিক দর্শনের মানুষ কিন্তু নানা ভাবে বিভক্ত, তাদেরও প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। না হলে রাজপথে এই সংগ্রাম-আন্দোলন চলতে থাকে। দ্বন্দ্ব আরো প্রকট হতে থাকে।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের যোগ্যতার অনুরূপ করা।			✔		✔					গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔			✔						•
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔				✔					
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।			✔		✔					ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতি কিভাবে নির্ধারণ করা হবে? তা স্পষ্ট করা দরকার।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।	✔			✔						
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		✔			✔					
ডেপুটি স্পিকার	বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔			✔						
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা			✔		✔					সকল রাজনৈতিক দলের প্রধানদের নিয়ে অন্তবর্তী সরকার গঠন এ ক্ষেত্রে অধিকতর উপযুক্ত হবে। যাতে করে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হতে না পারে। সকলের অন্তর্ভুক্তি থাকলে নিরপেক্ষতা প্রশ্নে আস্থার সংকট কমবে।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা।	✔			✔						
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)		✔			✔					
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।			✔		✔					সার্বিকভাবে জনসাধারণ, নিবন্ধিত ভোটার এবং প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা যেতে পারে। গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত নেওয়া উচিত, যাতে করে জনগণের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়। তারা কি আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চায় নাকি জাতীয় নির্বাচন চায়?
সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ	ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।	✔			✔						
স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	✔			✔						

১ **নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা**	নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।			✔		✔					গণভোটের মাধ্যমেই বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়া যৌক্তিক হবে।
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা	✔			✔						
জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটি সমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা	✔			✔						
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা।	✔			✔						
প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা	মানবতা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতা বিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।	✔			✔						

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রদ করে আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা (সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)			✓		✓					দলীয় করনমুক্ত এবং সম্পূর্ণ ভাবে নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করা। বিচার ব্যবস্থার ভিতরে যাতে দলীয়করন না থাকে। যদি তা না করা যায় তাহলে পুরো প্রক্রিয়া দূর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পরবে। অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক ও অসন্তোষ সৃষ্টি না করে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায়ের ভিত্তিতে বিষয়টি নির্ধারণ করা উচিত। এই লক্ষ্যে গণভোট সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য রায় এনে দেবে।
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ (৩য় অধ্যায়)	আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ৭ (সাত) জন নির্ধারণ এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আপীল এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা	✓			✓						
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনের কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✓		✓					গণভোটের ভিত্তিতেই বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত
নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করার ক্ষমতা (৩য় অধ্যায়)	শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরিবর্তে, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং একই পদ্ধতিতে অপসারণযোগ্য অন্যান্য পদধারীদের বিষয়ে তদন্ত করার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)			✓			✓				গণভোটের ভিত্তিতেই বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত
সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্বরত বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ ও প্রয়োগ।	✓			✓						

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লংঘনের ফল (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা।	✔			✔						
অধ:স্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন (৪র্থ অধ্যায়)	বিচারকদের চাকুরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔			✔						
সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা (৫ম অধ্যায়)	নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔				✔					
হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন এবং রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) বজায় রেখে এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুন্ন না করে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔			✔						
উপজেলা পর্যায়ে আদালত (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র সহকারি জজ এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করা।	✔			✔						
অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়)	সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔			✔						
রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন (৮ম অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন' নামে একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা।	✔			✔						

স্বতন্ত্র ফৌজদারী তদন্ত সার্ভিস (৯ম অধ্যায়)	একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।	✔			✔						
সংবিধান-সংশোধন (১০ম অধ্যায়)	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সংবিধানের বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৬ষ্ঠ ভাগ ও অন্যান্য ভাগের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও নতুন কিছু বিধান সংযোজন করা।			✔		✔					গণভোটে বিষয়টি নিস্পত্তি হওয়া উচিত।
অধ:স্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধি (অধ্যায়-১১)	বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং নতুন ও বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা।	✔			✔						
বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা (অধ্যায়-১২)	বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নির্ধারণকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔			✔						
সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (অধ্যায়-১৫)	দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রনয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা।	✔			✔						
বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ (অধ্যায়-১৭)	**প্রতি তিন** বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের **বিচারক** এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের **সম্পত্তির** বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে **প্রকাশ করা** এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।	✔			✔						
আইনগত সহায়তা (অধ্যায়-১৮)	**জাতীয়** আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করা।	✔			✔						
বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (অধ্যায়-১৯)	'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' রহিত করে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করা								✔		
আইন পেশার সংস্কার (অধ্যায়-২৫)	আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ; জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং তার প্রধান হিসাবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান; আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ।	✔			✔						
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যেকোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া।	✔			✔						

[illegible]রাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা।	✔			✔						

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সংশোধন	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-০১)	✔			✔						
দুদকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি	প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১১) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔			✔						
দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশল দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন; বাস্তবায়নে ন্যায়পাল	রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২)	✔			✔						
বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা	সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৩)	✔			✔						
স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন	রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ- ৪)	✔			✔						
সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৫)	✔			✔						

রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা	নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৬) • রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; • সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন; এবং • রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না।	✔			✔						
পর্যায়ক্রমে সেবাখাতের সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশন	সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের- বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৭)			✔							কিভাবে আনবে? কোন প্রক্রিয়ায় আনবে? ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে কারা থাকবে? ব্যবস্থাপনা যদি সঠিক না থাকে তাহলে অটোমেশনের সেবা কিভাবে পাবো? প্রতিটি জায়গায় ওয়ানস্টপ সার্ভিস থাকা উচিত তবে ডিজিটাল অটোমেশন অনেক জায়গায় ফেইল করেছে যেখানে মানুষকে হেনস্তা, হয়রানির শিকার হতে হয়েছে।
বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা	UN Convention against Coruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৮)	✔			✔						
আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে Common Reporting Standards (CRS) এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার	দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা। [কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধে বিশ্বব্যাপী Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters or Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রণীত ও ২০১৭ সালে কার্যকর হওয়া Common Reporting Standards (CRS) এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদানের জন্য CRS ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (১৪৯টি) দেশ MCAA এর পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং ১২০ টি দেশ CRS ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। বাংলাদেশ এখনও এ উদ্যোগে অন্তর্ভূর্ক হয়নি।]	✔			✔						
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ৫(১) ধারার সংশোধন করে কমিশনার সংখ্যা পাঁচে উন্নীতকরণ	দুদক আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১২) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔			✔						

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৩)	✔			✔						
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে কমিশনারের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা । (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৪) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✔			✔						
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন করে বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন পূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৫)	✔			✔						
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৬)	✔			✔						
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা- • পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে; • প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবন বৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে; • আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে; • সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে; • সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজনে কমিটি দুইজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন প্রার্থীর নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করবে; • জনসম্মুখে নাম প্রকাশের ন্যূনতম সাত দিন পরে কমিটি প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন প্রার্থীর নাম গোপনীয়তার সহিত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৭)	✔				✔					

দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে- • প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করা, • উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে, প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হল- (১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা (২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা (৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন (৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ (৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে অবহিতকরণ (৮) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রতিবেদন (৯) দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন বিষয়ে অগ্রগতি (১০) দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধী কার্যক্রমের বিবরণ; • কমিটি দুদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করবে; • কমিটি যথাসম্ভব উক্ত শুনানি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেবে; • উক্ত শুনানি শেষে কমিটি তার লিখিত পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করবে;	✔				✔					
দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা। [উক্ত ধারা অনুসারে কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুদককে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন করবে। এর ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুদককে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশনের মতে ২০১৩ সালের এই সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক ও দুদকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ইতিমধ্যে ৩২ক ধারাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।] (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৪)					✔					গণভোটের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।
আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। (আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে NBR দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক NBR থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারতো, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।) (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৯)	✔			✔						

রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP এর পক্ষভুক্ত হওয়া	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া। (২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ Open Government Declaration (OGD) প্রণয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত সরকারের ধারনা আন্তর্জাতিকীকরণের সূচনা করেছে। OGD সমর্থনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত সরকার বিষয়ক নুন্যতম মানদন্ড পূরণ সাপেক্ষে, যে কোন রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার Open Government Partnership (OGP)'র সদস্যভুক্ত হতে পারে। OGP'র সদস্যদের স্বচ্ছ, অংশিদারিত্বমূলক, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমুলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও সুযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৭টি দেশ এবং ১৫০টির বেশি স্থানীয় সরকার OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ OGP'র সদস্যভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। অদ্যাবধি বাংলাদেশ এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়নি। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১০)			✔		✔					এবিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হলে তাতে জাকের পার্টির শ্রদ্ধা থাকবে, তবে বৃহত্তর পরিসরে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে গণভোটের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা উচিত।

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ												
রাজনৈতিক দল: জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম							দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মোমিনুল আমিন, মহাসচিব, এনডিএম					
			মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						
বিষয়		সারসংক্ষেপ	একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
নাগরিকতন্ত্র		১. সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	We consider this a superficial change with little substantive value. The term 'প্রজাতন্ত্র' (republic), as a direct counterpoint to 'রাজতন্ত্র' (monarchy), is appropriately justified within our constitutional framework. Nonetheless, NDM will support the change if a majority of other parties agree to it.
		২. ভাষা নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে 'বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৩. বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন" হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৪. সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা , অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
সংবিধানের মূলনীতি		৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	বহুত্ববাদ – আমরা একমত নই; while NDM affirms the principle of 'pluralism', we believe the Bengali term currently in use fails to capture the full meaning and spirit of the concept.
		৫.২ কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	**বহুত্ববাদী** শব্দ প্রতিস্থাপন আবশ্যক - as above.
রাষ্ট্রের মূলনীতি		সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেওয়া।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM agrees to the rescission of these articles, contingent upon the inclusion of new provisions that guarantee the protection of fundamental rights and preserve the nation's identity grounded in Bangladeshi nationalism.
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা		১. বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে '*মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা*' নামে একটি '*ভাগ হিসেবে একীভূতকরণ*'।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		২. সংবিধানের '*মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা*' ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার' অন্তর্ভুক্ত করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

		৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তি করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
		৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM holds that budgetary matters neither need to be nor should be enshrined in the constitution.
আইনসভা		১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ ('Senate'-সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	চার বছর মেয়াদে আমাদের আপত্তি রয়েছে — however, NDM supports the establishment of a bicameral parliament.
	নিম্নকক্ষ	১। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM disagrees with the proposed number. While we support the rotation mechanism for women's seats as suggested by the Election Commission Reform Commission, we believe the total should not exceed 50. This is indeed a necessary experiment, but an experiment should not account for a quarter of all seats in parliament.
		২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	This proposal defies logic and lacks any rational basis.
		৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NDM finds no justification for this arbitrary selection. While 18—being the legal voting age—could be debated, the choice of 21 appears entirely unfounded.
		৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

		৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	(ক)প্রধানমন্ত্রী ও (খ)সংসদনেতা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন? (গ) এটি রাজনৈতিক দল নির্ধারণ করবে
		৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM believes that members of parliament should only be permitted to vote against their party's position on a 'conscience vote'—that is, on matters of moral conviction. This practice is followed in countries such as Canada and Australia.
		৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM suggests: (1) Dual chairs for all parliamentary committees; and (2) the parliamentary oversight committee should be chaired by a member of the opposition.
	উচ্চকক্ষ	১। উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা; (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM supports the proposal for 100 members but opposes the inclusion of 5 members selected by the President.
		উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	রাষ্ট্রপতির কোনো স্থান নেই - as above.
		২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় ব্যতিত উচ্চকক্ষের জন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
	সংবিধান সংশোধনী	১। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদনের বিধান করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	We agree, provided that the parliamentary structure is established in line with our recommendations.
	আন্তর্জাতিক চুক্তি	জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	as above

	অভিশংসন	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
নির্বাহী বিভাগ		১। আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		২। সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৩। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল(এনসিসি) গঠন করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM agrees to this, provided it is a temporary arrangement.
	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	১। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল "এনসিসি' রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-এ সদস্য হবেন: ১. রাষ্ট্রপতি; ২. প্রধানমন্ত্রী; ৩. বিরোধীদলীয় নেতা; ৪. নিম্নকক্ষের স্পিকার; ৫. উচ্চকক্ষের স্পিকার: ৬. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ৭. বিরোধীদল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৮. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার, ৯. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উচ্চ কক্ষের গঠনের অরিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM agrees in principle to the necessity of such a body, but not as a separate center of power. Rather, it should function as an instrument to enhance the President's authority. Accordingly, NDM proposes establishing it as a Presidential Advisory Council and recommends constitutional provisions to empower the President to make appointments in consultation with this council.
		২। আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না-নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর যাদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠিত হবে: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধান উপদেষ্টা, ৩. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ৪. প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন সদস্য। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
		৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: ১. নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ২. এটর্নি জেনারেল; ৩. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৪. দুর্নীতি কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৫. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৬. স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৭. প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান; ৮. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	Please check #1 for NDM position.
	রাষ্ট্রপতি	১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NDM agrees to the second point. As for the first, we have no objection and will offer our assent if a majority of political parties support it.
		২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে ১. আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; ২. প্রতিটি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণঃ ৬৪ টি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে ৬৪টি ভোট], ৩. প্রতিটি '*সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে একটি করে ভোট। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NDM proposes expanding the electoral college to include all elected officials from upazilas, municipalities (pouroshobhas), and union councils.

		৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
	প্রধানমন্ত্রী	১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	Not applicable under a Westminster-style system.
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	NDM's position has already been clarified in the নিম্নকক্ষ (Lower House) section.
	অন্তর্বর্তী সরকার	১। আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		২। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান '*প্রধান উপদেষ্টা*' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অনূন ১৫ দিনের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
	প্রধান উপদেষ্টা	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM does not support the NCC.
		৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি '*প্রধান উপদেষ্টা*' হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
		৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

		৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
		৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে অপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
		৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যহতিতে পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত অপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
বিচার বিভাগ	**সুপ্রিম কোর্ট**	১। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (জুডিশিয়াল আপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)) গঠন করা হবে। সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান), আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)। হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); এটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	The entire process should be entrusted to the judiciary. The provision for selecting a citizen by the Upper House of Parliament should be removed.
		৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	Such matters should be guided by tradition, not be mandated by constitutional diktat.
		৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি) - এর থাকবে।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৬। বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা।	✓	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
	অধস্তন আদালত	৭। 'অধ:স্তন আদালত' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

		৭.১। স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যাস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিকার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়ান সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
	স্থানীয় সরকার	১। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এল জি আই) আর্থিক বাবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে)।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		২। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৩। এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৪। প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন; ১। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৫। এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
		৬। একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা , যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
	স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	১। সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এই বিষয়ের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ		পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে (এই কমিশনগুলো হচ্ছে; (ক) মানবাধিকার কমিশন, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সরকারি কর্ম কমিশন, (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন, (৪) দুর্নীতি দমন কমিশন) । সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
বিবিধ		১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা , এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
		২। কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১(খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM does not support the NCC.

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মোমিনুল আমিন, মহাসচিব, এনডিএম**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন	জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
তথ্য অধিকার আইন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংশোধন করা (সংশোধন প্রস্তাবের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
Official Secrets Act	Official Secrets Act ১৯২৩ সংশোধন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
নাগরিক কমিটি' গঠন	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে 'জেলা নাগরিক কমিটি' ও উপজেলা নাগরিক কমিটি' গঠন করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

নতুন দু'টি বিভাগ গঠন	কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দু'টি নতুন বিভাগ গঠন করা	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন	'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'উপজেলা কমিশনার' ও 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' করা। 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবী পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা) করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার	উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন	বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনের মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) নামে দুটি নতুন কমিশন সৃষ্টি করা। বাকি সকল সার্ভিস বর্তমান কমিশনের অধীনে রাখা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল এবং সচিব নিয়োগে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন ও সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গঠন	বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা (যে কমিটি অতিরিক্ত সচিব থেকে সচিব এবং সচিব থেকে মুখ্যসচিব পদে পদন্নোতির সুপারিশ করবে)। একইসঙ্গে বিভিন্ন সার্ভিসের বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (SES) গঠন করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন	জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সংগে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন - ১২(ঙ))	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের নিয়োগ	জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে নিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM's position is clarified in the Election Commission Reform Commission section.
প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা	দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
জেলা পরিষদ বাতিল	বিদ্যমান জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে জেলা পরিষদসমূহের সকল সম্পত্তি প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
পৌরসভা শক্তিশালীকরণ	পৌরসভার চেয়্যারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন। ১৮ (ঘ))	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট' বা 'রাজধানী মহানগর সরকার'	প্রস্তাবিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারয়ণগঞ্জকে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের সমপর্যায়ের 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট'-গঠন করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM does not support the rescinding of elected positions.
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার	ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়্যারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ	হিসাব বিভাগ হতে অডিট বিভাগ পৃথক করে একটি নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	ফৌজদারি (পিপি) ও দেওয়ানি মামলা (জিপি) পরিচালনার জন্য দু'টি স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করা। এজন্য একটি আইন প্রণয়ন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পিপি ও জিপি নিয়োগ করা। (এই বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ	সরকারি চাকুরিতে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান বাতিল এবং ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	

মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) /সহকারী একান্ত সচিব পাদয়ন	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস), সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগ করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মোমিনুল আমিন, মহাসচিব, এনডিএম

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নির্বাচন কমিশন গঠন	রাজনৈতিক ঐকমত্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ স্পষ্টীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM does not support the NCC.
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	as above

প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতা	দুইবার নির্বাচত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা হতে বাধা	একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM considers a threshold of 1% of the national vote a reasonable criterion for securing a seat in the Upper House.

সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	উচ্চ কক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০টি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM proposes accepting alternative qualifications—such as significant achievements in sports, arts, or public service—as the primary basis for eligibility, and recommends requiring a Master's degree only when no such alternative criterion is met.
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের যোগ্যতার অনুরূপ করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM's position has been clarified in the Constitution Reform Commission section.
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	A maximum of 50 seats.
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	There is neither a sound rationale for this nor any practical possibility of its implementation.
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM's position has been clarified in the Constitution Reform Commission section.

ডেপুটি স্পিকার	বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	(1) Valid for 90 days; (2) extendable by up to 120 additional days in emergency situations; (3) applicable only to national elections.
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	We cannot agree to this point without a clear understanding and legal definition of 'প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার' (necessary legal and regulatory reforms); we are in agreement with the rest.
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

স্থানীয় সরকার নির্বাচন	জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	
সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ	ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM believes this should remain under the jurisdiction of the Election Commission and be determined based on clearly defined criteria related to population size.
স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM supports the establishment of a financially independent Election Commission. While it should remain subject to audit requirements, it must not be dependent on any other institution for financial approvals.
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটি সমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা	মানবতা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতা বিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মোমিনুল আমিন, মহাসচিব, এনডিএম

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রদ করে আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা (সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ (৩য় অধ্যায়)	আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ৭ (সাত) জন নির্ধারণ এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আপীল এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনের কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করার ক্ষমতা (৩য় অধ্যায়)	শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরিবর্তে, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং একই পদ্ধতিতে অপসারণযোগ্য অন্যান্য পদধারীদের বিষয়ে তদন্ত করার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্বরত বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ ও প্রয়োগ।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লংঘনের ফল (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

অধ:স্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন (৪র্থ অধ্যায়)	বিচারকদের চাকুরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা (৫ম অধ্যায়)	নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন এবং রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) বজায় রেখে এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুন্ন না করে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	FALSE	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
উপজেলা পর্যায়ে আদালত (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র সহকারি জজ এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়)	সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE		
রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন (৮ম অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন' নামে একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE		
স্বতন্ত্র ফৌজদারী তদন্ত সার্ভিস (৯ম অধ্যায়)	একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE		
সংবিধান-সংশোধন (১০ম অধ্যায়)	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সংবিধানের বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৬ষ্ঠ ভাগ ও অন্যান্য ভাগের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও নতুন কিছু বিধান সংযোজন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE		
অধ:স্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধি (অধ্যায়-১১)	বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং নতুন ও বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE		
বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা (অধ্যায়-১২)	বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নির্ধারণকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE		
সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (অধ্যায়-১৫)	দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রনয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE		

বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ (অধ্যায়-১৭)	প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
আইনগত সহায়তা (অধ্যায়-১৮)	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অধ্যায়-১৯)	'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' রহিত করে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করা	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
আইন পেশার সংস্কার (অধ্যায়-২৫)	আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ; জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং তার প্রধান হিসাবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান; আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যেকোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া।	FALSE	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	NDM considers this to be in violation of democratic principles.
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা।	✓	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	✓	FALSE	

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মোমিনুল আমিন, মহাসচিব, এনডিএম**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সংশোধন	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-০১)	✓	FALSE	FALSE	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	✓	**FALSE**	
দুদকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি	প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১১) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	✓	**FALSE**	

দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশল দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন; বাস্তবায়নে ন্যায়পাল	রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২)	✓	FALSE	FALSE	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	✓	**FALSE**	
বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা	সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৩)	✓	FALSE	FALSE	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	✓	**FALSE**	
স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন	রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ- ৪)	✓	FALSE	FALSE	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	✓	**FALSE**	
সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৫)	✓	FALSE	FALSE	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	✓	**FALSE**	

রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা	নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৬) • রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; • সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন; এবং • রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না।	FALSE	FALSE	✓	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	পরিবারের সদস্যদের আয় এবং সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক হওয়ার কোন আইনি বাধ্যবাধকতা নাই।
পর্যায়ক্রমে সেবাখাতের সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশন	সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের-বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৭)	✓	FALSE	FALSE	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	✓	**FALSE**	

বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা	UN Convention against Coruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৮)	✓	FALSE	FALSE	✓	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	
আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে Common Reporting Standards (CRS) এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার	দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা। [কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধে বিশ্বব্যাপী Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters or Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রণীত ও ২০১৭ সালে কার্যকর হওয়া Common Reporting Standards (CRS) এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদানের জন্য CRS ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (১৪৯টি) দেশ MCAA এর পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং ১২০ টি দেশ CRS ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। বাংলাদেশ এখনও এ উদ্যোগে অন্তর্ভূর্ক হয়নি।]	✓	FALSE	FALSE	✓	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ৫(১) ধারার সংশোধন করে কমিশনার সংখ্যা পাঁচে উন্নীতকরণ	দুদক আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১২) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	✓	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৩)	✓	FALSE	FALSE	✓	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে কমিশনারের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৪) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	✓	FALSE	FALSE	✓	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন করে বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন পূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৫)	✓	FALSE	FALSE	✓	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	

দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৬)	FALSE	FALSE	✓	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	✓	**FALSE**	

দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা- • পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে; • প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবন বৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে; • আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে; • সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে; • সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজনে কমিটি দুইজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন প্রার্থীর নাম জনসম্মুখে	✓	FALSE	FALSE	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	✓	**FALSE**	

দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে- • প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করা; • উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে, প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হল- (১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা (২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা (৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন (৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ (৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে অবহিতকরণ (৮) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রতিবেদন (৯) দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন বিষয়ে অগ্রগতি (১০) দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধী কার্যক্রমের বিবরণ; • কমিটি দুদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করবে;	✓	FALSE	FALSE	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	✓	**FALSE**	

দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা। [উক্ত ধারা অনুসারে কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুদককে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন করবে। এর ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুদককে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশনের মতে ২০১৩ সালের এই সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক ও দুদকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ইতিমধ্যে ৩২ক ধারাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।] (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৪)	✓	FALSE	FALSE	✓	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	
আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। (আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে NBR দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক NBR থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারতো, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।) (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৯)	✓	FALSE	FALSE	✓	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	✓	**FALSE**	

রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP এর পক্ষভুক্ত হওয়া	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া । (২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ Open Government Declaration (OGD) প্রণয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত সরকারের ধারনা আন্তর্জাতিকীকরণের সূচনা করেছে। OGD সমর্থনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত সরকার বিষয়ক নুন্যতম মানদন্ড পূরণ সাপেক্ষে, যে কোন রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার Open Government Partnership (OGP)'র সদস্যভুক্ত হতে পারে। OGP'র সদস্যদের স্বচ্ছ, অংশিদারিত্বমূলক, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমুলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও সুযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৭টি দেশ এবং ১৫০টির বেশি স্থানীয় সরকার OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ OGP'র সদস্যভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। অদ্যাবধি বাংলাদেশ এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়নি। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১০)	✓	FALSE	FALSE	✓	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	**FALSE**	

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লিখিত (প্রথম খন্ড; দ্বিতীয় অধ্যায়) সুপারিশসমূহের বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) – এর মতামত

প্রস্তাবনা

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	<u>সংবিধানের বিদ্যমান প্রস্তাবনাকে নিম্নোক্ত ভাষ্য দিয়ে প্রতিস্থাপনঃ</u> আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, যারা এই ভূখন্ডের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি; আমরা সব শহীদের প্রাণোৎসর্গকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে অঙ্গীকার করছি যে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের যে আদর্শ বাংলাদেশের মানুষকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতার যে আদর্শ ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করেছিল, সেই সব মহান আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে; আমরা জনগণের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে জনগণের জন্য একটি সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করছি, যে সংবিধান বাংলাদেশের জনগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ এবং যে সংবিধান স্বাধীন সত্তায় যৌথ জাতীয় বিকাশ সুনিশ্চিত করবে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষণ করবে; আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, এই সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে পরস্পরের প্রতি অধিকার, কর্তব্য ও জবাবদিহিতার চেতনায় সংঘবদ্ধ করবে, সর্বদা রাষ্ট্র পরিচালনায় জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার নীতিকে অনুসরণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখবে; জনগনের সম্মতি নিয়ে আমরা এই সংবিধান জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করছি।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** প্রস্তাবিত সুপারিশে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকে প্রকারান্তরে ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সাথে এক কাতারে বিবেচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অনাবশ্যক রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরী হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে সংবিধানের সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হবে।

১

প্রস্তাবনা

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	<u>সংবিধানের বিদ্যমান প্রস্তাবনাকে নিম্নোক্ত ভাষ্য দিয়ে প্রতিস্থাপনঃ</u> আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, যারা এই ভূখন্ডের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি; আমরা সব শহীদের প্রাণোৎসর্গকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে অঙ্গীকার করছি যে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের যে আদর্শ বাংলাদেশের মানুষকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতার যে আদর্শ ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করেছিল, সেই সব মহান আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে; আমরা জনগণের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে জনগণের জন্য একটি সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করছি, যে সংবিধান বাংলাদেশের জনগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ এবং যে সংবিধান স্বাধীন সত্তায় যৌথ জাতীয় বিকাশ সুনিশ্চিত করবে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষণ করবে; আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, এই সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে পরস্পরের প্রতি অধিকার, কর্তব্য ও জবাবদিহিতার চেতনায় সংঘবদ্ধ করবে, সর্বদা রাষ্ট্র পরিচালনায় জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার নীতিকে অনুসরণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখবে; জনগনের সম্মতি নিয়ে আমরা এই সংবিধান জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করছি।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** প্রস্তাবিত সুপারিশে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকে প্রকারান্তরে ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সাথে এক কাতারে বিবেচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অনাবশ্যক রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরী হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে সংবিধানের সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হবে। *** **পঞ্চদশ সংশোধনী পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখা হোক** * সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার [এই [illegible] হতে।]

পৃঃ - ২.১

নাগরিকতন্ত্র (বর্তমানে 'প্রজাতন্ত্র' নামে অভিহিত)

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
রাষ্ট্র ১	সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** * কমিশন এই বিষয়টিতে Rigid নয়।
রাষ্ট্রধর্ম ২	কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রধর্মের বর্তমান বিধান বহাল রাখা হোক।	**একমত।**
রাষ্ট্রধর্ম ৩	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'/আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু' অন্তর্ভুক্ত করা হোক।	**একমত।**
ভাষা ৪	রাষ্ট্র ভাষা হবে - বাংলা। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।	**একমত।**
প্রতিকৃতি প্রদর্শন ৫	কমিশন সুপারিশ করছে যে, জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি প্রদর্শনের বাধ্যতামূলক বিধান (বিদ্যমান সংবিধানের ৪ক অনুচ্ছেদ) বিলুপ্ত করা হোক।	**একমত।**
নাগরিকত্ব ৬	'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি ...' কমিশন এই বিধানটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছে। সুপারিশ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হোক "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশী' বলে পরিচিত হবেন"।	**একমত।**
সংবিধান বিলুপ্তি, স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ ৭	কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক বিলুপ্তির সুপারিশ করছে।	**একমত।**

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
বিভিন্ন সাংবিধানিক বিধানের পরিবর্তনযোগ্যতা ৮	কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ বিলুপ্তির সুপারিশ করছে।	**একমত।**

রাষ্ট্রের মূলনীতি সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্তি

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
৯	সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্রকে অন্তর্ভূক্ত করা হোক। বাংলাদেশের বহুত্ববাদী চরিত্রকে ধারণ করে এমন একটি বিধান সংবিধানে যুক্ত করা সমীচীন। সুতরাং, কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভূক্তির সুপারিশ করছে, "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ অগ্রহণযোগ্য।** অনুচ্ছেদ ৮, ৯, ১০ ও ১২-কে পঞ্চদশ সংশোধনীর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মূলনীতি হিসেবে 'বহুত্ববাদ' এর যৌক্তিকতা বোধগম্য নয়। সংবিধানে শুরু থেকেই 'জাতীয়তাবাদ' কে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী অদ্যাবদি 'জাতীয়তাবাদ' কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি থেকে বাদ দেবার কথা বলেনি। এমতাবস্থায়, কোন উদ্দেশ্যে 'জাতীয়তাবাদ' কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি থেকে বাদ দেবার সুপারিশ করা হয়েছে, তা বোধগম্য নয়। রাষ্ট্রের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় অনুচ্ছেদ ১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ১৮ক, ১৯, ২০, ২৩, ২৩ক ও ২৪ এ উল্লিখিত অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ
১০	কমিশন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেয়ার সুপারিশ করছে।	
১১	কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩ (মালিকানার নীতি), ১৫ (মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা), ১৭ (অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা), ১৮ (জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা), ১৮ক (পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন), ১৯ (সুযোগের সমতা), ২০ (অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম), ২৩ (জাতীয় সংস্কৃতি), ২৩ক (উপজাতি, ক্ষুদ্রজাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি) এবং ২৪ (জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি) বিলুপ্ত করে কমিশন প্রস্তাবিত 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' শিরোনামের অধীন বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছে।	

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
১২	প্রস্তাবিত সংস্কারের ফলে বিদ্যমান সংবিধানের যে বিধানগুলো সংস্কার করতে হবে, তার তালিকা উপস্থাপন	বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্তি একটি অবাস্তব ও অতি উচ্চাভিলাসী চিন্তা। এতদসংক্রান্ত যে কোন নতুন সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচিত সংসদে আরও ব্যাপকভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

Art. 26
Art. 47

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
১	কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকার এবং তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারগুলো সংশোধন করে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নামে একটি একক অধিকারের সনদ গঠন করা হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ অগ্রহণযোগ্য।** রাষ্ট্রের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদালতে বলবৎযোগ্য করা একটি অতি উচ্চাভিলাসী চিন্তা।
২	কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ভাগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালাগুলো সংবিধানের প্রথম ভাগে স্থানান্তরিত হোক।	
৩	কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'আইনের সমান সুরক্ষার' পরিধি সম্প্রসারণ করে 'আইনের সমান সুরক্ষা ও সুবিধা' (নাগরিকদের পরিবর্তে সকল ব্যক্তির জন্য) অন্তর্ভুক্ত করা হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** নাগরিকের বাইরে অন্য সকল ব্যক্তিদের জন্য অনুচ্ছেদ ৩১ এ আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক।
৪	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে অননুমোদিত বৈষম্যের যে সীমিত তালিকা আছে, তা পরিবর্তন করে এমন একটি তালিকা করা হোক যেখানে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, গায়ের রং, নৃগোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মত, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, জন্মস্থান-এই সবসহ আরও অনেক কারণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** বর্তমান সংবিধানের বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ২৭-২৮ থাকার পর প্রস্তাবিত সুপারিশের কোন আবশ্যকতা নেই।

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
৫	কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার রক্ষা নিয়ে একটি আলাদা অনুচ্ছেদ থাকবে, যা রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় (non-state) সংস্থাসমূহ কর্তৃক বেআইনি কাজ, যেমন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। সংবিধানে শারীরিক অখণ্ডতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ষার বিধান সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত করা হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** বিদ্যমান সংবিধানেই বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা ও শারীরিক অখণ্ডতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ষার বিষয়টি স্বীকৃত (অনুচ্ছেদ ৩২) বিধায় এ সংক্রান্ত নতুন কোন সংশোধনী অনাবশ্যক।
৬	কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড' সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা বিচার ও দণ্ড এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** প্রস্তাবিত সুপারিশের যৌক্তিকতা হিসেবে কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: "অনুচ্ছেদটির শিরোনাম 'বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে সুরক্ষা' হওয়ায়, এই সুরক্ষা শুধু বিচার ও শাস্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কিন্তু 'যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড' - এর সুরক্ষার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত এবং তা বিচার ও শাস্তির বাইরে অন্যান্য পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য" (প্রথম খন্ড; পৃষ্ঠা: ৭৮)। উল্লিখিত যৌক্তিকতায় সংবিধান ব্যাখ্যার বিষয়ে বিভ্রান্তিকর অনুমানের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে 'যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড' সম্পর্কিত বিদ্যমান বিধানটি (অনুচ্ছেদ ৩৫(৫)) সকল পরিস্থিতির জন্যই প্রযোজ্য।
৭	কমিশন সুপারিশ করছে যে, দাসত্ব, বশ্যতায় আবদ্ধ রাখা এবং জবরদস্তি শ্রম বিষয়ক বর্তমান অনুচ্ছেদটি নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক একটি নতুন অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** সুপারিশে উল্লিখিত প্রত্যাশা বিদ্যমান বিধান দ্বারাই সুরক্ষিত।
৮	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে মানব পাচার, যৌন পাচার এবং শোষণের সকল রূপ, যার মধ্যে চোরাচালান, শোষণ	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।**

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	এবং দাসত্ব অন্তর্ভুক্ত, প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক।	মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা হিসেবে এরূপ অনুচ্ছেদ সংযোজনের কোন যৌক্তিকতা নেই।
৯	কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিচার ও দণ্ডসংক্রান্ত অধিকারের ক্ষেত্রে অবিলম্বে অবহিত হওয়ার অধিকার, আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও আইনগত সহায়তার অধিকার, সময়মতো বিচারের অধিকার, যৌক্তিক জামিনে মুক্তির অধিকার, এবং অসাংবিধানিক বা বেআইনি উপায়ে প্রাপ্ত প্রমাণ বাতিল করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** অবহিত হওয়ার অধিকার ও আইনগত প্রতিনিধিত্বের অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩৩), সময়মতো বিচারের অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩৫), এবং যৌক্তিক জামিনে মুক্তির অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩২) বিদ্যমান সংবিধানেই স্বীকৃত। রাষ্ট্রের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় ঢালাওভাবে আইনগত সহায়তার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া বাস্তবসমম্মত নয়। বেআইনি উপায়ে প্রাপ্ত প্রমানের বিষয়টি স্বাক্ষ্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত হওয়াই অধিকতর যৌক্তিক।
১০	কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্র এই নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্র যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে না, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের মালিকানা গোষ্ঠীতান্ত্রিক বা একচেটিয়া হতে দেবে না।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** সুপারিশের প্রথম অংশটি বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৩৯ দ্বারা স্বীকৃত। সুপারিশের দ্বিতীয় অংশটি বিভ্রান্তিকর; এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে।
১১	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হোক, যা ইন্টারনেট প্রাপ্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করবে এবং সকল নাগরিকের জন্য যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।	**একমত।**
১২	কমিশন সুপারিশ করছে যে, তথ্য পাওয়ার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** প্রস্তাবিত অধিকার বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৩৯ দ্বারা স্বীকৃত।

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
১৩	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হোক, যাতে জনগণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদান করতে পারে এবং কাউকে কোনো দল বা সংগঠনে যোগদান করতে বা বিরত রাখতে না পারে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** প্রস্তাবিত অধিকার বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৩৭-৩৮ দ্বারা স্বীকৃত।
১৪	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে একটি বিস্তারিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রকাশ্যে বা ব্যক্তিগতভাবে, এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে ধর্ম পালন, প্রচার, প্রসার এবং প্রকাশ করার অধিকার নিশ্চিত করবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে বিদ্যমান বিধানে (অনুচ্ছেদ ৪১) কোনরূপ পরিবর্তনের আবশ্যকতা নেই।
১৫	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিদেশী খেতাব গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান বাতিল করা হোক।	**নীতিগতভাবে একমত।** এতদসংক্রান্ত যে কোন নতুন সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচিত সংসদে আরও ব্যাপকভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।
১৬	কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি নাগরিকের জন্য ভোটাধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা হোক।	**নীতিগতভাবে একমত।** এতদসংক্রান্ত যে কোন নতুন সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচিত সংসদে আরও ব্যাপকভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।
১৭	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত এবং সমবায়ী- এই বিভিন্ন প্রকার মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়া হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** মালিকানার নীতি সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানে (অনুচ্ছেদ ১৩) কোনরূপ পরিবর্তনের আবশ্যকতা নেই।
১৮	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ব্যক্তি ও জনপরিসর উভয় ক্ষেত্রে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার থাকবে।	**নীতিগতভাবে একমত।** এতদসংক্রান্ত যে কোন নতুন সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচিত সংসদে আরও ব্যাপকভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।
১৯	কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিক্ষার অধিকারকে বলবৎযোগ্য সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হোক। রাষ্ট্রকে অবশ্যই আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত সকলের	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।**

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিক্ষা সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে।	রাষ্ট্রের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় এটি একটি অতি উচ্চাভিলাসী চিন্তা।
২০	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে রাষ্ট্রের বিদ্যমান সামর্থ্য ও সম্পদের আওতায় একটি বলবৎযোগ্য স্বাস্থ্য অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক। রাষ্ট্রকে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল নাগরিকের জন্য জরুরি চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।	**নীতিগতভাবে একমত।** এতদসংক্রান্ত যে কোন নতুন সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচিত সংসদে আরও ব্যাপকভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।
২১	কমিশন সুপারিশ করছে যে, যথাযথ, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কার ও পানযোগ্য পানি এবং পয়োনিষ্কাশনের অধিকার রাষ্ট্রের সামর্থ্য এবং বিদ্যমান সম্পদের আওতায় বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ অগ্রহণযোগ্য।** রাষ্ট্রের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় এটি একটি অতি উচ্চাভিলাসী চিন্তা।
২২	কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় বাসস্থানের অধিকার বলবৎযোগ্য করা হোক, যাতে যথাযথ, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়।	
২৩	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ভোক্তা-সুরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।	**নীতিগতভাবে একমত।** এতদসংক্রান্ত যে কোন নতুন সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচিত সংসদে আরও ব্যাপকভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।
২৪	কমিশন সুপারিশ করছে যে, বেকারত্ব, মাতৃত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা, বার্ধক্য এবং এতিম হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** রাষ্ট্রের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় এটি একটি অতি উচ্চাভিলাসী চিন্তা।
২৫	কমিশন সুপারিশ করছে যে, ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরিসহ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের মাধ্যমে সম্মানজনক ও	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।**

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	সুরক্ষিত কাজের অধিকারকে বলবৎযোগ্য করা হোক।	এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানে (অনুচ্ছেদ ২০) কোনরূপ পরিবর্তনের আবশ্যকতা নেই।
২৬	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সকলের নিজস্ব সংস্কৃতির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক। এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রত্যেকের নিজ ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ এবং ভাষা, মূল্যবোধ, প্রথা, লিপি ও ঐতিহ্য অনুসারে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা। এ বিষয়ে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা করবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানে (অনুচ্ছেদ ২৩-২৩ক) কোনরূপ পরিবর্তনের আবশ্যকতা নেই।
২৭	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে এমন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক যাতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নতির অধিকার থাকবে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার থাকবে।	
২৮	কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিশেষভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এমন অধিকার যোগ করা হোক যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে- বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ, ইশারা ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ এবং তাদের প্রতিবন্ধকতার সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, উপকরণ ও যন্ত্রপাতির যুক্তিসঙ্গত প্রাপ্তির সুযোগ।	**নীতিগতভাবে একমত।** এতদসংক্রান্ত যে কোন নতুন সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচিত সংসদে আরও ব্যাপকভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।
২৯	কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের নীতিকে গ্রহণ করে একটি শিশু অধিকারবিষয়ক অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক, যার মধ্যে থাকবে-নাম ও পরিচয়ের অধিকার; সহিংসতা ও অমানবিক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার; এবং নির্যাতন, অবহেলা, ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক প্রথা, যেকোনো ধরনের সহিংসতা, অমানবিক আচরণ ও শাস্তি এবং বিপজ্জনক বা শোষণমূলক শ্রম থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার, এবং রাষ্ট্রের সামর্থ্য সাপেক্ষে টিকা, স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক যত্ন বা পিতা-মাতার যত্ন ও পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন হলে উপযুক্ত বিকল্প যত্ন পাওয়ার অধিকার।	**নীতিগতভাবে একমত।** এতদসংক্রান্ত যে কোন নতুন সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচিত সংসদে আরও ব্যাপকভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
৩০	কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ, পরিষ্কার, স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই পরিবেশের অধিকার সংবিধানে নিশ্চিত করা হোক। সকল অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ভূমি-নদী-অরণ্য-সমুদ্র-বায়ুকে সর্বদা মুক্ত ও নির্মল রাখা সুনিশ্চিত করবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** রাষ্ট্রের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় এটি একটি অতি উচ্চাভিলাসী চিন্তা।
৩১	কমিশন সুপারিশ করছে যে, উন্নয়নের অধিকারকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার অংশ হিসেবে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ, অবদান রাখা এবং উপভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করা যাবে, যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে।	
৩২	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিজ্ঞানের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ ও এর সুফল ভোগের অধিকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিকূল প্রভাব থেকে সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** রাষ্ট্রের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারকে আদালতে বলবৎযোগ্য করা একটি অতি উচ্চাভিলাসী চিন্তা।
৩৩	কমিশন সুপারিশ করছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা আর্থিক দায়, সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সকল সম্পদ বণ্টন (sharing) ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** রাষ্ট্রের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় প্রস্তাবিত অধিকারকে আদালতে বলবৎযোগ্য করা একটি অতি উচ্চাভিলাসী চিন্তা।
৩৪	কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিপীড়ন কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর দণ্ড বা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা, দাসত্ব ও জবরদস্তি শ্রমের নিষেধাজ্ঞাসহ নির্দিষ্ট কিছু অধিকারকে কোনো ধরনের সীমা আরোপের অধীন করা যাবে না।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** বিদ্যমান সংবিধানে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিপীড়ন কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর দণ্ড বা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধিকারে কোনো ধরনের সীমা আরোপ করা হয়নি। শুধুমাত্র জীবনের অধিকার ও জবরদস্তি

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
		শ্রমের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধিকারে সীমিত মাত্রায় সীমা আরোপ করা, যা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে নতুন কোন সংস্কারের আবশ্যকতা নেই।
৩৫	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধানটি বিলুপ্ত করা হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** নিবর্তনমূলক আটক ব্যবস্থার অপব্যবহারের আশংকা সত্ত্বেও এতদসংক্রান্ত বিধানটি বিলুপ্ত করা সমীচিন নয়। এতে করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।
৩৬	কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে স্পষ্টভাবে আদালতের রায়ের সমালোচনা করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** প্রস্তাবিত অধিকার বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৩৯ দ্বারা স্বীকৃত।
৩৭	কমিশন সুপারিশ করছে যে, আইনসভায় মানবাধিকার বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটি সংসদীয় বিলের খসড়া মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার মানদণ্ডে পর্যালোচনা করবে এবং যথাযথ সুপারিশ প্রদান করবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** প্রস্তাবিত পর্যালোচনা সংসদ কর্তৃক হওয়াই অধিকতর সঙ্গত।
৩৮	কমিশন সুপারিশ করছে যে, মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একক ও যৌথভাবে আদালতে দায়বদ্ধ করা হোক। এবং এক্ষেত্রে আদালত আইন দ্বারা নির্ধারিত উপযুক্ত প্রতিকার ও শাস্তি প্রদান করবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের আওতায়ই এরূপ প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
৩৯	কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা আরোপের বিধান যুক্ত করা হোক। মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভাগে স্বীকৃত কোনো মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা কেবল আইন দ্বারা এবং শুধু সেই পরিমাণে সীমিত করা যাবে যে পরিমাণে সীমা আরোপ একটি মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত। আরোপিত সীমা সাংবিধানিক কি না, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, নিম্নেবর্ণিত মানদণ্ড বিবেচনা করতে হবে:	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** সকল মৌলিক অধিকারের জন্য একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ হিতে বিপরীত হবে। এতে করে বিদ্যমান অনেক অধিকার সঙ্কুচিত হবার ঝুঁকি বাড়বে।

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	(ক) আইন দ্বারা আরোপিত সীমা বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করে কি না; (খ) আরোপিত সীমা উক্ত উদ্দেশ্যের সাথে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত কি না; (গ) আইনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই সীমা সবচেয়ে কম বাধা সৃষ্টিকারী উপায় কি না; (ঘ) এই সীমা আরোপের এবং আইনের উদ্দেশ্যের গুরুত্বের মধ্যে ভারসাম্য (balance) ও আনুপাতিকতা (proportionality) রক্ষা করা হয়েছে কি না; এবং (ঙ) এই সীমা আরোপ সংবিধানের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।	
৪০	কমিশন সুপারিশ করছে যে, যেসব অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময়ের প্রয়োজন, সংবিধান তাদের বাস্তবায়ন সম্পদের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল করবে, এবং তাদের ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি থাকবে। কমিশন আরও সুপারিশ করছে যে, কোনো অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র অধিকারটি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নেই বলে দাবি করে, তাহলে আদালত নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিবেচনা করবে: (ক) রাষ্ট্রকেই প্রমাণ করতে হবে যে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই; (খ) সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিরাজমান পরিস্থিতি-বিশেষ করে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অবস্থা ও অবস্থান-বিবেচনা করে মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতার সর্বাধিক উপভোগ নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং (গ) আদালত কেবল এই কারণে রাষ্ট্রের সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না যে রাষ্ট্র সেই সম্পদ ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** রাষ্ট্রের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় এটি একটি অতি উচ্চাভিলাসী চিন্তা।

আইনসভা

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
আইনসভার গঠন ১-৩	কমিশন সুপারিশ করছে যে বাংলাদেশে নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষের (সিনেট) সমন্বয়ে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট একটি আইনসভা থাকবে। উচ্চকক্ষ আইনি যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, এবং নির্বাহী ক্ষমতার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকরবে। এর ফলে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এবং আইন প্রণয়নসহ সকল বিষয়ে সীমিত বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতির অবসান ঘটবে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সংসদে নাগরিকদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে এবং অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ানুগ নীতি প্রণয়নের জন্য সহায়ক হবে।	**নীতিগতভাবে একমত।**
নিম্নকক্ষ ৪	সরাসরি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট, অর্থাৎ, ফার্স্ট পাস্ট দ্য-পোস্ট (FPTP) নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ, জাতীয় সংসদ, গঠিত হবে। কমিশন FPTP নির্বাচনী পদ্ধতি অনুসরণের সুপারিশ করেছে, কারণ এটি স্থিতিশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে, যা আমাদের মত একটি নাজুক গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।	**একমত।**
নিম্নকক্ষ ৫-৬	৪০০ (চারশো) আসন নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। ৩০০ (তিনশো) জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। আরো ১০০ জন নারী সদস্য সারা দেশের সকল জেলা থেকে এই মর্মে নির্ধারিত ১০০(একশটি) নির্বাচনী এলাকা থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার	**প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ আংশিক গ্রহণযোগ্য ও আংশিক অগ্রহণযোগ্য।** কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি ভোটে নারী সদস্য নির্বাচন অনাবশ্যক জটিলতা তৈরী করবে। বিদ্যমান ৫০টি সংরক্ষিত নারী

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	মাধ্যমে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।	আসন আলোচনার ভিত্তিতে ১০০ তে উন্নীত করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরন করা যেতে পারে বা সংসদে আলোচনার মাধ্যমে অন্য কোন পদ্ধতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।
নিম্নকক্ষ ৭	রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করবে। * It is suggestion only	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি রাজনৈতিক দলের নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়। এক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আরোপ সমীচিন নয়।
নিম্নকক্ষ ৮	সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হবে	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।**
নিম্নকক্ষ ৯	২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত হবেন।	**একমত।**
মেয়াদ ১০	নিম্নকক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** সংসদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর হওয়াই অধিকতর গ্রহণযোগ্য
দলের বিপক্ষে ভোটদান ১১	অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** বিদ্যমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যরা মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। তবে, দলের বিপক্ষে ভোট দানের ক্ষেত্রে তাদের সদস্যপদ শূণ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে (ক) আস্থাভোট, (খ) অর্থবিল, (গ) সংবিধান সংশোধনী বিল এবং (ঘ) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এমন কোন বিল ছাড়া অন্য সব বিষয়ে দলের বিপক্ষে ভোটদান করলেও সদস্যপদ শূণ্য হবে না মর্মে অনুচ্ছেদ ৭০ এ

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
		প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা যেতে পারে।
স্থায়ী কমিটিসমূহ ১২	আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। * ইতোমধ্যে— [illegible] [illegible] [illegible]	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** রাজনৈতিক শিষ্টাচারের অংশ হিসেবে এরূপ মনোনয়নের সুযোগ রয়েছে। তবে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলে, তা সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে।
সংসদ সদস্যের একাধিক পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ ১৩	একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেননা: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** দলের প্রধান/সংসদ নেতা/প্রধানমন্ত্রী পদে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হবেন – তা একান্তই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক দলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল চেতনার পরিপন্থী।
উচ্চকক্ষ ১৪	উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে; এর মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation-PR) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের মনোনয়ের জন্য সর্বোচ্চ ১০০ (একশো) জন প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারবে । এই ১০০ (একশো) জন প্রার্থীর মধ্যে কমপক্ষে ৫ জন আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবে। অবশিষ্ট ৫টি আসন পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের মধ্য থেকে (যারা	**নীতিগতভাবে আংশিক একমত।** নির্বাচিত সংসদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। * ২০০ আসনে [illegible] [illegible]

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	কোনো কক্ষেরই সদস্য ও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন) প্রার্থী মনোনীত করবেন। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করতে হবে উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় সদস্য ব্যতিত উচ্চকক্ষের অন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।	
মেয়াদ ১৫	উচ্চকক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** সংসদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর হওয়াই অধিকতর গ্রহণযোগ্য
মেয়াদ ১৬	যেহেতু পিআর পদ্ধতি প্রাপ্ত ভোটের যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিফলন ঘটায়, সেহেতু কমিশন উচ্চকক্ষে আসন বণ্টনের জন্য এই পদ্ধতির সুপারিশ করছে।	**নীতিগতভাবে একমত।** নির্বাচিত সংসদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।
উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ১৭	কমিশন সুপারিশ করছে যে, উচ্চকক্ষকে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ অর্পণ করা হবে: ক. আইন প্রণয়নের পর্যালোচনা: (ক) উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করার ক্ষমতা থাকবে না। তবে নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল ব্যতীত সকল বিল উভয় কক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। (খ) আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত নিম্নকক্ষের বিল উচ্চকক্ষ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করবে। যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে: (গ) সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল প্রত্যাখ্যান করে:	**নীতিগতভাবে আংশিক একমত।** নির্বাচিত সংসদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	(ঘ) সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাতে পারবে। নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো, সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। (ঙ) নিম্নকক্ষে পরপর দুটি অধিবেশনে পাসকৃত বিল যদি উচ্চকক্ষ প্রত্যাখ্যান করে এবং নিম্নকক্ষ যদি এটি আবারও পরবর্তী অধিবেশনে পাস করে, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো যেতে পারে। (চ) উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে, তা উচ্চকক্ষ দ্বারা অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।	
সংবিধান সংশোধন ১৮	সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদন প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনী উভয় কক্ষে পাস হলে, এটি গণভোটে উপস্থাপন করা হবে। গণভোটের ফলাফল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** সংবিধানের সকল সংশোধনী গণভোটে উপস্থাপন বাস্তবসম্মত নয়। এক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৪২-কে পঞ্চদশ সংশোধনীপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়াই যথেষ্ট। নিম্ন কক্ষে পাস হওয়া বিল উচ্চ কক্ষ সুপারিশ সহ/সুপারিশ ব্যতিরেকে পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্ন কক্ষে ফেরত পাঠাতে পারবে এরূপ বিধান করা যেতে পারে।
আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন ১৯	কমিশন এই মর্মে সুপারিশ করছে যে, (অ) বিদেশি রাষ্ট্র, (আ) আন্তর্জাতিক সংস্থা, (ই) বিদেশি সরকার, (ঈ) বিদেশি কোম্পানি, বা (উ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানির সাথে কোন চুক্তি নিম্নকক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে আইনসভার উভয় কক্ষে	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তিই জাতীয় স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। এমতাবস্থায়, 'জাতীয় স্বার্থ . . . প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি' বলতে কি বোঝানো হয়েছে, তা বোধগম্য নয়।

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় গোপনীয়তা রক্ষা করে আলোচিত হবে।	প্রস্তাবিত সুপারিশ ঢালাওভাবে সকল ধরনের বাণিজ্যিক, বিনিয়োগ, ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা বাস্তবতা-বিবর্জিত।
অভিশংসন প্রক্রিয়া ২০	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	**একমত।**
ন্যায়পাল নিয়োগ ২১	কমিশন সুপারিশ করছে যে ন্যায়পালের নিয়োগ হবে একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। একজন সাংবিধানিক পদাধিকারী হিসেবে ন্যায়পালের ক্ষমতা হবে মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মকর্তা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত এবং সমাধান করা। এর ফলে জনপ্রশাসন ও শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।	**নীতিগতভাবে একমত।** * আইনটি যুগোপযোগী করা হোক, ন্যায়পাল, ইত্যাদি আইন দ্বারা নির্ধারিত হোক।

* বিষয়টি study করুন।

নির্বাহী বিভাগ

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
সরকারের প্রকৃতি ১.১	আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রযোগ করা হবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** বিদ্যমান সংবিধান অনুসারে "প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে" [অনুচ্ছেদ ৫৫(২)]। প্রধানমন্ত্রীর কর্তত্বে কি প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ নির্বাহী ক্ষমতা প্রযোগ করবে, সে বিষয়ে অনুচ্ছেদ ৫৫(৬) এর অধীনে প্রণীত Rules of Business এ সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। বিদ্যমান এ ব্যবস্থার বিপরীতে প্রস্তাবিত সুপারিশে উল্লিখিত "নির্বাহী

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
		কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রযোগ করা হবে" বক্তব্যটি অগ্রহণযোগ্য।
সরকারের প্রকৃতি ১.২	কমিশন রাষ্ট্রপতির কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের সুপারিশ করছে যা ৩.৩ (রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব এবং কার্যাবলী) নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এই বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কাজ করবেন।	**নীতিগতভাবে একমত।** নির্বাচিত সংসদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।
সরকারের প্রকৃতি ১.৩	কমিশন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ["এনসিসি"] গঠনের সুপারিশ করছে। এনসিসি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী, বিশেষ করে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ সংস্থার প্রধানদের নিয়োগ সম্পাদন করবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ অগ্রহণযোগ্য।** — কতিপয় পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ ব্যতীত প্রস্তাবিত জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের ("এনসিসি") অন্য কোন কাজের/দায়িত্বের কথা প্রস্তাবিত সুপারিশে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি। অন্যদিকে সাধারণভাবে বলা হয়েছে "কমিশন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনযন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ("এনসিসি") গঠনের সুপারিশ করছে"। এই বক্তব্যটি বিভ্রান্তিকর। — সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এরূপ কাউন্সিলের কার্যকারিতা যথেষ্ট প্রমানিত নয়। বিদ্যমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় যে কোন অপ্রমানিত পদ্ধতির experiment হিতে বিপরীত হতে পারে। এর মাধ্যমে সাংবিধানিক পদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অচলাবস্থা তৈরীর আশংকা রয়েছে। — যে এনসিসি রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণের দায়িত্ব পালন করবেন, রাষ্ট্রপতি স্বয়ং সেই এনসিসির
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ২.১.১ Pending	এনসিসি-র সদস্য হবেন: অ. রাষ্ট্রপতি; আ. প্রধানমন্ত্রী; ই. বিরোধীদলীয় নেতা; ঈ. নিম্নকক্ষের স্পিকার; উ. উচ্চকক্ষের স্পিকার; উ. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ঋ. বিরোধী দল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ঃ. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ঔ. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের বাকি সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১(এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উভয় কক্ষের গঠনের তারিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।	

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ২.১.২	আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন।	সদস্য কিভাবে হবেন, তা বোধগম্য নয়। — অ্যাটর্নি জেনারেল শুধু রাষ্ট্র নয় বরং সরকারেরও প্রধান আইন কর্মকর্তা। অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব খর্ব করার কোন সুযোগ নেই। — সরকার-বহির্ভূত কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানগণের নিয়োগের প্রস্তাবিত ধারণা নজিরবিহীন ও বাস্তবতা-বিবর্জিত। — বিভিন্ন কমিশনের (নির্বাচন কমিশন, সরকারী কর্ম কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন) চেয়ারম্যান বা কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত এনসিসির মত একক একটি কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায়িত করা সমীচিন নয়। এর ফলে সরকার একটি কর্তৃপক্ষকে কুক্ষিগত করলে, উল্লিখিত সকল পদেই রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ নিশ্চিত করতে পারবে। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আইনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সার্চ কমিটির দ্বারা বিভিন্ন কমিশনের নিয়োগ অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ২.২	আইনসভা না থাকাকালীন এনসিসির যারা সদস্য হবেন অ. রাষ্ট্রপতি; আ. প্রধান উপদেষ্টা; ই. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ঈ। প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুইজন সদস্য।	
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ২.৩	এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: অ. নির্বাচন কমিশনের প্রধান সহ অন্যান্য কমিশনার; আ. অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলগণ; ই. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ঈ. দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; উ. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ঊ. প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার; ঋ. প্রতিরক্ষা- বাহিনীসমূহের প্রধান; এ. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ।	
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ২.৪	(সভা ও কর্মপদ্ধতি)	
রাষ্ট্রপতি ৩ পদমর্যাদা ও যোগ্যতা ৩.১	কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন, যদি তিনি- (অ) ন্যূনতম পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের হন; অথবা (আ) আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হন; অথবা (ই) কখনও সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হতে	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়।** — প্রস্তাবিত যোগ্যতার শর্তাবলী অনুচ্ছেদ ৪৮(৪) এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত বিধায় এক্ষেত্রে নতুন কোন সংস্কারের আবশ্যকতা নেই।

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	অপসারিত না হন।	— প্রস্তাবিত সুপারিশের (অ), (আ) ও (ই) এ উল্লিখিত 'অথবা' প্রত্যয়ের ব্যবহার বিভ্রান্তিকর।
রাষ্ট্রপতি ৩ নির্বাচন ও মেয়াদ ৩.২	— রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে - অ. আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; আ. প্রতিটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণ: ৬৪ টি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' থাকলে ৬৪ টি ভোট]; ই. প্রতিটি 'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল' সামষ্টিক ভাবে একটি করে ভোট। — রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে চার বছর। — রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। BNP-Not agreed / Pending	**প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ অগ্রহণযোগ্য।** — রাষ্ট্রপতি পদের প্রস্তাবিত নির্বাচন প্রক্রিয়া সংসদীয় ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নিতান্ত প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলাদেশকে ৬৪ টি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। এটি কোন সাংবিধানিক বিভাজন নয়। এতদসত্ত্বেও প্রস্তাবিত সুপারিশে জেলাগুলোকে প্রকারান্তরে সংবিধান স্বীকৃত অঙ্গরাজ্য/প্রদেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা সাংবিধানিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। — রাষ্ট্রপতির মেয়াদ চার বছর হবার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। — বিদ্যমান সংবিধানে সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত না থাকার বিধান থাকায় [অনুচ্ছেদ ৫০(২)], এতদসংক্রান্ত সুপারিশ অপ্রয়োজনীয়।
রাষ্ট্রপতি ৩ দায়িত্ব ও কার্যাবলী ৩.৩	কমিশন কতিপয় পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে (প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতি, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন পদ) রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরেকে দায়িত্ব পালনের সুপারিশ করেছে।	**নীতিগতভাবে একমত।** নির্বাচিত সংসদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।
রাষ্ট্রপতি ৩ অভিশংসন ৩.৪	আইনসভার প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের মাধ্যমে সংবিধানের আইনসভা অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন বা অপসারণ করা যাবে।	**একমত।**
প্রধানমন্ত্রী	আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত	**প্রস্তাবিত সুপারিশ বিভ্রান্তিকর।**

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
৪.১.১	হবেন।	প্রধানমন্ত্রী পদে কোন নির্বাচন হয় না বিধায় মনোনয়নের প্রশ্নটি অবান্তর।
প্রধানমন্ত্রী ৪.১.২	নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রযোগ করা হবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** বিদ্যমান সংবিধান অনুসারে "প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে" [অনুচ্ছেদ ৫৫(২)]। প্রধানমন্ত্রীর কর্তত্বে কি প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ নির্বাহী ক্ষমতা প্রযোগ করবে, সে বিষয়ে অনুচ্ছেদ ৫৫(৬) এর অধীনে প্রণীত Rules of Business এ সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। বিদ্যমান এ ব্যবস্থার বিপরীতে প্রস্তাবিত সুপারিশে উল্লিখিত "নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রযোগ করা হবে" বক্তব্যটি বিভ্রান্তিকর।
প্রধানমন্ত্রী ৪.১.৩	আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখন প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা স্পষ্ট হয যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জন করতে পারছেন না, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয কক্ষ ভেঙে দেবেন।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অপ্রয়োজনীয়।** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৭(২) এ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: "সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন"।
প্রধানমন্ত্রী ৪.১.৪	একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে দুই বা অন্য যে কোনোভাবেই এই পদে আসীন হন না কেন তাঁর জন্যে এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** — প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয়ে "কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	হইবেন না" - এরূপ বিধান করাই যথেষ্ট। — প্রধানমন্ত্রী দলের প্রধান/সংসদ নেতা পদে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হবেন কিনা তা একান্তই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সাংবিধানিকভাবে কোন বিধিনিষেধ আরোপ সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল চেতনার পরিপন্থী।
মন্ত্রীগণ ৪.২	মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগত এবং মন্ত্রিসভা যৌথভাবে আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়বদ্ধ হবেন।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** মন্ত্রিসভা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ হবার অনুচ্ছেদ ৫৫(৩) এ বর্ণিত বিধান সম্প্রসারণের কোন আবশ্যকতা নেই।
আইনসভার সদস্য ৪.৩	কোন আইনসভার সদস্য স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারাধীন কোন সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি দায়িত্ব ব্যতিরেকে আইনসভা সদস্যের কোন ভূমিকা থাকবে না।	**নীতিগতভাবে একমত।** এতদসংক্রান্ত যে কোন নতুন সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচিত সংসদে আরও ব্যাপকভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকার ৫.১	কমিশন আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার নিয়োগের সুপারিশ করছে।এই সরকারের প্রধান 'প্রধান উপদেষ্টা' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।	**একমত।**
অন্তর্বর্তী সরকার ৫.২	অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে, তবে যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের	

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।	
প্রধান উপদেষ্টা ৫.৩	কমিশন সুপারিশ করছে যে, নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে- ৫.৩.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতিত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। ৫.৩.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন গ্রহণযোগ্য এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। ৫.৩.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ৫.৩.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। ৫.৩.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** প্রস্তাবিত প্রক্রিয়ায় অনাবশ্যক দীর্ঘসূত্রিতা ও সাংবিধানিক অচলাবস্থা তৈরী হতে পারে। বিকল্প হিসেবে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী দ্বারা প্রবর্তিত ব্যবস্থা, এ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে প্রয়োজনবোধে সংশোধনপূর্বক, অনুসরণ করা যেতে পারে। [illegible] Care taken [illegible] BNP [illegible]

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। ৫.৩.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। ৫.৩.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একই ভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	
উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ৫.৪	প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবার পর তিনি আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এমন অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন করবেন।	**একমত।**
কার্যাবলী ৫.৫	অন্তর্বর্তী সরকার সকল রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনী প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগের ক্ষেত্র তৈরি করে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং	**একমত।**

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	অন্তর্বর্তী সময়ে সরকারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করবে।	
৫.৬	প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে বা মৃত্যুবরণ করলে বা প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতা হারালে উপদেষ্টা পরিষদ তাদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে মনোনীত করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিবেন।	**একমত।**
স্থানীয় সরকার ৬.১.১	কমিশন সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ("এল.জি.আই.") আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই-এর) সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।	
স্থানীয় সরকার ৬.১.২	কমিশন সুপারিশ করছে, যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারী বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, স্বায়ত্তশাসন ও আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়াদি সংবিধানের মাধ্যমে না করে স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে করা অধিক সমীচিন। এতে করে যে কোন প্রায়োগিক জটিলতা দ্রুততার সাথে সমাধান করা যাবে।
স্থানীয় সরকার ৬.১.৩	এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেযে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। উক্ত বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বাজেটে উল্লেখিত ঘাটতি বরাদ্দ দিতে নির্দেশ দেবে। আইনসভা ভেঙ্গে	

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	গেলে, আইনসভার একটি নতুন উচ্চকক্ষ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, কমিটির সকল কার্যাবলী স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হবে।	
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ৬.২	কমিশন দক্ষ এবং কার্যকর স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করতে, সকল স্তরের এলজিআই সংবিধানে উল্লেখ থাকার সুপারিশ করছে। বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত এলজিআই থাকবে- (অ) বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন পরিষদ; (আ) বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি উপজেলায় পরিষদ; (ই) পৌরসভা; এবং (ঈ) সিটি কর্পোরেশন।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** সংবিধানের মাধ্যমে না করে স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে করা অধিক সমীচিন। এতে করে যে কোন প্রায়োগিক জটিলতা দ্রুততার সাথে সমাধান করা যাবে।
জেলা সমন্বয় কাউন্সিল ৬.৩	কমিশন প্রতিটি জেলায, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন: অ. প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেযারম্যান ও দুজন ভাইস চেযারম্যান; আ. প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেযর ও দুজন ডেপুটি মেযর; ই. প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেযারম্যান। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** সংবিধানের মাধ্যমে না করে স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে করা অধিক সমীচিন। এতে করে যে কোন প্রায়োগিক জটিলতা দ্রুততার সাথে সমাধান করা যাবে।
নির্বাচন ৬.৪	কমিশন স্থানীর সরকারের কোন নির্বাচনে কোন প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ না করার সুপারিশ করছে। কমিশন এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করছে।	**সুপারিশের প্রথম অংশের সাথে নীতিগতভাবে একমত; তবে প্রস্তাবিত সংস্কার সংবিধানের মাধ্যমে না করে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আইনের মাধ্যমে করা অধিক সমীচিন।** **সুপারিশের দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে নির্বাচিত সংসদে আরও**

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
		ব্যাপকভিত্তিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে।
স্থানীয় সরকার কমিশন ৬.৫	কমিশন একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** সংবিধানের মাধ্যমে না করে স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে করা অধিক সমীচিন। এতে করে যে কোন প্রায়োগিক জটিলতা দ্রুততার সাথে সমাধান করা যাবে।
প্রতিরক্ষা ৭.১	সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে সংবিধানে কোন ব্যতিক্রম রাখার সুযোগ নেই। অতএব, কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫ সংশোধন করে শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার সমভাবে প্রযোজ্য হওয়ার বিধান যুক্ত করার সুপারিশ করছে। সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সদস্যদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্যে শৃঙ্খলা-বাহিনীর প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ আইনি কাঠামো থাকতে পারে বলে কমিশন মনে করে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৪৫ সংশোধন করা বাস্তবসম্মত নয়।
প্রতিরক্ষা ৭.২	কমিশন সুপারিশ করছে যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অপ্রয়োজনীয়।** অনুচ্ছেদ ৬১ এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হওয়ায় নতুন করে সংস্কারের কোন আবশ্যকতা নেই।
প্রতিরক্ষা ৭.৩	কমিশন সুপারিশ করছেযে, যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা শুধুমাত্র সংসদের থাকবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অপ্রয়োজনীয়।** অনুচ্ছেদ ৬৩ এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হওয়ায় নতুন করে সংস্কারের কোন আবশ্যকতা নেই।
অ্যাটর্নি জেনারেল ৮	কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে পৃথক স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে। উক্ত সার্ভিসের নেতৃত্বে থাকবেন অ্যাটর্নি জেনারেল। বাংলাদেশের সকল স্তরের আদালতে কর্মরত রাষ্ট্রের প্রত্যেক আইন কর্মকর্তাকে অ্যাটর্নি সার্ভিস অফিস নিয়োগ প্রদান করবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, তা আইনের মাধ্যমে ও পর্যায়ক্রমে হওয়া সমীচিন।

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত

বিচার বিভাগ

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ ৩-৪	কমিশন উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী আসন সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় এটি করার সুযোগ নেই। বিকল্প হিসেবে ঢাকার বাইরে অনুচ্ছেদ ১০০ এর অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপন করা যেতে পারে।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ৫-৭	সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন [জুডিশিয়াল অ্যাপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)] গঠন করা হবে। এর সদস্যরা হবেন - প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান); আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য); হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); অ্যাটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।	**নীতিগতভাবে একমত।** প্রস্তাবিত জুডিশিয়াল অ্যাপয়েনমেন্টস কমিশনের গঠন বিষয়ে আরও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ৮	যে কোন একজন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন; এবং (ক) সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বছর অ্যাডভোকেট থাকেন; অথবা (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বছর কোন বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালন করেন; অথবা (গ) বাংলাদেশের যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অপ্রয়োজনীয়।** অনুচ্ছেদ ৯৫(২) এ উল্লিখিত যোগ্যতার মানদন্ডের বাইরে প্রস্তাবিত সুপারিশে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপকদের অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। এরূপ অন্তর্ভুক্তি অনুচ্ছেদ ৯৫(২)(গ) এর অধীন প্রণীত আইনের মাধ্যমে করা সম্ভব বিধায় সংবিধান সংশোধনের আবশ্যকতা নাই।

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্বপালন করে থাকেন; এবং (ঘ) সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত কোন অযোগ্যতা না থেকে থাকলে।	
বিচারপতি নিয়োগ ৯	কমিশন আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে মেয়াদের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করছে।	**আংশিকভাবে একমত।** 'ডকট্রিন অফ নেসেসিটি' বিবেচনায় রেখে প্রবীণতম তিনজন বিচারকের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ ১০-১১	সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি)-এর থাকবে।	**একমত।** তবে এনসিসি গ্রহণযোগ্য নয় (বিস্তারিত পূর্বে উল্লেখিত) বিধায় সুপারিশে এনসিসির কথা বাদ দেয়া উচিত।
অধস্তন আদালত ১২	কমিশন 'অধস্তন আদালত'-এর পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহারের প্রস্তাব করছে।	**একমত।**
অধস্তন আদালত ১৩	কমিশন সুপারিশ করছে যে, স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়নে সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	**একমত, তবে অনুচ্ছেদ ১১৬ সংশোধনের মাধ্যমে National Judicial Council গঠন করে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলার বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত।** <u>National Judicial Council এর সম্ভাব্য রূপরেখা:</u> ▪ <u>গঠন</u>: প্রধান বিচারপতি আপীল বিভাগের প্রবীনতম দুজন এবং হাইকোর্ট বিভাগের প্রবীনতম বিচারপতির সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠন করবেন ▪ <u>ক্ষমতা</u>: অধস্তন আদালতসমূহের কোন বিচারকের অসদাচরণ বা

২ জন, Senior most

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
		অসামর্থ্য তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান

সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	মন্তব্য
	সিআরসি (CRC) নিম্নলিখিত পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরির জন্য সুপারিশ করছে, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে: এই কমিশনগুলো হচ্ছে; (ক) মানবাধিকার কমিশন; (খ) নির্বাচন কমিশন; (গ) সরকারি কর্ম কমিশন; (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন; (ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন। সিআরসি সুপারিশ করছে যে, সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর। Commission মেয়াদ নিয়েছে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** — ইতোমধ্যে আইনের দ্বারা গঠিত কমিশনসমূহকে (মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন) নতুন করে সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় আনলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিস্তর আইনি জটিলতা তৈরীর আশঙ্কা রয়েছে। — স্থানীয় সরকার কমিশন সংবিধানের মাধ্যমে না করে স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে করা অধিক সমীচিন। এতে করে যে কোন প্রায়োগিক জটিলতা দ্রুততার সাথে সমাধান করা যাবে। — বিদ্যমান সাংবিধানিক কমিশনসমূহের (নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন) মেয়াদ পরিবর্তনের আবশ্যকতা নেই।

বিবিধ

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
জরুরি অবস্থার বিধানাবলী ১-৪	কমিশন সুপারিশ করছে যে, কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি অবস্থার মেয়াদকাল ৬০ দিনের বেশি হবে না; তবে বিশেষ প্রয়োজনে এনসিসি উক্ত সময়সীমা ৬০ দিন বর্ধিত করতে	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** — জরুরি অবস্থা জারির সাথে সরকারের নির্বাহী কর্তৃত্বের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	পারবে। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই কমিশন অনুচ্ছেদ ১৪১খ ও অনুচ্ছেদ ১৪১গ বাতিলের সুপারিশ করছে।	বিধায় এতদসংক্রান্ত ক্ষমতা সরকার ও সংসদের বাইরে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে থাকা সঙ্গত নয়। — নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত না করে জরুরি অবস্থা জারির কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, প্রস্তাবিত সুপারিশে তা বোধগম্য নয়।
নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি ১	বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১)(খ) সংকীর্ণ। এটি নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা যেতে পারে: ''অভ্যন্তরীণ জলভাগ, রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা, সন্নিহিত অঞ্চল, মহীসোপান ও সম্প্রসারিত মহীসোপান, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EEZ), এবং গভীর সমুদ্রে প্রযোজ্য অধিকারসহ সামুদ্রিক অঞ্চলের সকল ভূমি, খনিজ সম্পদ, মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য যে কোন জৈব ও অজৈব প্রাকৃতিক সম্পদ যা বাংলাদেশ আইন অনুসারে প্রাপ্য হবে।''	**বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আরও বিস্তারিত পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।**
নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি ২	কমিশন সুপারিশ করছে যে, অনুচ্ছেদ ১৪৩(২) এর বিধানটি নিম্নরূপ হতে পারে: 'সংসদ সময়ে সময়ে আইন দ্বারা বাংলাদেশের ভূখন্ডের এবং জলভাগের সীমা- নির্ধারণের বিধান করতে পারে।'	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অপ্রয়োজনীয়।** এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানই পর্যাপ্ত।
চুক্তি ১-২	কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৫ক নিম্নলিখিতভাবে সংশোধনের সুপারিশ করছে: "বিদেশি রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আন্তর্জাতিক চুক্তি, এবং বিদেশি সংস্থা ও বিদেশি বা বিদেশি মালিকানাধীন কর্পোরেশনের সাথে সকল চুক্তি ও চুক্তিপত্র নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে এবং নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক সংসদে উপস্থাপিত হবে। তবে, প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব, সীমানা, জাতীয় নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক সম্পদ, জ্বালানি এবং খাদ্য নিরাপত্তা	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** প্রস্তাবিত সুপারিশ ঢালাওভাবে সকল ধরনের বাণিজ্যিক, বিনিয়োগ, ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা বাস্তবতা-বিবর্জিত। Art. 145

	সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	বিএনপি'র মতামত
	সম্পর্কিত যে কোন চুক্তি, চুক্তিপত্র বা দলিল সংসদের উভয় কক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদনের পরেই সম্পাদন করা যাবে।"	
সংজ্ঞা ১-২	কমিশন অনুচ্ছেদ ১৫২ তে 'রাষ্ট্র' শব্দের সংজ্ঞা সংশোধনের মাধ্যমে 'বিচার বিভাগ'কে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে।	**প্রস্তাবিত সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য।** বিচার বিভাগ প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত হলেও রাষ্ট্রের অন্তর্গত নয়। বিদ্যমান সংজ্ঞায় সুচিন্তিতভাবেই বিচার বিভাগকে বাদ দেয়া হয়েছে, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী	কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্তির সুপারিশ করছে, এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখার সুপারিশ করছে।	**একমত।**

জাতীয় নাগরিক পার্টি– এনসিপি

কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি

(অস্থায়ী কার্যালয়ঃ রূপায়ন ট্রেড সেন্টার, বাংলামোটর, ঢাকা)

নিরবিচ্ছিন্ন, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী/তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)

পটভূমি

আমাদের অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল গণতন্ত্র, মতাদর্শ ও রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত দেশে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচনের জন্য দলীয় সরকার নির্ভরযোগ্য বিকল্প নয়।

আমাদের আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতাগুলো ছিল প্রধান উপদেষ্টার নিয়োগ প্রশ্নে স্বয়ংক্রিয় বাছাইয়ের ব্যবস্থা, তাতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় বিকল্পের সুযোগ না রাখা, বিচার বিভাগের রাজনীতিকীকরণ, সরকারের মেয়াদ নির্দিষ্ট না থাকা ইত্যাদি।

সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই সমস্যা থাকে। নিশ্ছিদ্র কোনো শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হয় না। তবে প্রক্রিয়ায় সমস্যা হলেই বা গলদ দেখা গেলেই মাথাব্যথার নিদান হিসেবে মাথা কেটে ফেলা কোনো সমাধান নয়। রাজনীতিতে ট্রায়াল এন্ড এরর পদ্ধতিতে ক্রমাগত সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্কার আনতে সচেষ্ট থাকলেই এর সুফলও কমবেশি পাওয়া যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে এমন ঔচিত্যবোধের ব্যত্যয় হতে দেখা গেছে আমাদের দেশে। সর্বসম্মতভাবে গৃহীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রক্রিয়াগত ত্রুটি সারিয়ে একে কার্যোপযোগী করে তোলার বদলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য গণঅভিপ্রায়ের পুরোপুরি বিরুদ্ধে গিয়ে, অনেকটাই গায়ের জোরে এই ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেয়ার মাশুল হাড়েহাড়ে টের পেয়েছে বাংলাদেশের জনগণ।

সে জায়গা থেকেই শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি বস্তুগত ও নৈর্ব্যক্তিক রূপরেখার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার সুযোগ নাই। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ সুপারিশের সাথে এনসিপি নীতিগতভাবে একমত। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের যে সব প্রস্তাব কমিশন করেছে সেগুলোকে ক্রিটিক্যালি বিশ্লেষণ করা দরকার।

সরকার বা বিরোধী দল কাউকেই নয়, রাষ্ট্রকেই শক্তিশালী করে বিধায় এনসিসি একটা ভালো আইডিয়া। অতীতে মধ্যবর্তী ৪টি সুনির্দিষ্ট ধাপ বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন হয়ে গিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। তাই এনসিসিকেও যাতে ক্ষমতালোভীরা নষ্ট করে ফেলতে না পারে, সেটার বিকল্প ভেবে রাখা দরকার। একই সাথে আগের মতো বিচার বিভাগকে যেন আর রাজনীতিতে জড়িয়ে কলুষিত করা না যায়, সেটা নিয়েও সচেষ্ট থাকতে হবে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি– এনসিপি

কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি

(অস্থায়ী কার্যালয়ঃ রূপায়ন ট্রেড সেন্টার, বাংলামোটর, ঢাকা)

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সর্বদাই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯১ সালে নির্বাচনী ব্যবস্থায় প্রবেশের পর থেকে ক্ষমতাসীনরা সবসময় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর রোধ করার জন্য নিয়ম-কানুন পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনের জন্য একটি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল; ২০০১ সালে ক্ষমতাসীন দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য বিচার বিভাগকে রাজনীতিকরণের চেষ্টা করেছিল; ২০০৬ সালে দলীয় অনুগত ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিতে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল এবং ২০০৯-পরবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়েছিল। পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য ক্ষমতাসীন দল এই পদক্ষেপগুলো নিয়েছিল।

কেন রাজনৈতিক দলগুলো শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হতে অস্বীকার করেছে?

নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে:

- নির্বাহী কর্তৃত্ব ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার ব্যবহার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছে। একই সাথে, ক্ষমতাসীন দল সর্বদা বিরোধী দলকে দমন ও জোর করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করেছে। এই কারণগুলো, অর্থাৎ ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিরোধী দলকে দমন করার জন্য বলপ্রয়োগমূলক উপায় ব্যবহার সর্বদা ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা হারানোর পরিণতি সম্পর্কে ভীত করে তুলেছে, যা অবশেষে তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও নিয়মকানুনকে দলীয়করণের দিকে প্ররোচিত করেছে। তদুপরি, তাদের মেয়াদকালে ক্ষমতাসীন দলগুলো নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সফলভাবে দুর্বল বা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

যেহেতু ক্ষমতাসীন দলগুলো সর্বদা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে (তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান) অপব্যবহার করেছে, তাই বিরোধী দলগুলোর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতার উপর আস্থা রাখার কোনো কারণ ছিল না। তাদের জন্য কখনো সমান সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং এসব কারণে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করানোর লক্ষ্যে তারা সর্বদা সংঘাতমূলক রাজনীতির পথ বেছে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে যখন হয় বিরোধী দল সরকারকে তার কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য করে (১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং ২০০৬ সালের পরে ১/১১) অথবা যখন সরকার ভুল পথে পা বাড়ায় (২০০১ সালে আওয়ামী লীগ কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের আনুগত্যের ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ।)

অতএব, ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর নিশ্চিত করতে দুটি বাধা অতিক্রম করতে হবে:

- নির্বাহী আধিপত্য রোধ করতে হবে, যাতে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা হারানোর পরিণতি সম্পর্কে সর্বদা ভীত না থাকেন।
- নির্বাচনী ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের উপর বিরোধী দলের আস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি– এনসিপি

কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি

(অস্থায়ী কার্যালয়ঃ রূপায়ন ট্রেড সেন্টার, বাংলামোটর, ঢাকা)

প্রশ্ন হলো, উপরে উল্লিখিত নীতিগুলো আমরা কীভাবে কার্যকর করতে পারি? এটা স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক কাঠামোর মৌলিক সংস্কার বাস্তবায়ন না করে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

কাজেই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অথবা এনসিসির মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের নিয়মিত, নিরবিচ্ছিন্ন ও শান্তিপূর্ণ পথ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো প্রস্তাব করছি:

আইনসভার মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার নিয়োগ:

- আইনসভার নিম্নকক্ষ তথা সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার অন্তত তিন সপ্তাহ আগে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হবে। প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে সর্বদলীয় কমিটিতে সংসদীয় দলগুলোর সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে। সংসদীয় কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে যেকোনো দলকে নূন্যতম ৫ শতাংশ ভোটের অধিকারী হতে হবে।
- আইনসভার যেকোনো কক্ষের সদস্য এ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- সরকারি দল, প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী দল নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী/তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তিনজন করে মোট ৯ জন নির্দলীয় প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারবে।
- কোন দল কোন কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেছে, জনগণের কাছে তা খোলাসা করতে হবে।
- প্রস্তাবিত নামসমূহ থেকে একটি নাম চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানো হবে। কমিটি ৮-৩ ভোটে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে একজন ব্যক্তির নাম চূড়ান্ত করবে।
- এ প্রক্রিয়ায় প্রস্তাবিত নামগুলো থেকে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন করতে ব্যর্থ হলে উচ্চকক্ষ র‍্যাংকড চয়েস (ranked choice) ভোটিং পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন করবে।

অযোগ্যতা:

দলগুলো প্রস্তাবিত নির্দলীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগসমূহ থাকলে তিনি/তারা প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন:

- দুর্নীতি বা কোনো ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হলে
- নৈতিক স্খলনের বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ থাকলে
- কোনো রাজনৈতিক দল বা, অঙ্গ সংগঠন, বা এর সমর্থক সংগঠন বা ছায়া সংগঠনের সদস্যপদ থাকলে

দলীয় বক্তব্যের নজির থাকলে।

গণতন্ত্র সমতা ন্যায় বিচার

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি
নিবন্ধন নং-৪৭
অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ২২/১, তোপখানা রোড (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০
ফোনঃ +৮৮-০২-৫৭১৬৪৬৪৪
E-mail: bangladeshjasod@gmail.com

অধ্যাপক আলী রিয়াজ
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ঢাকা

২৮ মে ২০২৫

সূত্রঃ আপনার স্মারক নং ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৫-১৯৮ ও ২৫-২১ তারিখঃ ২০/০৫/২০২৫

বিষয়ঃ সংস্কার প্রস্তাব পুনঃপর্যালোচনা শেষে হালনাগাদ প্রস্তাবনা

শুভেচ্ছা জানবেন। আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

ঐকমত্য কমিশনের সাথে গত ১২/০৪/২৫ তারিখে আলোচনায় কতিপয় ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবনা পুনঃপর্যালোচনা হয়। সংস্কার প্রস্তাবের হালনাগাদ অংশটুকু আপনার সমীপে প্রেরণ করা হল।

ধন্যবাদ।

শরীফ নুরুল আম্বিয়া
সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ

ফোনঃ +৮৮০১৫৫৬৩২৮৪২২

গণতন্ত্র সমতা ন্যায় বিচার

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি
নিবন্ধন নং-৪৭
অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ২২/১, তোপখানা রোড (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০
ফোনঃ +৮৮-০২-৫৭১৬৪৬৪৪
E-mail: bangladeshjasod@gmail.com

২৮ মে ২০২৫

সরকার গঠিত সংস্কার কমিশনসমূহের প্রতিবেদনে
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল - বাংলাদেশ জাসদের হালনাগাদ প্রস্তাবসমূহ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে মতবিনিময় করে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে আমাদের পূর্বতন মতামতকে হালানাগাদ করেছি।

সংবিধান সংস্কার

- সংবিধান লঙ্ঘন করে জোরপূর্বক সংবিধান বাতিল করা অপরাধ – এতদসংক্রান্ত সংবিধানের ৭ ধারা হতে নিম্নোক্ত বিষয় বহাল রেখে অবশিষ্টাংশ বিলুপ্ত করা যাবে।
  - ৭ (১) (২) বহাল থাকবে।
  - ৭ক (১) (ক) বহাল থাকবে।
  - ৭(ক) (২) (ক) (খ) বহাল থাকবে।

  উদ্দেশ্যঃ অসাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে প্রতিরোধ করা। একই সাথে সংবিধান বিষয়ে নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা।
- জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহের সকল সভাপতি পদে বিরোধী দল থেকে নিযুক্ত করা (সংস্কার কমিশনের সাথে একমত)
- প্রধান বিচারপতি নিয়োগে সংস্কার কমিশন প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে একমত

বিচার ব্যবস্থা সংস্কার

- একটি স্থায়ী সরকারি এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (সংস্কার কমিশনের সাথে একমত)

ধন্যবাদ।

(নাজমুল হক প্রধান)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ জাসদ

গণতন্ত্র সমতা ন্যায় বিচার

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

নিবন্ধন নং-৪৭

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ২২/১, তোপখানা রোড (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০

ফোনঃ +৮৮-০২-৫৭১৬৪৬৪৪

E-mail: bangladeshjasod@gmail.com

অধ্যাপক আলী রিয়াজ
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ঢাকা

২৫ মে ২০২৫

সূত্রঃ আপনার স্মারক নং ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৫-১৯৮ ও ২৫-২১ তারিখঃ ২০/০৫/২০২৫

বিষয়ঃ সংস্কার প্রস্তাব পুনঃপর্যালোচনা শেষে হালনাগাদ প্রস্তাবনা

শুভেচ্ছা জানবেন। আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

ইতিপূর্বে আপনার পাঠানো চিঠি আমাদের দাপ্তরিক সমস্যার কারণে দৃষ্টিগোচর না হবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। ঐকমত্য কমিশনের সাথে গত ১২/০৪/২৫ তারিখে আলোচনায় কতিপয় ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবনা পুনঃপর্যালোচনা হয়। আজ হালনাগাদ প্রস্তাবনা পাঠানোর শেষ দিন ছিল। আমাদের কাজ শেষ করতে আরো কিছু সময় প্রয়োজন। যত দ্রুত সম্ভব হালনাগাদ অংশটুকু আপনার সমীপে প্রেরণ করবো।

ধন্যবাদ।

শরীফ নুরুল আম্বিয়া
সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ

ফোনঃ +৮৮০১৫৫৬৩২৮৪২২

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রেরিত ৫টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র সর্বশেষ মতামত ও মন্তব্য

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রেরিত ৫টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র সর্বশেষ মতামত ও মন্তব্য

(কমিশনের সাথে দুই রাউন্ড আলোচনা পরবর্তী সর্বশেষ সংশোধিত কপি)

৩০ জুলাই, ২০২৫

মতামতের পরিসংখ্যান

মোট প্রস্তাবনা	একমত	একমত নই
১৬৬	১৪৩	২৩

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর মতামত ও মন্তব্য	১-১৬
২.	নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর মতামত ও মন্তব্য	১৭-২৫
৩.	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর মতামত ও মন্তব্য	২৬-৩১
৪.	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর মতামত ও মন্তব্য	৩২-৩৭
৫.	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর মতামত ও মন্তব্য	৩৮-৪৭

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর সর্বশেষ মতামত ও মন্তব্য

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত: একমত	জমাদানকালীন মতামত: একমত নই	জমাদানকালীন মতামত: আংশিকভাবে একমত	জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত: একমত	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত: একমত নই	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত: আংশিকভাবে একমত	পরিবর্তিত মন্তব্য
নাগরিকতন্ত্র		১. সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।	☐	☑	☐	সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'জনতন্ত্র' এবং 'জনতান্ত্রিক বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহার করা। একইসাথে ইংরেজি সংস্করণে 'Republic' ও 'Republic of Bangladesh' শব্দগুলো ব্যবহার করা।				
		২. ভাষা নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।	☐	☑	☐	নাগরিকতন্ত্র বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত নয়। তাই এটি এ মূহুর্তে এভাবে প্রস্তাব করা হলে প্রতীয়মান হবে যে 'নাগরিকতন্ত্র' আরোপ করার চেষ্টা হচ্ছে। তাই এখানে বলা যেতে পারে 'বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা হবে বাংলা'। এটা implied যে এ দেশের সকল ভাষার স্বীকৃতি আছে। তাই এ বিষয়ে আলাদা কোন provision এর প্রয়োজন নেই।	☑	☐	☐	নাগরিকতন্ত্র বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত নয়। তাই এটি এ মূহুর্তে এভাবে প্রস্তাব করা হলে প্রতীয়মান হবে যে 'নাগরিকতন্ত্র' আরোপ করার চেষ্টা হচ্ছে। তাই এখানে বলা যেতে পারে 'বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা হবে বাংলা'।
		৩. বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন" হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।	☑	☐	☐					
		৪. সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা, অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা।	☐	☐	☑	৭(খ) বিলুপ্ত করার সাথে একমত। ৭(ক) এর ক্ষেত্রে যদি কোন গনবিপ্লব বা গনঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ সংবিধানের রদ, রহিত, বাতিল বা স্থগিত করা হয় অথবা উহার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তাহলে এটা কোন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না বিষয়টি সংযুক্ত করা।	☑	☐	☐	পূর্বের মন্তব্য প্রত্যাহার করা হয়েছে।

১

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
সংবিধানের মূলনীতি		৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করা।	☐	☐	☑	সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে প্রস্তাবিত বহুত্ববাদ শব্দটি কে বাদ দেয়া। সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্র রাখা।	☐	☐	☑	সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে প্রস্তাবিত বহুত্ববাদ শব্দটি কে বাদ দেয়া। সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংবিধানে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই মর্মে দাবি জানানো হয়েছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্র রাখার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে।
		৫.২ কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"	☐	☐	☑	এ প্রস্তাব হতে বহুত্ববাদী শব্দটি বাদ দেয়া। কমিশন প্রস্তাবিত সুপারিশের বদলে "জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় নির্বিশেষে বাংলাদেশের নাগরকিগণ যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করবে" প্রতিস্থাপন করা হোক।				
রাষ্ট্রের মূলনীতি		সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮. ৯. ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেওয়া।	☑	☐	☐					
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা		১. বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নামে একটি 'ভাগ হিসেবে একীভূতকরণ।	☑	☐	☐					
		২. সংবিধানের 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐					মৌলিক অধিকারে 'বস্ত্র' সংযোজন করতে হবে।

২

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
		৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তি করা।	☑	☐	☐					
		৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা	☑	☐	☐					
		৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।	☑	☐	☐					
আইনসভা		১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ (Senate'-সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☐	☐	☑	আইনসভার উভয়কক্ষের মেয়াদ হতে হবে ৫ বছর। উচ্চ কক্ষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।				
	নিম্ন কক্ষ	১। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (PR) নির্বাচন ব্যবস্থার আওতায় ৩০০টি সাধারণ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০ আসনে সংখ্যাভিত্তিক PR পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলসমূহ দ্বারা মনোনীত হবে।	☐	☐	☑	শুধুমাত্র আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (PR) নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা।

৩

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
		প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	☐	☑	☐	আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (PR) নির্বাচন ব্যবস্থার আওতায় ৩০০টি সাধারণ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০ আসনে সংখ্যাভিত্তিক PR পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলসমূহ দ্বারা মনোনীত হবে।	☐	☐	☑	প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে নির্বাচন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (PR) পদ্ধতিতে হওয়া বাঞ্চনীয়।
		২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।	☐	☐	☑	তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা।				
		৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।	☑	☐	☐					
		৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা।	☐	☐	☑	বিরোধী দলের ১ জন ডেপুটি স্পিকার সরকারী দল ব্যতীত অন্যান্য সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।	☑	☐	☐	
		৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো দুইটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান।				একজন সংসদ সদস্য একইসাথে প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক দলের প্রধান হতে পারবেন না।

৪

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
		৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।	☐	☐	☑	অর্থবিল ও আস্থাভোট ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যদেরকে তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।				অর্থবিল, আস্থাভোট ও সংবিধান সংশোধন ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যদেরকে তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।
		৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন	☐	☑	☐	৫০:৫০ অনুপাত করা যেতে পারে। এটি বেশি বাস্তবসম্মত এবং বাস্তবায়নযোগ্য।				সরকারি হিসাব কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ কমপক্ষে ৫০% স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে দিতে হবে।
	উচ্চকক্ষ	১। উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা; (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	উচ্চকক্ষের আসন ১০০ আসনের মধ্যে সীমিত রাখা।				
		উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	পূর্ণ গণতন্ত্র চর্চার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত উচ্চকক্ষের ৫ টি আসন পূরণের সুযোগটি না রাখা ।				
		২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					

৫

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
		৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					
		৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় ব্যতিত উচ্চকক্ষের জন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	কমিশনের প্রস্তাবে সরকার দল হতে যে কারণে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি বাদ দেয়া হয়েছে একই কারণে ডেপুটি স্পিকার সরকারি দল ব্যতীত অন্যান্য সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি বিকল্প হিসেবে চালু করা যেতে পারে।	☑	☐	☐	
	সংবিধান সংশোধনী	১। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদনের এবং গণভোটের বিধান করা।	☑	☐	☐		☐	☐	☑	সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্রের মূলনীতি ও গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনীর বিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান করা। ***সংবিধানের আর কোন অংশ গণভোটের জন্য সংযুক্ত করা যায় কিনা তা বিবেচনার জন্য কমিশিন অনুরোধ করে। এক্ষেত্রে ১৯৯১ বিল উল্লেখ করা হয়।***
	আন্তর্জাতিক চুক্তি	জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।	☑	☐	☐	এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হয়। তবে জাতীয় স্বার্থ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে। International aid/development cooperation- partnership agreement জাতীয় সংসদে বার্ষিক পর্যালোচনা করতে হবে এবং এ বিষয়ে সংসদ বিবৃতি প্রদান করবে।				
	অভিশংসন	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	☑	☐	☐					

৬

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
নির্বাহী বিভাগ		১। আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা।	☑	☐	☐	নাগরিকতন্ত্র শব্দটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।				
		২। সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।	☑	☐	☐	সুনির্দিষ্ট কি কি বিষয় তা স্পষ্ট করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের একটি ব্যাখ্যা থাকা দরকার।				
		৩। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠন করা।	☑	☐	☐					
	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল "এনসিসি রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-এ সদস্য হবেন: ১. রাষ্ট্রপতি; ২. প্রধানমন্ত্রী: ৩. বিরোধীদলীয় নেতা ৪. নিম্নকক্ষের স্পিকার; ৫. উচ্চকক্ষের স্পিকার: ৬. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি: ৭. বিরোধীদল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার, ৮. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার, ৯. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উচ্চ কক্ষের গঠনের অরিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্য সদস্যদের নিয়ে এনসিসি গঠন করা যেতে পারে।				

৭

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত: একমত	জমাদানকালীন মতামত: একমত নই	জমাদানকালীন মতামত: আংশিকভাবে একমত	জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত: একমত	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত: একমত নই	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত: আংশিকভাবে একমত	পরিবর্তিত মন্তব্য
		২। আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর যাদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠিত হবে: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধান উপদেষ্টা, ৩. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ৪. প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন সদস্য। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	কেয়ারটেকার সরকার নিয়োগের পর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বিলুপ্ত হবে। (অন্তবর্তী সরকার সংক্রান্ত প্রস্তাবনার ২ দ্রষ্টব্য)				কেয়ারটেকার সরকার নিয়োগের পর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বিলুপ্ত হবে এবং কেয়ারটেকার সরকারের সময়কালে সরকারই এনসিসির দায়িত্ব পালন করবে। কেবলমাত্র কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করার পূর্বে সংসদ ভেঙ্গে যায় তাহলে এনসিসির অবশিষ্ট সদস্যগণ এনসিসির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। উক্ত পরিস্থিতিতে ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট প্রধান এনসিসিতে যুক্ত হবেন।
		৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: ১. নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ২. এটর্নি জেনারেল, ৩. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৪. দুর্নীতি কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৫. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৬. স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৭. প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান; ৮. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					

৮

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
	রাষ্ট্রপতি	১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।	☐	☐	☑	রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৫ বছর।				
		২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে ১. আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; ২. প্রতিটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট (উদাহরণঃ ৬৪ টি জেলা সমন্বয় কাউন্সিল মিলে ৬৪টি ভোট), ৩. প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল মিলে একটি করে ভোট। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য	☐	☐	☑	যেহেতু দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ থাকবে সেহেতু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য সংসদ সদস্যগণের ভোটই যথেষ্ট হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি পাকিস্তান আমলে করা হয়েছিল যা বেসিক ডেমোক্রেসি নামে পরিচিত হয়েছিল। তখন সরকারী দল কর্তৃক ভোট ক্রয় মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অর্থহীন হয়ে যায়।				শর্তসাপেক্ষে একমত পোষণ করা হয়েছে। **শর্ত:** যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় ও কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে হয়।
		৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।	☑	☐	☐					
	প্রধানমন্ত্রী	১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					
		২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।	☑	☐	☐					

৯

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
		৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।	☑	☐	☐					
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	☐	☑	☐	প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) সংসদনেতা; (খ) রাজনৈতিক দলের প্রধান।	☐	☐	☑	প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি সংসদ নেতা হতে পারবেন কিন্তু রাজনৈতিক দলের প্রধান হতে পারবেন না।
	অন্তর্বর্তী সরকার	১। আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।	☑	☐	☐	সংবিধান সংস্কার কমিশন ও নির্বাচন সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে অন্তর্বতীকালীন সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরিবর্তে কেয়ারটেকার সরকার পরিভাষা ব্যবহার করা হোক।				
		২। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান 'প্রধান উপদেষ্টা বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হতে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।	☐	☐	☑	নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সুপারিশে ২০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের কথা বলা হয়েছে, যা অধিকতর কার্যকর।				

১০

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত: একমত	জমাদানকালীন মতামত: একমত নই	জমাদানকালীন মতামত: আংশিকভাবে একমত	জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত: একমত	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত: একমত নই	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত: আংশিকভাবে একমত	পরিবর্তিত মন্তব্য
		৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।	☐	☐	☑	নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সুপারিশে তত্ত্বাবধায়ক (কেয়ারটেকার) সরকারের ৪ মাস প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অধিকতর কার্যকর। যদি কোন অনিবার্য কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে না পারে তাহলে পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।				
	প্রধান উপদেষ্টা	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নুন্যতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☐	☑	☐					
		৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☐	☑	☐					
		৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।	☐	☑	☐					
		৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☐	☐	☑	বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।				অথবা প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা এবং প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত সার্চ কমিটি প্রধান উপদেষ্টা বাছাই করবেন।

১১

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
		৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☐	☑	☐		☑	☐	☐	
		৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে অপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☐	☑	☐		☑	☐	☐	
		৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যহতিতে পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত অপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☐	☑	☐		☑	☐	☐	

১২

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
বিচার বিভাগ	**সুপ্রিম কোর্ট**	১। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।	☑	☐	☐					
		২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (জুডিশিয়াল আপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)) গঠন করা হবে। সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান), আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)। হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); এটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।	☑	☐	☐					
		৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	এক্ষেত্রে সুনির্দিস্ট ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ও নৈতিকতার বিষয়ে চেক প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।				
		৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐					
		৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি)-এর থাকবে।	☐	☑	☐	তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ প্রেরণের ক্ষমতা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) কে প্রদান করা যাবে না।				
		৬। বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা।	☑	☐	☐	আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা নির্ধারণের বিষয়টি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।				

১৩

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
	অধস্তন আদালত	৭। 'অধ:স্তন আদালত শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত ব্যবহার করা।	☐	☑	☐	অধ:স্তন আদালত বহাল থাকবে	☑	☐	☐	
		৭.১। স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদ্যয়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যাস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিকার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়ান সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	☑	☐	☐	বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি জাতীয় বেতন স্কেলের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। তবে বিচারক হিসেবে বিশেষ ভাতা প্রদান করতে হবে।				
	স্থানীয় সরকার	১। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এল জি আই) আর্থিক বাবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।	☐	☑	☐	সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে কার্যকর সমন্বয় সাপেক্ষে করতে হবে।	☑	☐	☐	
		২। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।	☐	☑	☐		☑	☐	☐	

১৪

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
		৩। এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।	☐	☐	☑	এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। এক্ষেত্রে মডেল টেক্স সিডিউলে উল্লেখিত খাতসমূহ থেকে এ তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট অনুমোদনের জন্য সংসদে প্রেরণ করতে হবে।	☑	☐	☐	
		৪। প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন; ১। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান: ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।	☐	☑	☐	জেলা পর্যায়ে জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি (DDCC) বিদ্যমান। এ বিষয়ে এ কমিটিই যথেষ্ট। তবে এ কমিটিকে (DDCC) আরও কার্যকর করা প্রয়োজন।				
		৫। এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।	☑	☐	☐					
		৬। একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা, যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য বিদ্যমান মন্ত্রণালয়ই যথেষ্ট।				

১৫

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
	স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	১। সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এই বিষয়ের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ		পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে (এই কমিশন গুলো হচ্ছে, (ক) মানবাধিকার কমিশন, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সরকারি কর্ম কমিশন, (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন, (8) দুর্নীতি দমন কমিশন। সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☐	☑	☐	কমিশনগুলোর জন্য সংবিধানে আলাদা ভাগ তৈরি না করে বিদ্যমান কমিশনগুলোর সাথে দূর্নীতি দমন কমিশনের জন্য একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করাই যথেষ্ট।				
বিবিধ		১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা, এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা।	☑	☐	☐					
		২। কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা (করতে) পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১ (খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল।	☐	☐	☑	এনসিসি-র সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।				কেবলমাত্র এনসিসি-র সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।

১৬

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর সর্বশেষ মতামত ও মন্তব্য

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
নির্বাচন কমিশন গঠন	রাজনৈতিক ঐকমত্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ স্পষ্টীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।	☑	☐	☐					
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।	☐	☐	☑	তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগের পর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের বিলুপ্তি হবে।				জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					
প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতা	দুইবার নির্বাচত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।	☑	☐	☐					

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা হতে বাধা	একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো দুইটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান।				একজন সংসদ সদস্য একইসাথে প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক দলের প্রধান হতে পারবেন না।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	পূর্ণ গণতন্ত্র চর্চার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত উচ্চকক্ষের ৫ টি আসন পূরণের সুযোগটি রাখা উচিত হবে না।				
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	সংবিধান সংশোধনে উচ্চ কক্ষের সংসদ সদস্যের প্রস্তাবনাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সংসদ নির্বাচনে ১ শতাংশ বা তার অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে) দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা।				

১৮

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	উচ্চ কক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০% দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।	☐	☑	☐	সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চার জন্য উচ্চ কক্ষের প্রতিনিধি রাজনৈতিক দলসমূহ নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা জরুরী।	☐	☐	☑	উচ্চকক্ষের আসনের মধ্যে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়েছে।
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।	☑	☐	☐					
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের যোগ্যতার অনুরূপ করা।	☑	☐	☐					
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	ডেপুটি স্পিকার সরকারী দল ব্যতীত অন্যান্য সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।				

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (PR) নির্বাচন ব্যবস্থার আওতায় ৩০০টি সাধারণ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০ আসনে সংখ্যাভিত্তিক PR পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলসমূহ দ্বারা মনোনীত হবে।	☐	☐	☑	শুধুমাত্র আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (PR) নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা।
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	☐	☑	☐	আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (PR) নির্বাচন ব্যবস্থার আওতায় ৩০০টি সাধারণ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০ আসনে সংখ্যাভিত্তিক PR পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলসমূহ দ্বারা মনোনীত হবে।	☐	☐	☑	প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে নির্বাচন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (PR) পদ্ধতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।	☑	☐	☐	এসব গুণ মাপার কোন সার্বজনীন ও বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি নেই। কোন দলই অসৎ, অযোগ্য, দুর্নামসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে বলে স্বীকার করবে না। তবে রাষ্ট্রপতি সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন হওয়ার কোন বাস্তবসম্মত মেকানিজম উদ্ভাবন করা আবশ্যক।	☐	☐	☑	সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	যেহেতু দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ থাকবে সেহেতু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য সংসদ সদস্যগণের ভোটই যথেষ্ট হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি পাকিস্তান আমলে সামরিক সরকারের অধীনে করা হয়েছিল যা বেসিক ডেমোক্রেসি নামে পরিচিত হয়েছিল। তখন সরকারী দল কর্তৃক ভোট ক্রয় মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অর্থহীন হয়ে যায়।	☑	☐	☐	শর্তসাপেক্ষে একমত পোষণ করা হয়েছে। **শর্ত:** যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় ও কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে হয়।

২০

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
ডেপুটি স্পিকার	বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					
তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চার মাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা	☑	☐	☐	কেয়ারটেকার সরকার যদি নির্ধারিত ৪ মাসের মধ্যে কোন অনিবার্য কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে না পারে তাহলে পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।				
তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা।	☐	☐	☑	কেয়ারটেকার সরকারকে রুটিন কার্যক্রমের বাহিরে শুধুমাত্র প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।	☑	☐	☐	কেয়ারটেকার সরকার নিয়োগের পর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার মাধ্যমে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বিলুপ্ত হবে এবং কেয়ারটেকার সরকারের সময়কালে সরকারই এনসিসির দায়িত্ব পালন করবে। কেবলমাত্র কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করার পূর্বে সংসদ ভেঙ্গে যায় তাহলে এনসিসির অবশিষ্ট সদস্যগণ এনসিসির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। উক্ত পরিস্থিতিতে ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট প্রধান এনসিসিতে যুক্ত হবেন।

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা	স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য	☐	☐	☑	কেয়ারটেকার সরকার প্রধানের নাম জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তাকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়ুক্ত করবেন।				▪ কেয়ারটেকার সরকার প্রধানের নাম জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তাকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করবে অথবা প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা এবং প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত সার্চ কমিটি প্রধান উপদেষ্টা বাছাই করবেন। ▪ যদি উপরোক্ত রূপে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। ▪ যদি উপরোক্ত রূপে কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে অপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। ▪ যদি উপরোক্ত রূপে উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যহতিতে পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত অপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। ***কমিশন কেয়ারটেকার সরকারের জন্য একটি রূপরেখা লিখিতরূপে পৃথকভাবে প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছেন।***

২২

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।	☑	☐	☐					
সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ	ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।	☐	☑	☐	আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হলে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা থাকবে না।	☑	☐	☐	
স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা।	☑	☐	☐					
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।	☐	☑	☐	প্রস্তাবিত সুপারিশটি জটিলতা সৃষ্টি করবে। এর কোন উপকারীতা নেই, কারণ উচ্চকক্ষও রাজনৈতিক দলের দ্বারাই তৈরী। সুপারিশ মোতাবেক পরিবর্তন আনলে নির্বাচন কমিশনের উপর রাজনৈতিক প্রভাব আরো গাঢ় হবে। বর্তমান পদ্ধতিই চলতে পারে।				

২৩

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা।	☐	☑	☐	আপীলেট/হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বা সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দিশনা দিতে পারেন। তবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে তাকে দায়মুক্তি দেয়ার সুযোগ থাকা উচিত নয়। কর্মরত থাকাকালেও এ ব্যর্থতা ও অপরাধের তদন্ত করা ও অপরসারণসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।	☐	☐	☑	আপীলেট/হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বা সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দিশনা দিতে পারেন। তবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে তাকে দায়মুক্তি দেয়ার সুযোগ থাকা উচিত নয়। কর্মরত থাকাকালেও এ ব্যর্থতা ও অপরাধের তদন্ত করা ও **প্রয়োজনীয় আইনী** ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটি সমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা।	☑	☐	☐	সুপারিশটি নির্বাচন কমিশন সংকান্ত নয় বলে প্রতীয়মান হয়। তবে এক্ষেত্রে আইন করা যেতে পারে।				
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা।	☐	☑	☐	বহুদলীয় গণতান্ত্রিক স্পিরিট সমুন্নত রাখার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন বাতিল করা আবশ্যক।	☑	☐	☐	তথ্য অধিকার আইন সংশোধন সাপেক্ষে কমিশনের সাথে একমত পোষণ করা হয়েছে।
প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা	মানবতা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতা বিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।	☐	☐	☑	বিষয়টি মানবতা বিরোধী (ট্রাইবুনাল) আইনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আরপিও সংশোধন করা যেতে পারে।	☐	☑	☐	২০০৯ থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তিরা চার্জশীটভূক্ত হলেই সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করা হবে।

২৪

কতিপয় অতিরিক্ত সুপারিশ

- অধিকন্তু, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া উচিত।
- নির্বাচনের পর যদি প্রমাণিত হয় যে, কোন নির্বাচিত ব্যক্তি (সংসদ সদস্য/স্থানীয় সরকার ইত্যাদি) হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সেই ব্যক্তির আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ধরণের শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরবর্তী দুটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এমন ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের থাকা উচিত।
- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী প্যানেল পরিচয়, নির্বাচনী পোস্টার, নির্বাচনী ব্যয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা দরকার। যাতে ভোট কেনা-বেচা বন্ধ করা যায়।
- নির্বাচন ব্যবস্থার ব্যর্থতার দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে।
- বর্তমান বাস্তবতায় নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা দ্বারা জাতীয় সংসদ নির্বাচন যৌক্তিক হবে না। নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব এখন পর্যন্ত এমন পর্যায়ে আসেনি যাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর সর্বশেষ মতামত ও মন্তব্য

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রদ করে আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা (সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র আপীল বিভাগের কর্মে জ্যেষ্ঠতম বিচারককেই প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করবেন।				সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল যদি কোন বিচারপতিকে প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করে তাহলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ থেকে বারিত থাকতে হবে।
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ (৩য় অধ্যায়)	আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আপীল এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা	☐	☐	☑	আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ১৩ (তের) জন নির্ধারণ এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক এবং বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে আপীল এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করবেন।	☑	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনের কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন প্রয়োজন।	☑	☐	☐	
নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করার ক্ষমতা (৩য় অধ্যায়)	শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরিবর্তে, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং একই পদ্ধতিতে অপসারণযোগ্য অন্যান্য পদধারীদের বিষয়ে তদন্ত করার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					

২৬

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্বরত বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ ও প্রয়োগ।	☑	☐	☐					
সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লংঘনের ফল (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা।	☑	☐	☐					
অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন (৪র্থ অধ্যায়)	বিচারকদের চাকুরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					
সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা (৫ম অধ্যায়)	নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের জন্য বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন।

২৭

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন এবং রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) বজায় রেখে এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুন্ন না করে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					
উপজেলা পর্যায়ে আদালত (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র সহকারি জজ এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করা।	☑	☐	☐					
অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়)	সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					
রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন (৮ম অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন' নামে একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা।	☑	☐	☐	ক্ষমা প্রদর্শনের সুপারিশের ক্ষেত্রে বোর্ড সমাজে এর প্রভাব বিবেচনায় রাখবে।				
স্বতন্ত্র ফৌজদারী তদন্ত সার্ভিস (৯ম অধ্যায়)	একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।	☑	☐	☐					
সংবিধান-সংশোধন (১০ম অধ্যায়)	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সংবিধানের বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৬ষ্ঠ ভাগ ও অন্যান্য ভাগের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও নতুন কিছু বিধান সংযোজন করা।	☐	☐	☑	বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মৌলিক ৩টি বৈশিষ্ট্য (প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক ও বিচারকদের কর্মকাল) উল্লেখ থাকলেও তার পরিধি, ব্যাপ্তি ও দায়বদ্ধতা সুস্পষ্ট করতে হবে।	☑	☐	☐	পূর্বের মন্তব্য প্রত্যাহার করা হল

২৮

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী   দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
অধঃস্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধি (অধ্যায়-১১)	বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং নতুন ও বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা।	☑	☐	☐					
বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা (অধ্যায়-১২)	বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নির্ধারণকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নির্ধারণকৃত বাজেট অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অনুরুপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।	☑	☐	☐	পূর্বের মন্তব্য প্রত্যাহার করা হল
সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (অধ্যায়-১৫)	দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রনয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা।	☑	☐	☐					
বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ (অধ্যায়-১৭)	প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।	☐	☐	☑	প্রতি ৩ বছরের পরিবর্তে প্রতি বছর করা।				
আইনগত সহায়তা (অধ্যায়-১৮)	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করা।	☑	☐	☐					
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অধ্যায়-১৯)	'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' রহিত করে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করা।	☑	☐	☐					

২৯

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
আইন পেশার সংস্কার (অধ্যায়-২৫)	আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ; জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং তার প্রধান হিসাবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান; আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ।	☐	☐	☑	জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপনসহ তার প্রধান হিসেবে বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।	☑	☐	☐	জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপনসহ তার প্রধান হিসেবে **বিচারক** নিয়োগের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যেকোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া।	☐	☑	☐	আইনজীবীদের সংগঠন করার অধিকার খর্ব করা হলে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে।	☑	☐	☐	
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২১)	বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা।	☑	☐	☐					

৩০

কতিপয় অতিরিক্ত সুপারিশ

- জেলা পর্যায়ে জেলা জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চত করতে হবে।
- এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেসিকে আরও কীভাবে কার্যকর করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেসিকে উচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- জেলা জজশিপে কিছু ডেডিকেটেড কোর্ট স্থাপন করতে হবে যাতে ভূমি সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়।

৩১

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর সর্বশেষ মতামত ও মন্তব্য

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন	জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা।	☐	☑	☐	সংস্কারের জন্য একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা রাষ্ট্রের জন্য ব্যয়বহুল ও অপ্রয়োজনীয়।	☑	☐	☐	
তথ্য অধিকার আইন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংশোধন করা (সংশোধন প্রভাবের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।	☐	☐	☑	ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দলীয় তথ্যাদি Disclosure List এর বাহিরে রাখতে হবে।	☑	☐	☐	
Official Secrets Act	Official Secrets Act ১৯২৩ সংশোধন করা।	☐	☑	☐	এ আইনটি সংবেদনশীল ও সংস্কারের সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা না থাকায় একমত নই।	☑	☐	☐	
নাগরিক কমিটি' গঠন	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে 'জেলা নাগরিক কমিটি' ও উপজেলা নাগরিক কমিটি' গঠন করা।	☐	☑	☐					
নতুন দু'টি বিভাগ গঠন	কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দু'টি নতুন বিভাগ গঠন করা	☑	☐	☐					
জেলা প্রশাসক' 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন	'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'উপজেলা কমিশনার' ও 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' করা। 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবী পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা) করা।	☐	☑	☐	এ পদগুলো ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই এসব পদ পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এসব পরিবর্তন সংস্কারের কোন মৌলিক বিষয় নয়। কিন্তু এসব পরিবর্তন আমলাতন্ত্রে ভুল বার্তা দিবে। ভারতে (পশ্চিমবঙ্গে) জেলার প্রশাসনিক প্রধানকে 'জেলা শাসক' বলা হয়। কিন্তু ভারতের জনগণ বা রাজনীতিবিদ এসব নিয়ে মোটেও কোন বাদ-প্রতিবাদ করে না। এগুলো প্রশাসনিক পরিভাষা মাত্র।				

৩২

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।	☑	☐	☐					
উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা।	☑	☐	☐					
উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার	উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।	☐	☑	☐		☑	☐	☐	
পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন	বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনের মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) নামে দুটি নতুন কমিশন সৃষ্টি করা। বাকি সকল সার্ভিস বর্তমান কমিশনের অধীনে রাখা।	☐	☑	☐	আন্ত:ক্যাডার বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বর্তমান পিএসসির কলেবর বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারের জন্য পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।	☑	☐	☐	
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।	☐	☑	☐	দায়িত্ব-কর্তব্য সুস্পষ্ট করতে হবে এবং সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।	☑	☐	☐	পূর্বের মন্তব্য প্রত্যাহার করা হল

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল এবং সচিব নিয়োগে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন ও সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভসার্ভিস গঠন	বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা (যে কমিটি অতিরিক্ত সচিব থেকে সচিব এবং সচিব থেকে মুখ্যসচিব পদে পদন্নোতির সুপারিশ করবে)। একইসঙ্গে বিভিন্ন সার্ভিসের বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (SES) গঠন করা।	☐	☑	☐		☑	☐	☐	
স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন	জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সংগে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন- ১২(ঙ))	☑	☐	☐					
সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের নিয়োগ	জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে নিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	☐	☐	☑	৫০:৫০ অনুপাত করা যেতে পারে। এটি বেশি বাস্তবসম্মত এবং বাস্তবায়নযোগ্য।				সরকারি হিসাব কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ কমপক্ষে ৫০% স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে দিতে হবে।
প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা	দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।	☐	☑	☐					

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
জেলা পরিষদ বাতিল	বিদ্যমান জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে জেলা পরিষদসমূহের সকল সম্পত্তি প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।	☐	☑	☐	জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করতে হবে। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবে।				মন্তব্যটি প্রত্যাহার করা হলো
পৌরসভা শক্তিশালীকরণ	পৌরসভার চেয়্যারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন। ১৮ (ঘ))	☐	☑	☐					
ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট' বা 'রাজধানী মহানগর সরকার'	প্রস্তাবিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারয়ণগঞ্জকে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের সমপর্যায়ের 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট-গঠন করা।	☐	☑	☐					
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা।	☐	☑	☐	দায়িত্ব বন্টন সুনির্দিষ্ট হতে হবে।				
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা।	☑	☐	☐		☐	☑	☐	
ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার	ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়্যারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।	☐	☐	☑	প্রতিটি ইউনিয়নে ১১টি ওয়ার্ড করা যেতে পারে। কিন্তু প্রতিটি ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্য নির্বাচন এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়্যারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা যাবে না।				প্রতিটি ইউনিয়নে ১১টি ওয়ার্ড করা এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্যের নির্বাচন হতে পারে। কিন্তু ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়্যারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা যাবে না।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ	হিসাব বিভাগ হতে অডিট বিভাগ পৃথক করে একটি নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা।	☑	☐	☐					
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	ফৌজদারি (পিপি) ও দেওয়ানি মামলা (জিপি) পরিচালনার জন্য দু'টি স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করা। এজন্য একটি আইন প্রণয়ন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পিপি ও জিপি নিয়োগ করা। (এই বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	☑	☐	☐	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের স্থায়ী এটর্নি সার্ভিসের প্রস্তাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। একইসাথে জেলা জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের বিধান প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে।				
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা।	☐	☑	☐	আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।	☑	☐	☐	
১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ	সরকারি চাকুরিতে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামুলক অবসরের বিধান বাতিল এবং ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।	☐	☐	☑	২০ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।				
মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস)/সহকারী একান্ত সচিব পাদয়ন	মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস), সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগ করা।	☐	☑	☐	বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল থাকবে।				

কতিপয় অতিরিক্ত সুপারিশ

- মন্ত্রণালয়ের প্রধান হবেন মন্ত্রী এবং প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হবেন সচিব এই বিদ্যমান বিধানটি বহাল থাকবে।
- বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের পেশাদারিত্ব সাংবিধানিকভাবে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে। এ বিধানটি রহিত করা দরকার।
- সাংবিধানিকভাবে পেশাদারিত্ব ও মেরিটোক্রেসি নিশ্চিত করতে হবে।
- আমলাতন্ত্রকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সিভিল সার্ভেন্টগণ জাতীয় স্বার্থ ও ২৪ এর গণ আকাঙ্খা অর্জনে নিবেদিতভাবে কাজ করতে পারে। রাজনীতিকগণ যাতে আমলাতন্ত্রকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- আমলাতন্ত্রে মেধা ও দক্ষতা নিশ্চিতে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের উপর সর্বশেষ মতামত ও মন্তব্য

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সংশোধন	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-০১)	☑	☐	☐					
দুদকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি	প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১১) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐					
দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশল দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন; বাস্তবায়নে ন্যায়পাল	রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা। সংবিধানের ৭৭অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২)	☐	☐	☑	ন্যায়পাল আইন ইতোমধ্যে রয়েছে তাই নতুন আইনের পরিবর্তে বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন এবং ন্যায়পাল নিয়োগের ব্যবস্থা করা।	☑	☐	☐	

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা	সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৩)	☑	☐	☐					
স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন	রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৪)	☑	☐	☐					
সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৫)	☐	☐	☑	অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।	☑	☐	☐	

৩৯

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা	নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৬) • রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; • সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন; এবং • রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না।	☐	☐	☑	সরকারি কোষাগার থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী সহায়তা হিসাবে ভর্তুকী প্রদানের ব্যবস্থা করা।	☑	☐	☐	
পর্যায়ক্রমে সেবাখাতের সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশন	সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের-বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৭)	☑	☐	☐	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এন্ড টু এন্ড অটোমেশন কার্যকর করবে এবং বিদ্যমান citizen charter অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিত করবে। সেন্ট্রাল মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটেড অটোমেশন ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।				
বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা	UN Convention against Corruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৮)	☑	☐	☐					

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে Common Reporting Standards (CRS) এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার	দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা। [কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধে বিশ্বব্যাপী Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters or Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রণীত ও ২০১৭ সালে কার্যকর হওয়া Common Reporting Standards (CRS) এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদানের জন্য CRS ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (১৪৯টি) দেশ MCAA এর পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং ১২০ টি দেশ CRS ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। বাংলাদেশ এখনও এ উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।]	☐	☐	☑	যথাযথ সিকিউরিটির (সকল প্রকার) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।	☑	☐	☐	
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ৫(১) ধারার সংশোধন করে কমিশনার সংখ্যা পাঁচে উন্নীতকরণ	দুদক আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১২) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	বরং দুর্নীতি দমন কমিশনে সৎ, দক্ষ, যোগ্য ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ বৃদ্ধি করা।	☑	☐	☐	দুর্নীতি দমন কমিশনে সৎ, দক্ষ, যোগ্য ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ বৃদ্ধি করা।
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৩)	☐	☑	☐	বিদ্যমানই যথেষ্ঠ। ১৫ বছর নয় বরং বিদ্যমান অন্যূন ২০ বছরের অভিজ্ঞতাই বলবৎ থাকবে।	☑	☐	☐	

৪১

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে কমিশনারের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৪) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	৫ বছরই বলবৎ থাকবে।				
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন করে বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন পূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৫)	☑	☐	☐					
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭ (৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান) (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৬)	☐	☐	☑	প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রীপরিষদ সচিবদের মধ্যে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রীপরিষদ সচিব (৬) ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বরেণ্য ২ জন আলেম।	☑	☐	☐	

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭ (৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা- • পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে; • প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবন বৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে; • আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে; • সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে; • সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজনে কমিটি দুইজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন প্রার্থীর নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করবে; • জনসম্মুখে নাম প্রকাশের ন্যূনতম সাত দিন পরে কমিটি প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন প্রার্থীর নাম গোপনীয়তার সহিত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৭)	☑	☐	☐					

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭ (৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে- • প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করা; • উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে, প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হল- (১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা (২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা (৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন (৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ (৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে অবহিতকরণ (৮) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রতিবেদন (৯) দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন বিষয়ে অগ্রগতি (১০) দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধী কার্যক্রমের বিবরণ; • কমিটি দুদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করবে; • কমিটি যথাসম্ভব উক্ত শুনানি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেবে; • উক্ত শুনানি শেষে কমিটি তার লিখিত পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করবে; • কমিটিকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, উক্ত শুনানির কারণে কোনো অবস্থাতেই যেন চলমান তদন্ত বা অনুসন্ধানের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা মামলা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত না হয়; - কমিটি উন্মুক্ত শুনানিতে অনুসরণীয় Standard operating procedure (SOP) প্রণয়ন করবে এবং এর যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করবে। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৮)	☑	☐	☐					

88

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা। [উক্ত ধারা অনুসারে কোনো জজ. ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুদককে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন করবে। এর ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুদককে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশনের মতে ২০১৩ সালের এই সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক ও দুদকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ইতিমধ্যে ৩২ক ধারাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।] (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৪)	☑	☐	☐					
আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধন পূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। (আয়কর আইনের অধীন: প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে NBR দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক NBR থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারতো, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।) (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৯)	☑	☐	☐					

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল।**

বিষয়	সারসংক্ষেপ	জমাদানকালীন মতামত			জমাদানকালীন মন্তব্য	সর্বশেষ পরিবর্তিত মতামত			পরিবর্তিত মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	
রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP এর পক্ষভুক্ত হওয়া	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া। (২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ Open Government Declaration (OGD) প্রণয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত সরকারের ধারনা আন্তর্জাতিকীকরণের সূচনা করেছে। OGD সমর্থনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত সরকার বিষয়ক নূন্যতম মানদন্ড পূরণ সাপেক্ষে, যে কোন রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার Open Government Partnership (OGP)'র সদস্যভুক্ত হতে পারে। OGP'র সদস্যদের স্বচ্ছ, অংশিদারিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও সুযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৭টি দেশ এবং ১৫০টির বেশি স্থানীয় সরকার OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ OGP'র সদস্যভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। অদ্যাবধি বাংলাদেশ এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়নি। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১০)	☐	☑	☐	সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিষয়ে বাংলাদেশ পক্ষভূক্ত হতে পারে না।				

৪৬

কতিপয় অতিরিক্ত সুপারিশ

বিগত ১৬ বছরে আমাদের অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্নীতি তার রূপ, ধরন, প্রকৃতি এবং পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে। বিগত ২৫ বছর ধরে একের পর এক আইন সংশোধন ও উচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে দুর্নীতির সংজ্ঞা একটি চলমান লক্ষ্যে পরিনত হয়েছে । বাংলাদেশে আইনি কাঠামোতে দুর্নীতির সংজ্ঞা তার শক্তি হারিয়েছে। যেহেতু দুদক তার আইনে বর্ণিত দুর্নীতির সংজ্ঞার ভিত্তিতে কাজ করে, তাই সীমিত পরিসীমার সংজ্ঞা নিয়ে দুদকও শক্তিহীন ও নখদন্তহীন বাঘে পরিণত হয়েছে। বিগত সরকার ২০১৫ সালে মানি লন্ডারিং আইনের পরিধি পরিবর্তন করে এবং ACC-এর পূর্ণ ক্ষমতা পুলিশ, এনবিআর, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে বিতরণ করে। এমতাবস্থায়, দুর্নীতির সংগার পরিধি বিস্তৃত করা, দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের সিডিউল সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর দুর্নীতি বিরোধী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে সুসংগঠিত করা। দুদককে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা এবং রাজনৈতিক পরিচয়ে দুদকে কোন নিয়োগ না দেয়া। বিভিন্ন মহলের চাপ, এমনকি রাজনৈতিক মহল থেকে আসা চাপকেও প্রতিহত করার সাহস ও সাহসিকতার অধিকারি নৈতিকভাবে দৃঢ় ব্যক্তি ত্ব সম্পন্ন সৎ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া। কোন কারণে কমিশনারের পদ শূণ্য হলে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে তা পূরণ করা। অবসর প্রাপ্তির পরও কমিশনারগণের আমৃত্যু নিরাপত্তার বিধান রাখা, যাতে করে কমিশনারগণ দুর্নীতি তদন্ত ও বিচার করার কারণে অবসরের পর জীবনহানি কিংবা অন্য কোন ধরণের ক্ষতির আশঙ্কা অনুভব না করেন। দুর্নীতির নতুন নতুন উপায় ও কৌশল মোকাবেলায় কমিশনকে ডিজিটালাইজড করা এবং এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা। দুদকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নৈতিক ও পেশাগত প্রশিক্ষণের আওতায় আনা এবং সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক সম্মাননার ব্যবস্থা রাখা। এছাড়াও বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইনলিজ্যান্স ইউনিট (BFIU) কে তদন্তের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যামান আইনী কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে।

সংশোধিত, ১১-০৩-২০২৫

সংবিধান সংস্কার কমিশন

[illegible]

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
নাগরিকতন্ত্র		১. সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	[illegible]
		২. ভাষা নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে -বাংলা। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩. বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন" হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪ সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা , অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংবিধানের মূলনীতি		৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৫.২ কমিশন নিয়োক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
রাষ্ট্রের মূলনীতি		সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেওয়া।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা		১. বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে *'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা'* নামে একটি *'ভাগ হিসেবে একীভূতকরণ।*	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২. সংবিধানের *'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা'* ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার' অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্ত করা।	☑	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
আইনসভা		১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ ('Senate'-সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	নিম্নকক্ষ	১। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	আমরা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা চাই। ৪০০ আসনের জাতীয় সংসদ হবে।
		প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	উন্মুক্ত ৩০০ আসন এবং ১০০ আসন কেবলমাত্র নারী প্রার্থীর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে।

3

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
	২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	প্রতিদ্বন্দ্বিতার ন্যূনতম বয়স ২৫ বছর হতে হবে।
	৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	অর্থবিলসহ সকল বিলেই ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	উচ্চকক্ষ	১। উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা. (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় ব্যতিত উচ্চকক্ষের অন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	সংবিধান সংশোধনী	১। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদনের এবং গণভোটের বিধান করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	আন্তর্জাতিক চুক্তি	জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	অভিশংসন	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	প্রতিটি সংসদ সদস্যের অসদাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করতে পারবে।
নির্বাহী বিভাগ		১। আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসেবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২। সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল(এনসিসি) গঠন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	১। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল "এনসিসি" রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-এ সদস্য হবেন: ১. রাষ্ট্রপতি; ২. প্রধানমন্ত্রী; ৩. বিরোধীদলীয় নেতা; ৪. নিম্নকক্ষের স্পিকার; ৫. উচ্চকক্ষের স্পিকার; ৬. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ৭. বিরোধীদল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৮. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৯. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উচ্চ কক্ষের গঠনের তারিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না-নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর যাদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠিত হবে: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধান উপদেষ্টা, ৩. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ৪. প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন সদস্য। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

7

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: ১. নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ২. এটর্নি জেনারেল; ৩. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৪. দুর্নীতি কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৫. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৬. স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৭. প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান; ৮. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	রাষ্ট্রপতি	১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।	☐	☑ (কাটা)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৫ বছর হবে।
		২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে ১. আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; ২. প্রতিটি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণঃ ৬৪ টি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে ৬৪টি ভোট], ৩. প্রতিটি '*সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল* মিলে একটি করে ভোট। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	প্রধানমন্ত্রী	১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

৪

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	অন্তর্বর্তী সরকার	১। আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান '*প্রধান উপদেষ্টা*' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
	প্রধান উপদেষ্টা	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি '*প্রধান উপদেষ্টা* হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বিচার বিভাগ	সুপ্রিম কোর্ট	১। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (জুডিশিয়াল আপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)) গঠন করা হবে। সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান), আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)। হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); এটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি) - এর থাকবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৬। বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	অধস্তন আদালত	৭। 'অধ:স্তন আদালত' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৭.১। স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যাস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিকার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়ান সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	স্থানীয় সরকার	১। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এল জি আই) আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে)।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

12

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি) নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য
		৩। এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪। প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন; ১। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৫। এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৬। একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা, যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	১। সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এই বিষয়ের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

13

CamScanner

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ		পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে (এই কমিশনগুলো হচ্ছে: (ক) মানবাধিকার কমিশন, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সরকারি কর্ম কমিশন, (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন, (ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন)। সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বিবিধ		১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা, এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১(খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ধন্যবাদসহ-
স্বা. ১৫/০৪/২০২৫
(ইকবাল কবির জাহিদ)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ

CS CamScanner

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: ইকবাল কবির জাহিদ, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন	জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
তথ্য অধিকার আইন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংশোধন করা (সংশোধন প্রস্তাবের জন্য জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Official Secrets Act	Official Secrets Act ১৯২৩ সংশোধন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
নাগরিক কমিটি' গঠন	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে 'জেলা নাগরিক কমিটি' ও উপজেলা নাগরিক কমিটি' গঠন করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	বিভিন্ন শ্রেণী, পেশার প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে। আলাদাভাবে ছাত্র প্রতিনিধি রাখার উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।
নতুন দু'টি বিভাগ গঠন	কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দু'টি নতুন বিভাগ গঠন করা	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন	'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'উপজেলা কমিশনার' ও 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' করা। 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবী পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা) করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-

1

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিআর মামলা প্রকৃতির অভিযোগগুলো গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপন	সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পুনঃস্থাপন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার	উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন	বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠনের মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) নামে দুটি নতুন কমিশন সৃষ্টি করা। বাকি সকল সার্ভিস বর্তমান কমিশনের অধীনে রাখা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কর্মপরিধি পুনঃনির্ধারণ	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল এবং সচিব নিয়োগে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন ও সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস গঠন	বর্তমান সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (SSB) বাতিল করে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা (যে কমিটি অতিরিক্ত সচিব থেকে সচিব এবং সচিব থেকে মুখ্যসচিব পদে পদোন্নতির সুপারিশ করবে)। একইসঙ্গে বিভিন্ন সার্ভিসের বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের নিয়ে উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পর্যন্ত পদসমূহ পূরণে একটি সুপিরিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিস (SES) গঠন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন	জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সংগে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন - ১২(ঙ))	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের নিয়োগ	জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে নিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা	দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
জেলা পরিষদ বাতিল	বিদ্যমান জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে জেলা পরিষদসমূহের সকল সম্পত্তি প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
পৌরসভা শক্তিশালীকরণ	পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশনের পৃথক সুপারিশ দেখুন। ১৮ (ঘ))	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	পৌরসভার চেয়ারম্যান জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।
ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট' বা 'রাজধানী মহানগর সরকার'	প্রস্তাবিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারয়ণগঞ্জকে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের সমপর্যায়ের 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট'-গঠন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার	ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

4

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ	হিসাব বিভাগ হতে অডিট বিভাগ পৃথক করে একটি নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়ন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	ফৌজদারি (পিপি) ও দেওয়ানি মামলা (জিপি) পরিচালনার জন্য দুটি স্থায়ী প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠন করা। এজন্য একটি আইন প্রণয়ন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পিপি ও জিপি নিয়োগ করা। (এই বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ দেখুন।)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
জনপ্রশাসনে জবাবদিহি নিশ্চিকরণে প্রক্রিয়াগত সংস্কার	স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ	সরকারি চাকুরিতে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান বাতিল এবং ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

5

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: ইকবাল কবির জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি।

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) /সহকারী একান্ত সচিব পাদয়ন	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস), সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগ করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

6/02/2025
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি

বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ

রাজনৈতিক দল:

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: ইকবাল কবির জাহিদ, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সংশোধন	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-০১)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুদকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি	প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১১) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশল দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন; বাস্তবায়নে ন্যায়পাল	রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

1

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা	সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৩)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন	রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ- ৪)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৫)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা	নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৬) • রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে; • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; • সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন; এবং • রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
পর্যায়ক্রমে সেবাখাতের সম্পূর্ণ এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশন	সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের-বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৭)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা	UN Convention against Coruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-৮)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে Common Reporting Standards (CRS) এর বাস্তবায়নে আইনি সংস্কার	দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা। [কর ফাঁকি ও অর্থপাচার রোধে বিশ্বব্যাপী Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters or Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রণীত ও ২০১৭ সালে কার্যকর হওয়া Common Reporting Standards (CRS) এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদানের জন্য CRS ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (১৪৯টি) দেশ MCAA এর পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং ১২০ টি দেশ CRS ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। বাংলাদেশ এখনও এ উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।]	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ৫(১) ধারার সংশোধন করে কমিশনার সংখ্যা পাঁচে উন্নীতকরণ	দুদক আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১২) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা- "আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।" (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৩)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে কমিশনারের মেয়াদ চার বছর নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৪) (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	দুদক কমিশনারের মেয়াদ ৫ বছর বহাল রাখা

4

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন করে বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৬(১) ধারা সংশোধন পূর্বক ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করা। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৫)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৬)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

5

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা- • পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে; • প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবন বৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে; • আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে; • সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে; • সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজনে কমিটি দুইজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; • সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন প্রার্থীর নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করবে; • জনসম্মুখে নাম প্রকাশের ন্যূনতম সাত দিন পরে কমিটি প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন প্রার্থীর নাম গোপনীয়তার সহিত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১৭)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

6

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ	দুদক আইন ২০০৪ এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে- • প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করা; • উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে, প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হল- (১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা (২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা (৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন (৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ (৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে অবহিতকরণ (৮) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রতিবেদন (৯) দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন বিষয়ে অগ্রগতি (১০) দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধী কার্যক্রমের বিবরণ; • কমিটি দুদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করবে; • কমিটি যথাসম্ভব উক্ত শুনানি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেবে; • উক্ত শুনানি শেষে কমিটি তার লিখিত পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করবে; • কমিটিকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, উক্ত শুনানির কারণে কোনো অবস্থাতেই যেন চলমান তদন্ত বা অনুসন্ধানের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা মামলা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত না হয়; • কমিটি উন্মুক্ত শুনানিতে অনুসরণীয় Standard operating procedure (SOP) প্রণয়ন করবে এবং এর	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

7

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা। [উক্ত ধারা অনুসারে কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুদককে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন করবে। এর ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুদককে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশনের মতে ২০১৩ সালের এই সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক ও দুদকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ইতিমধ্যে ৩২ক ধারাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।] (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৪)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। (আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে NBR দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক NBR থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারতো, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।) (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-২৯)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

৪

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: ইকবাল কবির জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি।

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP এর পক্ষভুক্ত হওয়া	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া। (২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ Open Government Declaration (OGD) প্রণয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত সরকারের ধারনা আন্তর্জাতিকীকরণের সূচনা করেছে। OGD সমর্থনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত সরকার বিষয়ক নুন্যতম মানদন্ড পূরণ সাপেক্ষে, যে কোন রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার Open Government Partnership (OGP)'র সদস্যভুক্ত হতে পারে। OGP'র সদস্যদের স্বচ্ছ, অংশিদারিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও সুযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৭টি দেশ এবং ১৫০টির বেশি স্থানীয় সরকার OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ OGP'র সদস্যভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ OGP'র সদস্যভুক্ত হয়েছে। অদ্যাবধি বাংলাদেশ এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়নি। (মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ-১০)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	মতামত প্রদানে বিরত।

৭/০৫/২০২৫
কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: ইকবাল কবির জাহিদ, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি): নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রদ করে আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা (সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক সংখ্যা নির্ধারণ (৩য় অধ্যায়)	আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ৭ (সাত) জন নির্ধারণ এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আপীল এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনের কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত করার ক্ষমতা (৩য় অধ্যায়)	শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরিবর্তে, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল নিজ উদ্যোগে বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং একই পদ্ধতিতে অপসারণযোগ্য অন্যান্য পদধারীদের বিষয়ে তদন্ত করার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্টের দায়িত্বরত বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ, একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ ও প্রয়োগ।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

1

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতিদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা লংঘনের ফল (৩য় অধ্যায়)	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন (৪র্থ অধ্যায়)	বিচারকদের চাকুরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা (৫ম অধ্যায়)	নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন এবং রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) বজায় রেখে এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুন্ন না করে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
উপজেলা পর্যায়ে আদালত (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	উপজেলা পর্যায়ে সিনিয়র সহকারি জজ এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়)	সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন (৮ম অধ্যায়)	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন আইন' নামে একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন এবং বোর্ডের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দণ্ডিত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
স্বতন্ত্র ফৌজদারী তদন্ত সার্ভিস (৯ম অধ্যায়)	একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংবিধান-সংশোধন (১০ম অধ্যায়)	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সংবিধানের বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৬ষ্ঠ ভাগ ও অন্যান্য ভাগের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও নতুন কিছু বিধান সংযোজন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
অধ:স্তন আদালতের জনবল ও পরিসর বৃদ্ধি (অধ্যায়-১১)	বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং নতুন ও বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা (অধ্যায়-১২)	বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ, বাজেট বৃদ্ধি এবং নির্ধারণকৃত বাজেট স্বাধীনভাবে খরচ করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা। (এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (অধ্যায়-১৫)	দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রনয়ন, সংশোধন ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ (অধ্যায়-১৭)	প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
আইনগত সহায়তা (অধ্যায়-১৮)	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অধ্যায়-১৯)	'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' রহিত করে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করা	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
আইন পেশার সংস্কার (অধ্যায়-২৫)	আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ; জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন এবং তার প্রধান হিসাবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান; আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

4

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী: ইকবাল কবির জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য (প্রয়োজনে অপর/অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত (মন্তব্য কলাম দ্রষ্টব্য)	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যেকোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়া।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বিচারাঙ্গণকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ (অধ্যায়-২৯)	বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

৭/০৫/২০২৫
5
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি

বাংলাদেশের শিল্পী ডেমোক্রেটিক লীগ

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নির্বাচন কমিশন গঠন	রাজনৈতিক ঐকমত্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্টীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।	☑	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
প্রাক্তন দুইবারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতির পদে অযোগ্যতা	দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

1

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা হতে বাধা	একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

2

CamScanner

CamScanner

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল:

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	উচ্চ কক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০টি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের যোগ্যতার অনুরূপ করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3

রাজনৈতিক দল:

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব	প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

4

CamScanner

রাজনৈতিক দল:

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
ডেপুটি স্পিকার	বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা	স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা। (এই বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

5

CamScanner

রাজনৈতিক দল:

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ	ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

6

CamScanner

রাজনৈতিক দল:

নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:

বিষয়	সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
		একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটি সমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা।	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা	মানবতা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার লক্ষ্যে মানবতা বিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ধন্যবাদসহ —
[illegible] ১৩/৪/২০২৫
([illegible])
[illegible] সম্পাদক
বাংলাদেশের [illegible]

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ — মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ

মজলুম জননেতা ভাসানীর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ

ভাসানী জনশক্তি পার্টি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ইব্রাহীম ম্যানশন (৩য় তলা), ১১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

মোবাইল : ০১৭১৩৩৬৩৫৩৫, ০১৭১৭৬৭২৮৭৪ ইমেইল : bhasanionusariporishod@gmail.com

সূত্র : ভজপা/ভঅপ/2025/27মে/06 — তারিখ : ২৭-০৫-২৫ ইং।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ

সহ-সভাপতি

জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন

বিষয় ঃ স্মারক নং-৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯০০১.২৫-২১৫ ইং তারিখ ২৫/০৫/২০২৫ প্রেরিতপত্রের আলোকে মতামত।

ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টির পক্ষ থেকে আপনাকে সালাম ও শুভেচ্ছা। গত ৮ মে ২০২৫ তারিখে আপনার সভাপতিত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে আমাদের দলের অত্যন্ত হৃদতাপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। উক্ত আলোচনায় আপনাদের সুপারিশকৃত ১৬৬টি প্রস্তাবের মধ্যে ১২৯টিতে একমত ১৯টিতে আংশিক একমত ১২টি'তে দ্বিমত এবং ছয়টির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত থেকে বিরত ছিলাম।

আমরা দলীয় ফোরামে আলোচনার মাধ্যমে বিরত থাকা আপনাদের উক্ত ০৬টি প্রস্তাবের সাথে ঐকমত্য পোষন করেছি।

আংশিক একমত এবং দ্বিমতের বিষয়গুলোর কিছু কিছু বিষয়ে আমাদের মতামত উপস্থাপন করছি।

** সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টি থেকে জাতির প্রতিষ্ঠিত বীরদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে শব্দগত কিছু ভুল থাকায় সংশোধনী আকারে পুনরায় উপস্থাপন করা হলো।

" বাংলাদেশের স্বাধীনতা অন্যতম স্থপতি শের-ই বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং তাদের ফোর ফাউন্ডিং ফাদার অব দ্যা নেশন হিসাবে ঘোষনা দেওয়া হোক"।

** সংবিধানে প্রযোজ্য সকলক্ষেত্রে "জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ" ব্যবহৃত করতে হবে।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ

মজলুম জননেতা ভাসানীর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ

ভাসানী জনশক্তি পার্টি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ইব্রাহীম ম্যানশন (৩য় তলা), ১১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

মোবাইল : ০১৭১৩৩৬৩৫৩৫, ০১৭১৭৬৭২৮৭৪ ইমেইল : bhasanionusariporishod@gmail.com

সুত্র :

তারিখ : ২৭-০৫-২৫ ইং।

** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টি ইলক্টোরাল ভোটের পক্ষে তবে তা উচ্চ কক্ষ ও নিম্নকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

** ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টি দূর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব সমূহ বাস্তবায়নের পক্ষে।

** ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নাগরিক কমিটি গঠনে একমত না। আমার মনে করি নাগরিক কমিটি গঠন করা হলে ক্ষমতাসীন দল প্রশাসনকে জিম্মি করবে।

** ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টি নতুন ২টি বিভাগ গঠনের পক্ষে তবে জনসংখ্যা ও ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনা করে বিভাগগুলো পুনঃ গঠনের প্রস্তাব করছে। রাজধানী ঢাকা শহরকে বিভাগগুলোর আওতামুক্ত রাখার প্রস্তাব করছে। যেমন : মোট বিভাগ হবে পুরাতন ০৮টি, নতুন ০২টি এবং শুধু রাজধানী ঢাকা শহর-১, মোট ১১টি।

** ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টি জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের পদবী পরিবর্তনের পক্ষে।

** ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টি জেলার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বিচার বিভাগের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলার ক্ষমতা প্রদানের পক্ষে।

** ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টি ইউনিয়ন পরিষদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে ওয়ার্ড বাড়ানোর পক্ষে সে ক্ষেত্রে ১১টি বা কোন কোন ইউনিয়নে তার অধিক হতে পারে এবং সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচিত করার পক্ষে ।

উক্ত বিষয়গুলো আপনার ঐকমত্য কমিশন আন্তরিকতার সহিত গ্রহন করলে দেশ ও জাতির উপকৃত হবে বলে ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টি মনে করে। আগামীতে আপনাদের সংস্কার প্রচেষ্টায় অংশ নিতে আমরা প্রস্তুত আছি। আপনাদের সফলতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু
সভাপতি
ভাসানী জনশক্তি পার্টি

শেখ মোঃ রফিকুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
ভাসানী জনশক্তি পার্টি

২৭/০৫/২০২৫ইং

ড. মোঃ আবু ইউসুফ সেলিম
মহাসচিব
ভাসানী জনশক্তি পার্টি

ড. আবু ইউসুফ সেলিম
মহাসচিব
ভাসানী জনশক্তি পার্টি

Liberal Democratic Party-LDP

Central Office: Magbazar Gulfesha Plaza, 8th Floor, 8-B, 8, Shaheed Journalist Selina Parveen Road, (69, Outer Circular Road) Magbazar, Ramna, Dhaka-1217
Phone: 01710750695, 01815454711, Email: ldp@gmail.com, web: www.ldp-bangladesh.com

Ref: Date: 24.05.2025

মাননীয়

সভাপতি

জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন

ব্লক-১,এমপি হোস্টেল,জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা,

শেরে-বাংলা নগর,ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন ।

জনাব

আপনার প্রেরিত স্মারক নং ৫৫.০০.০০০০.১২১.৯৯.০০১.২৫-২০২, তারিখ ২০ /০৫/২৫ খ্রিঃ, পত্রটি যথাসময়ে হস্তগত হয়েছে। জনপ্রশাসন সংস্কারের ব্যাপারে " প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা " বিষয়ে একটি সংশোধণী রয়েছে যা নিম্নরুপ-

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রেরিত স্পেডসিটের ৩য় পৃষ্ঠার " প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা " বিষয়ের উপর লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির

মতামত-

দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে আমরা দ্বিমত পোষণ করেছিলাম। জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের সাথে এবং দলীয় ফোরামে আলোচনা করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে আমরা একমত পোষণ করছি। সেই ক্ষেত্রে চারটি প্রদেশের স্থলে ৮টি হওয়া যথাযথ।

ধন্যবাদান্তে,

(খেতাবপ্রাপ্ত বীরমুক্তিযোদ্ধা ড.অলি আহমদ বীর বিক্রম)
Dr. Oli Ahmad Bir Bikram
President
Liberal Democratic Party-LDP
প্রেসিডেন্ট
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি

পরিশিষ্ট-১৪

প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় যে বিষয়গুলোতে ঐকমত্য হয়েছে তার তালিকা

পরিশিষ্ট-১৩

প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় যে বিষয়গুলোতে ঐকমত্য হয়েছে তার তালিকা

ক। সংবিধান সংস্কার

১) **আইনসভা গঠন:** সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, "বাংলাদেশে একটি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থাকবে, যার নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) নিয়ে গঠিত হবে।" **[৩০টি দল একমত]**

২) **উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, উচ্চকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের সদস্যদের যোগ্যতার অনুরূপ হবে। **[২৪টি দল একমত]**

৩) ৩) **জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিধান:** জাতীয় সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি করে ১০০ (একশত)-তে উন্নীত করার ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত। **[১৯টি দল একমত]**

৪) **ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে মনোনয়ন:** সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, আইনসভার উভয় কক্ষে একজন করে ডেপুটি স্পিকার সরকার দলীয় সদস্য ব্যতীত অপর সকল সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত করা হবে। **[২৯টি দল একমত]**

৫) **সংসদের কমিটি ও সদস্যদের অধিকার নির্ধারণের জন্য আইন প্রণয়ন:** সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমেসংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা হবে। **[২৪টি দল একমত]**

৬) **রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়া:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে "রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লংঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। আইনসভার নিম্নকক্ষে অভিশংসন প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাশ করার পর তা উচ্চকক্ষে প্রেরণ এবং উচ্চকক্ষে শুনানির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।" **[২৮টি দল একমত]**

৭) **ভাষা:** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে 'বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। **[৩০টি দল একমত]**

৮) **বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয়:** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২)এ উল্লিখিত "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন" বিধানটি নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে : "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরচিত হবেন।" **[৩১টি দল একমত]**

৯) **সংবিধান বিলুপ্তি ও স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ:** সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা বিষয়ক বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা হবে। **[২৮টি দল একমত]**

১০) **সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা:** সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে "বাংলাদেশ একটি বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।" **[৩৩টি দল একমত]**

১১) **মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সম্প্রসারণ:** সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা সংশোধন ও নাগরিকদের অধিকার সম্প্রসারণ করা হবে। **[৩১টি দল একমত]**

১২) **আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় অনুমোদন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে "জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পরে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন (রেটিফাই) করা হবে।" **[২৩টি দল একমত]**

১৩) **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। **[২৮টি দল একমত]**

১৪) **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। জাতীয়

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের ওপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে। **[২৭টি দল একমত]**

১৫) **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে ন্যস্ত করা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, যে সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীস্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্ত হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে। **[২৭টি দল একমত]**

১৬) **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানেরনিজস্ব তহবিল সংগ্রহ:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। তবে প্রাক্কলিত তহবিল যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। **[২৪টি দল একমত]**

১৭) **জেলা সমন্বয় কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, প্রতিটি জেলায় পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি জেলা সমন্বয় কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটিসমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন: (১) প্রতিটি উপজেলা থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুইজন ভাইস-চেয়ারম্যান, (২) প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুইজন ডেপুটি মেয়র, (৩) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে। **[২৫টি দল একমত]**

১৮) **ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা। **[২৩টি দল একমত]**

খ। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্য

১৯) **তথ্য অধিকার আইনের আওতায় রাজনৈতিক দল:** নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা হবে। **[২৪টি দল একমত]**

গ। বিচার বিভাগ সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্য

২০) **আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, আপিল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা যাবে। **[৩০টি দল একমত]**

২১) **সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (Judicial Appointments Commission-JAC) গঠন করা। **[২৬টি দল একমত]**

২২) **সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধান:** সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করা। **[২৯টি দল একমত]**

২৩) **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা। **[৩২টি দল একমত]**

২৪) **বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি:** সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা ও হালনগদকরণ ও প্রয়োগ করা হবে। **[৩১টি দল একমত]**

২৫) **সাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি:** সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃকসাবেক বিচারপতিদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ‘বিচারপতি’ পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা। **[২৯টি দল একমত]**

২৬) **বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ:** অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ **১১৬** ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংশোধন করা। **[৩১টি দল একমত]**

২৭) **সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা:** নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এই সচিবালয় সংক্রান্ত সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থায়ন করা। এই সচিবালয়ের ওপর অধস্তন আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন, অধস্তন আদালতের বিচারকের পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। **[৩১টি দল একমত]**

২৮) **স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা :** সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সংবিধানের অধীনে সুপ্রিম কোর্ট ও জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হবে। **[২৯টি দল একমত]**

২৯) **স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা :** একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা। **[৩০টি দল একমত]**

৩০) **বিচার বিভাগের জনবল বৃদ্ধি :** বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত আদালত স্থাপন করা হবে। **[৩২টি দল একমত]**

৩১) **জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর :** বিদ্যমান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩০টি দল একমত]**

৩২) **বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ :** প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রিম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারক এবং সকল আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান করা হবে। **[২৮টি দল একমত]**

৩৩) **আদালত ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও ডিজিটাইজ করা :** মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানি নিরসন, স্বচ্ছতা আনয়ন, মামলার খরচ হ্রাস ও বিচারপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বিধি প্রণয়ন,সংশোধন ও সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশনা জারির মাধ্যমে আদালত ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও ডিজিটাইজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩২টি দল একমত]**

৩৪) **কতিপয় আইন রহিতকরণ ও সংশোধন :** 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' রহিত করা এবং মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত 'আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ ২০২৫' জারি করা এবং সালিশ আইন ২০০১ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। **[৩১টি দল একমত]**

৩৫) **আইনজীবীদের আচরণবিধি :** আইনজীবীদের আচরণবিধি যুগোপযোগীকরণ করা; জেলা পর্যায়ে বার কাউন্সিল ট্রাইবুনাল স্থাপন এবং তার প্রধান হিসেবে একজন বিচারককে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। অপরদিকে আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হবে। **[২৬টি দল একমত]**

৩৬) **আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপ :** আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এবং নির্বাচন পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিলোপের জন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সহযোগী সংগঠন, অঙ্গসংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ইত্যাদি) আইনজীবীদের যে কোনো সংগঠনকে স্বীকৃতি না দেওয়ার বিধান করা হবে। **[২৫টি দল একমত]**

৩৭) **বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য :** বিচারকদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচনা করে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হবে। **[৩২টি দল একমত]**

ঘ। জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্য

৩৮) **গণহত্যা ও ভোট জালিয়াতির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত কমিশনগঠন :** জুলাই অভ্যুত্থানকালে গণহত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। **[৩২টি দল একমত]**

৩৯) **স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন :** জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে। **[২৯টি দল একমত]**

৪০) **তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সংশোধন :** নাগরিকরা যাতে সহজে ও অবাধে সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে সেজন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (Right to Information Act, 2009) পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। **[৩২টি দল একমত]**

৪১) **Official Secrets Act, 1923-এর সংশোধন :** নাগরিকদের তথ্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতা সহজ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে The Official Secrets Act, 1923 পর্যালোচনা করে সংশোধন করা হবে। **[২৭টি দল একমত]**

৪২) **কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন :** ভৌগোলিক অবস্থান ও যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা হবে। **[২৮টি দল একমত]**

৪৩) **স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন :** বর্তমানে ভূমি সংক্রান্ত মামলাগুলো নিষ্পত্তিতে অনেক সময় ব্যয় হয়বিধায় নাগরিকদের ভোগান্তি দূর করার জন্য প্রতি বিভাগে একটি করে স্বতন্ত্র ভূমি আদালত স্থাপন করা হবে। **[২৫টি দল একমত]**

৬। দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কারে ঐকমত্য

৪৪) সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সংবিধান সংশোধন : বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হবে : 'রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।' [৩০টি দল একমত]

৪৫) **দুর্নীতিবিরোধী কৌশলপত্র প্রণয়ন :** রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৭-এর অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করা হবে। **[৩০টি দল একমত]**

৪৬) **বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা বন্ধ করা :** বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সামঞ্জস্য রেখে বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যেকোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হবে। **[৩২টি দল একমত]**

৪৭) **রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সুবিধাভোগী মালিকানা (beneficial ownership) সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন:** রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে। **[৩১টি দল একমত]**

৪৮) **উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচার রোধে আইন প্রণয়ন :** প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত বা চূড়ান্ত মালিকানার তথ্য গোপন করে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্টারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করা। **[২৯টি দল একমত]**

৪৯) **নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা :** নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা।

- রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তী সময়ে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ওসম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং
- রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না। **[২৫টি দল একমত]**

৫০) **পরিষেবা খাতের কার্যক্রম ও তথ্য অটোমেশন করা:** সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনা। **[২৯টি দল একমত]**

৫১) **বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে শাস্তির আওতায় আনা:** UN Convention against Corruption (UNCAC)-এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনা। **[৩১টি দল একমত]**

৫২) **Common Reporting Standards-এর বাস্তবায়ন:** দেশ বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশের Common Reporting Standards-এর পক্ষভুক্ত হওয়া এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করা। **[৩০টি দল একমত]**

৫৩) **দুদক কমিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা:** দুদক আইনের ৫(১) ধারা সংশোধন করে ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করা। **[২৯টি দল একমত]**

৫৪) **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধন:** দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা– 'আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনেরো) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।' **[২৬টি দল একমত]**

৫৫) **দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারদের মেয়াদ:** দুদক আইন ২০০৪-এর ৬(২) ধারার সংশোধন করে দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা। **[২৫টি দল একমত]**

৫৬) **দুদক বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন:** দুদক আইন ২০০৪-এর ৬(১) ধারা সংশোধনপূর্বক ধারা-৭-এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' নির্ধারণ করা। **[৩১টি দল একমত]**

৫৭) **দুদক বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির গঠন:** দুদক আইন ২০০৪-এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত 'বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি' সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা। তাঁরা হলেন– (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক। **[২৫টি দল একমত]**

৫৮) **বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুদক কমিশনার নিয়োগের অনুসরণীয় পদ্ধতি:** দুদক আইন ২০০৪-এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা–

- পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে;
- প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবনবৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে;
- আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে;
- কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে;
- সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে;
- সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজনে কমিটি দুইজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে;

- সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন প্রার্থীর নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করবে;

- জনসম্মুখে নাম প্রকাশের ন্যূনতম সাত দিন পরে কমিটি প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন প্রার্থীর নাম গোপনীয়তার সহিত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে। **[২৭টি দল একমত]**

৫৯) **বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার পদ্ধতি :** দুদক আইন ২০০৪-এর ৭(১) থেকে ৭(৫) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে–

- প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করা;

- উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হলো–

(১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা

(২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা

(৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন

(৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ

(৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন

(৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে অবহিতকরণ

(৮) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রতিবেদন

(৯) দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন বিষয়ে অগ্রগতি

(১০) দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধী কার্যক্রমের বিবরণ;

- কমিটি দুদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করবে;

- কমিটি যথাসম্ভব উক্ত শুনানি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেবে;

- উক্ত শুনানি শেষে কমিটি তার লিখিত পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করবে;

- কমিটিকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, উক্ত শুনানির কারণে কোনো অবস্থাতেই যেন চলমান তদন্ত বা অনুসন্ধানের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা মামলা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত না হয়;

- কমিটি উন্মুক্ত শুনানিতে অনুসরণীয় Standard operating procedure (SOP) প্রণয়ন করবে এবং এর যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করবে। **[৩১টি দল একমত]**

৬০) **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করা :** দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক অনুযায়ী জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্ত করা। **[২৭টি দল একমত]**

৬১) **আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯-এর সংশোধন :** আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। **[২৭টি দল একমত]**

৬২) **Open Government Partnership-এর পক্ষভুক্ত হওয়া :** উন্মুক্ত সরকারের ধারণা সংক্রান্ত Open Government Partnership (OGP)-এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে পক্ষভুক্ত হওয়া। OGP'-তে পক্ষভুক্ত হলে স্বচ্ছ, অংশীদারিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক উত্তমচর্চা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে। **[২৩টি দল একমত]**